ইউরোপ, ১৯৩৮

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রথম খণ্ড মূল্য সাড়ে চার টাকা

দ্বিতীয় খণ্ড যন্ত্রস্থ

মিত্রালয়, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীগৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্, ২৭বি, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্তৃক মুদ্রিত

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী
শ্রদ্ধাস্পদেষু

শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

শারদীয়া ষষ্ঠী
১৩৫১।২০০১॥

প্রকাশকের নিবেদন

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ইউরোপ ভ্রমণের কথা অংশতঃ "আনন্দ বাজার পত্রিকা"তে ও অন্যত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। ইউরোপের বর্তমান অবস্থার সরস বর্ণনা এবং সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থকারের নিজের সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের প্রকাশে এই ভ্রমণ-কথা বিশেষ লোকপ্রিয় হওয়ায়, আমরা পুস্তকাকারে ইহা প্রকাশ করিলাম। আশাকরি পাঠক সমাজে ইহার পূর্ববৎ উপযুক্ত সমাদর হইবে। ইতি—আশ্বিন, ১৩৫১।

ইউরোপ, ১৯৩৮

[১]

ক’লকাতা—বোম্বাই

২৬শে—২৮শে জুন, ১৯৩৮

যথারীতি প্রত্যুদ্গমনকারী বন্ধুদের দ্বারা পুষ্পমাল্য-মণ্ডিত হ’য়ে, সমাগত আত্মীয় আর মিত্রজনের ব্যক্ত আর অব্যক্ত শুভ-কামনা আর প্রার্থনার মধ্যে আমাদের যাত্রা হ’ল। বোম্বাই থেকে জাহাজ ছাড়্‌বে, এবার ক’লকাতা থেকে যাওয়া গেল ঈস্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ে ক’রে। তিন চার মাসের জন্য বিদেশ-যাত্রা। এবার একটু বৈশিষ্ট্য আছে—রুষ-ভ্রমণ হ’চ্ছে আমাদের অন্যতম উদ্দেশ্য। তাতে আমাদের মনে একটা অভূতপূর্ব উৎসাহ, আত্মীয় আর বন্ধুদের মনে তেমনই একটা উদ্বেগ-মিশ্র ঔৎসুক্য।

এবার সব সময়ে হম্‌-রাহী বা সহযাত্রী থাক্‌বো আমরা দুজনে—বন্ধুবর মেজর শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার বর্ধন, আর আমি। আমরা ইস্কুলের সহপাঠী। ডাক্তারী পাস ক’রে প্রভাত বিগত মহাযুদ্ধে ফৌজী ডাক্তার হন, ইরাক, ঈরান আর ব্রহ্মদেশে বছর কতক কাটান, এডিন্‌বরায় গিয়ে এফ-আর-সী-এস আর এম-আর-সী-পী উপাধি পান ; আই-এম-এস চাকরীতে মেজর-পদবীতে উঠেন, সরকারী কাজ ছেড়ে দিয়ে এখন ক’লকাতাতেই চিকিৎসা-ব্যবসায় চালাচ্ছেন। রুষ-ভ্রমণে তাঁরও খুব উৎসাহ। চোদ্দ বছর পরে আবার ইউরোপে যাচ্ছেন।

ভরা বর্ষা নেমেছে। ২৭শে জুন, সারাদিন রেলে ব’সে বর্ষার শোভা উপভোগ ক’রতে ক’রতে গেলুম। অল্প কয়দিনের জন্য বাড়ী ছাড়া হ’লে, অন্য দু’চারখানা বইয়ের সঙ্গে একখানা সংস্কৃত মেঘদূত নিতে ভুলি না। ভোরে গয়ার পরে, দক্ষিণ-বিহারের সমতল ক্ষেত্র, মাঝে মাঝে পাহাড়। চারিদিক্ হরিয়ালীতে অর্থাৎ হরিৎ

বর্ণের সমাবেশে মনোহর। আকাশে কালো মেঘ, আকাশের কোলে বর্ষাবিধৌত বৃক্ষশ্রেণীর—বিশেষতঃ তালগাছের—সবুজ সৌন্দর্য্য। মেঘদূতের পূর্বমেঘের শ্লোকে ভারতের প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে বর্ণনা আছে, তা এখনও অক্ষরে অক্ষরে মেলে; উপরন্তু, এই বর্ণনায় কবি-প্রতিভা পরিদৃশ্যমান প্রাকৃতিক জগৎকে এমন একটী আলোকপাতের দ্বারা উদ্ভাসিত ক'রেছে, যা এই জগৎকে, এই জগৎ দর্শন আর উপভোগ করাকে একটা অতীন্দ্রিয় আনন্দলোকে নিয়ে যায়। সাসারামের কাছে তমালতালী-বনরাজি-নীলা শোভা অতুলনীয় লাগ্‌ল। তমাল গাছ কেমন জানি না, কিন্তু ঘন সন্নিবিষ্ট তালবনেই মাত ক'রে রেখেছে।

মোগল-সরাই, পট্‌না—দু'জায়গায় আত্মীয়জনের সঙ্গে সাক্ষাৎ। স্নেহের উপায়ন প্রচুর খাদ্যদ্রব্যে মেঠাইয়ে লুচী মাংসে ফলে বাক্স্ ভ'রে গেল—তিন দিন খেয়েও শেষ করা যায় না।

মধ্য-ভারতের বাইরের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখ্‌তে-দেখ্‌তে, অনেক সময়ে আমার কেবলই মোগল-চিত্রের গাছপালা আঁকার ঢঙ মনে হ'চ্ছিল।—তরু-বিরল মাঠের মধ্যে, এক-একটী গাছ একা স্তব্ধ হ'য়ে দাঁড়িয়ে' আছে, দূর থেকে বৃষ্টির জলে ধোয়া প্রত্যেক পাতাটী যেন দেখা যাচ্ছে; অশথ, বট, পলাশ, আম প্রভৃতি গাছ। মোগল-যুগের শিল্পীরা যে চোখে দেখেছিলেন, যে হাতে এঁকেছিলেন, আর যে তুলিতে রঙ লাগিয়েছিলেন, তার তারিফ না ক'রে পারা যায় না। গাড়ীর জানালার ফ্রেমের মধ্যে যেন কোন মোগল দরবারী চিত্রকরের আঁকা প্রাকৃতিক দৃশ্যের এক-একটী টুক্‌রো উপভোগ ক'রতে-ক'রতে গেলুম। দেখা যায় যে, শিল্পের ইতিহাসে বাহ্য জগতের আর মানুষের কোনও কোনও বৈশিষ্ট্য এক-একজন শিল্পী বা এক-একটী শিল্পি-গোষ্ঠী এমন ভাবে ধ'রে দিয়ে যান যে, তাঁদের সঙ্গে প্রাকৃতিক দৃশ্যের বা মানব-মূর্তির সেই-সব বিশিষ্টতা অচ্ছেদ্য যোগ-সূত্রে গ্রথিত হ'য়ে যায়; যেমন, শিল্পবিৎ বা শিল্পরসিক ব্যক্তির কাছে, Corot landscape বা Burne-Jones figure, Botticelli face বা Hokusai landscape, Mathura Yakshini বা Khmer Buddha ব'ললেই, যথাযথ বৈশিষ্ট্য নেত্রপথে উদিত হয়। আর এই রকম বিশিষ্ট চিত্রণ বা ভাস্কর্য্য-রীতি, বাস্তবের আধারে গঠিত হয় ব'লেই তার চিরন্তন আকর্ষণী শক্তি। ভারতের প্রাকৃতিক রূপ কাব্যে কালিদাসের মতন কবি ধ'রে দিয়ে গিয়েছেন, চিত্রে দিয়ে গিয়েছেন ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মোগল আর রাজপুত দরবারী চিত্রকরেরা।

মধ্য-ভারতের মধ্য দিয়ে যেতে-যেতে ক্বচিৎ মস্ত এক মাঠ রেলপথকে ঘিরে র'য়েছে, চারিদিকে দূরে মাঠের সীমানা আকাশে গিয়ে মিশেছে—বিরাট এক

দিক্‌চক্রবাল, মহাসাগরে জাহাজকে যেমন তেমনি আমাদের চলন্ত গাড়ীকে ঘিরে র'য়েছে ; এই দিক্‌চক্রবালের শেষে, আকাশের পটভূমির কোলে, কোথাও একটী গাছ তার একক অবস্থানকে অদ্ভুত মহিমায় মণ্ডিত ক'রে খাড়া দাঁড়িয়ে' আছে—ঘাসে-ঢাকা মাটির শেষ সীমারেখা, সেই রেখার উপরে নীল আকাশের গায়ে অবস্থিত গাছটী, জগতে যেন আর কিছুই নেই। বহু বৎসর পূর্বে একদিন শান্তিনিকেতনে এই উদার ক্ষেত্রের সীমান্তে এইরূপ একটী গাছ মুগ্ধনেত্রে আমি দেখছিলুম—তখন শান্তিনিকেতনে এখনকার মতন এত ঘর-বাড়ী হয়নি—শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয় আমায় তদবস্থায় দেখে, উপনিষদের এই বচনটী খালি আওড়ালেন—"বৃক্ষ ইব দিবি স্তব্ধঃ তিষ্ঠত্যেকঃ—সেই এক পরমাত্মা, এইরূপ আকাশের কোলে গাছের মতন একাকী বিদ্যমান"—প্রাচীন ঋষির উপমার সার্থকতাটুকু তখনই উপলব্ধি ক'রতে পারলুম। এখানেও মাঝে মাঝে সেই দৃশ্য।

২৮শে জুন সকালে, বোম্বাই পৌঁছবার আগে, নাসিক-রোড স্টেশন থেকে কসারা স্টেশন পর্য্যন্ত, পাহাড়ে' পথটী যেন নোতুন ক'রে মেঘদূতের শব্দচিত্রের নানা রূপময় প্রকাশ দেখালে। দূরে, কাছে, গাছে-ঢাকা পাহাড়ের মাথায়, ক্বচিৎ প্রভাত-সূর্য্যের কোমল কিরণে উদ্দ্যোতিত গাছের তাজা সবুজ রঙকে যেন ঢেকে দিয়ে, মেঘের ছুটোছুটি : চতুর্দিকে মেঘের নীল-পাঁশুটে' রঙে আর কোয়াসার ধোঁয়ায় ভরা আকাশ ; আর নীচে পৃথিবীর উপরে সফেন নৃত্যশীল ছোটো ছোটো পাহাড়ে' নদী ; মাটির কালো রঙ ;—সমস্তটা মিলে মনকে অপূর্ব মোহে আবিষ্ট ক'রে তুললে।

বর্ষা ঋতু ভারতবর্ষের বিশিষ্ট ঋতু। বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে, ভারতীয় চিত্তকে এই বর্ষা ঋতু রস-সিঞ্চিত ক'রে এসেছে। আমরা যারা ক'লকাতার মতন শহরে বাস করি তারা বর্ষার সৌন্দর্য্য, বর্ষার অতীন্দ্রিয় আবেদন অনুভব ক'রতে উপলব্ধি ক'রতে পারি না ; কেবল শহরের সৌধারণ্য ছেড়ে যখন বাইরে আসি, তখনই বর্ষা কি ক'রে মাঠে বনে পাহাড়ে তার মেঘময় বেণী এলিয়ে' দেয়, তা দেখে আমরা মুগ্ধ হই। বর্ষার কথা ব'লতে গেলে, মেঘদূতের কথা আবার ব'লতে হয়। বোম্বাইয়ের পথে সহ্যাদ্রি বা পশ্চিম-ঘাটের পাহাড়ে' অঞ্চলে মেঘ বৃষ্টি জলের আর ঘন-সন্নিবিষ্ট বৃক্ষরাজির মধ্যে বর্ষার এক রূপ দেখা গেল ;—সঙ্গে সঙ্গে মনে প'ড়ে গেল, মেঘের মধ্য থেকে, ধূমজ্যোতিঃসলিলমরুৎময় মেঘের সঙ্গে মাথামাথি হ'য়েছিল, মধ্যযুগের হিন্দুভারতের রোমান্সের অনির্বচনীয় সুন্দর লীলানিকেতন, গোয়ালিয়রের গড়ের উপরে অবস্থিত রাজা মানসিংহ তোমরের প্রাসাদের উপরের তলার 'অটরিয়া' বা ঝরোখা-দেওয়া বারান্দায় ; গোয়ালিয়র দেখ্‌তে গিয়ে, সেবার এমনি বর্ষার ধারাপাত পেয়েছিলুম। আমরা

প্রাসাদের উপরের তলা থেকে গোপাদ্রির চরণতলে প্রসারিত বর্ষা-বিধৌত সমতল ভূমির শোভা দেখ্‌ছি, এমন সময়ে কোথা থেকে মেঘের দল ঝরোখা দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকতে লাগ্‌ল, আর আমাদের যেন দেখেই তাড়াতাড়ি অন্য জানালা দরজা আর বারান্দা দিয়ে পালাতে লাগল—ঠিক্ যেমনটী কালিদাস মেঘদূতের উত্তরমেঘে বর্ণনা ক'রে গিয়েছেন—

নেত্রা নীতাঃ সততগতিনা যদ্বিমানাগ্রভূমীর্
আলেখ্যানাং নিজজলকণৈর্দোষমুৎপাদ্য সদ্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচস্ত্বাদৃশা যত্র জালৈর্
ধূমোদ্গারানুকৃতিনিপুণা জর্জরা নিষ্পতন্তি॥

'সততগতি বায়ু হ'চ্ছে তার প্রেরক; তার দ্বারা চালিত হ'য়ে, তোমার মত মেঘ, প্রাসাদের উপরিতলের প্রকোষ্ঠ-সমূহে প্রবেশ ক'রে, ঘরের ছবিগুলিকে নিজ জলকণার দ্বারা ভিজিয়ে' খারাপ ক'রে দিয়ে, তখনি যেন এই অপরাধের জন্য ভয় পেয়ে, ধোঁয়া যেভাবে বেরিয়ে' যায় সেই ভাবে ছড়িয়ে' প'ড়ে, ঝরোখার জালী কাজের ভিতর দিয়ে বাইরে পালিয়ে' যায়।'

মাতৃভূমি থেকে বিদেশে প্রবাসের পূর্বাহ্নে, এইভাবে স্বদেশ-লক্ষ্মী বর্ষাসিক্ত তাঁর শীতল কোমল স্পর্শ আমাদের দেহ-মনের উপরে অলক্ষ্য আশীর্বাদ-স্বরূপ বুলিয়ে' দিলেন, আমরা যেন সেই স্পর্শ মর্মে মর্মে উপলব্ধি ক'রে নিজেদের ধন্য মনে ক'রলুম।

ক'লকাতার এটর্নী, বাঙলায় উপনিবিষ্ট রাজস্থানী, শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ খৈতান আমার কলেজের সহপাঠী, এই ট্রেনেই বোম্বাই যাচ্ছিলেন—তিনি ছিলেন প্রথম শ্রেণীতে। আমাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আর একজন সহযাত্রী ছিলেন, আমাদের সঙ্গে একই জাহাজে বিলাত যাবেন, শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকার। কুটীর-শিল্প বিষয়ে চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা লাভ করিবার জন্য, আর নানাবিধ কুটীর-শিল্পের উপযোগী কল-কব্জা কেনবার জন্য হরিপদ-বাবু ইউরোপে যাচ্ছেন। ইনি কিছুকাল জাপানে ছিলেন। স্বদেশ-প্রেমী, আদর্শ-বাদী ব্যক্তি, কংগ্রেস-কর্মী, এঁর দৃষ্টি আর আদর্শ হ'চ্ছে সংযমী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি আর আদর্শ। শ্রীযুক্ত দুর্গাপ্রসাদ মাঝে মাঝে গল্প কর্‌বার জন্য আমাদের গাড়ীতে আস্‌ছিলেন; চিকিৎসক, দেশসেবক, ব্যবহারজীবী আর শিক্ষক—আমাদের এই চারজনের মধ্যে বিচার আর আলোচনা বেশ জ'মে উঠেছিল। বোম্বাই পৌছোবার আগে আমাদের কথা উঠ্‌ল, শিখ ধর্ম আর শিখ আদর্শ নিয়ে। আমাদের ভারতবর্ষের মতন দেশে এখন যা দরকার সেই রকম খাঁটি দরের মানুষ, কর্মী

মানুষ, নির্ভীক মানুষ গ'ড়ে তুল্‌তে হ'লে, ধর্মকে বাদ দিয়ে কোনও আদর্শ বা মতবাদ প্রচার ক'রলে তার সার্থকতা হবে কি না; আর বিগত পাঁচ শ' বছরের মধ্যে যে-সব ধর্ম-মত ভারতবর্ষে জন-সাধারণের মধ্যে প্রচারিত হ'য়েছে, জাতিকে গ'ড়ে তোল্‌বার উপযোগী উপাদান সেগুলিতে আছে কি না, আর থাক্‌লে কতটা আছে—এই বিষয় নিয়ে কথা উঠ্‌তে, ক্রমে বাঙলার গৌড়ীয় বৈষ্ণব মত আর পাঞ্জাবের শিখ পন্থ এই দুইয়ের বিচার এসে গেল। যাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণব পরকীয়া-বাদ আর তার আনুষঙ্গিক রস-শাস্ত্র আর বৈষ্ণব পদকে বাঙালীর সংস্কৃতির সর্বশ্রেষ্ঠ বিকাশ ব'লে মনে করেন, আধ্যাত্মিক সাধনায় এই মতকে আর বৈষ্ণব রস-কীর্তনকে জন-সাধারণের উপযোগী সাধন-পথ ব'লে মনে করেন, আমি তাঁদের সঙ্গে একমত নই। বাঙলা কীর্তন-সঙ্গীত বাঙলাদেশের সংস্কৃতির একটী লক্ষণীয় প্রকাশ মাত্র; যে জাতির মধ্যে এই জিনিসের উদ্ভব, সেই জাতির একটা অংশকে এই জিনিস মাতাতে পারে, কিন্তু আমার মতে, এর বিশ্বজনীনতা নেই। শব্দের অর্থের উপরে নির্ভর যার এতটা বেশী, সেই সঙ্গীত যথার্থ উচ্চদরের সঙ্গীত আখ্যার কতটা যোগ্য, তাও বিচার ক'রে দেখ্‌বার বিষয়। বৈষ্ণব পরকীয়া-বাদ আর রস-কীর্তনকে আশ্রয় ক'রে কতকগুলি মহাপুরুষ আধ্যাত্মিক সাধনার উচ্চ স্তরে উঠ্‌তে পেরেছেন, একথা অস্বীকার করি না; কিন্তু সংসারে থেকে যাদের ল'ড়তে হবে, যাদের মনে সাহস দেহে শক্তি কার্য্যে তৎপরতা নীতিতে সঙ্ঘ-বদ্ধতা দরকার, তাদের পক্ষে পরকীয়া-মতের রস-চর্চা, দুর্বলতার আকর ছাড়া আর কিছুই হয় না। খাঁটী বাঙলাদেশের জিনিস হ'লেও, আমার মনে হয়, এই জিনিস, অন্ততঃ এই উপস্থিত আপৎকালে, বাঙালীর পক্ষে অত্যন্ত অনুপযোগী। পরকীয়া-মত, প্রতিনৈতিক অসামাজিক আদর্শের আধারে প্রতিষ্ঠিত; আর মধুর-রসের সাধনাময় রস-কীর্তন, জন-সাধারণের পক্ষে ভাব-বিলাসময় আধ্যাত্মিকতাভাস মাত্র। অন্য সব জাতির চরিত্রে যেমন, বাঙালীর চরিত্রেও তেমনি দুটো দিক্ আছে—জ্ঞানের দিক্, আর ভাবের দিক্, শক্তি বা দৃঢ়তার দিক্, আর কোমলতার দিক্। বাঙালীর বৈষ্ণব সাধনায় ভাব আর কোমলতার উপরই অত্যন্ত অধিক জোর দেওয়া হ'য়েছে—ফলে, ভাবের সাধনে কোমলতার সাধনে এই মত, তার চরম অবস্থায় বাঙালীকে পৌঁছিয়েছে। আমাদের দরকার দুইয়ের সামঞ্জস্য; আর সামাজিক সংরক্ষণের দিকে দৃষ্টি রেখে, পরকীয়া-বাদের মতন জিনিসকে, স্ত্রী-পুরুষের (তা-ও আবার সমাজ-বিরুদ্ধ সম্পর্কের স্ত্রী-পুরুষের) প্রেম আর মিলনকে প্রতীক ক'রে যে তথাকথিত আধ্যাত্মিক সাধনা, তাকে, মাটি ছুঁয়ে যাদের চ'লতে হয় আর জীবন-সংগ্রামের জন্য সর্বদা যাদের তৈরী

থাক্‌তে হয়, এমন মানব-সাধারণের কাছ থেকে দূরে রাখ্‌তে হয়। শ্রীচৈতন্যদেবের আদর্শ আর শিক্ষা যাই থাক, সকলেই স্বীকার ক'রবেন যে পরবর্তী কালে তা থেকে বাঙালী অনেকটা বিচ্যুত হ'য়ে, নিছক্ ভাব-সাধনার পথেই চ'লেছিল। বাঙ্গালা-দেশের হিন্দু সমাজের জাতিভেদের কড়াকড়ির বিরুদ্ধে নব-প্রচারিত বৈষ্ণব ধার্মিক আদর্শ আর তদবলম্বনে গঠিত সমাজ অনেকটা কাজ ক'রেছিল, মুসলমান ধর্মের প্রচারকেও ঠেকিয়ে' রাখ্‌তে অনেকখানি সমর্থ হ'য়েছিল, এ কথা সত্য; কিন্তু আমাদের দেশে মধ্যযুগের এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব আদর্শ, মোটের উপরে, বাঙালীকে ভাবুক বাঙালী ক'রে রাখ্‌তেই সাহায্য ক'রেছে, তেজীয়ান্ মানুষ ক'রে তুল্‌তে সাহায্য করে নি। এখন আমাদের শিক্ষিত সমাজে যে বাঙলার বৈষ্ণব দর্শন আর রস-কীর্তন নিয়ে নাড়াচাড়া চ'লছে, তাকে ঠিক ঐ জিনিসের পুনরুত্থান ব'ল্‌বো না; তা হ'চ্ছে, জাতীয় জীবন আর জাতীয় সংস্কৃতি থেকে অল্প-বিস্তর বিচ্যুত intelligentsia শ্রেণীর কাছে, অর্ধ-পরিচিত প্রাচীনের exoticism বা অপরিচিতত্বকে নিয়ে বিলাস বা খেলা মাত্র। অবশ্য, যথার্থ ভক্তি আর ভাবশুদ্ধি নিয়ে দু'দশ জন এ জিনিসের আলোচনায় অবতীর্ণ হ'য়েছেন; কিন্তু আমার ধারণা, মুখ্যতঃ সুকুমার কলা হিসেবে শিক্ষিত বাঙালী রস-কীর্তনের ভাব-বিলাসে আকৃষ্ট হ'চ্ছে। আধুনিক ব্রাহ্ম-সমাজ আর আর্য্য-সমাজ, হিন্দু জাতির উৎপত্তি আর ইতিহাস সম্বন্ধে সব কথা ঠিক মত ধ'রতে না পেরেও, বিগত শতকের ইংরেজী চরিত্র-নীতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে, হিন্দু জাতির শিক্ষিত আর অর্ধ-শিক্ষিত জনগণের চরিত্র-নীতি আর বিচার-বুদ্ধিকে উদ্‌বুদ্ধ করবার চেষ্টা ক'রেছিল—আর্য্য-সমাজ উপরন্তু বিশেষ ক'রে হিন্দুর প্রাচীনতা সম্বন্ধে অহঙ্কারের উপরে ঝোঁক দিয়েছিল; কিন্তু এদের প্রভাব, শিক্ষিত আর অর্ধ-শিক্ষিতকে অতিক্রম ক'রে, অশিক্ষিত জন-সাধারণের কাছে পৌছোতে পারে নি। কিন্তু শিখ পন্থ যে ভাবে ষোড়শ, সপ্তদশ আর অষ্টাদশ শতকে অমানুষিক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে গ'ড়ে উঠে, তাতে তার মধ্যে ভাব-বিলাসের স্থান বেশী থাক্‌তে পারে নি। শিখ ধর্ম, ভক্তি-বাদের রসের দ্বারা সিক্ত ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদের এক মনোহর যুগোপযোগী বিকাশ; ঈরানের মধ্যযুগের উদার সূফী চিন্তার হাওয়াও এত ব'য়েছিল; এতে কোনও প্রকারের কলুষ প্রবেশ ক'রতে পারে নি। অবস্থা-গতিকে শিখকে কঠিন হ'তে দৃঢ় হ'তে শিখিয়েছে, কিন্তু তার ভক্তিবাদের কোমলতা আর মধুরতা তার মন থেকে লুপ্ত হয় নি। চণ্ডিকা নয়নাদেবীর খড়্গ-স্পর্শে দৈব তেজে যে জল ফুট্‌তে থাকে, সে জলকে শীতল আর সুমিষ্ট করা হ'ল; গুরুগোবিন্দ সিংহের জীবনের এই ঘটনা বা উপাখ্যান, শিখের চরিত্রে শক্তি আর

কোমলতার একত্র সমাবেশের আদর্শকে সুন্দর-রূপে ব্যাখ্যাত করে। তেজের সঙ্গে কোমলতা, সাহসের সঙ্গে নম্রতা, এ আদর্শ শিখ ভোলে নি, তাই সেদিনও সত্যাগ্রহ-আন্দোলনে নিষ্ঠুর অত্যাচারেও অহিংসা-ব্রত থেকে সে টলে নি। আর শিখ পন্থ শিক্ষিত-অশিক্ষিত-নির্বিশেষে সব শ্রেণীর লোকের দ্বারা গৃহীত হ'য়েছে,—এর রীতি-নীতি পাঁচ-জনকে নিয়ে—পূরোপূরি democratic। আমার মনে হয়, এই আদর্শ বা ধর্ম-মত এক সময়ে একটা নিপীড়িত জাতিকে গ'ড়ে তুলেছিল, মানুষ ক'রে তুলেছিল; আবার এই জিনিস, অথবা এই রকম আর একটা কিছু, হয় তো সে কাজ ক'রতে পারবে—পরকীয়া-বাদ আর রস-কীর্তন তা পারবে না। দেখা গেল, আমাদের চারজনের মত এ বিষয়ে এক।

বোম্বাইয়ে এক পাঞ্জাবী হোটেলে উঠ্‌লুম, হোটেলওয়ালার এক বাঙালী কর্মচারী বা tout অর্থাৎ ফ'ড়ে, বাঙালী ভদ্রলোকের স্থাপিত প্রতিষ্ঠান ব'লে ভুজং দিয়ে স্টেশন থেকে আমাদের সেখানে নিয়ে তুল্‌লে। প্রভাত, হরিপদ-বাবু, আমি—তিন জনে মিলে একটা বড়ো কামরা নিলুম—এক রাত্রি তো বোম্বাইয়ে থাক্‌তে হবে। মোটের উপর হোটেলটায় খারাপ ছিলুম না। ২৮শে দুপুরে জাহাজের টিকিট সংগ্রহ করা (টিকিটের টাকা ক'লকাতা থেকেই জমা ক'রে দেওয়া হ'য়েছিল) প্রভৃতি কতকগুলি অত্যাবশ্যক কাজ করা গেল—আমি ওরই মধ্যে প্রিন্স-অভ্-ওয়েল্‌স্ মিউজিয়মটা একবার ঘুরে এলুম। এবার হাইদরাবাদের স্যর আকবর হাইদরীর ছবির সংগ্রহটা একটু ভালো ক'রে দেখ্‌লুম—বিশেষতঃ দখনী কলমের ছবিগুলি। এ সম্বন্ধে লণ্ডনের India Society থেকে শ্রীমতী স্তেল্লা ক্রামরিশ-এর যে সুন্দর সচিত্র বই বেরিয়েছে, তা আমার দেখা থাকায়, এই সংগ্রহের কতগুলি ছবির রস গ্রহণে সহায়তা লাভ হ'ল। পূর্ব-পরিচিত প্রাচীন প্রস্তরমূর্তিগুলি আর হাতীর দাঁতের শিল্পের সংগ্রহ আবার দর্শন করা গেল।

সন্ধ্যায় বোম্বাইয়ের স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে তাঁর বাড়ীতে গেলুম। সেখানে আমাদের সঙ্গে একত্র বিলেত যাবেন এইরূপ কতকগুলি ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ব'ট্‌ল। শিব-বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ বীরেন্দ্রনাথও যাচ্ছেন আমাদের সঙ্গে এক জাহাজে,—ক'লকাতার এম্-বি, এডিন্‌বরায় ওখানকার ডিগ্রিও নেবেন। সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সেন শিব-বাবুর বাড়ীতে এলেন, সৌভাগ্য-ক্রমে তাঁর সঙ্গেও সাক্ষাৎ হ'ল। ক্ষিতীশ-বাবু এখন বোম্বাই হাইকোর্টের জজ, প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার দু বছরের ঊর্ধ্বতন ছাত্র ছিলেন, সুসাহিত্যিক, কলারসিক সজ্জন—তিন বছর পরে আবার তাঁর সঙ্গে আলাপে বিশেষ আনন্দ পাওয়া গেল।

২৯শে জুন বুধবার—বিকালের দিকে জাহাজ ছাড়বার কথা ছিল, কিন্তু জাহাজ আস্‌ছে কোলোম্বো থেকে, বোম্বাইয়ে পৌঁছোতেই তার রাত্রি হ'য়ে গেল, জাহাজে গিয়ে উঠ্‌তে আমাদের নটা বেজে গেল, জাহাজ ছাড়্‌ল সেই রাত এগারোটায়। যথারীতি জাহাজ পৌঁছোনোর আর জাহাজ ছাড়ার হৈ-চৈ—যাত্রীদের আর তাদের আত্মীয় আর বন্ধুদের ভীড়, কুলিদের ভীড়, মাল-পত্র-বাক্স-সিন্দুক-সুটকেস্-এর পাহাড়, ডাক্তারী পরীক্ষার জন্য যাত্রীদের সারি দিয়ে চলা আর একে-একে ডাক্তারের সাম্‌নে হাজির হওয়া, জাহাজে চড়্‌বার সিঁড়ির মুখে পাসপোর্ট দেখিয়ে' জাহাজে ওঠা, গোরখ-ধাঁধার মত পাঁচ-তলা জাহাজ ঘুরে আমাদের ক্যাবিন খুঁজে বা'র করা, ক্যাবিনে মাল পৌঁছিয়ে' দিয়ে কুলি অপেক্ষা ক'র্‌ছে তার পাওনা চুকিয়ে' দেওয়া—এই সবে যখন মেজাজ তিক্ত হ'য়ে গিয়েছে আর শরীরও ক্লান্ত, তখন মাল-পত্র ক্যাবিনে সাজিয়ে' রেখে এসে, বাড়ীর চিঠি লিখে ডাকের জন্য ছেড়ে দিয়ে, জাহাজের উপরের তলায় হাওয়ায় এসে বরফ-দেওয়া লেমন-স্কোয়াশ একটী নিয়ে ব'সে যে আরাম, তা কথায় বলা যায় না। ব'সে-ব'সে জাহাজের মাল তোলা দেখ্‌তে লাগলুম; এক এক ক'রে তিনখানা মোটর উঠ্‌ল, কে একজন ভারতীয় রাজা সারা ইউরোপ নিজের মোটরে সফর ক'রবেন, তাঁর গাড়ী। শেষে সব ঠিক, প্রত্যুদ্‌গমনকারী বন্ধু আর আত্মীয় লোক, আর অন্য কাজের লোক যারা এসেছিল তারা, সব নেমে গেল। জাহাজের সিঁড়ি তুলে নেওয়া হ'ল, ডাঙার সঙ্গে যে মোটা কাছিতে জাহাজ বাঁধা ছিল তা খুলে দেওয়া হ'ল—আমরা যাত্রা ক'রলুম। জাহাজ-ঘাটা ছেড়ে আস্তে-আস্তে জাহাজ মাঝ-দরিয়ায় আস্‌তে লাগ্‌ল—ক্রমে বোম্বাইয়ের আলোকমালা দূরে থেকে শহরকে দিবালীর রাত্রের সৌন্দর্য্যে ভূষিত ক'রে দেখাতে লাগল। মনে হ'ল, জাহাজ একটু বেশী দুল্‌ছে। আমি মনে-মনে 'বন্দে মাতরম্' আর 'জয় ভারত' ব'লে দেশমাতার উদ্দেশ্যে প্রণাম ক'রে নীচে নেমে এলুম—অবশেষে সত্য-সত্যই তৃতীয় বারের মতন আমার ইউরোপ-যাত্রা শুরু হল॥

[২]

বোম্বাই থেকে জেনোয়া

২৯শে জুন—১১ই জুলাই

জাহাজখানার নাম Victoria ভিক্টোরিয়া, খুব বড় নয়, মাত্র চোদ্দ হাজার টনের। আমাদের টিকিট ছিল Second Economic Class বা শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর—যার নামান্তর Tourist Class বা ভবঘুরের শ্রেণী। কিন্তু এই জাহাজে Second Economic Class-এর যাত্রীর ভীড় এত বেশী হ'য়েছিল আর খাস দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীর সংখ্যায় এত কম হ'য়েছিল যে, দ্বিতীয় শ্রেণীর বহু ক্যাবিন খালি নিয়ে যাওয়ার চেয়ে, জাহাজ-কোম্পানী, শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীদেরও খাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান দিয়ে, জাহাজ ভরতী ক'রে নিয়ে যায়। যে-সব শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রী এই খাস দ্বিতীয় শ্রেণীতে স্থান পেয়েছিল, তাদের মধ্যে আমরাও ছিলুম। আমরা দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিনে স্থান পাই, খাওয়া-দাওয়া চলা-ফেরা সবই দ্বিতীয় শ্রেণীতেই আমাদের হয়, কেবল খাবার ব্যবস্থাটা যথারীতি শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর মতই হয়—খাস দ্বিতীয় শ্রেণীর মতন অতগুলি ক'রে পদ আহারের সময় দিত না। কতকগুলি অসুবিধা সত্ত্বেও মোটের উপর ভালই গিয়েছিলুম। খাস দ্বিতীয় শ্রেণীর ক্যাবিনগুলি আর দ্বিতীয় শ্রেণীর বেড়াবার জন্য কতকগুলি খোলা ডেক, যেখানে আমাদের স্থান হ'য়েছিল, সেগুলি ছিল জাহাজের আগায়—শস্তার দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য তেমনি জাহাজের পিছন দিক্‌টা নির্দ্দিষ্ট ছিল। জাহাজের সাম্‌নেটা আর পিছনটাই বেশী দোলে। আমরা জুলাইয়ের মধ্যে আরব-সাগর পার হই, তখন ভরা বর্ষার সময়, সমুদ্র খারাপ থাকে; ঠিক ঝড় হয়নি বটে, কিন্তু আমাদের জাহাজকে এবার বড্ড বেশী দোলানি আর ঝাঁকানির মধ্য দিয়ে যেতে হ'য়েছিল। বোম্বাই থেকে এডেন, এই কয়দিন প্রায় চোদ্দ আনা যাত্রী কাবু হ'য়ে প'ড়েছিল। সমুদ্রে সাধারণতঃ আমার নিজের চক্কর লাগে না, কিন্তু এবার একটু ভুগিয়েছিল—অর্থাৎ জাহাজের খোলের ভিতরে নেমে ক্যাবিনে ঢুক্‌লে গা বমি-বমি ক'রত, আর জাহাজ যখন খুব বেশী দুল্‌ত, তখন অস্বস্তিও হ'ত খুব। তবে সমুদ্রে কারো চক্কর লাগ্‌বার অকাট্য প্রমাণ হ'চ্ছে,

ভোজনে অরুচি ; সেটা এই ব্রাহ্মণ-সন্তানের কোনও দিন হয় নি, চার বেলা যথারীতি ভোজন-কক্ষে যথাস্থানে ব'সে সেবা ক'রতে বাধে নি। বন্ধুবর প্রভাত বোধ হয় এই জাহাজে ভারতীয়দের মধ্যে—অন্ততঃ আমাদের এই দ্বিতীয় শ্রেণীতে—সব চেয়ে fit ছিলেন, তাঁকে দেখে চক্কর খেয়ে কাতরাচ্ছে বা চোখ বুজে প'ড়ে আছে এমন সব যাত্রীর মনে সাহস আস্‌ত, দেহে শক্তি আস্‌ত ; তিনিও সকলকে উৎসাহ দিয়ে দিয়ে বেড়াতেন। ক্যাবিনগুলি গুমটের আড্ডা, উপর থেকে হাওয়া আস্‌বার নল দিয়ে যেটুকু হাওয়া আসে, সেটুকু, আর বিজলীর পাখা দু'খানা, ক্যাবিন ঠাণ্ডা রাখ্‌বার পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। স্নানাদির ঘর তো অন্ধকূপ ব'ল্‌লেই হয়, স্নান সেরে কাপড় ছাড়্‌তে-ছাড়্‌তে আবার একবার ঘর্মস্নান হ'য়ে যায়। জাহাজখানার ক্যাবিন প্রভৃতির ব্যবস্থা দেখে মনে হয়, ঠাণ্ডা দেশের উপযোগী ক'রেই এই জাহাজ তৈরী করা হ'য়েছিল।

একটু সাম্‌লে' নিয়ে জাহাজের সহযাত্রীদের লক্ষ্য করা গেল ; তাদের অবস্থা কথাবার্তা কর্‌বার মতন হ'লে পরে, তাদের সঙ্গে আলাপ করা গেল। এদিকে জাহাজ খুব দুল্‌ছে, ওদিকে তেমনি গরম ; যথারীতি সকলেই হাফপ্যাণ্ট বা জাঙিয়া আর গলা-খোলা কামিজ, আর খালি পায়ে পাম্প-শু বা চটী অথবা চাপলী প'রে দিন কাটাতে লাগলুম। জল-বায়ু অনুসারে পোষাকের ব্যবস্থা ক'রতে হয়, এই সুবুদ্ধি ইংরেজ ছাড়া আর সব ইউরোপীয় জাতির মধ্যে দেখা দিচ্ছে, ইটালিয়ানরা তো এ বিষয়ে অগ্রণী ; ইংরেজকেও এটা স্বীকার ক'রতে হ'চ্ছে। মেয়েদের কেউ কেউ তো গেঞ্জির কাপড়ের গা-আঁটা, পিঠ-খোলা, হাঁটুর উপর পর্য্যন্ত লম্বা, স্নানের পোষাক প'রে বা'র দিতে লাগ্‌ল।

বাঙালী যাত্রীদের সঙ্গে সহজেই আলাপ হ'ল। অ-বাঙালীর মধ্যে শ্রীযুক্ত দেশাই ব'লে একটি গুজরাটী নাগর ব্রাহ্মণ ভদ্রলোকের সঙ্গে জাহাজে চড়্‌বার আগেই পরিচয় হয়, এঁর এক আত্মীয় আমার পূর্ব-পরিচিত আমেদাবাদের একটী গুজরাটী ভদ্রলোক শ্রীযুক্ত গট্টুলাল ধ্রুব এঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে' দেন, ইনি যাচ্ছেন town-planning বা নগর-পত্তনের ব্যবস্থা দেখ্‌তে, শিখ্‌তে, ইউরোপের নানা দেশে গিয়ে।

তিন চার দিন কেটে গিয়েছে, আমরা সকলে একটু চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছি, অনেকেই যথারীতি খাওয়া-দাওয়া শুরু ক'রেছে। নিরামিষাশীদের জন্য এরা ভাত, ডাল, নিরামিষ তরকারী একটা, ভাজী, এই-সব দেয়, তাতে যারা শুদ্ধ নিরামিষাশী তারা কোনও রকমে চালিয়ে' নেয়। ভারতীয় যাত্রী বেশী ছিল ব'লে, দুপুরে সন্ধ্যায় দু-বেলাই কারী-ভাত দিত—আমরা তাতেও ভাগ বসাতুম। একদিন

আহারের পরে একটী বাঙালী ছেলে আমায় ব'ললে, "একটী মারাঠী ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে কথা কইতে চান, তিনি মাংস খাওয়ার বিরুদ্ধে, আপনার পরিচয় শুনেছেন, আপনি ব্রাহ্মণ হ'য়ে মাংস খাচ্ছেন এটা তিনি বরদাস্ত ক'রতে পারছেন না; ভদ্রলোককে দেখে মনে হয় তিনি সংস্কৃতে পণ্ডিত, হাতে তাঁর একখানা সংস্কৃত বই আছে।" ভদ্রলোকটি এলেন—বছর ৫০ বয়স হবে, বেঁটে-খাটো মানুষ, বেশ বুদ্ধিমানের মতন মুখ-চোখ, গোঁফ দাড়ী সাফ ক'রে কামানো, মাথায় একটী হোমিওপ্যাথিক মাত্রার টিকি আছে, একটু পণ্ডিতী-পণ্ডিতী ভাব। তিনি আমায় হিন্দীতে বললেন—"আপকা পরিচয় হমনে সুনা হৈ, আপ ঐসে বিদ্বান্ হৈঁ,—ব্রাহ্মণ হৈঁ, আপকে জনেউ সে মালূম হোতা হৈ কি আপ অপনে ধর্ম ঔর সংস্কৃতি সে ভ্রষ্ট নহীঁ হুএ হৈঁ (গলা-খোলা কামিজের ভিতর থেকে আমার পৈতে দেখা যাচ্ছিল)—তো আপ মাংস খাতে হৈঁ ক্যোঁ?" তিনি সংস্কৃতজ্ঞ শাস্ত্রী বা পণ্ডিতের চালে, আমার মাংস খাওয়া রূপ অনাচারের বিরুদ্ধে অনুযোগ ক'রে ব'ল্‌লেন ব'লে, আমি একটু topical colour বা অবস্থার অনুরূপ রঙ চড়িয়ে তাঁকে সংস্কৃতেই ব'লতে আরম্ভ ক'রলুম—"মনুষ্যাণাং স্বাস্থ্যসংরক্ষকানি যানি কানি খাদ্যবস্তূনি বর্ত্তন্তে, তেষাম্ উপযোগে কো দোষঃ চেৎ তানি অপর্য্যুষিতানি স্যুঃ, সর্বথা তেষাম্ উপযোগঃ প্রশস্তঃ" ইত্যাদি। তিনি আমার মুখে অপ্রত্যাশিতভাবে সংস্কৃত শুনে একটু ইতস্ততঃ ক'রে ব'ল্‌লেন, "আরে রাম রাম, আপনে সংস্কৃত ভী পঢ়া হৈ, তৌ ভী উসকা প্রভাব আপকে মন পর নহীঁ আয়া"—আমার সঙ্গে ইংরিজিতে আর হিন্দীতে তর্ক জুড়ে দিলেন। তাঁর বক্তব্য যে, কোনও মাংস খাওয়া—প্রাণিহত্যা করা—ব্রাহ্মণের পক্ষে অনুচিত, হিন্দুর পক্ষে অনুচিত। আমার মত—আদর্শ হিসেবে অহিংসাবাদ খুবই উঁচুদরের জিনিস, যিনি পারেন তাঁর পক্ষে এই আদর্শ সর্বদা পালন করা উচিত—এই আদর্শ ভারতের সংস্কৃতির অন্যতম বড় কথা, পৃথিবীতে এই আদর্শের আবশ্যকতা আছে তাও মানি; কিন্তু ব্যবহারিক জীবনে এই আদর্শ পালন ক'রতে পারে কয় জন? ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দেখ্‌লে, ব্রাহ্মণ্যের আদি অবস্থা বৈদিক যুগে অহিংসার স্থান নেই—ভারতের বাইরে থেকে আর্য্যরা যখন এল' তখন তারা মাংসাশী জা'ত ছিল, তাদের ধর্ম্ম-অনুষ্ঠানের আধারেই বৈদিক 'পশুকর্ম' অর্থাৎ পশু-হনন ক'রে যজ্ঞ করার রীতি এদেশে ব্রাহ্মণ্যের অঙ্গ হ'য়ে যায়; তার পরে, এই গরম দেশে উপনিবিষ্ট হবার পরে, অনার্য্যদের সঙ্গে রক্তের, চিন্তার আর ভাবের আদান-প্রদানের ফলে, ঔপনিষদ ব্রহ্মবাদ, কর্ম আর পুনর্জন্মবাদ, নির্বাণমোক্ষ-বাদ, বৌদ্ধ-মার্গ, জৈন-মার্গ, আজীবিক-মার্গ, এ সব গ'ড়ে উঠ্‌ল, তখন বৌদ্ধ আর জৈনদের প্রচারিত অহিংসা-বাদ ভারতীয় চিন্তায় আর ভারতীয় জীবনে

ধীরে ধীরে একটা বড় স্থান ক'রে নিলে; ক্রমে ব্রাহ্মণ্যকেও এই অহিংসা-বাদকে মেনে নিতে হ'ল, প্রতিবেশ-প্রভাবের ফলে—অহিংসা ব্রাহ্মণের দ্বারা জীবনে এক অতি উচ্চ আদর্শ ব'লে, কোথাও কোথাও বা অবশ্য-পালনীয় সদাচার ব'লে গৃহীত হ'ল। কিন্তু সব জিনিসের 'অতি' বড় খারাপ। মহারাষ্ট্রীয় ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত বৈদ্য যা ব'লেছেন, বৌদ্ধ আর জৈন মতের প্রভাবে অহিংসা-বাদের দিকে এতটা ঝোঁক দেওয়ার অন্যতম কুফল দাঁড়াল'—ভারতের লোকেরা লড়াই সম্বন্ধে অনবধান হ'ল, বড্ড বেশী শান্তিপ্রিয় হ'য়ে প'ড়্‌ল, অপরের আক্রমণ প্রতিরোধ করার শক্তিও হারাল'; তার ফলে বিদেশী তুর্কদের কাছে সহজেই অহিংসার সাধক ভারতের ব্রাহ্মণ্য আর বৌদ্ধ-ধর্মাবলম্বী জনগণের পরাভব ঘ'টল। কেবল সত্ত্বগুণের সাধনায় নিরামিষ-ভোজনই প্রশস্ত; কিন্তু যেখানে রজোগুণ দরকার, সেখানে মাংসাহার বেশী কার্য্যকর হয়। "বহুমন্যমানায় শ্রোত্রিয়ায় অভ্যাগতায় গাং বৎসতরীং বা মহোক্ষং বা মহাজং বা নির্বপন্তি গৃহমেধিনঃ" আর "বৎসতরী মড়মড়ায়িতা" প্রভৃতি ভবভূতির নাটকের কতকগুলি বচন আউড়ে' তার ব্যাখ্যা ক'রলুম—ভদ্রলোক প্রথমটা অবিশ্বাসের সঙ্গে, পরে একটু মন দিয়ে শুন্‌লেন। আর্য্য-সমাজীদের "ঘাসী" অর্থাৎ নিরামিষাশী আর "মাঁসী" অর্থাৎ মাংসভোজীদের সেই পুরাতন তর্ক আবার উঠ্‌ল। দেবীর সামনে পাঁঠা-বলির কথাও উঠ্‌ল। আমার নিজের মনে হয়, যারা আমাদের হিন্দু ধর্ম আর সমাজের এই উপস্থিত আপৎকালে, অহিংসা-বাদের আদর্শ নিয়ে, শাক্ত বলি-দানের বিরুদ্ধে হৈ-চৈ ক'রে ঘোঁট করে, তারা কার্য্যতঃ হিন্দু সমাজের শত্রুতাই করে। বলিদান সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ নাকি ভগিনী নিবেদিতার প্রশ্নের উত্তরে যা ব'লেছিলেন, সেটা আমার কাছে খুব খাঁটী কথা ব'লে মনে হয়—Why not a little blood, to complete the picture? যা হোক, ভদ্রলোক দম্‌বার পাত্র নয়, সময় পেলেই তিনি তিন চারি দিন ধ'রে আমার সঙ্গে তর্ক চালাতেন, শেষটা মুখে আপত্তি জানালেও—আমারই মতে তাঁকে আসতে হ'য়েছিল। এই মাংসাহারের প্রসঙ্গ নিয়ে আমাদের হিন্দু সমাজের নানা সমস্যার কথা তাঁর সঙ্গে হ'ত। তিনি নিজের মহারাষ্ট্রীয় সমাজের আর পাঞ্জাবের শিক্ষিত হিন্দুসমাজের অবস্থা ভালো জান্‌তেন। সমস্যা আমাদের বাঙলাদেশের হিন্দু সমাজে যেরূপ—ওসব অঞ্চলেও ঠিক সেইরূপ। মাংসাহার নিরামিষাহারের প্রশ্ন সেই সমস্যার কাছে তলিয়ে' যায়। অন্ন-সংস্থান দুরূহ হ'চ্ছে—কাজ-কর্ম আর রোজগারের অভাবে, আর ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য বেড়ে যাওয়ার ফলে, ছেলেরা বিয়ে ক'রতে চাইছে না—ঘরে ঘরে অবিবাহিতা মেয়ের সংখ্যা তেমনি বেড়ে যাচ্ছে। মেয়েদের মধ্যে, আগে সব জাতির মধ্যে যেমন

ছিল, বিয়ের পরে স্বামীর ঘর করাই ছিল জীবনের কর্তব্য, অন্য career বা বিষয়কর্ম ছিল না; এখন অনূঢ়া মেয়েদের career খুঁজতে হ'চ্ছে, চাকরী-বাকরী ক'রতে হ'চ্ছে, তার ফলে সর্বত্রই একটা উলট-পালট একটা বিশৃঙ্খলা আর বহু স্থলে একটি নৈতিক আর সামাজিক বিপর্য্যয়ও দেখা দিচ্ছে। ভদ্রলোক সেইটে নিয়ে বহু দুঃখু ক'রছিলেন—হিঁদুর জাতিভেদ বোধ হয় আর এই বিপর্য্যয়ের মধ্যে টেঁকে না। আমি তাঁকে ব'ললুম, যুগধর্মের ফলে এ-সব পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী—বর্ণভেদ আর মধ্যযুগের মত থাক্‌তে পারে না, জোর ক'রে জাতের কড়াকড়িকে গোঁড়ামিকে ধরে রাখ্‌তে গেলে, জাতের গোঁড়ামির সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুকেও লোপ পেতে হবে—এখন নোতুন যুগের উপযোগী স্মৃতি বা সামাজিক ব্যবস্থা আমাদের ধীরে ধীরে গ'ড়ে নিতে হবে—তবেই যদি হিন্দু জা'ত, অর্থাৎ যারা নিজেদের সংস্কৃত-ভাষা-নিবদ্ধ বা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী ব'লে গর্ব ক'রবে, আর সেই সংস্কৃতির মূল কথাগুলি জীবনে বা আদর্শ-লোকে অল্প-বিস্তর প্রতিষ্ঠিত রাখবার চেষ্টা ক'রবে, এমন একটা জা'ত টিঁকে যেতে পারে। ভদ্রলোককে দেখ্‌তুম, অবসর পেলেই গীতার এক মারাঠী পদ্যানুবাদ নিয়ে নিবিষ্ট-চিত্তে প'ড়ছেন। দেবনাগরী অক্ষরে ছাপা এই মারাঠী বই দেখে বাঙালী ছোকরাটী সেটীকে সংস্কৃত বই মনে ক'রেছিল।

ভারতীয় যাত্রীদের মধ্যে তেমন লক্ষণীয় আর বেশী লোক ছিল না। কতকগুলি পাঞ্জাবী হিন্দু ব্যবসায়ী যাচ্ছে। তারা ইংলাণ্ড থেকে ছিট আর অন্য কাপড়, ফ্রান্স আর ইটালি থেকে রেশমী কাপড়, এই-সব ভারতবর্ষে আমদানী করে, এই ব্যবসায় ফালাও করবার উদ্দেশ্যে যাচ্ছে। এদের মধ্যে একজন আরব-সাগরে চক্কর খেয়ে বড়ই কাতর হ'য়ে পড়ে। লোকটা বড়ই 'নাডাকাতুরে' ' প্রকৃতির। উপরের ডেকে এসে নানান রকমের মুখ-বিকৃতি ক'রে নিজের কষ্ট জাহির ক'রছে, আর যাকে দেখে, কি ইটালিয়ান খালাসী আর রুষ বা ইংরেজ বা ভারতীয় যাত্রী, হাত জোড় ক'রে তা'কেই বলে "আমায় বাঁচাও—আমি প্রাণে ম'লুম।" তার ক্যাবিনের সহযাত্রীদের, আর ডাক্তার ব'লে জানতে পেরে মেজর প্রভাত বর্ধনকে, আর অন্য দুই একজন ডাক্তারকে ডেকে ডেকে বলে—"আমার কাছে একশ' পাউণ্ডের নোট আছে। এই চক্কর লাগার কষ্ট থেকে আমায় বাঁচাও, আমি ঐ একশ' পাউণ্ডের নোট দেবো।" তাতে আমাদের মধ্যে লোকটার নামকরণ হ'ল—Mr. Hundred-Pound-Note. তবে লোকটী এদিকে খুব ফুর্তিবাজ ছিল—যাই এডেন ছাড়িয়েছি আর আমাদের জাহাজের ঝাঁকানি ক'মেছে, সে-ও আর সকলের মতন চাঙ্গা হ'য়ে উঠেছে—জাহাজের ইটালিয়ান নাপিতের কাছে দশ লিরা দিয়ে

চুল ছেঁটে দাড়ি কামিয়ে' গোঁফটা জরমানির ভূতপূর্ব কাইজারের মতন ক'রে, সবার সঙ্গে আলাপ ক'রে হাসি-ঠাট্টা-মস্করাতে যোগ দিয়ে, বেশ জমিয়ে' নিয়ে বেড়াতে লাগল। আর তার সেই ডেক-চেয়ারে প'ড়ে প'ড়ে কাতরানি নেই—এখন সে সব দলে মিশ্ছে, নয়নময় হ'য়ে সব দেখ্ছে, মজার মজার মন্তব্য ক'র্তে-ক'র্তে অনেক কিছু লক্ষ্য ক'রছে, আর মাঝে মাঝে লাগ-সই হিন্দী আর পাঞ্জাবী 'কবিত্ত' আর 'দোহা'-ও চালাচ্ছে, তরজমা ক'রে সবাইকে বুঝিয়ে' দিচ্ছে। স্নানের পোষাক-পরা ইউরোপীয় মেয়ে-যাত্রীর দিকে একটু বেশী ক'রে তাকাচ্ছে ব'লে অন্য ভারতীয় যাত্রী দু-একজন তাকে একটু ঠাট্টা করায়, সে এক পাঞ্জাবী কবিতা আউড়ে' দিলে; এক রুষ যাত্রী সেখানে দাঁড়িয়েছিল, তার আর আমাদের মত দু-চারজন যারা পাঞ্জাবী নই, তাদের বোঝাবার জন্য ইংরিজি ক'রে এই কবিতার ব্যাখ্যা ক'রে দিলে—

> অখ্যো, তক্‌ণা বান তুসাডী, কৌণ্‌ কহে তুসী তকো না॥
> জন্ম্‌ জন্ম্‌ তকো, জুগ জুগ তকো, তক্‌ দিয়াঁ তক্‌ দিয়াঁ থকো না॥
> পর য়াদ রক্‌খো, ইস্‌স্‌ তক্‌ণী দে বিচ্চ্‌ মৈলিয়া মূল ন হোয়োজে॥
> উস্‌স্‌ দাতে-দে অম্রিৎ-নূঁ তুসী জহর বনাকে ফকো নাঁ॥

'বলো, তাকানোই তোমার কাজ; কে বলে তুমি তাকিও না? জন্ম জন্ম তাকাও, যুগ যুগ তাকাও, তাকাতে তাকাতে থ'কে যেয়ো না। কিন্তু মনে রাখ্‌বে, এই তাকানোর মধ্যে মূলেও (আদৌ) যেন ময়লা (পাপ) না আসে; সেই দাতার (পরমেশ্বরের) অমৃতকে তুমি বিষ বানিয়ে' খেয়ো না॥'

এর এই মিশুকে' প্রকৃতি, আর সকলের সঙ্গে বেশ প্রীতির সঙ্গে চলার রীতিতে আমরা বেশ খুশীই হ্‌ই, চক্কর-লাগা অবস্থায় এর নাড়া-কাতুরে' ভাব দেখে সকলে যে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ক'রছিল সেটা কর্‌বার আর অবকাশ রইল না। আমি একদিন এর মিশুকে' প্রকৃতির তারিফ করায়, তুলসীদাসের এই দোহাটী আবৃত্তি ক'রে শুনিয়ে' দিলে—ব'ললে, "এই-ই আমার জীবনের Philosophy বা আচরণ-নীতি"—

> তুলসী, ইস্‌ সন্‌সার-মেঁ সব-সে মিলিয়ে ধায়।
> ক্যা জানে, কিস রূপ-মেঁ নারায়ণ মিল জায়॥

'হে তুলসীদাস, এই সংসারে ধেয়ে বা দৌড়ে' গিয়ে সকলের সঙ্গে মিল্‌বে; কি জানি, কোন্‌ রূপে নারায়ণ মিলে যেতে পারেন!'

আর একটী পাঞ্জাবী হিন্দু ব্যবসায়ী ছিলেন, তাঁর বাড়ী পশ্চিম-পাঞ্জাবে। পাঞ্জাবের লোকেরা তো সব বিষয়ে খুবই enterprising অর্থাৎ আগবাড়া হয়, উৎসাহ আর কর্মকৌশলযুক্ত হয়; আবার পাঞ্জাবের লোকেদের মধ্যে,

পশ্চিম-পাঞ্জাবের লোকেরা আরও কর্মকুশল আরও উৎসাহী। মধ্য-এশিয়ায়, আফগানিস্থানে, ঈরানে, তুর্কীস্থানে, রুষদেশে পর্য্যন্ত পশ্চিম-পাঞ্জাবের শিখ আর সনাতনী হিন্দু বণিক্‌দের হাতে ঐ-সব অঞ্চলের ব্যবসায়-বাণিজ্য আগে অনেকটা ছিল। যবদ্বীপে আমি পশ্চিম-পাঞ্জাবী চিনির ব্যবসায়ীকে দেখেছি। আমাদের সহযাত্রী শ্রীযুক্ত লছমীনারায়ণ খন্নার বাড়ী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত-প্রদেশে। ইনি অনেকটা স্থায়ী ভাবে চেখোশ্লোবাকিয়ার অধিবাসী হ'য়ে গিয়েছেন, ঐ দেশে একটী জরমান-জাতীয়া মহিলাকে বিবাহ ক'রেছেন। প্রাগের কাছে Gablonz গাব্‌লোন্‌ৎস্‌ ব'লে একটী সুপরিচিত স্থান আছে, সেখানেই বাস করেন, তবে দেশের সঙ্গে ব্যবসায়-সূত্রে আর আত্মীয়তা-সূত্রে যাওয়া-আসা রেখেছেন। চেখোশ্লোবাকিয়াতে যে-সব শিল্পের জিনিস তৈরী হ'য়ে বিদেশে রপ্তানী হয়, তার মধ্যে নকল জহরৎ—কাচের বা চীনামাটির তৈরী—আর কাচের জিনিস (চুড়ী, গেলাস-বাটী, ঝাড-লণ্ঠন, চিমনী প্রভৃতি) হ'চ্ছে একটা প্রধান। ইনি ভারতবর্ষে এই নকল জহরৎ রপ্তানীর কাজ আরম্ভ করেন। এখন ইনি চেখোশ্লোবাকিয়াতে গাব্‌লোন্‌ৎস্‌ শহরে নিজের একটী নকল জহরতের কারখানা খুলেছেন, সেখানে প্রায় ২০০ লোক—জরমান আর চেখ—কাজ করে। এ-সব খবর ইনি নিজে খুলে আমায় বলেন নি, পরে ইউরোপে অন্য ভারতীয়ের কাছে শুনি। চেখোশ্লোবাকিয়াতে ভদ্রলোকের বেশ একটা প্রতিষ্ঠা হ'য়েছে। খুব লম্বা-চওড়া গৌর-বর্ণের চেহারার প্রিয়-দর্শন ব্যক্তি—দুঃখ হয় এইজন্য যে, এমন সুন্দর একটা মানুষ স্বদেশ থেকে স্ব-সমাজ থেকে মূলোৎখাত হ'য়ে, অন্য দেশের অন্য সমাজের হ'য়ে গেল। এঁর সঙ্গে আলাপ পরিচয় বেশ হ'য়েছিল। বিদেশে একরকম উপনিবিষ্ট হ'লেও, এঁর প্রাণটী এখনও পূরো ভারতীয়ই আছে—ভারতের জন্য আর হিন্দুজা'তের জন্য দরদে পূর্ণ। ভারতের আধুনিক রাজনৈতিক হাওয়া, মুসলিম-লীগী মনোভাব, আন্তর্জাতিক সভায় ভারতের উপস্থিত আর সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ স্থান, ইত্যাদি বিষয়ে এঁর সঙ্গে একদিন খুব অনেকক্ষণ ধ'রে আলাপ হ'য়েছিল। হিন্দুস্থানী আর ইংরিজি মিশ্র বুলিতে আমাদের কথাবার্তা হয়। মোটের উপর, ভদ্রলোক খুবই আশাবাদী; আর তিনি মনে করেন, ভারতের মুসলমান শীঘ্রই ভারতের হিন্দুর দরে জাতীয়তা-বাদী আর ভারতের গৌরবে গৌরববোধ-যুক্ত হবেই হবে। ইনি সোশ্যালিজম বিশেষ বোঝেন না—জাতীয়তা-বাদের দিকেই এঁর ঝোঁক বেশী। জেনোয়ায় তাঁকে প্রাগ থেকে নিতে আসেন, তাঁর স্ত্রী, কন্যা আর শ্বশুর—এঁরা স্বদেশ থেকে সারা পথ টানা মোটরে এসেছিলেন।

আমাদের জন্য সব চেয়ে উঁচু ডেক যেটা ছিল, তাতে এই পাঞ্জাবী ব্যবসায়ী যাত্রী কয়জন একখানা শতরঞ্চ পেতে দিব্যি আরামে মহাসাগরের হাওয়ার মধ্যে শুয়ে ব'সে তাস খেল্‌তেন—এটা আমাদের দেখেও আনন্দ ছিল।

বাঙ্গালোর থেকে কানাড়ী-ভাষী তরুণ বয়সের একটী খ্রীষ্টান ডাক্তার যাচ্ছিলেন, সে বেচারীও জাহাজের চক্কর খেয়ে বড় কাতর হ'য়ে পড়েন। কিন্তু আমাদের পূর্বোক্ত পাঞ্জাবীর তুলনায় ইনি প্রশংসনীয় আত্মসমাহিত ভাব দেখিয়েছিলেন। চুপ ক'রে উপরে একখানা ডেক-চেয়ারে আধ-শোয়া হ'য়ে দাঁতে দাঁত চেপে ব'সে থাকতেন—তিন-চারদিন ভদ্রলোক কিছুই খাননি। আমরা মাঝে মাঝে একটু-আধটু খোঁজ নিলে, একটু উৎসাহ দিলে, ম্লান হাসি হেসে কৃতজ্ঞতা জানাতেন। পরে আমাদের ব'ললেন, অবস্থা এমনই খারাপ লাগ্‌ছিল যে, যদি এডেনের কাছে জাহাজের দোলানি কম না হ'ত তা হ'লে তিনি স্থির ক'রেছিলেন—এডেনেই নেমে ভারত-গামী জাহাজ ধ'রে দেশে ফিরে যাবেন। এই অনভ্যস্ত 'সাগর-পীড়া' বা চক্কর-লাগা মানুষকে এমনই অস্বস্তির মধ্যে ফেলে থাকে।

বাঙালী যাত্রীদের মধ্যে দুই-তিনজন যুবক, যুবকদের যা হওয়া উচিত, বেশ ফুর্তি ক'রে আপসের মধ্যে বেশ আনন্দের সঙ্গে চলেছেন। এঁরা ইংলাণ্ডে আর ইউরোপের অন্যত্র নানা বিষয় অধ্যয়ন ক'রতে যাচ্ছেন।

ইউরোপীয় যাত্রীদের মধ্যে চীন-ফেরতা লোক আছে অনেকগুলি। নানান জাতের—ইংরেজ, ফরাসী, জরমান, আর জরমান-ইহুদী অনেক! ইটালীয়, স্পেনীয় লোকও আছে। কতকগুলি রুষ পরিবারও যাচ্ছে। একটী রুষ যাত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। লোকটী কসাক, ফৌজী লোক, বয়স পঞ্চাশের উপর, খুব ঢাঙা লম্বাচওড়া চেহারার, ছ'ফুটের উপর নিশ্চয়ই, জাহাজের মধ্যে বোধ হয় ঐ লোকটীই ছিল সব চেয়ে ঢাঙা। তার সঙ্গে আছে তার স্ত্রী, আর একটী ২০।২১ বছর বয়সের মেয়ে। একদিন রবিবার সন্ধ্যাবেলা উপরের খোলা ডেকে লোকটী একখানি চেয়ার নিয়ে ব'সে আছে, ভারতীয় আমরাও জনকতক আছি; খুব হাওয়া সেখানটায়, খাওয়া-দাওয়া সেরে চমৎকার এক সূর্য্যাস্ত দেখে আমরা ঊর্ধ্বে আর চতুর্দিকে প্রসারিত রাত্রের আকাশের শোভা আর নীচে অন্ধকারের অন্তরালে ফেনোদ্ভাসিত সাগরের জলোচ্ছ্বাসের শব্দের মধ্যে বিরাটের সত্তা অনুভব ক'রছি, এরই মধ্যে রুষ যাত্রীটী গুন্‌গুন্ স্বরে মেঘমন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে সুর ক'রে ক'রে তার রুষ গির্জায় পঠিত প্রাচীন রুষ-ভাষার প্রার্থনা-মন্ত্র প'ড়তে আরম্ভ ক'রলে। লোকটী একটু তন্ময় হ'য়ে

বেশ ভক্তিভাবে প'ড়ছিল। তার একটী মন্ত্র যেটী বার-বার সে আওড়াচ্ছিল সেটী আমি বুঝ্‌তে পারলুম—"গোস্‌পোদি, পোমুইলে নাশ্‌" অর্থাৎ 'হে গোষ্পতি, গোস্বামী বা গোসাঁই, অর্থাৎ কিনা প্রভু, আমাদের রক্ষা করো।' এই জাঁদরেল চেহারার রুষটীকে আর একদিন দেখি, একখানি রুষ বই প'ড়ছে; আড়-চোখে বইখানির নামটী দেখে প'ড়তে পারলুম, রুষ কবি ল্যেরমণ্টভ্‌ রচিত কাব্য-সমালোচনার বই। ভদ্রলোকের সঙ্গে পরে আলাপ করি। সোভিয়েট-তন্ত্রের বিরোধী রুষ, White বা 'শ্বেত' রুষ, 'লাল' অর্থাৎ লাল-ঝাণ্ডা-ওয়ালা কম্যুনিস্ট রুষদের সঙ্গে যাদের ভীষণ শত্রুতা। এই রকম 'শ্বেত' রুষ স্বদেশ থেকে বিতাড়িত হ'য়ে, হাব'রের মতন জগৎময় ঘুরে বেড়াচ্ছে। চীনদেশে এদের প্রায় ২।৩ লাখ আছে, আর সেখানে এদের দুর্দশার চূড়ান্ত হ'চ্ছে। এই লোকটী কোনও রকমে শাঙ্‌হাইয়ের আন্তর্জাতিক অংশে পুলিসে সার্জেণ্টের কাজ জোগাড় ক'রেছিল, বছর কুড়ি সেখানেই এই পুলিসের কাজে ছিল। শাঙ্‌হাইয়ের আন্তর্জাতিক অংশের পুলিসের পাহারাওয়ালা, জমাদার, সার্জেণ্ট প্রভৃতির কাজ করে (বা ক'রত—এখন তো সব জাপানীদের কব্‌জায় চ'লে যাচ্ছে) বিদেশীয়েরা—ভারতের শিখ, আমেরিকান, ইংরেজ, জরমান, রুষ। জাপানীরা শাঙ্‌হাই দখল করবার পরে, অনেক ইউরোপীয়কে স'রে প'ড়তে হয়। এই রুষ ফৌজী লোকটীও তখন জাপানীদের চাপে নিপিষ্ট চীনদেশ থাকা আর যুক্তি-যুক্ত মনে না ক'রে, নিজের জীবনের সমস্ত সঞ্চয় সংগ্রহ ক'রে, স্ত্রী আর কন্যার সঙ্গে আবার নোতুন ক'রে ভাগ্য-অন্বেষণে বেরিয়েছে। উদ্দেশ্য, যুগোশ্লাবিয়াতে গিয়ে, সেখানকার লোকেরা রুষদের জ্ঞাতি, জাতিতে Slav শ্লাব বিধায়, তাদের দেশে বসত ক'রে, সেই দেশেরই জাতীয়তা কবুল ক'রে সপরিবারে যুগোশ্লাব ব'নে যাবে, যদি যুগোশ্লাব সরকার এই স্বদেশচ্যুত দেশহীন পরিবারটীকে দয়া ক'রে গ্রহণ করে। কিন্তু সে বিষয়ে আশা থাকলেও নিশ্চয়তা নেই। এই আশামাত্র সম্বল ক'রে ভদ্রলোকের নিরুদ্দেশ যাত্রা। এর সঞ্চয় যা কিছু ছিল তা ছিল চীনা টাকায়, চীন-জাপান লড়াইয়ের ফলে, চীনা টাকার দাম প'ড়ে যায়, তাতে ক'রে সেই টাকা ইংরিজি পাউণ্ডে বদ্‌লাবার জন্য তাঁর অনেক লোকসান পড়ে। লোকটী এদিকে বেশ ভালোমানুষ, সর্বদা অপরকে সাহায্য ক'রতে তৎপর। কিন্তু তার জীবন, স্বদেশের আর আন্তর্জাতিক রাজনীতির কারণে যেন ব্যর্থতার প্রতীক। জাহাজে একদিন 'ফ্যান্সি ড্রেস' বল-নাচ হয়, অর্থাৎ মেয়ে পুরুষ যাত্রীরা নানা দেশের পোষাক প'রে নাচ্‌তে আসে; সেই দিন এই ভদ্রলোক তার সেকেলে কসাক পোষাকে নাচ্‌তে

আসেন, হাঁটু পর্য্যন্ত বুট জুতো, আচকানের মতন একটা হাঁটু-পর্য্যন্ত সবুজ লম্বা জামা কোমরে কোমরবন্দের বদলে একখানা রঙীন চাদরের মত জড়ানো তাতে দুটো সেকেলে পিস্তল আর খাপ-শুদ্ধ ছোরা গোঁজা র'য়েছে, সবুজ জামার উপরে সাদ কাপড়ের উপর রঙীন রেশমের সূতায় চমৎকার নকশা-তোলা এক ওয়েস্ট-কোট বা সদরী, মাথায় কালো লোম-শুদ্ধ ভেড়ার চামড়ার এক গোল-টুপী। আমরা সকলেই তার এই বিরাট্ বপুর আর তদুপযোগী কসাক পোষাকের তারিফ না ক'রে থাক্‌তে পারি নি—বিশেষতঃ তার সদরী জামার ছুঁচের কাজের কারুকার্য্য আমাদের খুব সুন্দর লেগেছিল। কসাক ভদ্রলোকটী একটু গর্বের সঙ্গে ব'ল্‌লে, এই কাজ তার স্ত্রীর হাতের।

একটী আমেরিকান দম্পতী চ'লেছেন, স্বামীটী হ'চ্ছেন কালিফর্‌নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিদ্যার অধ্যাপক। এঁরা যাচ্ছেন ইংলাণ্ডে, কেম্‌ব্রিজে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে দর্শন আর বিজ্ঞান বিষয়ে, সেখানে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হ'য়ে ইনি যাচ্ছেন। খুব অমায়িক সরল-প্রকৃতির লোক। আমাদের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর অধুনাতন লখ্‌নৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের সহপাঠী বলে নিজের পরিচয় দিলেন। এঁরা স্বামী-স্ত্রীতে ইউরোপে ইতিপূর্বে দু-একবার এসেছেন, এবার এঁদের খেয়াল হয়, পৃথিবী ঘুরে আস্‌বেন, একটু প্রাচ্য দেশ দেখে আস্‌বেন। এবার প্রাচ্য-দেশ-দর্শন এঁদের এই ভাবে হ'ল—সান্-ফ্রান্সিকো থেকে হাওয়ায়ি, হাওয়ায়ি-তে ঘণ্টা আষ্টেক; তার পরে জাপান—জাপানে দুই সপ্তাহ; তার পরে আর সব জায়গা খালি ছুঁয়ে ছুঁয়ে আস্‌ছেন—শাঙ্‌হাইয়ে এই ইটালীয় জাহাজ ধ'রেছেন, শাঙ্‌হাই থেকে হঙ্‌কঙ্, হঙ্‌কঙে ঘণ্টা কতক; সেইভাবে মানিলা; তার পরে সিঙ্গাপুর, ঘণ্টা আষ্টেক গাড়ী ক'রে শহরে ঘোরা; পরে কোলোম্বো; বোম্বাইয়ে চার ঘণ্টা, তাও আবার রাত্রে—বোম্বাইয়ে দেখে এসেছেন, পারসীদের দখ্‌মা বা শ্মশান-ভূমি, আর মালাবার পাহাড়, আর বাজারের রাস্তা; আর রাত্রি কালে এডেনে ঘণ্টা দুই। পথে কাইরো দেখে আস্‌বেন; জাহাজ যখন সুয়েজ খাল পার হবে, তখন যাত্রীদের কেউ কেউ একদিনের মধ্যে কাইরোর পিরামিড আর আরব স্থাপত্যের নিদর্শন, মধ্যযুগের মসজিদ প্রভৃতি দেখে আসে—এঁরা সেই ভাবে মিসর-দর্শন ক'রে আস্‌বেন। অধ্যাপকের গৃহিণী সব জিনিস সম্বন্ধে কেবল একটী মন্তব্য করেন—awfully interesting; এই ভাবে জগৎ প্রদক্ষিণ ক'রে, প্রাচ্য-দেশ দর্শন ক'রে, এঁরা খুবই খুশী। ইংলাণ্ডে পৌঁছে, সম্মেলন চুকে গেলে, কেম্‌ব্রিজ থেকে সোজা আটলান্টিক দিয়ে আমেরিকায় ফির্‌বেন। অধ্যাপকটী

লোহিত-সাগরের পথে তাঁর অভিভাষণ বা প্রবন্ধ রচনাতে ব্যস্ত রইলেন দেখলুম।

বোম্বাই থেকে জেনোয়া—বারো দিনের পাড়ীর মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা তেমন কিছু ছিল না। যথারীতি রোজ চারবার ক'রে আহার, সকালে বিকালে জাহাজের বাদকদলের বাজনা শোনা, সন্ধ্যায় নানারকম আমোদ-প্রমোদ ; কোনও দিন পাশার দান ফেলে ফেলে, কাঠের ঘোড়ার নকল-ঘোড়দৌড়ে বাজী রেখে জুয়া খেলা, কোনও দিন নাচ, কোনও দিন চলচ্চিত্র। সিনেমা দুদিন দেখ্‌লুম—ভালো লাগ্‌ল না ; জরমান সিনেমার সঙ্গে ইটালীয় ভাষায় synchronise করা, অর্থাৎ মুখভঙ্গীর সঙ্গে কথা কওয়ার মিল ঘটানো হ'য়েছে, সব জায়গায় মেলে নি। নাচ যেমন ইউরোপীয় নাচ হ'য়ে থাকে, তবে নাচের দিন জাহাজ থেকে রঙীন কাগজের ফিতার নুটী বা গোলা খুব বিতরণ করা হ'ল, নাচিয়েদের বন্ধুরা নর্তনশীল জুড়িদের গায়ে ছুঁড়ে মার্‌তে লাগ্‌ল, নানা রঙের কাগজের ফিতায় এরা জড়িয়ে' যেতে লাগ্‌ল, তাতেই আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের ভেঁপু বিতরণ হ'ল, কাগজের নুটী পাকানো গুলি—এগুলো ছুঁড়ে ছুঁড়ে পরস্পরকে মার্‌তে লাগল। আর রঙীন আর সোনালী কাগজের মুকুট জাহাজের স্টুয়ার্ড বা খানসামাদের কাছ থেকে পেয়ে, অনেকে তাই মাথায় দিয়ে নাচ্‌তে লাগ্‌ল। এ যেন রঙীন কাগজের হোলী খেলা চ'ল্‌ল। ভারতীয় যাত্রীদের দুই-একজন যুবক যারা একাধিক বার ইউরোপ ঘুরে এসেছে তারাও নাচ্‌ল। এক বৃদ্ধ পারসী ভদ্রলোক ছিলেন, বেঁটে লোক, নাকের নীচে toothbrush গোঁফ, আমাদের সকলকেই তিনি জানিয়ে' দিতেন যে তিনি প্রায়ই বিলেত গিয়ে থাকেন, তিনি সান্ধ্য পোষাক প'রে নাচের জন্য তৈরী হ'য়েই এসেছিলেন, কিন্তু কি জানি কেন তাঁর সাহস হ'ল না—নাচ্‌তে আর নাম্‌লেন না। ভারতীয় মহিলা যাঁরা ছিলেন তাঁরা দর্শকই ছিলেন। একটী চীনা মহিলা জাহাজের পিছনে যে সেকেণ্ড ইকনমিক ক্লাসের স্থান আছে সেখান থেকে আমাদের নাচে যোগ দিতে আসেন ;—আধুনিক চীনা মেয়েদের ফ্যাশনের পোষাক পরা—গলা পর্য্যন্ত বোতাম আঁটা, কনুইয়ের পরে আল্‌গা আস্তিন ঝুল্‌ছে, গোড়ালি পর্য্যন্ত ঝুলের দুইধারে হাঁটু-অবধি কেটে দেওয়া একটী লম্বা ছিটের গাউন-গোছ পরা। এই পোষাকটী দেখ্‌তে মন্দ নয়। চীনা মেয়ে আর পুরুষদের নীলবড়ী-গোলা রঙের কিংবা ছাতার কাপড়ের মত কালো কাপড়ের সেকেলে পোষাক—একটী আমাদের পাঞ্জাবীর আকারের জামা, আর খুব ঢীলে নয় এমন পা-জামা—তার চেয়ে এই নোতুন ফ্যাশনের চীনা মেয়েদের পোষাক ঢের বেশী সুন্দর। যাক্‌, এই আধুনিক চীনা মহিলাটী,—এঁকে

তরুণীই বলা যায়—দেখলুম দিব্যি ফূর্তির সঙ্গে নানা-জাতীয় ইউরোপীয় পুরুষদের সঙ্গে যাচ্ছেন। ইনি একাকিনী ভ্রমণ ক'র্‌ছেন, শুন্‌লুম এঁর স্বামী ইউরোপে কোথায় চীনা রাজদূতের দপ্তরে কাজ করেন, স্বামীর কাছে যাচ্ছেন। খুব প্রগতিশীলা মেয়ে—ভারতবর্ষেও এই ধরণের প্রগতি আস্‌ছে তার নমুনাও পরে এই যাত্রাতেই পেলুম।

এডেনের পরে হ'চ্ছে Massowa মাসাউয়া বন্দর, ইটালির অধিকৃত লোহিত-সাগরের পশ্চিম তীরে অবস্থিত Eritrea এরিত্রেয়া প্রদেশের প্রধান নগর। ইটালীয়ান জাহাজগুলি এখানেও থামে। আমাদের জাহাজ এবার মাসাউয়াতে পৌঁছুল' রাত একটার দিকে। আমি তখন ক্যাবিনে নিদ্রামগ্ন—মাসাউয়ার দৃশ্য দেখা হ'ল না। জাহাজ মাসাউয়া ছাড়ে ছাড়ে, এমন সময় ক্যাবিনের সহযাত্রী বন্ধুবর প্রভাত এসে আমায় ব'ল্‌লেন যে মাসাউয়ার জাহাজ-ঘাটায় খুব একটা ব্যাপার হ'য়ে গেল—একজন খুব উচ্চপদস্থ ইটালীয় রাজপুরুষ—কেউ কেউ ব'ল্‌লে যে তিনি এরিত্রিয়ার লাট, পরে জান্‌লুম তিনি ইটালির অধীন দেশসমূহের রাষ্ট্র-সচিব—মাসাউয়া থেকে ইটালি যাবেন ব'লে, এই জাহাজে চ'ড়্‌লেন, তাঁর বিদায় সংবর্ধনার জন্য জাহাজ-ঘাটায় জাহাজের ঠিক পাশেই খোলা জায়গাতে নানান রকমের অনুষ্ঠান হ'য়েছিল। কাতার দিয়ে ইটালীয় সৈন্য আর আফ্রিকান সৈন্য দাঁড়িয়েছিল, ইটালীয় কালো-কোর্তা ফৌজের দল ছিল, বাদ্যভাণ্ড মাঝে মাঝে হ'য়েছিল, রকমারি পোষাক পরা আরব আর সোমালি আর হাবশী সর্দারের দল; শত শত স্থানীয় লোক যারা তামাশা দেখ্‌তে এসেছিল কিংবা ভীড় কর্‌বার জন্য যাদের আনানো হ'য়েছিল; আর ছিল, প্রায় পাঁচশ' স্থানীয় মেয়ে-পুরুষের নৃত্য প্রদর্শন—কালো চেহারার জঙ্‌লী-আকারের মেয়েরা আর পুরুষেরা আলাদা আলাদা ঘুরে ঘুরে নাচ্‌লে, বাদ্যের মধ্যে করতালি, আর মধ্যে মধ্যে মেয়েরা হুলুধ্বনির মত একটা আওয়াজ ক'র্‌ছিল; আর তারা যে ইটালির Duce 'দুচে' বা জননেতা মুসোলিনির শাসনে পরম আনন্দে আছে, তা প্রকট করবার জন্য ইটালিয়ান লোকেরা জনসভায় যেমন মাঝে মাঝে 'দু—চে, দু—চে' ক'রে চেঁচায়, তেমনি ক'রে এরিত্রিয়ার এই কালা আদমীর দলও চেঁচাচ্ছিল। প্রত্যেক হৃদয়বান্‌ ভারতবাসীর কাছে এই দৃশ্য অত্যন্ত কুৎসিত আর কষ্টকর বোধ হ'য়েছিল—পরাধীন জা'তকে এইভাবে ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্‌ বা বিদেশীর সাম্রাজ্যবাদের গৌরব বাড়াবার জন্য নাচানো। জাহাজ তখনও মাসাউয়া ছাড়েনি, যদিও চ'ল্‌তে আরম্ভ ক'রেছে, আমি তাড়াতাড়ি উপরে এসে, যা দেখ্‌তে পাওয়া যায় তাই দেখ্‌বার জন্য এলুম। ঝল-ঝলে' ঢিলে সাদা পাজামা আর আও রাখা পরা কালো কালো মানুষ কতকগুলো

বুজরে এল', আর তাদের মাঝে দু'-একজন ঐ দেশেরই খ্রীষ্টান পাদরী; মুসলমানী লাল ফেজ-টুপী—খুব লম্বা বালতী উল্‌টো ক'র্‌লে যেমন আকার হয়, সেই আকারের টুপী—প'রে কতকগুলি লোক বেড়াচ্ছে। ক্রমে অর্দ্ধচন্দ্রাকার বন্দর ছেড়ে জাহাজ খোলা সাগরের দিকে চ'ল্‌ল, দূরে থেকে আলোকমালাময় মাসাউয়ার জলের ধারের শোভা স্পষ্ট হ'য়ে পূরো হ'য়ে উঠ্‌ল; বন্দর আলোকমালায় আলোকিত, আর একটা তেতালা গম্বুজওয়ালা বাড়ী, যেন কাঁচের তৈরী, অনেক বিজলীর বাতিতে ঝলমল ক'র্‌ছে—শুনলুম ঐ বাড়ীটা হ'চ্ছে স্থানীয় Casino বা প্রমোদাগার আর ভোজনশালা।

সুয়েজ-খাল দিয়ে যেতে যেতে একটু ছোট-খাটো একটী আচম্বিতের ঘটনা ঘটে—Roula 'রুলা' নামে একখানি ছোট গ্রীক জাহাজ, তাতে মাল বোঝাই র'য়েছে, বিস্তর আলকাতরার বা পিচের পিপে, তাতে আরব চেহারার তিন চার-জন মাত্র খালাসী আছে, সেই জাহাজ পাশ থেকে এসে আমাদের জাহাজের গায়ে দিলে এক ধাক্কা। একটা হৈ-চৈ লেগে গেল—আমাদের জাহাজের লোকেরা বলাবলি ক'র্‌তে লাগ্‌ল যে, গ্রীক মালের জাহাজটীর চালক মাতাল অবস্থায় ধাক্কা লাগালে। দু'মিনিটে দুই জাহাজ নিজ নিজ পথ ঠিক ক'রে নিলে। এই ধাক্কা এমন কিছু কঠিন বা ভয়ের ব্যাপার নয়—যেন দুই জাহাজে গা ঘষাঘষি হ'ল একটু—কিন্তু আমাদের সঙ্গের এক দক্ষিণী যাত্রী, রোগা-পাতলা দুব্‌লা চেহারার—ছাত্র, সম্ভবতঃ দ্রাবিড় দেশের—এই ধাক্কার ব্যাপারে একটু বেশী ভয় খেয়ে গিয়ে, গ্রীক জাহাজের ব্রিজ বা জাহাজ-চালকের দাঁড়াবার জায়গা যেখানে তার কাপ্তেন হ'ক বা তার স্থলাভিষিক্ত হ'ক দাঁড়িয়ে-ছিল সেদিকে ঘুষি দেখিয়ে' আস্ফালন ক'রে ইংরিজিতে গালাগালি ক'র্‌তে লাগ্‌ল। এই ব্যাপার দেখে আমার হাসি পেল, ছোকরাকে ব'ল্‌লুম "কিহে, গ্রীক কাপ্তেনের সঙ্গে ঘুষোঘুষি ক'রবে নাকি?" তাতে সে চ'টে গিয়ে ব'ললে—"মশায়, নিজের চরখায় তেল দিন—আমি কি করি না করি তাতে আপনার চিন্তার দরকার নেই।" পরে জান্‌লুম ছোকরা পলিটিক্স বা রাজনীতির ছাত্র। তার মহা ভাবনা লেগে গিয়েছিল—চীনের সঙ্গে জাপান তো লড়াই জুড়ে দিলে, কিন্তু কই, এই দুই জা'ত তো এখনো ঘটা ক'রে যথারীতি পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ক'রলে না—তাতে রাষ্ট্রনৈতিক অবস্থান তো বড় জটিল হ'য়ে রইল—চীনের দূত জাপানে ব'সে আছে, জাপানের দূতও চীনে—এখন এই রাষ্ট্রনৈতিক সমস্যার সমাধান হয় কি ক'রে?

এডেনের পর থেকে, লোহিত সাগরে আর ভূমধ্য সাগরে, নেপ্‌ল্‌স আর

জেনোয়া পর্য্যন্ত, খুব আরামে যাওয়া গিয়েছিল। সন্ধ্যায় পরিষ্কার শুক্লপক্ষের আকাশের গায়ে চন্দ্রালোকের স্নিগ্ধ শোভা প্রশান্ত সাগরের গভীর নীলকে উদ্ভাসিত ক'রে অপূর্ব কল্পলোকের সৃষ্টি ক'রত।

বাঙালী জনকয়েক আমরা একদিন মহাউৎসাহে কি একটা বিষয় নিয়ে তর্ক জুড়ে দিয়েছি, দেখি যে আমাদের কাছেই ব'সে ব'সে একজন ইউরোপীয় যাত্রী যেন একটু মন দিয়ে আমাদের কথা শুনছে বা শোন্‌বার চেষ্টা ক'রছে। লোকটীর পরণে সাধারণ ইউরোপীয় পোষাক, পাদরির পোষাক নয়, কিন্তু তার দাড়ীওয়ালা মুখখানা যেন রোমান-কাথলিক পাদরির মুখ। ভদ্রলোকের সঙ্গে আমি পরিচয় ক'র্‌লুম—ইংরিজিতেই। তখন তিনি হেসে উত্তর দিলেন, তিনি রোমান-কাথলিক পাদরিই বটে, Salesian সালেসিয়ান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসী তিনি, নদীয়া কৃষ্ণনগরে অনেকদিন ছিলেন, বাঙলা বুঝ্‌তে পারেন অনেকটা, আর বাঙলা প'ড়্‌তে পারেন, কিন্তু ব'লতে পারেন না। ভদ্রলোককে বেশ অমায়িক শিষ্ট-প্রকৃতির ব'লে মনে হ'ল।

এইরূপে ছোটো খাটো নানা অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে দিন কাটাতে কাটাতে দশই জুলাই বেলা দশটার দিকে আমরা নেপ্‌ল্‌স-এ এসে পৌছোলুম॥

[৪]

নেপ্‌ল্‌স্‌, জেনোয়া, জেনেভা।

১০—১২ জুলাই

(ক) নেপ্‌ল্‌স্‌

নেপ্‌ল্‌স্‌-এ পৌঁছোবার আগে থেকেই ইটালির মাটির সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ঘটে, Capri কাপ্রি-দ্বীপ আর ইটালির ভূমির মাঝখানকার ক্ষুদ্র প্রণালীর মধ্য দিয়ে যাবার সময়। দূর থেকে সবুজ গুল্ম বা ক্ষুপে ঢাকা ধূসর বর্ণের পাহাড়ে' জমী আর পাহাড়, মাঝে মাঝে সমুদ্রের ধারে পাহাড়ের পাদদেশে সাদা-সাদা চৌকো-চৌকো বাড়ীওয়ালা গ্রাম বা ছোটো ছোটো নগর। জাহাজ থেকে দেশের সৌন্দর্য্যের কোনও একটা ধারণা হয় না। ভূমধ্য সাগরের এই অঞ্চলটায়—দক্ষিণ ইটালিতে আর গ্রীসে—আর বোধ হয় স্পেনের কাতালোনিয়ায়, বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জে, সার্দিনিয়ায়, সিসিলিতে, আর এশিয়া-মাইনরেও—আকাশের প্রসন্নতা একটা বিশেষ লক্ষণীয় জিনিস। ১৯২২ সালে নেপ্‌ল্‌স্‌ দেখেছিলুম—তিন চার দিন নেপ্‌ল্‌স্‌-এ ছিলুম; সেই সময়ে গ্রীসদেশেও ভ্রমণ ক'রে এসেছিলুম। বায়ুমণ্ডল ঐ-সব দেশে এত পরিষ্কার যে, অতি দূরের জিনিসও স্পষ্টতর হ'য়ে দেখা দেয়। গ্রীস আর দক্ষিণ ইটালির এই clarity of the atmosphere সম্বন্ধে কোথায় যেন প'ড়েছিলুম—সে-বার এই আকাশ বা বায়ুমণ্ডলের প্রসন্নতা বেশ উপলব্ধি ক'রে-ছিলুম। গ্রীসের আথেন্স্‌-নগরীর বিশ্ববিশ্রুত আক্রোপোলিস্‌-গড়ের মধ্যে, পাহাড়ের উপরে, পার্থেনোন্‌-মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখ্‌তে উঠে, প্রথম তখন মনে হয়, বুঝি আমার চোখের উন্নতি হ'ল—যাদের দূরে নজর চলে না, যেন অনেকদিন পরে তাদের নোতুন চশমা বদলানো হ'ল—শহরের আশে-পাশে বেগুনে' রঙের পাহাড়গুলির প্রত্যেক খাঁজটী যেন দেখা যাচ্ছিল; নীল আকাশের গায়ে সাদা মেঘ পেঁজা তূলোর মতন র'য়েছে তার প্রত্যেক থরটী যেন স্পষ্ট হ'য়ে উঠেছিল, আর আক্রোপোলিস্‌-পাহাড়ের পাদদেশে প্রসারিত আথেন্স-শহরের সাদা আর বাদামী রঙে রঙানো প্রত্যেকটী বাড়ীর চৌকো আকারের রেখা-সমাবেশ পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছিল, মনে হ'চ্ছিল নীচে রাস্তায় চল্‌তি লোকদের মুখ চেনা যাচ্ছে। নেপ্‌ল্‌স্‌-এও সেই ভাব। আমাদের প্রায় সকলের মনে ইউরোপ পৌঁছে' গেলুম ব'লে যে

একটা ব্যক্ত বা অব্যক্ত উল্লাস ছিল, সেটা রৌদ্রোদ্ভাসিত প্রাতঃকালের সঙ্গে যেন একটা তাল রাখ্‌তে পেরেছিল।

নেপ্‌ল্‌স্‌ শহর দৃষ্টিগোচর হবার বহু পূর্বেই বিখ্যাত বিসুবিয়স্‌ আগ্নেয়গিরি নজরে পড়ে। আশ-পাশের ছোটো-খাটো পাহাড়গুলিকে খর্ব ক'রে দিয়ে বিসুবিয়স্‌-এর উল্টানো ফুন্দিলের আকারের চূড়ো, আকাশের গায়ে একটা মস্ত কিছু হ'য়ে দাঁড়িয়ে র'য়েছে, আর সব তার কাছে তুচ্ছ, নগণ্য। এই চূড়োর মাথা দিয়ে অল্প অল্প ধোঁয়া বেরুচ্ছে, আর চূড়োর আশে-পাশে মেঘমণ্ডলী জ'মে র'য়েছে। সমুদ্র যেন এখানে ইটালির ভূমিতল কেটে নিয়ে একটা ক্ষুদ্র উপসাগরের সৃষ্টি ক'রেছে, এই গোল আকারের নেপ্‌ল্‌স্‌-এর উপসাগরের উত্তরদিকে নেপ্‌ল্‌স্‌-শহর। আগেকার দর্শনে জাহাজে চ'ড়ে সাগর থেকে কখনও নেপ্‌ল্‌স্‌ আর বিসুবিয়স্‌ দেখা হয়নি, কিন্তু এবার মনে হ'ল, নেপ্‌ল্‌স্‌-এর কাছে সমুদ্রের উপকূলের সমস্ত জমীটা ডকে জেটীতে বাড়ীতে কারখানায় ভরতী হ'য়ে গিয়েছে। ষোলো বছরের মধ্যে নিশ্চয়ই এ অঞ্চলে আবাদী আর বসত দুইই বেড়ে গিয়েছে। যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য এ অঞ্চলের নাম ছিল, মনে হ'ল সেটা এইভাবে বন্দর আর কল-কারখানার প্রসারে অনেকটা নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে। সৌধ-সৌন্দর্য্য আর প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, তদুপরি পরিষ্কার আকাশের কোলে বিসুবিয়স্‌, এ-গুলির দ্বারা নেপ্‌ল্‌স্‌ অতুলনীয় হ'য়েছিল; ইটালিয়ানদের মধ্যে প্রচলিত একটী প্রবাদেই তার প্রমাণ—vedi Napoli, e poi mori 'নেপ্‌ল্‌স্‌ দেখ্‌, আর তার-পরে মর্‌' —অর্থাৎ এর পরে দেখবার মত সুন্দর জিনিস আর কিছু পৃথিবীতে নেই। কারখানার চিম্‌নি এখন ধোঁয়া ছেড়ে বিসুবিয়সের সঙ্গে টক্কর দিচ্ছে; বিরাট বিরাট ইমারত, আঙুরের ক্ষেত আর মাঠ আর দূর গ্রামের ছোটো-খাটো গির্জাগুলিকে ঢেকে দিচ্ছে; কারখানার চিম্‌নির সম্বন্ধে একজন ভারতীয় কবি—কে তার নাম ভুলে যাচ্ছি—ইংরিজিতে যে লিখেছিলেন, সেই কথাটা বিশেষ ক'রে নেপ্‌ল্‌স্‌-এর আকাশের প্রসন্নতার সঙ্গে তুলনা ক'রে মনে হ'ল—a tall factory-chimney, sending up to heaven the incense of hell 'উঁচু কারখানার ধোঁয়ার চিম্‌নি, স্বর্গের দিকে যেন নরকের ধুনার-ধোঁয়া ছাড়্‌ছে।'

নেপ্‌ল্‌স্‌ থেকে আমেরিকায়, ভারতে আর চীনে এদের বড়ো-বড়ো সব জাহাজ যায়, সেইজন্য কিছুকাল হ'ল ইটালিয়ানরা এক বিরাট জাহাজ-ঘাটা সমুদ্রের ধারে বানিয়েছে। বিরাট এক দোতলা বাড়ী, তার দুইটী পক্ষ বা দিক; বড়ো বড়ো জাহাজের যাত্রীরা জাহাজের উপরের ডেক্‌ থেকে দোতলায় অবতরণ ক'রে থাকে। আমরা নেপ্‌ল্‌স্‌-শহরে একটু ঘুরতে নাম্‌বো, যারা নেপ্‌ল্‌স্‌-এ নেমে যাবার তাঁরা

রৈয়ে গেলেন। বাঙালী যাত্রীদের মধ্যে তিনজন এখানেই নাম্‌লেন—আসামের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত আর তাঁর স্ত্রী, এঁরা ইউরোপ বেড়াতে বেরিয়েছেন, ইটালি হ'য়ে অন্য দেশ দেখে লণ্ডনে যাবেন; এঁদের অমায়িক আর সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার আর অভিজাতজনোচিত চলাফেরা আমাদের সকলের প্রশংসা আর শ্রদ্ধা আকর্ষণ করেছিল, আর আমাদের মনে হ'ত—এঁদের মত ভারতীয় যাত্রীদের দেখে ইউরোপের লোকেরা আমাদের দেশের লোকের সম্বন্ধে সর্বত্র একটা ভালো ধারণা পোষণ ক'রবেই। আর নামলেন শ্রীমান্ দেবব্রত দাসগুপ্ত—ইনি ইটালির সরকারের কাছ থেকে বৃত্তি পেয়ে ইটালিতে অধ্যয়ন ক'রতে যাচ্ছেন, পেরুজিয়ায় যাবেন, সেখানে কিছুকাল ইটালীয় ভাষা আর সাহিত্য পাঠ ক'রে নিজের অধ্যেতব্য বিষয় শিক্ষা ক'রতে আরম্ভ ক'রবেন। ইটালীয় সরকার নিজের দেশের প্রভাব-প্রতিপত্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে, ইটালীয় জাতির সংস্কৃতির প্রচার-কল্পে, নানা দেশ থেকে এই রকম অল্প-স্বল্প বৃত্তি দিয়ে ছাত্র নিয়ে যাচ্ছে।

খরচ দিয়ে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে নিজেদের জাতীয় সংস্কৃতির ছাপ অন্য জাতির যুবকদের মনে দেবার চেষ্টা, ইদানীং ইংরেজদের মধ্যেই সব প্রথম দেখা দেয় ব'লে মনে হয়। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইংরেজ অধিকার বিস্তারে যিনি অগ্রণী ছিলেন, সেই Cecil Rhodes সিসিল্ রোড্‌স্ কতকগুলি বৃত্তি স্থাপিত ক'রে যান যার সাহায্যে জনকতক জরমান আর আমেরিকান যুবক ইংলাণ্ডে অক্‌স্‌ফোর্ডে এসে বছর কতক ধ'রে কলেজের শিক্ষা পেতে পারে, আর শিক্ষার ফলে ইংরেজ জাতির প্রতি অনুকূল মনোভাব নিয়ে, স্বদেশে ফিরে গিয়ে, ইংরেজের মিত্রভাবে নিজেদের জা'তের মধ্যে কাজ ক'রতে পারে। বিগত মহাযুদ্ধের সময় থেকে, শত্রুর জাতি বিধায় জরমান ছাত্রদের আর এই বৃত্তি দেওয়া হন না। উনিশের শতকের শেষে চীনদেশে একদল লোক মাঞ্চু সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, তারা বিদ্রোহের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় আর আমেরিকান মিশনারি আর অন্য লোকেদের হত্যা করে; ফলে, জরমানি, ফ্রান্স, ইংলাণ্ড, জাপান, আমেরিকা, সদলে চীনে চড়াও হ'য়ে Boxer 'বক্সর' অর্থাৎ 'ঘুষোঘুষির পালোয়ান বা গুণ্ডা' এই নামে পরিচিত এই বিদ্রোহীদের দমন করে, আর ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ চীন সরকারের কাছ থেকে চীনের খানিকটা ক'রে জমী দখল ক'রে নেয়, আর কয়েক কোটি টাকা অর্থদণ্ড করে। এতদিন ধ'রে চীন বছর বছর কিস্তি ক'রে সেই টাকা দিয়ে আস্‌ছে। আমেরিকাই প্রথম একটু পাটোয়ারী বুদ্ধির পরিচয় দিলে—চীনকে ব'ল্‌লে যে ঐ দণ্ডের টাকা আর নেবে না, তবে ঐ টাকায় চীন সরকার বছর বছর আমেরিকার যত বেশী সম্ভব ছেলে পাঠাবে, উচ্চশিক্ষার জন্য। এর ফলে চীন আর আমেরিকা দুই দেশের পক্ষেই ভালো হ'ল—

চীন থেকে হাজার হাজার ছেলে বিজ্ঞানে আধুনিক বিদ্যায় শিক্ষিত হ’য়ে আসতে লাগ্‌ল, আর তারা দেশে ফিরে এসে সব বিষয়ে আমেরিকারই পক্ষে কাজ ক’র্‌তে লাগ্‌ল। দেখাদেখি ফরাসী সরকারও অনুরূপ ব্যবস্থা আরম্ভ ক’রে দিলে—এখন শত শত চীনা ছেলে ফরাসী দেশে গিয়ে ফরাসীতে শিক্ষার সঙ্গে-সঙ্গে ফরাসী মনোভাব নিয়ে ফিরে আসছে। জরমানি আর ইটালিও এই পথ ধ’রেছে—আর এই দুই দেশ এখন যৎকিঞ্চিৎ বৃত্তি দিয়ে, আর কতকগুলি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিনা বেতনে পড়্‌বার আর অল্প খরচায় থাক্‌বার ব্যবস্থা ক’রে দিয়ে, দু-পাঁচজন ক’রে ভারতীয় ছাত্র নিয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের মতন গরীব দেশের পক্ষে, বিশেষতঃ বিদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য ছেলে পাঠানো বিষয়ে সরকারী অর্থ-ব্যয় যখন অত্যন্ত কম, এই ব্যবস্থা খুবই উপকারক হয়েছে—বছর বছর কতকগুলি ছেলে বাইরেকার জগতের কিছুটা পরিচয় নিয়ে, বাইরেকার বিদ্যায় কিছুটা ভাগ বসিয়ে’ দেশের আর দশের সেবায় লাগ্‌তে পারে। কতকগুলি ভারতীয় ছাত্র এই রকম বৃত্তি পেয়ে নিজ নিজ বিদ্যায় বিশেষ প্রশংসনীয় কৃতিত্ব অর্জন ক’রে, জরমানি আর ইটালিতে ভারতের মুখ উজ্জ্বল ক’রেছেন।

যাক্‌। আমাদের সহযাত্রীদের বেশীর ভাগই চান, নেপ্‌ল্‌স্‌-এর কাছে Herculaneum হের্কুলানিয়ম্‌ আর Pompeii পম্পেয়ি এই দুই প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখে আস্‌বেন। খ্রীষ্টাব্দ ৬৯ বর্ষে বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতে এই দুই শহর বিধ্বস্ত হ’য়ে গিয়ে, এদের অধিবাসীদের মধ্যে যারা পালাতে পারে নি এমন দুই-চার জনকে নিয়ে, যাবতীয় বাড়ীর তৈজস-পত্র সমেত জ্বালামুখ-গিরির লাভা বা পাথর-গলায় আর ছাইয়ে ঢাকা প’ড়েছিল। এখন সব মাটী খুঁড়ে বা’র করা হ’য়েছে। প্রাচীন দুই শহরের বাড়ী-ঘর-দোয়ার সব বিদ্যমান, কিন্তু সব ছাত প’ড়ে গিয়েছে—দুই শহরের কঙ্কাল এখন ইটালির অন্যতম দর্শনীয় স্থান। ট্যাক্‌সি বা বাস্‌ ভাড়া ক’রে, ঘণ্টা ৩।৪-এর মধ্যে সব দেখে আস্‌তে পারা যাবে। অনেকেই জাহাজ-ঘাটার ফটকের বাইরে অপেক্ষ্যমান ট্যাক্সিওয়ালাদের সঙ্গে দরদস্তুর ক’রে গাড়ী ঠিক ক’রে বেরিয়ে’ প’ড়্‌লেন। পম্পেয়ি আমার পূর্বে দেখা ছিল, এবার এই জুলাই মাসের রোদ্দুরে যেতে আর প্রবৃত্তি হ’ল না। আমি স্থির ক’রলুম—ঘণ্টা দুই-তিন শহরটায় একটু ঘুরবো, আর পম্পেয়ি আর হেরকুলা-নিয়মের জিনিস-পত্র তৈজস মূর্তি ইত্যাদি যা পাওয়া গিয়েছে সব এনে যেখানে সংগ্রহ ক’রে রাখা হ’য়েছে, নেপ্‌ল্‌স্‌-এর সেই বিখ্যাত মিউজিয়মটী আর একবার ভালো ক’রে দেখ্‌বো। আমার সঙ্গে চ’ল্‌লেন মেজর প্রভাত বর্ধন, আর দুটী বাঙালী ছেলে স্নেহাস্পদ শ্রীমান্‌ সুশীল দত্ত (বন্ধুবর ডাক্তার সুবোধ দত্তের পুত্র) আর শ্রীমান্‌ সুকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

জাহাজ থেকে বেরিয়ে' আমাদের আস্‌তে হ'ল জাহাজ-ঘাটার দোতলায় এক বিরাট হল-ঘরে—এখানে সরকারী চুঙ্গী-বিভাগের লোকেরা আছে, যারা জাহাজ ত্যাগ ক'রে এখানেই নাম্‌বে তাদের মাল-পত্র দেখ্‌বে, মাশুল-যোগ্য কিছু থাকলে তার মাশুল নেবে। এই হল-ঘরে ঢুকেই, সামনে দেওয়ালে মস্ত মস্ত অক্ষরে লেখা দেখি—Noi siamo mediterranei, ed il nostro destino e stato e sempre sul mare অর্থাৎ 'আমরা হ'চ্ছি ভূমধ্য-সাগরের জাতি, আর আমাদের ভাগ্য আর রাষ্ট্র চিরকালই সাগরের উপর।' এ হ'চ্ছে নব-জাগরিত মুস্‌সোলিনির ইটালির হুঙ্কার—Rule Britannia, Britannia rules the waves, ইংরেজ জাতির এই জাতীয়-সঙ্গীতে ইংরেজদের যে গর্ব, তারই যেন উতর-গাওয়া; ভূমধ্য-সাগরকে নবীন ইটালি এক 'ইটালীয় হ্রদ'-এ পরিণত ক'রে, সম্পূর্ণ নিজ আয়ত্তে আনতে চায়, ইংরেজের গতায়তের পথ মেরে দিতে চায়—সেই আকাঙ্ক্ষার স্মারক-রূপে এই উক্তি, সাগর-পথে ইটালি-দেশে প্রবেশের অন্যতম সিংহদ্বার নেপ্‌ল্‌স্‌-এর জাহাজ-ঘাটায় ঘটা ক'রে লেখা হ'য়েছে।

রাস্তায় আমরা এসে দাঁড়াতেই, পুলিসের লোকের দৃষ্টি একটু বাঁচিয়ে' রকমারি লোকে আমাদের ছেঁকে ধ'র্‌লে। ঘোড়ার-গাড়ীর গাড়োয়ান, ট্যাক্সিওয়ালা, বাসওয়ালা, guide অর্থাৎ প্রদর্শক বা পাণ্ডা, ছবির পোস্টকার্ডওয়ালা, ফুলওয়ালা, রেস্তোরাঁ আর হোটেলের দালাল—সবাই চায়, কি ক'রে নবাগত যাত্রীকে বাগিয়ে' দুপয়সা কামানো যায়। ফ'ড়ে, দালাল আর গাইডের সংখ্যাই বেশী। গাইডেরা কতকগুলি যাত্রীকে ঠিক কবলিত ক'রে নিলে। আমার হাতে আছে একখানা ইটালির সরকারী রেল-বিভাগ থেকে প্রকাশিত আর বিনামূল্যে বিতরিত নেপ্‌ল্‌স্‌-এর সচিত্র বিবরণী, তার সঙ্গে আছে নেপ্‌ল্‌স্‌ শহরের নক্‌শা, কোথায় যেতে চাই কি দেখ্‌তে চাই তা আমার জানা আছে,—তবুও জোঁকের মত গাইডরা ছাড়বে না; অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পেয়ে, চারজনে এগিয়ে চ'ল্‌লুম। মুস্‌সোলিনির অধিকারে এখন একটু পুলিসের কড়াকড়ি হ'য়েছে, গাইডদের দ্বারা বিদেশী ভ্রমণকারীদের যে ক্রমাগত দিক্‌ করা হ'ত সেটা একটু ক'মেছে, বিশেষতঃ বড়ো সড়কে আর পাহারাওয়ালা উপস্থিত থাক্‌লে; কিন্তু তা সত্ত্বেও, এই গাইডের অত্যাচার, আর ভিখারীদের প্রাচুর্য্য, এই দুই থেকে বুঝ্‌তে পারা যায় যে, দেশ বড়ো গরীব, কাজ-কর্মের অভাব বড্ড বেশী। জাহাজ-ঘাটার সামনেই এক বাগিচা। এ অঞ্চলের বাগান-বাগিচায় তাল আর খেজুর জাতীয় গাছ খুব লাগানো হয়। আমরা প্রথমেই দেখ্‌লুম এই শহরের এক প্রাচীন ইমারত, ১২৮২ সালে তৈরী এক গড় ও

প্রাসাদ ; এর নাম Castel Nuovo অর্থাৎ 'নয়া-গড়'। এই বাড়ীর তোরণ-দ্বারটী নোতুন ক'রে রেনেসাঁস্-যুগে তৈরী হয়। প্রাসাদের প্রাচীন অংশটী কারুকার্য্য-বিহীন, কেবল বিরাট শক্তির দ্যোতক—পাথরের তৈয়ারী দেওয়াল, আর সু-উচ্চ দুই গোলাকার বুরুজ ; এই দুই বুরুজের মাঝে, শক্তি আর সৌন্দর্য্যের চমৎকার সংমিশ্রণে, শিল্পকলাময় খোদিত চিত্রের যোগে অতি সুন্দর, সাদা পাথরের তোরণটী বিদ্যমান। দক্ষিণ-ইটালি আর সিসিলি নিয়ে একটী স্বতন্ত্র রাজ্য ছিল, সমগ্র ইটালির ঐক্য-সাধনের পূর্বে ; নেপ্‌ল্‌স্ ছিল তার রাজধানী। স্বাধীন নেপ্‌ল্‌স্-রাজের রাজপ্রাসাদ বাইরে থেকে দেখা গেল—সুদৃশ্য সাধাসিধে ধরণের টানা লম্বা তেতলা বাড়ীটী, তেমন লক্ষ্যণীয় ব'লে মনে হ'ল না। কাছেই এক গির্জা, সান্-ফ্রাঞ্চেস্কো-দি-পাওলা গির্জা, ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় পুনরুজ্জীবিত প্রাচীন রোমান পদ্ধতিতে তৈরী, 'পান্থেওন' নামে রোমে যে প্রাচীন দেবমন্দির আছে, এখন যেটীকে রোমান-কাথলিক গির্জায় পরিণত করা হ'য়েছ, তারই নকলে এই গির্জা তৈরী হ'য়েছে। মাঝখানে গোলাকার গির্জাটী, তার সুউচ্চ এক গুম্বজ, আর দুধারে অর্ধচন্দ্রের দুই শিঙের মত স্তম্ভাবলী সমন্বিত দুটী ঢাকা গ্যালারী বা বিস্তৃত দালান। আমরা গির্জের ভিতরটায় গেলুম। সেদিন রবিবার, কিছু আগেই সাপ্তাহিক পূজা হ'য়ে গিয়েছে, সমস্ত গির্জাঘরটা ধূপের গন্ধে আমোদিত, বেদির সাম্‌নে বাতিগুলি তখনও জ্ব'ল্‌ছে, দেবালয় থেকে তখনও সব উপাসক-উপাসিকার দল বেরিয়ে' যায় নি। নানা রঙের মহার্ঘ্য মর্মরপ্রস্তরে তৈরী মন্দিরের ভিতরটা, শ্বেত মর্মরপ্রস্তর নির্মিত রোমান-কাথলিক সন্ত বা দেবতাদের বিরাট বিরাট মূর্তি—বোধ হয় প্রাচীন গ্রীক আর রোমান ধর্মের মন্দিরের ভিতরের দৃশ্যটী এই রকমই ছিল, মনে তার প্রভাবটা এই ভাবেরই আস্‌ত। রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টানী গত চৌদ্দ-শ' পনেরো-শ' বৎসরের মধ্যে তার ধর্মমত তার ঈশ্বরবাদ তার অন্য দেবতাবাদ তার আচার-অনুষ্ঠান সমেত গ'ড়ে উঠেছে,—সেই প্রাচীন গ্রীক-রোমান ধর্মবিষয়ক আচার-অনুষ্ঠান আর মনোভাবের সঙ্গে, প্রাচ্য দেশ এশিয়া-মাইনর, সিরিয়া, পালেস্তীন, মিসর প্রভৃতি থেকে আনীত নানা আচার-অনুষ্ঠান আর চিন্তাপদ্ধতির সঙ্গে মিল খাইয়ে'। উত্তর-ইউরোপে এই রোমান-কাথলিক খ্রীষ্টান ধর্ম যখন পৌঁছোল' তখন তার পরিণতি ফরাসী জরমান ইংরেজ স্কান্দিনাভীয় প্রভৃতি জাতির মধ্যে একটু অন্য ধরণের হ'য়ে দাঁড়াল', তার শিল্পময় প্রকাশও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র হ'ল—উত্তর-ইউরোপে ফরাসী আর জরমানদের মধ্যে গথিক-রীতির খ্রীষ্টানী শিল্পের উদ্ভব হ'ল। সে-সব হ'চ্ছে শিল্প আর ধর্মের ইতিহাসের কথা। মোটামুটি, রেনেসাঁস যুগের মনোভাব নিয়ে গঠিত এই গির্জাটী, এখানে যেন খ্রীষ্টান ধর্মকে অবলম্বন ক'রেও তার মৌলিক ইহুদী প্রকৃতিকে দাবিয়ে' রাখা হ'য়েছে।

এখানে প্রাচীন রোমের শিল্প আর রোমের চিত্ত-ই আত্মপ্রকাশ ক'রছে। এটাকে দেখে মনটা একটু প্রসারিত হয়—রোমান সাম্রাজ্যের যুগের কথাই মনে হয়।

সমুদ্রের কাছাকাছি নেপ্‌লস্‌এর অন্য ইমারতগুলির মধ্যে একটি নাট্যশালা, আর Galleria Umberto I নামে বাজার দর্শনীয়। এই গাল্লেরিয়া বা গ্যালেরি অর্থাৎ কাচের ছাতে ঢাকা দালান—তাতে লম্বা লম্বা এইরূপ কতকগুলি ঢাকা-পথ, পথের দুধারে কাফি-খাবারি আড্ডা, রেস্তোরাঁ, নানা রকমের মণিহারী জিনিসের দোকান, বইয়ের দোকান, ছবির দোকান, কাপড়-চোপড়ের দোকান, হীরা-জহরতের দোকান, সব আছে। এ যেন আমাদের ক'লকাতার মিউনিসিপাল-মার্কেটের এক রাজসংস্করণ;—পসরার আর জিনিসের বৈচিত্র্যে ঠিক 'মার্কেট' বা বাজার বলা চলে না; দু-তিন তলা বাড়ীর নীচের তলায় দোকানগুলি, উপরের তলায় নানা আপিস, আর লোকের বসবাসের জন্য ফ্ল্যাট বা হোটেল।

ট্রামে ক'রে নেপ্‌লস্‌-এর বিখ্যাত মিউজিয়ম দেখ্‌তে গেলুম। শহরটী প্রাচীন—প্রাচীন শহরে যা হয়, রাস্তা সব সরু সরু; তাই যখন ট্রাম বসানো হ'ল, তখন ট্রামের লাইন চওড়া করা সম্ভব হ'ল না—ক'লকাতার তুলনায় সরু-সরু গাড়ী। নেপ্‌লস্‌-এর মিউজিয়মের প্রাচীন গ্রীক-রোমান জিনিসের সংগ্রহ অতুলনীয়। এক তো নেপ্‌লস্‌-শহরটী হ'চ্ছে বেশ প্রাচীন—নেপ্‌লস্‌-শহরের ইতিহাস খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ১০০০-এর দিকে পৌঁছোয়, ঐ সময়ে গ্রীস থেকে গ্রীকেরা এসে নেপল্‌স্‌-এর আশ-পাশে একাদিক্রমে কতকগুলি উপনিবেশ স্থাপন করে,—এই উপনিবেশগুলির মধ্যে Neapolis 'নেআ-পোলিস্‌' অর্থাৎ 'নব-পুরী' বা 'নয়া'-শহর শেষটায় সমৃদ্ধ নগর হ'য়ে দাঁড়িয়ে যায়—এই নেআপোলিস্‌ এখনকার নাপোলি বা নেপ্‌লস্‌-এ রূপান্তরিত হ'য়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য, আর এখানকার জমীর উর্বরতা শক্তির জন্য, এই অঞ্চলটী যীশু-খ্রীষ্টের বহু পূর্ব্বের কাল থেকেই খুব জনপ্রিয় হ'য়ে পড়ে—আর নেপল্‌স্‌-এর কাছে-পিঠে অনেকগুলি ছোটো ছোটো শহর গ'ড়ে উঠে। নেপ্‌লস্‌-এর নিজের আর ঐ-সব শহরের প্রাচীন বস্তু নিয়ে, শিল্পদ্রব্য নিয়ে, নেপল্‌স্‌-এর প্রত্ন-সংগ্রহ। প্রাচীন গ্রীক শিল্পের আর তদনুকারী রোমান শিল্পের কতকগুলি অবিনশ্বর কীর্তি এই সংগ্রহ-শালার গৌরবের বস্তু। প্রস্তর মূর্তি; খোদিত ফলকচিত্র—এগুলির মধ্যে গ্রীক শিল্পের এক অপূর্ব সৃষ্টি হ'চ্ছে, গ্রীকপুরাণোক্ত Orpheus-Eurudike ওর্‌ফেউস্‌-এউরুদিকে কাহিনীর একখানি চিত্র—বিখ্যাত বীণাবাদক ওর্‌ফেউস্‌, স্ত্রী এউরুদিকের মৃত্যুর পর স্ত্রীর সন্ধানে অধোলোক বা পাতালভূমিতে প্রেতলোকে যান সেখানে প্রেতলোকের অধিপতি আর তাঁর স্ত্রীকে বীণাবাদন শুনিয়ে প্রীত ক'রে মৃতা স্ত্রীকে ফিরে পান, কিন্তু এই শর্তে

তাঁকে নিয়ে আসেন যে প্রেতলোকের সীমা যতক্ষণ না পেরুবেন ততক্ষণ তিনি ফিরে স্ত্রীর দিকে তাকাতে পারবেন না, তাকালেই স্ত্রীকে আবার হারাবেন; ওরফেউস্ কিন্তু স্ত্রীকে দেখ্বার, তার সঙ্গে কথা কইবার আগ্রহে, এই শর্ত লঙ্ঘন করে স্ত্রীর দিকে ফিরে তাকান, অমনি দেবদূত হের্মেস-দেবের আবির্ভাব, তিনি এসে এউরুদিকেকে আবার স্বামীর কাছ থেকে ফিরিয়ে' নিয়ে যান; খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব পঞ্চম শতকের কোনও গ্রীক ওস্তাদ কারিগর এই চিত্রখানি খুদেছেন—এটী আমার একখানি অতি প্রিয় চিত্র—এই করুণ অথচ অত্যন্ত গম্ভীর আর মহনীয় ভাবের বিদায়-চিত্র। এই সংগ্রহে আরও আছে বহু বহু ব্রঞ্জের মূর্তি আর অন্য জিনিস, তার মধ্যে কতকগুলি ব্যায়াম-নিরত গ্রীক তরুণ বা কিশোরের মূর্তি, কতকগুলি কুমারীর মূর্তি বিশেষভাবে লক্ষণীয়। হের্কুলানিয়ম্ আর পম্পেয়ি নগরের বাড়ীর দেওয়ালে যে-সব ফ্রেস্কো বা আরায়েশ-কাজের রঙীন ছবি—বালির জমীর উপরে আঁকা—পাওয়া গিয়েছে, সেগুলি এই মিউজিয়মেই রাখা হ'য়েছে—গ্রীক শিল্পের চিত্রবিদ্যার দিক্‌টায় নোতুন আলোকপাত এই ছবিগুলির দ্বারা হ'য়েছে; আমাদের অজন্টার মত এত বড়ো-বড়ো এই সব ভিত্তি-চিত্র নয়, কিন্তু ছোটো হ'লেও এই ছবিগুলির সৌন্দর্য্য বিশ্বের শিল্পে অতুলনীয়।

মিউজিয়ম দেখে আমরা বাসে ক'রে জাহাজে ফির্‌লুম। জাহাজে পৌঁছোতে হ'য়ে গেল দেরী, মধ্যাহ্ন-ভোজনের যে নির্দিষ্ট সময় ছিল তা উত্তীর্ণ হ'য়ে গিয়েছে, সাড়ে-বারোটার জায়গায় পোনে-একটা হ'য়ে গিয়েছে, আর ভোজনশালায় ব'সে খাওয়া হ'ল না। আমাদের স্টুয়ার্ডকে ব'লতে সে কিছু রুটি মাখন আর ফল এনে দিলে, তাই খেয়েই ক্ষুন্নিবৃত্তি করা গেল। খানিক বিশ্রাম ক'রে আবার বেরুলুম—প্রভাত আর আমি। এবার ঘন-বসতি গরীবপাড়ায় একটু ঘোরা গেল। চারতলা পাঁচতলা বাড়ী, এক-একটা বাড়ীতে অনেকগুলি ক'রে পরিবার থাকে; জানালা থেকে, সরু সরু রাস্তার এধার-ওধার জুড়ে তারের দড়ি টাঙানো হ'য়েছে, তা থেকে সব কাচা কাপড় জামা শুখোচ্ছে; রাস্তায় খালি-পায়ে, হাতে পায়ে মুখে ময়লা, কাদা-মাখা ছেলে-মেয়ে হল্লা ক'রে খেলা ক'র্‌ছে; রাস্তার ধারে, দরজায় ব'সে, জলের কলের ধারে, সর্বত্র, ইটালির এই-সব অঞ্চলের গরীব ঘরের স্ত্রীলোকের ভীড়; বেশ সহজভাবে, আমাদের দেশের মতই মায়ের দল নিঃসঙ্কোচে শিশুদের স্তন্যদান ক'রছে। মদের দোকানের আর শস্তার রেস্তোঁরার প্রাচুর্য্য—ইটালীয় পুরুষেরা, কালোরঙের চুল, মোচ গোঁফ, ময়লা তালি দেওয়া কাপড়, মদ খাচ্ছে, তাস খেল্‌ছে। কলরব খুব; এরা আস্তে আস্তে বা চুপি চুপি কথা কইতে অভ্যস্ত নয়। ঠেলাগাড়ী ক'রে ফল, জামা কলার টাই, রুটী, মাছ বিক্রী ক'র্‌ছে—এই

ফেরীওয়ালারা সুর ক'রে জিনিসের নাম হেঁকে হেঁকে খ'দ্দের ডাক্‌ছে। ইটালীয় প্রৌঢ়ারা যেমন মোটাসোটা, তরুণীরা তেমনি তম্বঙ্গী। চোখ আর চুলের রঙ সকলেরই মিশ্‌ কালো—সোনালি-চুল উত্তর-ইউরোপের মত এদেশে সুলভ নয়, নীল বা কটা চোখও নয়;—আর সকলেই খোশ-পোষাকী; খুব উঁচু গোড়ালীওয়ালা জুতো প'রে, হাসির রোলে রাস্তা মাতিয়ে' কম-বয়সী মেয়েরা চ'লেছে; কখনও-কখনও সিগারেটের শেষটা দাঁতে ক'রে চিবোতে-চিবোতে তাদেরই শ্রেণীর ইটালীয় ছোঁড়ার দল তাদের সঙ্গে ঠাট্টা-মস্করা ক'রতে-ক'রতে চ'লেছে। একটা ইটালীয় লোক আমাদের সঙ্গ নিলে—ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে জানালে, সে আমাদের গাইড হ'তে চায়। স্পষ্ট ক'রে ব'ল্‌লে, আমাদের অভিরুচি হ'লে, নানা স্থানে আমাদের নিয়ে যেতে পারে। আমাদের লোক দরকার নেই, কোথাও যেতে চাই না, খালি রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবো, বার বার তাকে বুঝিয়ে' দিলেও সে আমাদের সঙ্গ ছাড়ে না। তাকে ঝেড়ে ফেল্‌বার জন্য আমরা ছবির পোস্টকার্ড কিন্‌তে এক দোকানে ঢুক্‌লুম, রাস্তার এক ধার থেকে আর এক ধারে গেলুম, একটা ফোয়ারার ধারে দাঁড়িয়ে' এক বাজে মূর্তি দেখ্‌তে লেগে গেলুম, দেয়ালে পুলিসের ইস্তাহার নিয়ে নিবিষ্ট চিত্তে গবেষণা ক'রতে লাগ্‌লুম,—কিন্তু লোকটা ঠিক পিছনে দাঁড়িয়ে'। শেষে চ'টে গিয়ে তাকে ব'ল্‌লুম, যদি সঙ্গ না ছাড়ো, তো পুলিস ডাক্‌বো। তখন সে মেজাজ দেখালে—তার স্বদেশে, সাধারণের রাস্তা দিয়ে যেখানে খুশী সে যাবে, যেখানে খুশী সে দাঁড়াবে। শেষটা হতাশ হ'য়ে একটা সিগারেট ভিক্ষা চাইলে, প্রভাতের কাছ থেকে একটা সিগার পেয়ে, সেলাম বাজিয়ে' চ'লে গেল।

ইটালিতে এইরকম টাউট বা দালাল আর গাইড বাস্তবিকই ইটালিতে ভ্রমণের কালে একটা অত্যন্ত অস্বস্তিকর ব্যাপার হ'য়ে ওঠে। এই জিনিসটী বোধ হয় মিসরে আরও বেশী, আরও কদর্য্যরূপে দেখা যায়। ইটালির ফাশিস্ত সরকার অনেক চেষ্টা ক'রেও ইটালির এই অপযশ দূর ক'র্‌তে পার্‌ছে না, কারণ এ জিনিস দেশের লোকের মধ্যে দৈন্যের সঙ্গে অন্নাভাবের সঙ্গে জড়িত। ইটালির সরকার রাজ্য-বিস্তারের, সাম্রাজ্য-গঠনের নেশায় মেতে আছে, অজস্র অর্থ আবিসিনিয়ায় ত্রিপোলিতে ঢাল্‌ছে—দেশের মধ্যে পূর্তকার্য্য, রাস্তা তৈরী, ইমারত তৈরী, মূর্তি দিয়ে নগরশোভা-বর্ধন, এই-সব কাজে মুক্ত-হস্তে অর্থব্যয় ক'রছে—কিন্তু এ-সবে দেশের লোকেব দারিদ্র্য দূর হ'চ্ছে না; তাই বিরাট বিরাট মর্মর-প্রস্তর-নির্মিত মূর্তিতে ছবিতে অতুলনীয় সুন্দর সুন্দর প্রাসাদের আশে-পাশে, অলিতে-গলিতে, ভুট্টা-সিদ্ধ আর একটু কুঁচো-চিংড়ি খেয়ে বেঁচে আছে এমন গরীব লোকের

দল, সুবিধে পেলেই বিদেশী লোকেদের বিরক্ত ক'রে মারে—দু-চারটে পয়সার জন্ম।

(খ) জেনোয়া

১০ই জুলাই বিকালে চারটেয় আমরা নেপ্‌ল্‌স্‌ থেকে যাত্রা ক'রলুম। সন্ধ্যা হওয়া পর্য্যন্ত ইটালির পরিষ্কার আকাশের নীচে সূর্য্যকরোজ্জ্বল ঘননীল সাগরের উপর দিয়ে চমৎকারভাবে যাওয়া গেল। নেপ্‌ল্‌স্‌ ছেড়ে, Ischia ইস্কিয়া-দ্বীপকে বাঁয়ে রেখে আমরা চ'ললুম—ইটালির তীরভূমি ক্রমে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। হাওয়াটা একটু জোরে বইতে আরম্ভ হ'ল ব'লে বোধ হ'ল—কিন্তু তাতে কোনও অসুবিধা হ'ল না। এ অঞ্চলে দু-পাঁচখানা ছোটো ছোটো স্টীমার দেখা গেল। পালে-চলা সেকেলে জাহাজ খানদুই পথে প'ড়্‌ল, দূর থেকে প্রথমটায় নজরে এল'—আমাদের স্টীমার শীগ্‌গিরই সেগুলিকে ধ'রে ফেল্‌লে, সেগুলির পাশ দিয়ে তাদের অতিক্রম ক'রে আমরা এগিয়ে' গেলুম। ছোটো ছোটো এই-সব জাহাজ, এদের বহন-শক্তি ২০০।২৫০ টনের বেশী হবে না—আমাদের বিরাট্‌ ১৪,০০০ টনের জাহাজের পাশে কিছুই নয়। বায়ু-তাড়িত সাগরের উপর দিয়ে মোচার খোলার মতন নাচ্‌তে-নাচ্‌তে চ'লেছে। নিতান্ত দায়ে না ঠেক্‌লে, আজকালকার দশ-বিশ-ত্রিশ হাজার টনের স্টীমার বিহারী আমরা এইরকম ছোটো জাহাজে—তাও আবার পালে-চলা জাহাজ—কিছুতেই উঠ্‌তে চাইতুম না। অথচ এই রকম ছোটো ছোটো জাহাজে ক'রেই ক্রিস্তোফর কোলম্বস্‌ উত্তাল-তরঙ্গমালা-সঙ্কুল আট্‌লান্টিক্‌ মহাসমুদ্র পার হ'য়ে আমেরিকা আবিষ্কার ক'রেছিলেন, ভাস্কো-দা-গামা ভারতবর্ষে এসেছিলেন, মাজেল্লান্‌ ভূপ্রদক্ষিণ ক'রেছিলেন; এ-তো মোটে চার শ' সাড়ে-চার শ' বছর আগেকার কথা মাত্র। সে যুগে মানুষে যথার্থই অদ্ভুতকর্মা অচিন্ত্যকর্মা বীর ছিল—সে রকম অদম্য সাহস আর শক্তি, অপরাজেয় আত্মবিশ্বাস আর আত্মনির্ভরশীলতা এ যুগে যেন দুর্লভ হ'য়ে গিয়েছে। বিজ্ঞানের যত উন্নতি হ'চ্ছে, মানুষ ততই বিজ্ঞানের অধীন, ততই অসহায় হ'য়ে প'ড়ছে। সমবেত ভাবে মানব-সমাজ হয় তো নানা সুখ-সুবিধা পাচ্ছে, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে মানুষের দৈহিক শক্তি আর থাক্‌ছে না, তার মানসিক আর আত্মিক শক্তিরও হ্রাসই হ'চ্ছে—সাধারণভাবে বল্‌তে গেলে।

১১ই জুলাই সোমবার সকাল নটার পর জেনোয়ায় আমাদের জাহাজ পৌঁছোল'। সাগরের উপর থেকে যেন শহরটী উঠেছে, পাহাড়ে' অঞ্চলের শহর, থরে থরে তার বাড়ী উঠেছে, পিছনে পাহাড়ের শ্রেণী। জাহাজ-ঘাটায় জাহাজ ভিড়্‌ল, তার পরে আমাদের পাসপোর্ট দেখে অবতরণ ক'রতে দিলে। মাল-পত্র বা'র ক'রতে

দিলে। মাল-পত্র বার ক'রতে একটু বিব্রত হ'তে হ'ল। জাহাজ-কোম্পানীর লোকে জাহাজ থেকে মাল নামিয়ে' দেবে, তার জন্য পৃথক্ দক্ষিণা আগে থাকতেই নিয়ে রেখেছে। কিন্তু জিনিস-পত্র বার করবার ব্যবস্থা বড়ই খারাপ। আমরা নিজেরা তো জাহাজ-ঘাটার অংশ-স্বরূপ এক বিরাট প্রাসাদের প্রশস্ত দালানে এসে হাজির হ'লুম। সঙ্গে কত টাকা আছে তার একটা কৈফিয়ৎ দিতে হ'ল—৩৫০ lira লিরার বেশী ইটালীয় মুদ্রা বা নোট নিয়ে দেশে ঢোক্বার বা দেশ থেকে বেরোবার নিয়ম নেই। এই কৈফিয়ৎ একটা ফর্মে লিখে ছাপ মেরে সই ক'রে দিলে, ইটালি থেকে বা'র হবার সময়ে সেই ফর্মখানা দেখাতে হবে, আর সঙ্গে কত ইটালীয় টাকা যাচ্ছে তারও একটা হিসাব দিতে হবে। এইভাবে এরা এদের দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার একটু প্রতিষেধক ব্যবস্থা ক'রতে চায়;—অন্য দেশের তুলনায় এদের দেশের টাকার দাম কম হ'য়ে প'ড়েছে, এরা ইংরিজি পাউণ্ডের সঙ্গে ইটালীয় লিরার একটা দর বেঁধে দিয়েছে—ইটালিতে ব'সে ব্যাঙ্ক-মারফৎ পাউণ্ড নোট ভাঙালে ৯০।৯১ লিরা মাত্র পাবে; কিন্তু পাউণ্ড নোটের চাহিদা এত বেশী যে, লোকে বেশী লিরা দিয়েও পাউণ্ড নোট কিন্তে চায়, বাইরে যদি বেশী ক'রে লিরা বেরিয়ে' যায় তা হ'লে দেশের বাইরে বিনিময়ের হারে লিরা আরও প'ড়ে যাবে, সরকারের তরফ থেকে লিরার বিনিময়ের যে হার বেঁধে দেওয়া হ'চ্ছে, তার কোনও মানে থাক্বে না, লিরাকে পাউণ্ডের সঙ্গে নব্বুইয়ের অনুপাতে খাড়া ক'রে রাখ্বার জন্য সরকারের চেষ্টা ব্যর্থ হবে। এইজন্য এদের নজর রাখ্বার আগ্রহ, স্বদেশীয় বিদেশীয় কেউ দেশে এলে বা দেশ থেকে গেলে, ইটালির লিরা বেশী যাতে বা'র না করে, বা বাইরে থেকে দেশে নিয়ে না আসে। এই অবশ্য-পালনীয় ব্যাপারটুকু চুকিয়ে' দিয়ে মাল-পত্রের আশায় ব'সে রইলুম—কখন আমাদের ক্যাবিন থেকে কোম্পানির কুলি আমাদের মাল চুঙ্গীর আপিসের মস্ত হলে এনে জমা করে। চুঙ্গী-বিভাগের এই হল-ঘরটীকে একটী বিরাট প্রাসাদের অংশ ব'ললেই হয়—নানা রঙের মর্ম্মর-প্রস্তরে দেয়াল আর মেঝে অলঙ্কৃত, আর দেয়ালে ফ্রেস্কো বা আরায়েশ কাজের ছবি—ইটালির বিভিন্ন শহরের দৃশ্য, সেই-সব শহরের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর চিত্র। অনেকক্ষণ অপেক্ষা ক'রে ক'রে বিরক্তি ধ'রে গেল, শেষটায় নিজেরাই একজন কুলিকে কিছু বখ্‌শিশের লোভ দেখিয়ে' সঙ্গে ক'রে জাহাজের মধ্যে নিয়ে গিয়ে, আমাদের ক্যাবিনের কাছে মালের স্তূপ থেকে সুট-কেস্ আর থ'লে সব খুঁজে বা'র ক'রে তাকে দেখিয়ে' দিলুম—খানিক পরে সে নিয়ে উপস্থিত ক'রলে। প্রায় ঘণ্টা দেড়েক দেরী হ'ল এইভাবে মাল-পত্র-বা'র করাতে। বোম্বাইয়ের ব্যবস্থা ঢের বেশী ভালো—ইটালির জেনোয়া আর

ভেনিসের চেয়ে। চুঙ্গীওয়ালারা মাশুল-যোগ্য জিনিস কিছু আছে কিনা নাম-মাত্র জিজ্ঞাসা ক'রে ছেড়ে দিলে। আমরা নিষ্কৃতি পেলুম, বেলা এগারোটার দিকে।

জাহাজ-ঘাটার কাছেই রেল-স্টেশন। মেজর প্রভাত বর্ধন, শ্রীযুক্ত হরিপদ সরকার, আর আমি—আমরা তিনজনে ঐ দিন সন্ধ্যার দিকে ট্রেনে ক'রে জেনেভা যাত্রা ক'র্‌বো, মিলান্ হ'য়ে যাবো। স্টেশনের বাক্স-পেঁটরা জমা দেবার জায়গায় সারা দিনের মত মাল-পত্র জমা দেওয়া যায়; কিন্তু সেখানে ভীড় হবে অনুমান ক'রে, স্টেশনের পাশেই একটা albergo diurno অর্থাৎ 'দিনের হোটেল' ছিল, সেইখানেই মাল-পত্র রেখে দেবার ব্যবস্থা ক'র্‌লুম। ইটালির শহরগুলিতে এইরকম দৈনিক হোটেল-এর রেওয়াজ আছে। অন্য দেশে দেখিনি। সকালে কোনও শহরে পৌঁছোলুম, সেখানে রাত্রিবাসের দরকার হবে না, সন্ধ্যায় সেখান থেকে ফির্‌বো। সারাদিন শহরে বাইরে বাইরেই কাটাতে হবে, কোথাও ব'সে তেমন বিশ্রাম কর্‌বার সময় হবে না, দরকারও হয়তো হবে না। শস্তায় শহরে অবস্থান সার্‌তে গেলে এই-সব দিনের হোটেলের ব্যবস্থা ভালো। এই হোটেলগুলি সাধারণতঃ মাটির নীচে হ'য়ে থাকে—স্টেশনের মধ্যেই বা স্টেশনের পাশে রাস্তার ধারে বা চৌরাস্তার মোড়ে, মাটির নীচে বড়ো বড়ো ঘর করা হয়, সিঁড়ি দিয়ে নেমে যেতে হয়। বিজলীর বাতীতে আলোকিত, হাওয়াও প্রচুর। সুট্-কেস বাক্স ব্যাগ ছড়ি প্রভৃতি, স্টেশনের মাল-জমা দেবার আপিসের মতন এখানে নাম-মাত্র মূল্যে সারাদিনের মতন রাখা যায়। প্রাতঃকৃত্যের, স্নানের খাশা ব্যবস্থা আছে—দু-এক আনা দিলে স্নানের গরম জল, সাবান, ধোয়া তোয়ালে, সব পাওয়া যায়। দাড়ী-কামানোর নাপিতের দোকান, জুতো বুরুশ কর্‌বার জন্য মুচি, কাপড়-জামা ঝেড়ে দেবার বা দরকার হ'লে ইস্ত্রী কর্‌বার ব্যবস্থাও থাকে। অল্প দামে এ-সব সেরে নেওয়া যায়। সমস্ত ব্যবস্থা অতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। এইরূপে এই রকম দিনের হোটেলে সব কাজ চুকিয়ে', স্নানটান ক'রে নিয়ে, মাল-পত্র রেখে দিয়ে, ঝাড়া হাত-পা হ'য়ে, সারা দিনের মত ঘোরা যায়। আহারের ব্যবস্থা রেস্তোরাঁয়—দরকার হ'লে একটা লেমনেড বা অরেঞ্জেড অথবা এক বাটি কফি নিয়ে একটা কাফেতে ব'সে যতক্ষণ ইচ্ছা বিশ্রাম করা যায়। আমরা আমাদের মাল-পত্র স্টেশনের লাগাও এইরকম 'দিনের হোটেলে' জমা দিয়ে, শহর দেখ্‌বার জন্য তৈরী হ'লুম।

ইতিমধ্যে আমাদের জাহাজের ভারতীয় সহযাত্রীদের অনেকে এসে প'ড়্‌লেন। তাঁদের প্রায় সকলেই বিকালের গাড়ীতে সোজা লণ্ডন যাত্রা ক'রবেন। তুরিন হ'য়ে পারিস হ'য়ে তাঁদের পথ। স্টেশনে জিনিস-পত্র জমা ক'রে দিয়ে, তাঁরাও সারা-

দিনের মত শহরে ঘুরতে চান। জেনোয়া-শহর আমার পূর্বে একবার দেখা ছিল, ১৯২২ সালে মাত্র একটী দিনের জন্য আমি এসেছিলুম—একা একা ঘুরে ঘুরে দেখে-ছিলুম। সকলে আমাকে পাণ্ডা ধ'রলেন। প্রায় জন-দশ হবেন—পাটনা ট্রেনিঙ কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত আহ্‌মদ নামে একটী বিহারী মুসলমান যুবক ছাড়া, আর সবাই বাঙালী। সকলেই জাহাজে ক'দিন একত্র অবস্থানের জন্য পরস্পরের ইষ্ট-মিত্র আর প্রিয়জন হ'য়ে প'ড়েছেন—এক সঙ্গে সকলে উল্লাস ক'রে বেড়াবার জন্য স্টেশন থেকে বা'র হ'লুম। কতকটা ইস্কুলের ছেলেদের মত হল্লা ক'রে বেড়ানোর প্রবৃত্তি, কতকটা আবার নোতুন জায়গায় এসে প'ড়ে, পল্লীগ্রামের লোক ক'লকাতায় গঙ্গাস্নান ক'রতে এলে যে অবস্থায় পড়ে, সেই অবস্থা। দলের মধ্যে ডাক্তার বেশী, আর প্রায় সকলেই যুবক। আমাদের দলে ছিলেন ক'লকাতার বেলগাছিয়ার কারমাইকেল মেডিকেল কলেজের ডাক্তার প্রভাস রক্ষিত আর তাঁর স্ত্রী—ইনিই একমাত্র মহিলা। রাস্তায় এতগুলি ভারতীয়কে দল বেঁধে যেতে দেখে, সকলেই ফিরে তাকায়—বিশেষতঃ সাড়ী প'রে রক্ষিত-জায়া দলে ছিলেন ব'লে। ভারতীয় মেয়েদের চলা-ফেরায় (এদেশের মেয়েদের চলাফেরার তুলনায়) এমন একটা সহজ সুন্দর আভিজাত্য একটা কমনীয়তা দেখা যায়, সেটা সাড়ীর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিলে এ-সব দেশের লোকেদের চোখে অত্যন্ত লক্ষণীয় আর অত্যন্ত কমনীয় বোধ হয়। সাড়ীর রেখা-সৌন্দর্য্যের প্রতি আকর্ষণ এদেশে বহুবার লক্ষ্য ক'রেছি—এ বিষয়ে পরে ব'ল্‌বো। জেনোয়া সম্বন্ধে একদিনের পরিচয়ে অল্পস্বল্প কিঞ্চিৎ অভিজ্ঞতা ছিল, তাই অবলম্বন ক'রে, আর রেল-স্টেশনে সরকারী রেল বিভাগের যাত্রী-সহায়ক আপিস থেকে শহরের নকশা একটা সংগ্রহ ক'রে নিয়ে-ছিলুম, সেইটীকেও অবলম্বন ক'রে, ঠিক ক'রে নিলুম,—কোথায় কোথায় এ'দের নিয়ে যাবো।

জেনোয়া-শহরও বেশ পুরাতন সহর। ইটালির এই অঞ্চলটা, জেনোয়া উপ-সাগরের উত্তরের প্রদেশ, জেনোয়া যার প্রধান নগর, সেই অঞ্চল বা প্রদেশ, Liguria 'লিগুরিয়া' নামে খ্যাত। অতি প্রাচীনকালে, যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের ছয় সাত শ' বছর আগে, 'লিগ্‌' বা 'লিগুরীয়' নামে একটী জাতি বাস ক'রত। এরা ভাষায় আর জা'তে কি ছিল জানা যায় না; এদের ভাষায় লেখা ছোটো ছোটো ছু-চার ছত্রের প্রাচীন অনুশাসন গোটাকতক পাওয়া গিয়েছে, লাতীনের মত অক্ষরে লেখা; সেগুলি প'ড়তে পারা গিয়েছে, কিন্তু প'ড়ে তার অর্থ বোঝা যায় নি। কোনও কোনও পণ্ডিতের মতে, এরা ছিল আর্য্য-ভাষী; অন্য পণ্ডিতদের মতে এরা ছিল অনার্য্য। লিগুরীয় জাতি রোমের বশ্যতা স্বীকার করে, আর তাদের প্রধান

নগর জেনোয়া রোমের খুবই অনুগত হয়। মধ্য-যুগে যখন রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পরে ইটালির বিভিন্ন শহর স্বাধীন হ'য়ে গেল, তখন জেনোয়াও স্বাধীন হয়, জেনোয়ার লোকেরা দূর দূর দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ক'রে খুব ধনশালী হয়; জেনোয়ার নাবিক আর জেনোয়ার সৈনিক, সাহস আর শক্তির জন্য খুব নাম করে। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ ষোড়শ সপ্তদশ শতকে জেনোয়ার বণিক্ ধনকুবেররা শহরে বিরাট বিরাট প্রাসাদ তৈরী ক'রে গির্জে বানিয়ে' শহরের সমৃদ্ধি আর সৌন্দর্য্য খুব বাড়িয়ে' তোলে। জেনোয়ায় এখন এত বেশী চমৎকার চমৎকার প্রাসাদ আছে যে শহরটীকে যথার্থই 'প্রাসাদময়ী নগরী' আখ্যা দেওয়া যায়। এই জেনোয়া শহরেই আমেরিকা-আবিষ্কারক ক্রিস্তোফর কোলম্বস্-এর জন্ম হয়—ইনি স্পেনের আশ্রয়ে গিয়ে স্পেনের রাজশক্তির উৎসাহে আর সহায়তায় জাহাজের ঘটা সাজিয়ে' (তিনখানি মাত্র ডিঙ্গার আকারের জাহাজ), আমেরিকার দিকে নিরুদ্দেশ-যাত্রা করেন, আমেরিকায় গিয়ে পৌঁছোন। লাতীন জাতি-সমূহের, অর্থাৎ ফরাসী, প্রভেন্সাল, কাতালান, স্পেনীয়, পোর্তুগীস, ইটালীয়, রুমানীয়, এই কয় জাতি, যাদেব মধ্যে লাতীন-ভাষায় বিকার-জাত বিভিন্ন 'রোমান্স' বা 'রোমান' শ্রেণীর ভাষা প্রচলিত, সেই লাতীন জাতি-সমূহের সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক প্রকৃতির গৌরব-বর্ধনের জন্য পারিসে Palais Royale 'প্যালে-রোআইয়াল্'-এর বাগানে একটী মূর্তি আছে; সেই মূর্তিটীর পাদপীঠে জগতের ইতিহাসে এই আধুনিক লাতীন জাতির সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব স্বরূপ দুইটী ঘটনার খোদিত চিত্র দেওয়া হ'য়েছে—প্রথমটী হ'চ্ছে, ইটালীয় কোলম্বস্ কর্তৃক স্পেনের সাহায্যে আমেরিকার আবিষ্কার, আর দ্বিতীয়টী, ফরাসী জাতি কর্তৃক ১৭৮৯ সালের অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র-বিপ্লব; প্রথমটীতে পৃথিবীর সম্বন্ধে আমাদের ধারণা উলটে' দেয়, নূতন একটা মহাদেশ ইউরোপের জনগণের বিস্তারের জন্য উন্মুক্ত হয়, আর দ্বিতীয়টী দ্বারা মানুষের পরস্পরের সম্বন্ধে অধিকার আর দায়িত্ব বিষয়ে এক নবীন যুগের আবাহন করে।

একদিনে তেইশ মাইল লম্বা আর সাড়ে ছয় লাখ অধিবাসীদের দ্বারা অধ্যুষিত এই জেনোয়া-শহরের কতটুকু দেখা যায়? আমি স্থির ক'রলুম, ট্রামে ক'রে দুই-একটী বড়ো সড়ক ঘুরে, শহরের মধ্যে বিগত মহাযুদ্ধের স্মারক-স্বরূপ যে এক বিরাট আর সুন্দর তোরণ তৈরী হ'য়েছে সেইটী দেখ্তে যাবো। তার পরে, শহরের একটু বাইরে, পাহাড়ের কোলে Campo Santo কাম্পো সান্তো (অর্থাৎ 'পূণ্যক্ষেত্র') ব'লে এদের এক সুবিখ্যাত গোরস্থান আছে, সেখানে যাবো। নোতুন এক চত্বর বানিয়েছে, Piazzale della Vittoria অর্থাৎ 'বিজয়-চত্বরিকা', তার মাঝখানে, গত মহাযুদ্ধে জেনোয়ার মৃত সৈনিকদের উদ্দেশ্যে

এই তোরণ তৈরী ক'রেছে ; প্রাচীন রোমান স্থাপত্য-রীতি অনুসারে তৈরী,—কিন্তু তোরণের শীর্ষদেশে যে সমস্ত চিত্র খোদিত হ'য়েছে সেগুলি আধুনিক যুগের যুদ্ধের দৃশ্য, অতি চমৎকার সেগুলির কল্পনা আর রচনা-প্রণালী। এই খোদিত চিত্রের তলায় কতকগুলি দেবীমূর্তি, আধুনিক ভাস্কর্যের রীতিতে গঠিত হ'য়েছে। Marcello Piancemini মার্চেল্লো পিয়াঞ্চেমিনি এই তোরণের স্থপতি, আর Dazzi, D'Albertis, Prini দাৎসি, দাল্‌বের্তিস আর প্রিনি নামে তিনজন ভাস্কর এর মূর্তি আর চিত্রের শিল্পী। এই অত্যন্ত সুন্দর ভাবে গঠিত নয়নাভিরাম স্মৃতি-মন্দিরটী আমরা ঘুরে ফিরে বেশ ক'রে দেখ্‌লুম, তার তলায় সমাধি-প্রকোষ্ঠের ভিতরে গিয়েও দেখে এলুম। জেনোয়া-শহর শিল্প আর ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত, তার শিল্প-বিষয়ক কৃতিত্ব এখনও যায়নি, তা এই মন্দির থেকে বেশ বোঝা গেল।

তার পরে আমরা ট্রামে ক'রে গেলুম গোরস্থান দেখতে। নেপ্‌ল্‌স্‌-এর মতন এই শহরও প্রাচীন ব'লে, সরু সরু এর সব বড়ো রাস্তাগুলি, ট্রামও তাই সরু আকারের ক'রতে হ'য়েছে। আর সব শহরের মত জেনোয়ারও খুব বিস্তার হ'চ্ছে। শহরতলী অংশ এখন শহরের অন্তর্ভুক্ত হ'য়ে যাচ্ছে। আমরা মিনিট পনেরো ধ'রে ট্রামে ক'রে গিয়ে কাম্পো-সান্তোর ফটকের কাছে এলুম। অনেকটা জমী নিয়ে, কতকটা পাহাড়ের কোল আশ্রয় ক'রে এই সমাধিস্থান। লম্বা লম্বা চারটী দালান একটী চত্বরকে ঘিরে আছে, এই দালানের ভিতরে, দুধারে দেয়ালের দিকে সব সমাধির শ্রেণী,—কতকগুলি ব্যক্তিগত সমাধি, কতকগুলি যাকে ইংরিজিতে বলে family vault বা পারিবারিক সমাধি-গৃহ। এই-সব সমাধির মুখে পাথরের কিম্বা ব্রঞ্জের মূর্তি বানিয়ে' রাখা হ'য়েছে—সমস্ত সমাধিস্থানে এইরূপ শত শত মূর্তি র'য়েছে, দালান চারটীতে, আর অন্য বাড়ীতে,—যেন ভাস্কর্যের বিরাট এক সংগ্রহশালা। অনেকগুলি সিঁড়ি বেয়ে পাহাড়ের কোলে আর একটা উঁচু বাড়ীতে উঠ্‌তে হয়, সেই বাড়ীর ভিতরেও আবার সমাধির শ্রেণী, ভাস্কর্যের নিদর্শন। আমি গত বার ষোলো বছর আগে এই কাম্পো-সান্তো দেখে গিয়েছিলুম—ষোলো বছরে এই সমাধি-ক্ষেত্রের প্রসার আরও বেড়ে গিয়েছে, এতে আরও নোতুন নোতুন মূর্তি প্রভৃতি লাগানো হ'য়েছে। তখন ইটালীর জননায়ক Giuseppe Mazzini জুসেপ্পে মাৎসিনির পাহাড়ের গা কেটে তৈরী সমাধি-মন্দিরটী বড়োই চমৎকার লেগেছিল ; বিশেষ শক্তিমত্তা আর দৃঢ়তার পরিচায়ক দুটী প্রাচীন গ্রীক দোরীয়-রীতির থাম নিয়ে একটী সু-প্রাচীন ধরণের গ্রীক মন্দির, তার ভিতরে মাৎসিনির সমাধি, যেন মন্দিরের মধ্যে বেদী ; ব্যস্‌, আর কিছু নেই, কেবল অমর নেতার নাম মন্দিরের মাথায় বড়ো বড়ো অক্ষরে লেখা—GIUSEPPE

MAZZINI. এবার সেটীকে নোতুন সব গোরের ভীড়ে খুঁজে বের ক'রতে পারলুম না, সময় ছিল অল্প। সমাধি-মন্দিরের সব মূর্তির মধ্যে একটী ব্রঞ্জ মূর্তি আমার বড় ভাল লেগেছিল—মূর্তিটীর নামকরণ করা যায়, 'জীবন ও মৃত্যু'; মানুষের আকারের অতি সুন্দর রীতিতে তৈরী একটী তরুণীর মূর্তি, তাকে ধ'রে র'য়েছে শবাচ্ছাদক বস্ত্রের দ্বারা আবৃত কঙ্কালাকার মৃত্যু, মৃত্যুর হিম-শীতল স্পর্শে জীবনের প্রতীকস্বরূপ তরুণী প্রাণহীন হ'য়ে হেলে প'ড়ে যাচ্ছে। আমরা সকলেই এই মূর্তিটীর তারিফ ক'রলুম—এর ভাস্করের নাম Monteverde মন্তেভের্দে।

সমাধি-স্থান দেখে ফিরতে আমাদের দুটো বেজে গেল। ফিরে এসে স্টেশনের কাছে একটা ভদ্র রেস্তোরাঁ দেখে খাবার অর্ডার দিয়ে সকলে মিলে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নিলুম। তার পরে, লণ্ডনের যাত্রীরা তৈরী হ'লেন, তিনটের দিকে তাঁদের ট্রেন, তাঁরা বিদায় নিলেন। আমরা—প্রভাত, হরিপদ-বাবু আর আমি—শহরে আরও খানিক ঘুরে, সন্ধ্যা পাঁচটায় স্টেশনে ফিরে এসে, আমাদের মিলান-গামী গাড়ীতে উঠলুম।

এবার জেনোয়ায় সব-চেয়ে দ্রষ্টব্য কতকগুলি জিনিস দেখা হ'ল না। এই শহরে কতকগুলি বিশেষ দ্রষ্টব্য মিউজিয়ম আছে। San Lorenzo সান্ লোরেন্‌ৎসো প্রমুখ কতকগুলি প্রাচীন গির্জা আছে। পূর্বে সেগুলি দেখেছিলুম, এবার আর একবার দেখ্‌তে পারলে খুশীই হ'তুম।

(গ) জেনোয়া—মিলান—লোসান—জেনেভা

সাড়ে-আটটায় আমরা মিলান পৌছোবো—পাঁচটা থেকে সাড়ে আটটা, সাড়ে তিন ঘণ্টার পথ। তৃতীয় শ্রেণীতে আমরা যাচ্ছি, ভীড় খুব। ইটালীয় লোকেরা বেশ মিশুক। একটী ইস্কুল-মাষ্টারের সঙ্গে আলাপ হ'ল, ভদ্রলোক ফরাসীতে আমার সঙ্গে কথা কইলেন। ভারতবর্ষ সম্বন্ধে বিশেষ কৌতূহলী, আর ভারতবাসী ব'লে আমাদের সঙ্গে বিশেষ শ্রদ্ধা আর হৃদ্যতার ভাব দেখালেন—কারণ ইনি রবীন্দ্রনাথের বই প'ড়েছেন, গান্ধীজীরও নাম জানেন। লোকটী মার্কা-মারা ফাশিস্ত নয়—জামার বটন্‌হোলে বা বাঁদিকে বুকের উপরে জামার কাজ-ঘরে ফাশিস্ত-দলের ধাতুময় লাঞ্ছন-চিত্র পরেন নি। লিগুরিয়া-অঞ্চলটা খুব পাহাড়ে' দেশ; আমরা ক্রমাগত একটার পর একটা ক'রে সুরঙ্গ ভেদ ক'রে ক'রে আর দুই পাহাড়ের মধ্যে সাঁকো পেরিয়ে পেরিয়ে যেতে লাগ্‌লুম। পাহাড়ে' দেশ হ'লে কি হবে—লোকের বাস খুব। যেখানে একটু জমী পেয়েছে, বাড়ী ক'রেছে, ক্ষেত আর বাগান ক'রেছে। দেশটা খুবই সুন্দর। পাহাড়ে' অঞ্চল

পেরিয়ে', লম্বার্ডির সমতল ক্ষেত্রে প'ড়লুম। এখানকার দৃশ্য একেবারে আলাদা। লোকের বসতি আরও বেশী। ছোটো ছোটো শহর, আর যত্র-তত্র চাষীদের বাড়ী, গির্জা, মাঠ, ক্ষেত; ক্বচিৎ দু'চারটে ক'রে কারখানা। পথে ধূলো মন্দ নয়। এই রেল-পথে অনেকটা রাস্তা বিদ্যুতের শক্তিতেই গাড়ী চলে।

এইরূপে সন্ধ্যার আলো-আঁধারের মধ্যে দিয়ে, সমতল-ভূমি অতিক্রম ক'রে, আমরা যথাকালে রাত্রিতে মিলান-শহরে পৌঁছোলুম।

মিলান-শহরটী হ'চ্ছে ইটালিতে রোমের পরেই—লোক-সংখ্যায় আর শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে; মিলানের প্রায় কাছাকাছি যায় নেপল্স, তারপরে আসে তুরিন, তারপরে সিসিলির পালের্মো শহর। ইটালির মধ্য আর দক্ষিণ অঞ্চলটা খুব পাহাড়ে' জায়গা, চাষ-বাসের সুবিধা বড়ো বেশী নেই। কেবল উত্তর ইটালির পো-নদীর দ্বারা ধৌত Piemonte পিয়েমন্তে (ফরাসীতে Piedmont পিয়েমঁ) অর্থাৎ 'পাহাড়ের পা' প্রদেশ, লম্বার্ডি প্রদেশ, আর ভেনেৎসিয়া প্রদেশ—এই তিন প্রদেশ জুড়ে, অনেকখানি সমতল ক্ষেত্র ইটালিতে আছে। ইটালির কৃষি-সম্পৎ যা কিছু তার প্রায় সবটাই এই খানে।

১৯২২ সালে ইটালি-ভ্রমণ কালে মিলানে এসেছিলুম। আমাদের ট্রেন জেনোয়া থেকে মিলানে পৌঁছোল' সাড়ে-আটটায়, এখানে জেনেভা-গামী গাড়ী আস্‌বে রোম থেকে, সেই গাড়ী ধ'রতে হবে রাত একটার দিকে। হাতে ঘণ্টা তিনেক সাড়ে-তিনেক সময়। দিনমানে হ'লে বড়োই সুবিধের হ'ত। রাত্রিকাল ব'লে এই সময়টার পূরো আদায় হ'ল না। সঙ্গের বন্ধুরা চাইলেন, ঐ রাত্রেই শহরটা একটু দেখে আস্‌তে। আমরা মাল-পত্র স্টেশনে মালের আপিসে জমা ক'রে দিয়ে, শহরের কেন্দ্র-স্বরূপ মিলানের বিখ্যাত কাথেড্রাল বা বড়ো গির্জার চত্বরটা একটু ঘুরে আস্‌বো ঠিক ক'রলুম। স্টেশনের বাইরেই ট্রাম, ট্রাম ধ'রে শহরের প্রশস্ত আর অপ্রশস্ত অনেকগুলি রাস্তা দিয়ে আমরা গির্জার চত্বরে এসে পৌঁছোলুম।

গির্জাটী এক অতি বিশালকায় সৌধ, খ্রীষ্টান ধর্মের অন্যতম বৃহদায়তন মন্দির। মিলানের প্রধান দ্রষ্টব্য বস্তু। আগাগোড়া শ্বেত মর্মর-প্রস্তরে আবৃত—ভিতরটা অবশ্য ইটের। গথিক স্থাপত্য-রীতি অনুসারে তৈরী। মন্দিরটী তৈরী হ'তে প্রায় ৫০০ বৎসর লাগে, ১৩৯০ সালের দিকে এর আরম্ভ হয়, তখন গথিক রীতির প্রভাব উত্তর-ইউরোপ—ফ্রান্স আর জরমানি—থেকে ইটালিতেও এসেছে। অসমাপ্ত মন্দির একটু একটু ক'রে সম্পূর্ণ হ'তে থাকে, অলঙ্কৃত হ'তে থাকে। অষ্টাদশ শতক ধ'রেও এর কাজ চলে। সরু সরু মাথাওয়ালা ছোটো-বড়ো অনেকগুলি চূড়া থাকায়, মন্দিরটীতে গথিক স্থাপত্যের একটী লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হ'য়েছে।

উচ্চতায়, বিরাট্ আকারে, অলঙ্করণে, মূর্ত্তি-সম্ভারে, মন্দিরটী সকলকেই অবাক্ ক'রে দেয়; তার উপরে আবার সাদা মার্বেল পাথরের একটা মোহ তো আছেই। একটী সুপ্রশস্ত চত্বরের মধ্যে মন্দিরটী বিদ্যমান। চত্বরের আশে-পাশে সুন্দর সুন্দর সব বাড়ী। নেপ্‌ল্‌সে যেমন, সেইরকম একটা কাঁচে-ঢাকা গ্যালারি বা বাজার এক দিকে—তার মধ্যে বহু রেস্তোরাঁ, মণিহারীর দোকান, শৌখীন জিনিসের দোকান।

আমরা যখন চত্বরে পৌঁছোলুম, তখন গির্জা বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। আকাশে বেশ বড়ো চাঁদ, কিন্তু বিজলীর আলোর জৌলুশে জ্যোৎস্না থই পাচ্ছে না। চাঁদের আলোতে তাজ দেখেছি, শ্বেত মর্মরের এই বিরাট সৌধ সেই রকম শুদ্ধ চাঁদের আলোয় কেমন না জানি দেখাত'—কিন্তু শহরের মধ্যে বিজলীর আলোর আতিশয্যে তা হ'ল না। রাত্রি প্রায় ন'টা, তখনও খাওয়া হয় নি। একটী রেস্তোরাঁয় গিয়ে ডিনার খাওয়া গেল—দামী রেস্তোরাঁ, খেয়ে কিন্তু তৃপ্তি হ'ল না। রাস্তায় ভীড় একটু কম হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু আমাদের রেস্তোরাঁয়, গির্জার সামনের চত্বরে, আশে-পাশের রাস্তায়, ঠোঁটে গালে রঙ্ মাখা মেয়েদের সংখ্যা অল্প নয়: কি শ্রেণীর স্ত্রীলোক এরা তা বুঝতে দেরী লাগে না। গির্জার পাশের গ্যালারীটীতে কিন্তু তখনও লোক একেবারে গিজগিজ ক'রছে।

এইভাবে মিলানের বিরাট গির্জাকে 'বুড়ী-ছোঁয়া' ক'রে, ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে সাথাদের মিলান দেখানো হ'ল। পূর্ব্বে এখানকার আর একটী গির্জা দেখেছিলুম —Santa Maria delle Grazie 'সান্তা-মারিয়া-দেল্লে-গ্রাৎসিএ' গির্জা—ঐটীর স্থাপত্য তো লক্ষণীয় বটেই, তা ছাড়া এই গির্জার সংলগ্ন খ্রীষ্টান সাধুদের মঠের ভোজনাগারে, বারোজন শিষ্যের সঙ্গে ব'সে যীশুর শেষ ভোজনের শিল্পিশ্রেষ্ঠ Leonardo da Vinci লেওনার্দো দা-ভিঞ্চির আঁকা বিখ্যাত চিত্র গতবার সেখানে দেখে গিয়েছিলুম।

স্টেশনে ফিরে এসে, যথাকালে সুইট্‌জুরলাণ্ড-যাত্রী গাড়ী ধ'রলুম। এই গাড়ী Lausanne লোসান বা লোজ্যান হ'য়ে পারিস যাবে—সোজা জেনেভা যাবে না, লোজ্যানে আমাদের আবার জেনেভার জন্য গাড়ী বদ্‌লাতে হবে, পরের দিন ভোর ছটায়। ভাগ্য-ক্রমে আমরা এই লোজ্যান-পারিসের গাড়ী প্রায় খালি-ই পাই। সারাদিন ধ'রে, জেনোয়ায় জাহাজ থেকে নামা, জেনোয়ায় ঘোরা, জেনোয়া থেকে মিলান আসা, মিলানেও বিশ্রাম নেই—পরিশ্রম খুব হ'য়েছিল, রাত্রি বারোটার পরে ট্রেনে হাত-পা ছড়িয়ে' শুয়ে প'ড়তে পারা গেল বেশ আরামের সঙ্গে।

শেষরাত্রে কোন্ সময়ে আমরা ইটালির হদ্দ পেরিয়ে' Simplon স্যাপ্লঁ সুরঙ্গ

দিয়ে, স্থইট্জ্রল্যাণ্ডে এসে পড়লুম। ট্রেনেই যথারীতি চুঙ্গীর লোকেরা এল,’ পাসপোর্ট দেখে গেল। শেষরাত্রিতে তেমন ঘুম হ’ল না—আমাদের করিডর-গাড়ী, গাড়ীর এক ধার দিয়ে লোক চলাচলের সরু পথ, অন্য ধারে সারি-সারি যাত্রীদের বস্‌বার কামরা, এক-এক কামরায় সামনাসামনি বেঞ্চিতে চারজন-চারজন ক’রে আটজনের বস্‌বার জায়গা, প্রত্যেক বস্‌বার জায়গায় টিকিট লাগানো আছে; আমরা দুটো কামরা প্রায় খালি পাওয়ায়, চারজনের জায়গা একলা দখল ক’রে শুয়েই আস্‌তে পেরেছিলুন। পূর্ণচন্দ্রের আলোতে স্থইট্জ্রল্যাণ্ডের হ্রদের আর পাহাড়ের শোভা দেখবার জন্য গাড়ীর শেষভাগে, যেখানে দাঁড়াবার জায়গা আছে, সেখানে এসে জানালার কাঁচ নামিয়ে’ দাঁড়ালুম। এদেশের চাঁদ আমাদের দেশের মতন অত উজ্জ্বল নয়, জ্যোৎস্নার সে ফুটফুটে’ ভাব নেই।

অন্য যাত্রীও দু-চার জন, যাত্রী-চলার করিডর বা সরু পথে আর গাড়ীর শেষের দিকে আমার মতন দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ কানে গেল, যেন আরবী ভাষায় কারা কথা ক’চ্ছে। দেখি, দুটী যুবক, চেহারায় ইউরোপীয়, ধীরে ধীরে আপসে আলাপ ক’রছে। আরবীর ধ্বনি কানে পরিচিত, আরবীর অনেক শব্দও পরিচিত—কিন্তু কই, ভাষাটা তো ঠিক আরবী ব’লে মনে হ’ল না। তখনি অনুমান ক’রলুম, এই আলাপ হ’চ্ছে হিব্রু ভাষায়, আর যুবক দুজন হ’চ্ছে পালেস্তীনে উপনিবিষ্ট ইহুদী ঘরের ছেলে। ভাষাটী যে আরবীর সহোদরা, তা তার শব্দ একটাও ধ’রতে না পারলেও তার ধ্বনি-বৈশিষ্ট্যের দ্বারা—তার ‘অয়ন্’ আর ঃহা আর ‘স্বাদ্’ বর্ণের ধ্বনি থেকে—বুঝ্‌তে দেরী হয় না। প্রাচীন হিব্রু ভাষায় মন্ত্র-পাঠ লণ্ডনে ইহুদীদের ধর্ম-মন্দিরে গিয়ে শুনে এসেছি, ক’লকাতায় ছেলেবেলায় ইহুদী শববাহী দলের সঙ্গে ইহুদী রাব্বি বা পুরোহিতের উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র উচ্চারণ শুনেছি। এ হ’ল প্রাচীন, অধুনা-মৃত হিব্রু ভাষার কথা। পুনরুজ্জীবিত হিব্রু ভাষার ধ্বনি কিন্তু এই প্রথম কানে এল’।

হিব্রু ভাষার পুনরুজ্জীবন এ যুগের এক অদ্ভুত ব্যাপার—ইহুদী জা’তের অদম্য প্রাণশক্তির এক অপূর্ব আর অসাধারণ পরিচয় এ থেকে পাওয়া যায়। হিব্রু ভাষা ছিল পালেস্তীনের প্রাচীন ইহুদীদের মাতৃভাষা, পালেস্তীনের উত্তরে ফিনীশিয়ার ভাষার সঙ্গে এর মিল খুব ছিল, ফিনীশীয় আর হিব্রু প্রায় অভিন্ন ছিল। হিব্রুর উত্তরে সিরিয়ার সিরীয় ভাষা, পূবে বাবিলন আর আসিরিয়ার ভাষা, আর দক্ষিণে আরবী ভাষা—এগুলি হিব্রুরই স্বগোত্রীয়, শেমীয় শ্রেণীর বা গোষ্ঠীর ভাষা। কাল-ক্রমে প্রবল প্রতিবেশী সিরীয়দের চাপে প’ড়ে, ইহুদীরা আস্তে আস্তে নিজেদের হিব্রু ভাষা ছেড়ে দিয়ে সিরীয় ভাষা গ্রহণ ক’র্‌লে। ইতিমধ্যে হিব্রু

ভাষায় ইহুদীদের ধর্ম-পুস্তক যেটাকে খ্রীষ্টানেরা Old Testament বলে, ইহুদীরা যার বিভিন্ন অংশকে Torah 'তোরাহ্', Nebhiim 'নেভীইম্', Kethubhim 'কেথূভিম্' প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত করে, তা লেখা হ'য়ে গিয়েছে। কাজেই খ্রীষ্ট-জন্মের তিন-চার শ' বছর পূর্বেই, ইহুদীদের ঘরোয়া ভাষা হিসাবে সিরীয় ভাষা গৃহীত হ'লেও, শাস্ত্রের ভাষা ব'লে তাদের পূর্ব-পুরুষদের মধ্যে প্রচলিত হিব্রু ভাষা আমরা যে ভাবে সংস্কৃত পড়ি সেইভাবে তারা প'ড়্ত—ইহুদী পণ্ডিতদের মধ্যে আর পুরোহিতদের মধ্যে হিব্রু কখনও লুপ্ত হয়নি বা মরেনি। যীশু-খ্রীষ্ট ইহুদী ঘরের সন্তান ছিলেন, কিন্তু গ্রীক ভাষায় তাঁর যে ছোটো-ছোটো চারখানি জীবনী আর উপদেশ সংগ্রহের বই রচিত হয়, New Testament নামে পরিচিত খ্রীষ্টানদের শাস্ত্রের যেগুলি সব চেয়ে মূল্যবান্ বই, সেগুলিতে যীশুর শ্রীমুখের উক্তি ব'লে কতকগুলি শব্দ আর বাক্য গ্রীক লেখার মধ্যে উদ্ধৃত হ'য়ে আছে; যেমন, Talitha cumi "তালিথা কুমী" অর্থাৎ 'ওঠো, মেয়ে', Ephphatha "এফ্ফাথা" অর্থাৎ 'খোলা হ'ক্,' এবং ক্রুশ-বিদ্ধ অবস্থায় যীশুর শেষ উক্তি—Eloi, Eloi, lama sabachthani "এলোঈ, এলোঈ, লামা সাবাখ্থা-নী" অর্থাৎ 'হে আমার ঈশ্বর, হে আমার ঈশ্বর, কেন আমায় ত্যাগ ক'রেছ?'—এই শব্দ আর বাক্যগুলি হ'চ্ছে সিরীয় ভাষার। যীশুর সময়ে পালেস্তীনের ইহুদী অভিজাত আর শিক্ষিত জনের মধ্যে, তখনকার দিনের পশ্চিম এশিয়ার সংস্কৃতির বাহন গ্রীক-ভাষার চর্চা খুবই ছিল। ঐ সময়ে পালেস্তীনের ইহুদীরা রোম সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ইহুদীদের অনেকে ব্যবসায়-সূত্রে এর আগে থেকেই তাদের জ্ঞাতি ফিনিশীয়দের সঙ্গে মিলে, ইউরোপ পশ্চিম-এশিয়া আর উত্তর-আফ্রিকার বহু স্থানে ছড়িয়ে' পড়ে, মিসরে কার্থেজে ইটালিতে এশিয়া-মাইনরে স্পেনের বন্দরগুলিতে কয়েক পুরুষ ধ'রে বাস ক'রে তারা সিরীয়-ভাষা ভুলে যায়, তাদের জন-সাধারণের মধ্যে হিব্রুর চর্চাও ক'মে যায়। মিসরের ইহুদীরা যীশু-খ্রীষ্টের জন্মের আড়াই শ' তিন শ' বছর আগে, নিজেরা প'ড়ে বোঝ্বার জন্য, মূল হিব্রু ভাষা থেকে তাদের শাস্ত্র 'তোরাহ' প্রভৃতি গ্রন্থ বা বা Old Testament গ্রীক ভাষায় অনুবাদ ক'রে নেয়। ইহুদীদের ধর্মের আর সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল যেরূশালেম শহর। যেরূশালেমকে আশ্রয় করে, তাদের একেশ্বরবাদী ধর্মের প্রতিষ্ঠায় দাঁড়িয়ে', ইহুদীদের চিন্তানেতারা প্রাণপণে চেষ্টা ক'রছিল, কি করে গ্রীক আর রোমান জাতের মানসিক, আধ্যাত্মিক আর সাধারণ-ভাবে সাংস্কৃতিক আক্রমণ থেকে নিজেদের জা'তকে রক্ষা করা যায়। খ্রীষ্ট-জন্মের কুড়ি বছর আগে ইহুদীদের রাজা হেরোদ—ইনি সংস্কৃতিতে গ্রীকভাবাপন্ন হ'লেও, ধর্মে

ইহুদীই ছিলেন—ইহুদীদের জাতীয় দেবতা Yahweh য়াহ্বেহ্ বা Jehovah যেহোবার এক বিরাট মন্দির তোলেন, যেরূশালেম শহরে। বিদেশী রোম-সাম্রাজ্যের অধীনে এসে, নোতুন ক'রে ইহুদীদের মধ্যে আপসে ঝগড়া-মারামারি দেখা দিলে; তার ফলে, এক দলের হাতে যেরূশালেমের রোমান সৈন্যদের হত্যা ঘ'টল। তখন রোমান সম্রাট Vespasian বেস্পাসিয়ান এলেন, যেরূশালেমের ইহুদীদের শাস্তি দিতে; এক বছর ধ'রে রোমের সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হ'য়ে আর যেরূশালেমে অবরুদ্ধ হ'য়েও, ইহুদীরা প্রাণপণে ল'ড়্‌ল—শেষে ৭০ খ্রীষ্টাব্দে বেস্পাসিয়ানের পুত্র Titus তিতুস্ যেরূশালেম দখল ক'রলেন। যেরূশালেমে ইহুদীদের ধর্মের কেন্দ্র-স্বরূপ যেহোবার মন্দির রোমানেরা ধ্বংস ক'রে দিলে—পালেস্তীনে ইহুদীদের রাজ্য চিরতরে বিনষ্ট হ'ল। এর পরে পালেস্তীনের ইহুদীরা খ্রীষ্টীয় ১৩৫ অব্দে আর একবার বিদ্রোহ করে, কিন্তু সেই বিদ্রোহ রোমান সরকার নিষ্ঠুর-ভাবে সমূলে বিনাশ করে। পালেস্তীনেব ইহুদীরা তখন দেশ ছেড়ে নানা দেশে ছড়িয়ে' প'ড়্‌ল—এমনকি, সুদূর দক্ষিণ-ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত আত্মরক্ষার জন্য তাদের কেউ কেউ এল'। হিব্রু-ভাষা, কেবল শাস্ত্রে নিবদ্ধ; ক্রমে তারা শেমীয় ভাষা সিরীয়ও ভুলে গেল, বিভিন্ন দেশে স্থানীয় নানা ভাষা গ্রহণ ক'রলে। কিন্তু তাদের শাস্ত্রের চর্চা বন্ধ না থাকায়, আর হিব্রু-ভাষায় নোতুন নোতুন টীকাটিপ্পনী লেখার রীতি প্রচলিত থাকায়. এই হিব্রু-ভাষাকে অবলম্বন করে তাদের ধর্ম-জীবন সুদৃঢ় হ'য়ে রইল, হিব্রু হ'য়ে রইল বিভিন্ন দেশের ইহুদীদের মধ্যে বাঁধনের প্রধান শৃঙ্খল। হিব্রু লিপি বিভিন্ন দেশের ইহুদী জন-সাধারণ প্রাণপণে আঁক্‌ড়ে' রইল—ফারসী, আরবী, তুর্কী, জরমান, স্পেনীয়, এ-সব ভাষা ইহুদীদের মাতৃভাষা হ'য়ে দাঁড়াল', কিন্তু তারা আপসের মধ্যে হিব্রু-লিপিতেই এই-সব ভাষা লিখ্‌ত; হিব্রু-লিপিতে লেখা জরমান এখন এমন একটা বিশিষ্ট ভাষা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে যে এর একটা নাম দিতে হ'য়েছে—Yiddish—এই 'য়িদ্দিশ্' ভাষা হ'চ্ছে জরমানি, পোলাণ্ড, রূমানিয়া, লিথুয়ানিয়া, লাট্‌ভিয়া আর রুষ-দেশের ইহুদীদের মাতৃভাষা; কানে শুন্‌লে জরমানরা এই 'য়িদ্দিশ' ভাষা বেশ বুঝ্‌তে পারে। মধ্য আর পূর্ব-ইউরোপের ইহুদীরা য়িদ্দিশ ভাষায় একটা বেশ মস্ত সাহিত্য গ'ড়ে তুলেছিল—য়িদ্দিশ ভাষায় সংবাদ-পত্র পত্রিকাদিও অনেক বা'র হয়। তার পরে, ইহুদীদের মধ্যে যে-সব পণ্ডিত ভালো ক'রে হিব্রু শিখেছেন, তাঁরা হিব্রু-ভাষাতেই এক যুগোপযোগী নোতুন ইহুদী সাহিত্য রচনায় লেগে যান; আমাদের দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে যেমন সংস্কৃতে গ্রন্থ-রচনা, ভাষান্তর থেকে গ্রন্থ-অনুবাদ, পত্রপত্রিকা-প্রকাশ করা হয়—বঙ্কিমচন্দ্রের বই, হিন্দী কবি বিহারীর সতসঈ, রবীন্দ্রনাথের কবিতা,

খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্র, ইংরেজী সাহিত্যের বা অন্য বিষয়ের বই, এ-সবের সংস্কৃত অনুবাদ যেমন প্রকাশিত হ'য়েছে। তারপরে, হালে যখন বিগত মহাযুদ্ধের পরে, জরমানি পোলাণ্ড রুষ-দেশ ইটালি যুগোশ্লাবিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে ইহুদীরা দলে দলে এসে পালেস্তীনে উপনিবিষ্ট হ'তে আরম্ভ ক'রলে, তখন ইহুদীদের নেতারা প্রথমেই ঠিক ক'রে নিলেন, পালেস্তীনে উপনিবিষ্ট ইহুদীদের নোতুন ক'রে আবার হিব্রু-ভাষী ক'রে নিতে হবে—হিব্রু-ভাষাকে আবার জীইয়ে' তুল্তে হবে, ইহুদীদের মাতৃভাষা ক'রে ফেল্তে হবে। এক পুরুষের মধ্যেই এই কাজ এরা সম্ভব ক'রে তুলেছে। শিশুকাল থেকে এদের ইস্কুলে হিব্রু পড়ানো হ'চ্ছে, ইস্কুলে ছাত্র আর শিক্ষকেরা আপসে হিব্রু বলে, যেরূশালেমের নূতন প্রতিষ্ঠিত ইহুদী বিশ্ববিদ্যালয়ে কেবল হিব্রু-ভাষাই ব্যবহার করা হয়, অধ্যাপকদের বক্তৃতাদি হিব্রুতেই হয়। Tell-Aviv তেল্-আভীভ্-এর মত ইহুদীদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত নোতুন শহরে সব কিছু—দোকানের সাইন-বোর্ড, রাস্তার নাম, বিজ্ঞাপন—সবই হিব্রুতেই হয়। জন-সাধারণের মধ্যে বহুল-প্রচারিত কতকগুলি হিব্রু সংবাদ-পত্রও দেখা দিয়েছে। ইহুদীদের থিয়েটারে হিব্রু-ভাষাতেই অভিনয় হয়, রেডিও বক্তৃতাও হিব্রুতে হয়। এ-সবের ফলে, অল্প-শিক্ষিত জন-সাধারণের কানেও হিব্রুর ঝঙ্কার ধ্বনিত হ'চ্ছে। জরমানি প্রভৃতি যে-সব দেশ থেকে ইহুদীরা বিতাড়িত হ'চ্ছে, সে-সব দেশের ভাষা সম্বন্ধে ইহুদীদের আর আত্মীয়তা-বোধ থাক্তে পারে না; কাজেই, 'য়িদ্দিশ' বা জরমান, রুষ, পোলীয়, চেখ প্রভৃতি ভাষা ছেড়ে, তাদের পূর্ব-পুরুষদের ভাষা হিব্রুকে নিজেদের মাতৃভাষার স্থলে অভিষিক্ত ক'রে নিতে কোনও ইহুদীর আপত্তি নেই। পালেস্তীনে উপনিবিষ্ট বহু ইহুদী পরিবারে এরকমটা দেখা যায়—দুটী বিভিন্ন দেশ থেকে আগত দুই ইহুদী যুবক-যুবতী বিবাহ-সূত্রে মিলিত হ'ল; একজনের মাতৃভাষা হয়তো য়িদ্দিশ্-জরমান, আর একজনের রুষ, বা ফরাসী বা স্পেনীয়; দুজনেই কিন্তু হিব্রু জানে। ছেলেপিলে হ'লে, স্বামী-স্ত্রী ঠিক ক'রলে, ঘরে হিব্রু ছাড়া আর কোনও ভাষা ব'লবে না; ফলে, শিশুরা জন্ম থেকেই হিব্রু-ভাষার আবেষ্টনীর মধ্যে বড়ো হ'য়ে উঠ্ল, হিব্রুই তাদের মাতৃভাষা হ'য়ে দাঁড়াল'। এই রকম কতকগুলি পরিবারকে অবলম্বন ক'রে, পালেস্তীনে হিব্রুর প্রসার হ'চ্ছে—ঘরের ভাষা রূপে, মাতৃভাষা রূপে। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কত ভাষা লোপ পেতে ব'সেছে—যেমন আইরিশ, ওয়েল্শ্, স্কটল্যাণ্ডের গেলিক, ফ্রান্সের ব্রেতন, চীন আর মাঞ্চু-কুও প্রদেশের মাঞ্চু; কিন্তু দু হাজার বছরের পূর্বে যে ভাষা লুপ্ত হ'য়েছে, তাকে আবার বাঁচিয়ে' তোলা, পৃথিবীর ইতিহাসে বোধ হয় এইরূপ অসাধ্য-সাধন পালেস্তীনে ইহুদীরাই ক'রতে পেরেছে। যদি পাঞ্জাব, উত্তর-হিন্দুস্থান, বাঙলা,

মহারাষ্ট্র, সিন্ধু, গুজরাট, অন্ধ্র, তমিল্-নাড়ু, কর্ণাট, কেরল থেকে, আর দক্ষিণ-আফ্রিকা, ত্রিনিদাদ, গায়েনা, ফিজি থেকে কতকগুলি হিন্দু পরিবার, অবস্থা-গতিকে ব্রেজিলে বা আর্জেন্তিনায় অথবা কামচাট্কায় বা অন্যত্র উপনিবিষ্ট হ'য়ে একত্র বাস ক'রতে বাধ্য হয়, আর তারা যদি ভারতবর্ষের ধর্ম সংস্কৃতি ঐতিহ্য প্রভৃতির বাহন-স্বরূপ সংস্কৃত ভাষার প্রতি একান্ত অনুরাগশীল হ'য়ে, তাকে তাদের ভারতীয় হিন্দুত্বের অচ্ছেদ্য যোগ-স্বরূপ জীবনে প্রতিফলিত ক'রে তোল্বার জন্য, ঐকান্তিক ভাবে আগ্রহান্বিত হ'য়ে, নিজে-দের বিভিন্ন আধুনিক ভারতীয় ভাষা অথবা ইংরিজিকে বর্জন ক'রে, সংস্কৃতকেই ঘরোয়া ভাষা ক'রে নেবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হয়, আর এই কাজ ক'রতে সমর্থও হয়, তা হ'লে সেই অবস্থার সঙ্গে, পালেস্তীনে ইহুদীরা যা ক'রে তুলেছে, তার তুলনা হ'তে পারে।

আমি হিব্রুভাষী এই যুবক দুইটীর সঙ্গে উপযাচক হ'য়ে আলাপ ক'রলুম। আমি ভারতবাসী, আর এদের হিব্রু-ভাষার পুনরুজ্জীবন ব্যাপারে আমাকে কৌতূহলী আর সহানুভূতিশীল দেখে, এরা খুব খুশী হ'ল। এদের মধ্যে একজন লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টরেট উপাধির জন্য তৈরী হ'চ্ছে, আরব সাহিত্য বিষয়ে গবেষণা ক'রছে। আর একটী জেনেভাতে পড়ে। জেনেভায় বহু বিদ্যালয় আছে, সেগুলির মধ্যে আন্তর্জাতিক বিদ্যালয় একটী আছে, নানা দেশের আর নানা জাতির ছেলেরা সেখানে এসে পড়ে, সেই ইস্কুল থেকে পৃথিবীর বহু সভ্য দেশের বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষার জন্য তৈরী হ'তে পারা যায়। ইহুদী ভদ্র আর শিক্ষিত ঘরের যুবকেরা যেমন হয়, এই যুবক দুইটীও তেমনি—খুব হুঁশিয়ার, বহু বিষয়ের খবর রাখে, যাকে ইংরিজিতে বলে wide-awake। ইহুদী জাতি, জাতি হিসেবে যে ইউরোপের সব জাতির থেকে বুদ্ধিমান, চালাক-চতুর, তা' এই ধরণের ছেলেদের বাহুল্য এদের মধ্যে দেখে, বেশ উপলব্ধি করা যায়।

ভোর ছটায় আমাদের ট্রেন জেনেভা-হ্রদের ধারে লোজান-শহরে পৌছোল', আমাদের এখানে এই পারিস-গামী ট্রেন ছেড়ে জেনেভার জন্যে অন্য গাড়ী ধ'রতে হ'ল। স্টেশনে খানিক অপেক্ষা ক'রতে হ'ল এই গাড়ীর জন্য। স্টেশনের একজন কর্মচারী, বোধ হয় যারা লাইন ঠিক ক'রে দেয়—পয়েণ্টস্-ম্যান্—তাদের প্রধান হবে—আমাদের বিদেশীয় আর কালা-আদমী দেখে আলাপ ক'রতে এল'। সুইট্জর-লাণ্ডের এই অঞ্চলটায় ফরাসী ভাষা চলে, সুতরাং কথাবার্তা করা আমার পক্ষে সহজ হ'ল। সাধারণ মানুষ—রেলের নিম্ন শ্রেণীর কর্মচারী মাত্র,—কিন্তু দেখলুম, তার জিজ্ঞাসা-বৃত্তি প্রশংসনীয়। ভারতবর্ষে শ্রমিক আন্দোলন কেমন, হিন্দু-মুসলমান সমস্যা, মুসলমানেরা কেন জাতীয় আন্দোলনে হিন্দুদের মতন অংশ গ্রহণ ক'রছে

না, মহাত্মা গান্ধীর কথা—সব আমায় জিজ্ঞাসা ক'রলে। এত খুঁটিনাটির সঙ্গে ভারতের খবর রাখে যে, দেখে তাক্ লেগে যায়। লোকটী বোধ হয় সোশ্যালিস্ট। আর ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে খুবই সহানুভূতি-শীল, ভারতীয় মিত্র আর করদ রাজ্যগুলির উপর, আর যে-সব দেশে স্বেচ্ছাচার-তন্ত্র আছে, সেই-সব দেশের উপর খড়্গহস্ত। আমাদের সঙ্গে ভদ্রতাও বেশ ক'র্‌লে—কুলী ডাকিয়ে' আমাদের মালগুলি তার জিম্মা ক'রে দিলে, স্বয়ং উপস্থিত থেকে জেনেভার গাড়ীতে আমাদের তুলে দিলে, আর কুলী ন্যায্য মজুরীর বেশী যাতে না নেয়, সে-জন্য দাঁড়িয়ে' থেকে তার প্রাপ্য দেওয়ালে।

এদিকে বেশ আলো রোদ্দুর হ'য়েছে, জেনেভা-হ্রদের উত্তর তীর দিয়ে, স্বইট্‌জ়রলাণ্ডের চমৎকার প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্য দিয়ে আমরা চ'ললুম। বাঁ দিকে জেনেভা-হ্রদের ঘন নীল রঙ—দূরে পাহাড়গুলি সবুজ, কোথাও সূর্য্য-কিরণে বেগুনে' রঙের; মাঝে মাঝে বাড়ী-ঘর আর গাছ-পালার ফাঁকে ফাঁকে এই হ্রদ নজরে আস্‌ছে। ডান দিকে স্বইট্‌জ়রলাণ্ডের গ্রাম—বেড়া-ঘেরা ঘাসে-ভরা মাঠ, কোথাও গমের ক্ষেত; মাঠে ঘোড়া চ'রছে, ভেড়া চ'রছে,—আর গোরু; স্বইট্‌জ়রলাণ্ড জমাট দুধের ব্যবসার দেশ—এখানকার মত দুধাল গাই, পৃথিবীতে অন্য দেশে দুর্লভ। এইভাবে জেনেভা-হ্রদের ধারে কতকগুলি ছোটো ছোটো শহর আর বড়ো বড়ো গ্রাম ছুঁয়ে ছুঁয়ে, সকাল সাড়ে-আটটায় আমরা জেনেভায় পৌঁছোলুম॥

[৪]

জেনেভা

১২—১৩ জুলাই

জেনেভা আধুনিক জগতের সংস্কৃতির আর উচ্চ মনোভাবের অন্যতম কেন্দ্র। এমন আন্তর্জাতিক নগর বোধ হয় পৃথিবীতে আর দ্বিতীয়টী নাই। বিভিন্ন জাতির লোক লণ্ডনে কিংবা পারিসে অথবা নিউ-ইয়র্কে যত বাস ক'রে, হয় তো তত এখানে নয়। কিন্তু আধুনিক সভ্য জগতের চিন্তা আর সভ্য জাতিদের পরস্পরের মধ্যে ব্যবহারকে চালিত আর নিয়ন্ত্রিত ক'রতে, গত তিন-চার শ' বছর ধ'রে জেনেভার লোকেরা একটা মস্ত বড়ো অংশ নিয়েছে। ইউরোপের সংস্কৃতির ইতিহাসে জেনেভার স্থান অতি উচ্চে। ইউরোপের মনকে সংস্কার-মুক্ত ক'রতে, ইউরোপের মনে নোতুন জ্ঞান-পিপাসা আন্‌তে, মানুষে মানুষে ন্যায় আর সত্য অবলম্বন ক'রে জীবন-যাপন ক'রতে, মানুষের দুঃখ দূর ক'রতে, জেনেভার সন্তানেরা বা জেনেভার অধিবাসীরা বিশেষ কৃতিত্ব দেখিয়েছে।

প্রাকৃতিক শোভায় জেনেভা অতুলনীয়। প্রাকৃতিক দৃশ্যকে চীনারা বলে Shan-shui "শান্‌-শুই", অর্থাৎ 'পাহাড় আর জল' ; জেনেভায় দুই-ই আছে। জেনেভা-হ্রদের মুখে শহরটী ; Rhone রোন্‌ নদ জেনেভা হ্রদে প্রবেশ ক'রে, হ্রদ থেকে আবার বেরিয়ে', এই শহরের ভিতর দিয়েই ব'য়ে চ'লেছে ; Arve আর্ভ ব'লে আর একটী নদী এসে, জেনেভার ঠিক বাইরে রোনের সঙ্গে মিশেছে। দুইটাই খরস্রোত পার্বত্য নদী। জেনেভার আকাশও প্রসন্ন, সুন্দর। শহরের সৌধ-শোভাও মনোহর। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ চিন্তানেতা আর অন্য ব্যক্তিদের স্মৃতি-বিজড়িত নানা বাড়ী আর মূর্তি আর অন্য স্মারক-চিহ্ন, প্রতি পদে এই নগরের গৌরবময় ইতিহাস মনে করিয়ে' দেয়। তার উপর, অনেকগুলি বাগান-বাগিচা ক'রে রেখেছে।

জেনেভা-হ্রদের উপরেই এক বাগানের সংলগ্ন একটী কৃত্রিম উৎস তৈরী ক'রেছে, বিজলীর জোরে সেই উৎস থেকে জল-ধারা প্রায় তিন শ' ফুট উঁচুতে ওঠে, এত উঁচু কৃত্রিম অথবা স্বাভাবিক উৎস আর কোথাও নেই।

জেনেভার বয়স দু'হাজার বছরের উপর—এটী ইউরোপের একটী প্রাচীন নগর। মধ্য-যুগ থেকে জেনেভা একটী City of Art—এর লক্ষণীয় গির্জা আর অন্য ইমারতে আর এর নানা শিল্প-দ্রব্যের জন্য শহরটীকে কলা-কৌশলময় নগর ব'লতে

হয়। একদিকে যেমন Reformation বা খ্রীষ্টান ধর্মে আংশিকভাবে বিচারশীলতার হাওয়া বহাবার চেষ্টার জন্য জেনেভার নাম, আর দার্শনিক লেখক রুসোর জন্মস্থান ব'লে জেনেভার নাম, অন্যদিকে তেমনি ঘড়ি আর নানা যন্ত্রপাতির জন্য আর মীনাকারী আর অন্য রকমারী মণিকারী কাজের জন্যও জেনেভার কারিগরদের সুনাম জগৎ-জোড়া। বিভিন্ন বিদ্যায় আর বিজ্ঞানে জেনেভা পৃথিবীর অন্যতম জ্ঞান-কেন্দ্র। আন্তর্জাতিক বহু সভা-সমিতি জেনেভাতেই হ'য়ে গিয়েছে; আর জেনেভার লীগ-অভ্-নেশন্স্ স্থাপিত হবার পূর্বেই, পৃথিবীর তাবৎ জাতি কর্তৃক গৃহীত হ'য়েছে এমন কতকগুলি ব্যবস্থা জেনেভাতেই হ'য়েছে—যেমন, লড়াইয়ে হাঁসপাতাল বাঁচাবার জন্য রেড-ক্রস্ বা লাল ক্রুশ-চিহ্ন ব্যবহারের ব্যবস্থা, যা আইনতঃ লোকতঃ ধর্মতঃ সব সভ্য জাতি এখন মান্‌তে বাধ্য, যদিও কার্য্যতঃ অনেক জাতিই মানে না। উপস্থিত কালে, জেনেভার পূর্ব গৌরব আরও বৃদ্ধি পেয়েছে, Société des Nations সোসিয়েতে-দে-নাসিওঁ বা লীগ-অভ্-নেশন্স্ অর্থাৎ রাষ্ট্র-সমবায়ের কার্য্যালয় জেনেভা নগরেই স্থাপিত হওয়াতে।

১২ই আর ১৩ই জুলাই, এই দুটো দিন আর মাঝের রাত্তিরটা আমরা জেনেভায় ছিলুম। জেনেভায় পৌঁছোলুম তো সকাল সাড়ে-আটটায়—কোন্ হোটেলে উঠ্‌বো তার পাকাপাকি বন্দোবস্ত আমরা ক'রে আসি নি, তবে জেনেভা আন্তর্জাতিক জায়গা, হোটেল এখানে অনেক, আর হোটেলের কাজ ভালো চালাতে পারে ব'লে সুইস জাতির বিশ্ব-জোড়া খ্যাতি—আর তা ছাড়া, আমরা যখন আসি তখন বিশেষ কোনও একটা মৌসুমের সময় নয়, ভীড়-ভাড় তেমন নেই—সুতরাং আমাদের চিন্তা বড়ো একটা ছিল না। জেনেভা-শহরের তরফ থেকে, দূর থেকে এসে শহর দেখে যাবার জন্য বিদেশীদের আকৃষ্ট করবার উদ্দেশ্যে, এই শহরের Tourist Office বা যাত্রী-সহায়ক আপিস থেকে অতি সুন্দর, সচিত্র, শহরের খুব ভালো নক্‌শা-সমেত বই বিতরণ করা হয়, তা দেখে স্টেশনের কাছে-পিঠে একটী ভদ্র হোটেলে উঠ্‌বো ঠিক করি। বিভিন্ন হোটেল থেকে তাদের লোক, যাত্রী সংগ্রহ ক'রে আন্‌বার জন্য স্টেশনের বাইরে অপেক্ষা ক'র্‌ছিল, আমরা এই রকম একটী লোকের সঙ্গে কথা ক'য়ে খুশী হ'য়ে তার নির্দিষ্ট হোটেলেই সোজা চ'লে এলুম। সে আমাদের মাল-পত্র নিয়ে আস্‌বার ভার নিলে—লোকটীর মাথার টুপিতে হোটেলের নাম লেখা ছিল। এমন ভদ্র ব্যবহার, যাত্রী নিয়ে টানা-হেঁচড়া নেই, এক হোটেলের প্রতিনিধি যখন যাত্রীদের সঙ্গে কথা কইছে, অন্য কেউ তখন কাছে আস্‌বে না। স্টেশন থেকে বেরিয়েই স্টেশনের ঠিক সাম্‌নে রাস্তায় দুটী চমৎকার আধুনিক ধরণের প্রস্তর-মূর্তি দেখে

খুবই ভালো লাগ্‌ল—একটী তরুণ আর একটী তরুণী, মাটিতে পা ছড়িয়ে' ব'সে আছে। বেলে পাথর মোটা-ভাবে কেটে মূর্তি দুটী তৈরী ক'রেছে—দৈহিক সৌকুমার্য্য আর সৌন্দর্য্যের সঙ্গে বেশ একটা শক্তির পরিচায়ক।

আমরা হোটেলটী বেশ পেয়েছিলুম—একটী বড়ো ঘরে তিন জনে উঠ্‌লুম—ঘর থেকে অতি সুন্দর সেকেলে একটী বাগান দেখ্‌তে পাওয়া যেত'। আমরা স্নান-টান সেরে নিয়ে শহর দেখ্‌তে বা'র হ'লুম। চারি দিক্ বেশ পরিষ্কার, সবুজ গাছপালা, হোটেলের কাছে জেনোয়ার নীল হ্রদ, আশে-পাশে পাহাড়ের শ্রেণী, আমরা তো প্রতি পদক্ষেপে যেন আনন্দ অনুভব ক'র্‌তে লাগ্‌লুম। মোটর আর বাসের ছড়াছড়ি, আর ট্রামও আছে, দু-চারখানা ঘোড়ায়-টানা মাল-গাড়ীও দেখা যায়, কিন্তু শহরে বাইসিক্ল বা পা-গাড়ীর সংখ্যাও খুব।

দশটা বেজে গিয়েছে, গত রাত্রে 'সেবা' ভালো হয়নি, আহার সেরে নেওয়া প্রথম কর্তব্য ব'লে মনে হ'ল। রেস্তোরাঁর ছড়াছড়ি—আর নানান্ জাতের রেস্তোরাঁ। খাঁটি ফরাসী রান্নার খাবার দেবে তাই দেখে আমরা একটী রেস্তোরাঁ খুঁজে নিলুম। খাওয়া ভালোই হ'ল। তার পরে জেনেভার প্রধান দ্রষ্টব্য লীগ্-অভ্-নেশনস্-এর বাড়ী দেখ্‌বার ব্যবস্থা ক'রে নিতে হবে। ক'লকাতা হাইকোর্টের জজ পরলোকগত বিপিনবিহারী ঘোষ মহাশয়ের অন্যতম পুত্র শ্রীমান্ সুধীন্দ্রনাথ ঘোষ এখন জেনোয়া-প্রবাসী, লীগ্-অভ্-নেশনস্-এ চাকরী করেন। সুধীন্দ্রনাথ আমার অনুজকল্প, লণ্ডনে যখন আমি ডক্টরেটের জন্য তৈরী হ'চ্ছি, ১৯১৯-১৯২১ সালে, তখন তিনিও ছিলেন লণ্ডনে বিদ্যার্থী হিসাবে—তখন থেকেই তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়। পরে দেশে তিনি যখন ফেরেন, তখনও দেখা হয়। এরকম সহৃদয় মানুষ খুব কম মেলে। আমি জাহাজ থেকেই তাঁকে চিঠি লিখে দিই যে আমরা জেনেভা যাচ্ছি—আনুমানিক অমুক তারিখে পৌছোবো—তাঁকেই আমাদের পাণ্ডা হ'তে হবে। পরে জান্‌লুম, সে চিঠি ঠিকানার গোলমালের দরুন যথাসময়ে তাঁর হাতে পড়ে নি। তাই আমাদের খবর তাঁর কাছে না যাওয়ায়, তাঁকেই আমাদের খুঁজে বা'র ক'র্‌তে হ'ল।

লীগ্-অভ্-নেশনস্ বা রাষ্ট্র-সঙ্ঘ জগতে বিভিন্ন জাতির মধ্যে খালি যুদ্ধ-থামানোর কাজ নিয়েই প'ড়ে নেই (আর এই যুদ্ধ-থামানো কাজে লীগ বড়ো একটা কিছু ক'র্‌তে পার্‌ছে না)—নানামুখী কার্য্য-তালিকা এর আছে। অনেক দিক্ দিয়ে জা'তে জা'তে সম্প্রীতি আর সহযোগিতা যাতে হয়, যার দ্বারা সমগ্র মানব-জাতি উপকৃত হ'তে পারে, তার যথেষ্ট চেষ্টাও লীগ্ থেকে হ'চ্ছে; মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য, পৃথিবীতে সামাজিক বা রাজনৈতিক জীবনে সামঞ্জস্য, ন্যায়

আর নীতি আনুবর্তীর জন্য, নানা বিষয়ে লীগ কাজ করবার চেষ্টা ক'রছে। সব দেশের শ্রমিকদের অবস্থা ভালো করবার্ জন্য লীগের সঙ্গে সংযুক্ত, যদিও অনেকটা স্বতন্ত্র, এক International Labour Office বা 'আন্তর্জাতিক শ্রমিক কাছারী' জেনেভায় করা হ'য়েছে—এরও কাজ নানা বিষয় নিয়ে বেশ চ'লছে। বেশ্যাবৃত্তি নিয়ন্ত্রণ বা দমনের জন্য, এই বৃত্তি থেকে শিশু বা বালিকা-দের উদ্ধার করবার জন্য, মাদক-দ্রব্যের ব্যবহার কমাবার জন্য, বিভিন্ন জা'তের লোকেরা সমবেত-ভাবে লীগের মারফৎ কাজ ক'রছে। International Intellectual Co-operation অর্থাৎ সমগ্র মানব-জাতির মানসিক সংস্কৃতির পরিবর্ধনের জন্য, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে আধিমানসিক সহযোগিতা যাতে ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে, লীগের একটী শাখা-সমিতি করা হ'য়েছে, বিভিন্ন দেশ থেকে সেই সভার জন্য প্রতিনিধি আহ্বান করা হয়, কোনও বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা-বাদ ক'রতে হ'লে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিত বা অধ্যাপকদের লেখা হয়—আর বছর বছর এই প্রতিনিধিদের এক বৈঠক হয় জেনেভাতে, সেখানে নানা বিষয়ের আলোচনা হয়, নানা কাজের ভার লীগের তরফ থেকে গৃহীত হয়। দক্ষিণ-আমেরিকায় স্পেনীয় ভাষায় রচিত সাহিত্যের অন্তর্নিহিত ভাবরাজির গতি অন্য জা'তের মধ্যে প্রচারের জন্য ঐ-সব সাহিত্য থেকে অনুবাদের আর অনুবাদ-সঙ্কলনের ভার লীগ থেকে নেওয়া হ'য়েছে; এইভাবে সাহিত্যের ভিতর দিয়ে পৃথিবীর বিভিন্ন জাতির মনোজগতের খবর, পরস্পরের মধ্যে জানাবার ব্যবস্থা হবে। অধ্যয়ন অধ্যাপনা সম্বন্ধেও আলোচনা হয়। আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি-বিষয়ক সহ-যোগিতা-বর্ধনের সমিতিতে এ কয় বছর ভারতবর্ষের প্রতিনিধি ছিলেন ক'লকাতা আর অক্‌স্‌ফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়-দ্বয়ের স্বনামধন্য ভারতীয় দর্শনের অধ্যাপক স্যর্ শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ মহাশয়। এইবার (১৯৩৮) সালে ভারতের প্রতিনিধি নির্বাচিত হন, শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষ তখন তিনি ছিলেন। শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ যাবার জন্য প্রস্তুত হ'য়েছিলেন—তাঁর জাহাজের টিকিটও কেনা হ'য়েছিল—কিন্তু শেষ মুহূর্তে তিনি যেতে পারলেন না—১২ই জুলাই যেদিন আমরা জেনেভায় পৌছোলুম সেই দিনই এই সমিতির চার-পাঁচ-দিন-ব্যাপী অধিবেশন আরম্ভ হবে, সেই অধিবেশনে গিয়ে যোগ দেওয়া তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়; ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নানা জরুরী কাজের জন্য তাঁকে ঐ সময়ে ক'লকাতাতেই আটুকে যেতে হ'য়েছিল। তাঁর আস্‌বার সম্ভাবনা না দেখে, তখন অগত্যা ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব উপাধ্যক্ষ ডাক্তার স্যর্ হস্‌সান সুহ্‌রাবর্দীকে ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে জেনেভা থেকে

নিমন্ত্রণ করা হয়—স্যর্ হস্সান তখন লণ্ডনে ছিলেন; তিনি এই নিমন্ত্রণ স্বীকার ক'রেও শেষটায় উপস্থিত হ'তে পারেন নি—কাজেই এই বৎসর 'ভারতবর্ষ' থেকে কোনও প্রতিনিধি এলেনই না।

আহারাদি সেরে আমরা ট্রামে ক'রে জেনেভার শহরতলী অঞ্চলে 'আন্তর্জাতিক-শ্রমিক-কাছারী' আর জাতি-সঙ্ঘের বা রাষ্ট্র-সমবায়ের আপিস দেখতে গেলুম। শ্রমিক-কাছারীর বাড়ীটী খুব বড়ো, আর একেবারে জেনেভা-হ্রদের ধারেই। এর অন্তঃকরণ চমৎকার—ঢুকতেই কতকগুলি মূর্তি দেখা যায়, তারপরে ভিতরে বড়ো সিঁড়ির কাছটা, বিখ্যাত বেলজিয়ান ভাস্কর Meunier ম্যনিয়ে-র হাতের ব্রঞ্জে-ঢালা শ্রমিক-মূর্তি দিয়ে সাজানো। শ্রমিক আপিসে একজন ভারতীয় কাজ ক'রছেন—ডাক্তার শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস। ইনি আমার পূর্ব-পরিচিত—শান্তিনিকেতনে আর ক'লকাতায় এঁর সঙ্গে বিশেষ আলাপ হয়। আমেরিকায় ছিলেন বহুত দিন—আমেরিকায় শিখ আর অন্য ভারতীয় শ্রমিকদের জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, তাদের অর্থনৈতিক অবস্থা, অভাব-অভিযোগ, আর তাদের ভবিষ্যৎ প্রভৃতি নিয়ে বেশ প্রশংসনীয় অনুসন্ধান ক'রে, কতকগুলি বই প্রকাশিত করেন। এঁর স্ত্রী শ্রীমতী সোনিয়া রুথ্ দাস রুষদেশীয় মহিলা, আমেরিকাতেই এঁদের বিবাহ হয়। শুনেছিলুম যে ডাক্তার দাস আমেরিকার citizenship বা প্রজার অধিকার পেয়েছিলেন; কিন্তু ভারতবাসী ব'লে, পরে এই আমেরিকান অধিকার তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেয়। এতে এখন তাঁর অবস্থা হ'য়েছে ত্রিশঙ্কুর মতন—আইনানুসারে, অধিবাসী বা দেশসন্তান হিসাবে তিনি আর ভারতেরও নন্, আবার আমেরিকারও নন্। তাঁর রাষ্ট্রীয় অধিকার যাই হ'ক, ডাক্তার দাস মনে-প্রাণে বাঙালী—ভারতীয়,—তবে নানা বিষয়ে তাঁর দৃষ্টিকোণ আন্তর্জাতিক হ'তে বাধ্য। ডাক্তার দাসের সঙ্গেও দেখা করার উদ্দেশ্য আমাদের ছিল, কিন্তু আমরা যখন তাঁর শ্রমিক আপিসে যাই তখন তিনি ছিলেন না। আপিসের এক দরোয়ান—দরোয়ানও বলা যায়, কেরানীও বলা যায়—তিন-চারটে ভাষা এরা অনর্গল ব'লতে পারে, আর নানা বিষয়ে খুব শিক্ষিত—আমাদের অতি ভদ্রতার সঙ্গে স্বাগত ক'রলে, আমাদের ইচ্ছা-মত সমস্ত বাড়ী দেখাতে চাইলে, আর সুধীন-বাবুর খোঁজের জন্য তাঁর আপিসে (জাতি-সঙ্ঘের আপিস এই অঞ্চলেই, তবে একটু হেঁটে যেতে হয়) আর তাঁর বাড়ীতে টেলিফোন ক'রলে। টেলিফোন ক'রে ঠিক ক'রে নিয়ে, ঐ দিন-ই বেলা দুটোয় তাঁর আপিসে আমাদের তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হ'ল।

সুধীন্দ্রের নিকট লীগের কাজের সম্বন্ধে অনেক খবর পেলুম। লীগের কাগজ-পত্রও

আমাদের কিছু দিলেন। আন্তর্জাতিক মানসিক-সংস্কৃতি বিষয়ক সহযোগিতা সমিতির সব খবর জান্‌লুম। বছর কয়েক পূর্বে (আমার পারিসের অধ্যাপকদের সুপারিশে বোধ হয়) এই সমিতি থেকে আমাকে ভারতীয় ভাষা সম্বন্ধে Correspondent বা পত্র-লেখক অথবা সংবাদ-দাতা ক'রেছিল—তার বেশী আর কিছু জান্‌তুম না। সুধীন-বাবু লীগ আপিসের Information Bureau বা সংবাদ-বিভাগে কাজ করেন—ভারতের পত্র-পত্রিকা প'ড়ে বিশেষ ক'রে ভারতের ঘটনা আর সমস্যা ইত্যাদির সম্বন্ধে তাঁকে ওয়াকিফ-হাল থাক্‌তে হয়, এই বিষয়ে লীগের কাজে তাঁর সাহায্যের দরকার হয়। সব দিক্ দিয়ে—শিক্ষায়, উচ্চ আদর্শে, জ্ঞানে, বিচার আর পর্য্যালোচনা-শক্তিতে, এই কাজের জন্য সুধীন্দ্র-বাবু খুব যোগ্য ব্যক্তি। আমার বিশ্বাস, এই রকম ব্যক্তির উপস্থিতিতে জেনেভা-হেন স্থানে, যেখানে পৃথিবীর সব জা'তের প্রতিনিধি একত্র হয়, ভারতের লোকেদের বুদ্ধিমত্তার আর সংস্কৃতির প্রতি সকলের একটা শ্রদ্ধা-ই হয়। সুধীন-বাবু আমাদের আন্তর্জাতিক মানসিক সংস্কৃতি বিষয়ক সমিতির অধিবেশন দেখাতে নিয়ে গেলেন।

ঘণ্টা দেড়েক আমরা এই সভার কাজ দেখ্‌লুম। জন চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন। দর্শকদের জন্য খানিকটা জায়গা পৃথক্ নির্দিষ্ট ছিল—সেখানে আমরা তিনজন ছাড়া, আর মাত্র জন পাঁচ-ছয় দর্শক ছিল। ইংরিজি, ফরাসী, জরমান, এই তিন ভাষায় আলোচনা চ'ল্‌ছিল। যতদূর মনে প'ড়্‌ছে, আলোচনার বিষয় ছিল, শিক্ষায় পরীক্ষায় স্থান। সব জিনিসটা যেন বড্ড ধিমে তালে চ'ল্‌ছিল। সভা আরম্ভ হ'ল তিনটে পঁয়ত্রিশে, আমরা ঘণ্টা দেড়েক ধ'রে জিনিসটা দেখ্‌লুম। সুধীন-বাবু কার্য্যান্তরে গেলেন, তার পরে এসে আমাদের চা খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। জাতি-সঙ্ঘের বাড়ীর উপরের তলায় এক রেস্তোর াঁ ক'রেছে, এই সঙ্ঘের কর্মচারী আর প্রতিনিধি প্রভৃতির সুবিধার জন্য। এখানে চা খেতে-খেতে, আর অতি সুন্দর এক বাগানের পরে শ্রমিক-দপ্তরের বাড়ী আর তার পিছনে নীল জেনেভা-হ্রদ দেখ্‌তে-দেখ্‌তে, সুধীন-বাবুর সঙ্গে আমরা নানা বিষয়ে গল্প ক'র্‌লুম।

সুধীন-বাবুর সঙ্গে দেখা ক'র্‌তে গিয়ে, জাতি-সঙ্ঘের প্রাসাদটা কত বিরাট তার একটা ধারণা ক'র্‌তে পারা গেল। আমি বই থেকে এর আয়তন কত, কত খরচ লেগেছে এই বাড়ী গ'ড়ে তুল্‌তে, কত বিভিন্ন দেশ থেকে এর অলঙ্করণের জন্য মাল-মশলা এসেছে,—কোন্ দেশের মার্বল পাথর, কোন্ দেশের গ্রানাইট, কোথাকার কোথাকার কাঠ,—এ-সবের বর্ণনা ক'রতে ব'স্‌বো না। শহরের একটু বাইরে, খুব অনেকটা জমী নিয়ে, এক বিরাট বাগানের মধ্যে এই প্রাসাদ।

প্রাসাদটী কতকটা ইংরিজি বড়ো হাতের S-আকারে গঠিত—তবে S-এর মত সাপ-খেলানো না হ'য়ে চৌকো আকারের। আধুনিক স্থাপত্য-রীতির এক শ্রেষ্ঠ বাড়ী। নানান্ দিক থেকে এই প্রাসাদের গঠনের সরল সোজা রেখার সৌন্দর্য্য উপভোগ করা যায়। এই বাড়ীর মধ্যে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের বিভিন্ন বিভাগের কাছারী,—ছোটো বড়ো কর্মচারীদের পৃথক্ পৃথক্ ঘর, আর বড়ো বড়ো আপিস-ঘর। বিভিন্ন সমিতির অধিবেশনের জন্য বড়ো বড়ো কামরা—তার পরে আছে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের পুরো বৈঠকের জন্য, তার কার্য্য-নির্বাহক সমিতির জন্য, তার নানা সমালোচনা-সভার জন্য, আর তার বিচার-সভার জন্য, বিরাট বিরাট হল-ঘর। বিভিন্ন জাতির তরফ থেকে এই রকম ছোটো-বড়ো সব ঘর সাজিয়ে' দেওয়া হ'য়েছে—তার আস্‌বাব-পত্র টেবিল-চেয়ার বাতী-গালচে, তার দেয়ালের অলঙ্করণ—ফ্রেস্কো বা আরায়েশ চিত্র, কাঠের কাজ, ভাস্কর্য্য, ছবি,—এ-সব ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। একটী ঘর স্পেনদেশের শিল্পীরা সাজিয়ে' দিয়েছে—সোনালী জমীর উপরে কালো রঙে অতি শক্তিশালী ভঙ্গীতে আঁকা ছবি, লড়াই বন্ধ ক'রে দেবার জন্য মানব-জাতির চেষ্টার রূপকময় চিত্র—চারিদিকের দেয়াল আর ছাতের তলা এই সোনালী আর কালো ছবিতে ভরা। সব ছোটো বড়ো দেশ এই প্রাসাদটীকে একটী সত্যকার Palace of Art বা কলানিকেতন ক'রে তুলতে সাহায্য ক'রেছে। বড়ো বড়ো সিঁড়ি—সিঁড়ির হলে ইংরেজ শিল্পীর ভাস্কর্য্য কাজ।—কিন্তু এত শিল্প-সম্ভারের মধ্যে ভারত কই? আমরা রাষ্ট্র-সঙ্ঘের জন্য বছর বছর একটা মোটা টাকা দিয়ে থাকি—যেন টাকা দিয়েই আমরা খালাস। শ্রমিক-কাছারীতে শুনলুম এই রকম নানা জাতির শিল্পময় প্রকাশ বিভিন্ন প্রকোষ্ঠে প্রদর্শিত হ'য়েছে—সেই-সব দেশের শিল্পীদের হাতের কাজ এনে; কিন্তু ভারতের তরফ থেকে কোনও ঘরের জন্য এ রকম ব্যবস্থা করা হয় নি। আর, সব চেয়ে অপমানকর লাগ্‌ল যখন শুনলুম, একটী ঘর সাজাবার ভার ভারতবর্ষের উপরে দেওয়া হয়—কিন্তু ভারতীয় শিল্পী এনে নয়, অথবা ভারতের কারিগরের হাতে প্রস্তুত জিনিস এনে নয়,—ভারতবর্ষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে, স্বইট্‌জ়রলাণ্ডের কারিগরদের দিয়ে, ইউরোপীয় পদ্ধতিতে ঘর সাজিয়ে', ভারতবর্ষকে এই অলঙ্করণ-কাজে তার অংশ গ্রহণ করানো হ'ল।

আমরা দ্বিতীয় দিনে টমাস কুক্ কোম্পানির Circular Tour অর্থাৎ 'চক্রবেড়' ভ্রমণের মোটর-বাসে ক'রে জেনেভার দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখে নিলুম। শহরের সব-কিছু দেখিয়ে' আন্‌বার জন্য এই রকম ব্যবস্থা আছে, মোটর-বাসের টিকিট কিন্‌তে হয়, দশ-পনেরো-বিশজন লোক হ'লে, বাসে ক'রে শহরের কতগুলি রাস্তা ধ'রে শহরের লক্ষণীয় স্থান, প্রধান প্রধান ইমারত ইত্যাদি দেখিয়ে' নিয়ে আসে, সঙ্গে

গাইড বা পাণ্ডা থাকে, ইংরিজি ফরাসী জরমান তিনটে ভাষায় বিভিন্ন জাতের সব যাত্রীদের জন্য চেঁচিয়ে সব দ্রষ্টব্য স্থানগুলির ইতিহাস বা বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা ক'রে বুঝিয়ে ব'লে দেয়। এতে খরচ তেমন পড়ে না, কিন্তু দু'-তিন ঘণ্টার মধ্যে মোটামুটি শহরের সম্বন্ধে একটা ধারণা ক'রে নেওয়া যায়। ইউরোপের সব বড়ো বড়ো শহর দেখ্‌বার এই রকম সুবিধাজনক ব্যবস্থা আছে। বেশী সময় না থাকলে, এই ভাবেই নমো-নমো ক'রে সার্‌তে হয়। তবে প্রথমটা এই ধরণে দেখে নিলে, তারপরে মিউজিয়ম বা অন্য প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি ঠিক ক'রে নিয়ে, সময়-অনুসারে স্বয়ং গিয়ে দেখে আস্‌তে পারা যায়। এই ভাবে জেনোয়া ঘুরে এলুম আমরা। ফির্‌তী পথে যেখানে Arve আর্ভ আর Rhone রোন্ এই দুই নদীর সঙ্গম হ'য়েছে সে জায়গাটাও দেখে এলুম—দুই বৃহৎ পার্বত্য নদী, আর্ভ্-এর ঘোলাটে' সাদা জল, রোন্-এর অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিশ্‌ছে; সঙ্গমের খুব কাছেই আর্ভ-এর উপর একটী সাঁকো করা হ'য়েছে, তার উপরে দাঁড়িয়ে' এই মনোহর দৃশ্য খুব কাছ থেকেই দেখা গেল।

লীগ্-অভ্-নেশ্‌নস্-এর বাড়ী দেখ্‌বার জন্য মোটর-বাস-ওয়ালারা আমাদের নিয়ে গেল। আরও পাঁচ-ছটা বাস এল'। সব যাত্রী নেমে একত্র হ'ল, তারপরে সকলকে নিয়ে গেল লীগের প্রাসাদের এক প্রবেশ-গৃহে। ঘণ্টাখানেক আমাদের ঘুরিয়ে' দেখিয়ে' তারপরে ছেড়ে দেবে—সঙ্গে প্রদর্শক থাকবে—এর জন্য মোটর-ওয়ালারা আগে থাক্‌তেই কিঞ্চিৎ দক্ষিণা নিয়েছে। প্রবেশ-গৃহে লীগের বাড়ীর নানা ছবির পোস্ট-কার্ড বিক্রী হ'চ্ছে, বাড়ীর স্থাপত্য আর শিল্প সম্বন্ধে নানা সচিত্র বই বিক্রী হ'চ্ছে। লীগের প্রকাশিত অন্য বইও আছে। আমি কিছু ছবির কার্ড কিনলুম, আর বহু একরঙা আর রঙীন ছবি দেওয়া লীগের প্রাসাদের বর্ণনাময় মস্ত এক ছবির-বই নিলুম—পারিসের বিখ্যাত সচিত্র পত্রিকা L'Illustration লিল্যুস্ত্রাসিওঁ-র এক বিশেষ সংখ্যা-স্বরূপ এই বই বা'র হ'য়েছিল। ঘরেই ডাকঘর—ব'সে-ব'সে তখনই অনেকে পোস্ট-কার্ডে চিঠি লিখে ডাকে দিলে।

যাত্রীদের ইংরিজি-ভাষী, ফরাসী-ভাষী আর জরমান-ভাষী তিনজন প্রদর্শক এসে তিনটী ভাগ ক'রে নিলে। তিনটী দল তিন পথে ঐ বিরাট প্রাসাদটী দেখে নয়ন-মন কৃতার্থ কর্‌বার জন্য চ'ল্‌ল। আমরা তিন জনে ইংরিজিওয়ালাদের দলেই চ'ল্‌লুম। চল্লিশ-পঞ্চাশজন হবে এই দলে। আমরা নানা বারান্দা আর দালান দিয়ে দিয়ে, প্রদর্শকের পিছনে পিছনে গিয়ে, এক-একটী বড়ো প্রকোষ্ঠে বা সভাগৃহে উপস্থিত হই। সকলের প্রবেশের জন্য প্রদর্শক অপেক্ষা করে, তারপরে বক্তৃতা দেয়, সেই ঘরে কি কাজ হয়, তার সম্বন্ধে, আর ঘরের সজ্জা সম্বন্ধে। আমরা সকলে হাঁ

ক'রে তানি, আর দেখি। মোটা মোটা কচ্ছপের খোলার ফ্রেমে আঁটা চশমা চোখে, অত্যন্ত কর্কশ গলার ইয়াঙ্কি উচ্চারণের ইংরেজিতে চেঁচিয়ে কথা কয় এমন গুটী দুই-তিন মার্কিন মেয়ে—শুনলুম, এরা আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের কোনও একটা ধর্ম সম্প্রদায়ের ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী—মনোযোগের সঙ্গে সব কথা শুনছে, আর টুকে টুকে নিচ্ছে—এই কাঠ এসেছে কালিফর্নিয়া থেকে, এই কার্পেট তৈরী হ'য়েছে পারিসে, এই গ্রানাইট হ'চ্ছে নরওয়ের, গ্রীস থেকে এই tapestry অর্থাৎ ছুঁচের কাজের ছবি এসেছে, এই ছবি এঁকেছেন অমুক হঙ্গেরীয় চিত্রকর।

একটী বিরাট, সুন্দর, শিল্পের ঐশ্বর্য্যে দর্শনীয় বাড়ী আর কতক্ষণ দেখে রাষ্ট্র-সঙ্ঘের আসল কাজ সম্বন্ধে ধারণা করা যায়? সে বিষয়ে এই যাত্রীদের কিছু ওয়াকিফ-হাল ক'রে দেবার জন্য সিনেমার ব্যবস্থা আছে। একটী ঘরে আমাদের নিয়ে গেল—চলচ্চিত্রে লীগের দপ্তর-কাছারীর কাজ, বিভিন্ন বৈঠকের কাজ কি ভাবে হয়, তা দেখালে। কত গুরুত্ব-পূর্ণ কাজের ভার লীগকে নিতে হয়, তাও বুঝিয়ে' দিলে। তার পরে, লীগের সেক্রেটারি বা কর্মসচিব, Monsieur Avenol মঁস্যো আভেনল ব'লে এক ফরাসী ভদ্রলোক, তাঁর বক্তৃতা সবাক্-চিত্র মারফৎ শোনানো হ'ল। মোটের উপরে, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের অক্ষমতার জন্য অনুচিত-ভাবে একটু অশ্রদ্ধার সঙ্গে দেখ্‌তে গেলেও, এ-সব দেখে শুনে এইটুকু স্বীকার ক'র্‌তেই হয় যে, একটা মহৎ, একটা অতি-উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়ে, নানা স্বার্থের আর ঈর্ষ্যার প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, কতকগুলি লোক তো চেষ্টা ক'র্‌ছে, যাতে মানুষে-মানুষে, জাতিতে-জাতিতে খুনো-খুনি না ক'রে, অত্যাচার-অবিচার না ক'রে, পরস্পরের সঙ্গে মিলে-মিশে থাকে।

লীগের কাজ সম্বন্ধে ছোটো ছোটো দু-চারখানা বই থেকে অনেক কিছু খবর পাওয়া যায়। সুধীন-বাবুর Information Section বা তথ্য-বিভাগ থেকে এই বছরে (১৯৩৮ সালে) প্রকাশিত একখানি ছোটো বই দেখলুম—প্রাচ্যদেশে, চীন, জাপান, ফিলিপ্পীন-দ্বীপপুঞ্জ, মালয় দেশ, দ্বীপময়-ভারত, শ্যাম, ব্রহ্ম, ভারত-বর্ষ, সিংহল, ঈরান, ইরাক প্রভৃতির নগরে, বেশ্যাবৃত্তির জন্য যে নারী ও কন্যা-বিক্রয় হয় তা বন্ধ কর্‌বার চেষ্টা হ'চ্ছে—এরূপ চেষ্টা ইতিপূর্বে ইউরোপের নানা দেশে হ'য়েছে আর তার ফলে এই পাপ, নারী-বিক্রয় এবং নারীর ক্রীতদাসীত্ব, ইউরোপে অনেকটা ক'মেছে (অবশ্য একেবারে দূর হয়নি)। এই চেষ্টার আনুষঙ্গিক আন্তর্জাতিক সভা আর কার্য্যকারিণী সমিতি প্রভৃতি গঠিত হ'য়েছে—এই-সব সভা-সমিতির সদস্যেরা সম্মিলিত হ'য়ে অবস্থাটা কি তার খোঁজ ক'র্‌ছেন, প্রতীকারের উপায় বা'র কর্‌বার চেষ্টা ক'র্‌ছেন। ১৯৩৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ওলন্দাজ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় যবদ্বীপের Bandoeng বান্দুঙ্-নগরে একটী আন্তর্জাতিক

সম্মেলনও হয়। সেখানে প্রাচ্য দেশগুলির জন-সাধারণের আর সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিরা এসে, বিষয়টীর আলোচনা করেন, কার্য্য-প্রণালীর বিচার করেন, এই পাপ দমনের জন্য কতকগুলি প্রস্তাবও গ্রহণ করেন,—সেগুলিকে কার্য্যে পরিণত করবার চেষ্টা রাষ্ট্র-সঙ্ঘ ক'রছেন। এই সম্মেলনে, অবস্থার পর্য্যালোচনা করবার জন্য নানা দেশ থেকে রিপোর্ট বা মন্তব্য আনানো হয়। বান্দুঙ্ সম্মেলন সম্বন্ধে যে ছোটো বইটী আমি দেখি, তার ৮ আর ৯ এর পৃষ্ঠায় প'ড়লুম—A report from Bengal states "girls married at the age of 7 years or less often find themselves widowed before they reach the age of 15...... Generally speaking, a young widow is ill-treated both by her own family and her husband's family and is therefore continually seeking an opportunity to remove herself from the environment. Only one profession is open to her, and her entry into the ranks of prostitution may be said to be entirely normal and inevitable." "সত্যেনালীকবাদিনং জিনে"—'সত্য-দ্বারা মিথ্যা-বাদীকে জয় ক'রবে'—মিথ্যার অন্ধকার সত্যের আলোতেই দূর হয়; কিন্তু যেখানে অর্ধ-সত্য আর অর্ধ-মিথ্যার আলো-আঁধারী, সেখানে সত্যের বাতী সহজে কিছু ক'রতে পারে না। বাঙলাদেশে হিন্দুসমাজে বাল-বিধবাদের অবস্থা যে খারাপ, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। ব্যাপক-ভাবে আমাদের সমাজের আর আমাদের দেশের, আর দেশের বাইরে অন্য সব সমাজের তুলনা ক'রবো না। কিন্তু উপরের ইংরিজি মন্তব্যের শেষ বাক্যটী কি সত্য? এদেশের বাল-বিধবাদের পক্ষে বেশ্যাবৃত্তি ছাড়া অন্য কোনও পথ নেই, ঐ বৃত্তি অবলম্বন করা তাদের পক্ষে entirely normal and inevitable 'একেবারে স্বাভাবিক আর অনপনেয়-রূপে অবশ্যম্ভাবী,' এই অসত্য জগৎ-সমক্ষে ঘোষণা করা, আর বাঙলাদেশের মুখে কালী দিয়ে মিস্-মেয়ো কোম্পানির মুখ উজ্জ্বল করা—এ কাজ ক'রেছেন কে? এই রিপোর্ট কি বাঙলা সরকারের তরফ থেকে গিয়েছে, বা অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান থেকে গিয়েছে? এ বিষয়ের অনুসন্ধান হওয়া উচিত—আর লেখকের কাছে দেশবাসীর পক্ষ থেকে কৈফিয়ৎ চাওয়া উচিত। বইখানাতে দক্ষিণ-ভারতের দেবদাসীদের কথা আছে, অন্যান্য দেশের এই বিষয় নিয়ে বিভিন্ন অবস্থার আলোচনা আছে। কিন্তু বাঙলা-দেশের বাল-বিধবাদের সম্বন্ধে এইভাবে মন্তব্য ক'রে যাওয়ার মধ্যে যে মনোভাব আছে, তার দমন হওয়া উচিত। লীগ-অভ্-নেশন্স্-এর এই বইখানিতে এর পরে যে মন্তব্য করা হ'য়েছে, সেটী খুবই সমীচীন, যে প্রাচ্য দেশসমূহে নারীর বেশ্যাবৃত্তি

অনেক সময়ে স্বেচ্ছা-প্রণোদিত নয়, এমন অবস্থায় অসহায়া নারীকে প'ড়তে হয় যে ইচ্ছায় অনিচ্ছায় তাকে এই পথে আস্‌তে হয়,—এবিষয়ে নারীর ব্যক্তিগত দায়িত্বের চেয়ে সমগ্র সমাজের দায়িত্ব অনেক বেশী। ইউরোপে আমেরিকায় এই অবস্থা ততটা নেই। সেইজন্য সমাজের পরিচালকদের আর রাষ্ট্র-চালকদের দায়িত্ব অনুসারে কর্তব্য, ইউরোপ আমেরিকার চেয়ে আমাদের দেশে আরও বেশী। ভারতবর্ষে সম্প্রতি সমাজ-সংস্কার বিষয়ে যে-সব চেষ্টা হ'চ্ছে, তার উল্লেখ ক'রে, এবিষয়ে ভারতবাসীদের দৃষ্টি যে আকৃষ্ট হ'য়েছে, তাও বলা হ'য়েছে।

শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দাস মহাশয়ের সঙ্গে শ্রমিক-কাছারীতে গিয়ে দেখা ক'রে এলুম, তিনি খুব সৌজন্য দেখালেন, আমাদের চা খাওয়ালেন। শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে জেনেভা-শহরের দুই-চারিটী দ্রষ্টব্য স্থান দেখ্‌লুম—পুরাতন জেনেভার রাস্তা, ঘর-বাড়ী, Collège de Saint-Antoine কলেঝ-দ্য-স্যাঁৎ-আঁতোয়ান্ প্রভৃতি। জেনেভায় দুইটী ভারতবাসীর সঙ্গে আলাপ হ'ল—দত্তাত্রেয় নরবণে ব'লে বড়োদা থেকে প্রেরিত বড়োদার পররাষ্ট্র-বিভাগের এক তরুণ কর্মচারী, রাষ্ট্র-সঙ্ঘের কার্য্য-পদ্ধতি দেখ্‌তে এসেছেন, আর শিশির মুখুজ্যে ব'লে অক্সফোর্ডের একটী ছাত্র, ইংরিজি ভাষা আর সাহিত্য প'ড়ছেন, জরমানটা বেশ শিখেছেন, জেনেভায় বেড়াতে এসেছেন। জেনেভা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষা-তত্ত্বের অধ্যাপক হ'চ্ছেন অধ্যাপক Charles Bally শার্ল বায়্যি, তিনি জেনেভার বিশ্ব-বিশ্রুত ভাষাতাত্ত্বিক Ferdinand de Saussure ফের্দিনাঁ-দ্য-সোস্‌স্যুর্-এর শিষ্য। সুধীন-বাবু আমাদের—প্রভাতকে, শিশির-বাবুকে আর আমাকে—নিয়ে গেলেন অধ্যাপক বায়্যির সঙ্গে দেখা করাতে। হরিপদ-বাবু তাঁর উদ্দিষ্ট অনুসন্ধান-কাজে লেগে গিয়েছিলেন, জেনেভা-অঞ্চলে কুটীর-শিল্পের অবস্থা পর্য্যালোচনার ব্যবস্থা সুধীন-বাবুই ক'রে দেন। অধ্যাপক বায়্যি শহরের প্রান্তে একটী সুন্দর বাড়ীতে থাকেন; সৌম্যদর্শন, বৃদ্ধ, কানে একটু কম শোনেন, খুব হৃদ্যতার সঙ্গে আমাদের স্বাগত ক'র্‌লেন। ফরাসীতেই কথাবার্তা হ'ল। একটু সংস্কৃত জানেন, সংস্কৃতে দু-চারটে বাক্যও ব'ল্‌লেন। আমি পারিসের বিখ্যাত ভাষাতাত্ত্বিক পরলোকগত Antoine Meillet আঁতোয়ান মেইয়ে-র কাছে কিছু দিন প'ড়েছিলুম, এত বড়ো গুরুর চরণ-প্রান্তে বস্‌বার সুযোগ হ'য়েছিল শুনে বেশ খুশী হ'লেন। আমাদের দেশে ভাষাতত্ত্বের আলোচনায় খুব উন্নতি হ'ক, এই আশা আর ইচ্ছা বার বার প্রকাশ ক'র্‌লেন। চা-পান ক'রতে-ক'রতে, এই যথার্থ-পণ্ডিত, বিনয়ী, সৌজন্যের অবতার অধ্যাপকটীর সঙ্গে আমরা জেনেভায় আমাদের দ্বিতীয় দিনের বিকালটা কাটালুম।

জেনেভায় যে-সমস্ত ভারতীয় নেতা আসেন, সরকারী বা কংগ্রেসী বা অন্য প্রতিষ্ঠানের, তাঁদের খবরও কিছু-কিছু সুধীন্দ্র-বাবুর কাছে পেলুম। জেনেভায় আমাদের দুইদিনের অবস্থান খুবই কার্য্যকর হ'য়েছিল, শুধু সুধীন্দ্র-বাবুর সাহচর্য্যে আর সৌজন্যে। ইনি স্বইট্জরলাণ্ডেই বিবাহ ক'রে জেনেভাতেই স্থায়ী হ'য়ে গিয়েছেন—এঁর স্ত্রী আর কন্যা তখন জেনেভায় ছিলেন না ব'লে তাঁদের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল না—কিন্তু ইনি মনে-প্রাণে মাতৃভূমিরই সন্তান আছেন—স্বদেশের মঙ্গল, স্বদেশের সুনাম এঁর কাছে, দেশবাসী দেশসন্তানের কাছে যেমন, তেমনই অনুধ্যানের তেমনিই সাধনার বিষয় হ'য়ে আছে ॥

[৫]

পারিস

১৪—১৭ই জুলাই

১৪ই জুলাই, ২৯শে আষাঢ়—সকাল সাতটায় পারিস পৌঁছোলুম। জেনেভা থেকে লোজান হ'য়ে প্রায় বারো ঘণ্টার পথ। আজ ১৪ই জুলাই, ফরাসীদের জাতীয় উৎসবের দিন, Quatorze Juillet 'ক্যাতর্জ. ঝি. উইয়ে' বা 'চোদ্দই জুলাই'; এই দিনে, ফরাসী বিপ্লবের সময়ে, পারিসের জন-সাধারণ বিদ্রোহ করে, ফ্রান্সের রাজাদের অত্যাচারের প্রতীক-স্বরূপ Bastille 'বাস্তীয়্' নামে অন্ধকূপময় কারাগার আক্রমণ ক'রে দখল করে, এই দিনে যেন অত্যাচারী রাজতন্ত্রের অবসান ঘটায়। বেশ ভালো দিনেই পারিসে আসা গেল। Gare de Lyons গার্-দ্য-লিওঁ স্টেশনে মাল-পত্র জমা রেখে, বাসার সন্ধানে আমরা তিন জনে এলুম। পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের আশে-পাশে ছাত্রদের বাস যেখানে বেশী সেই Quartier Latin 'কার্তিয়ে-লাত্যাঁ' পল্লীতে, যেখানে ১৯২১-১৯২২ সালে ছাত্রাবস্থায় প্রায় এক বছর কাটিয়ে' গিয়েছি, আর ১৯৩৫ সালেও যেখানে উঠেছিলুম, সেখানে বাসা খুঁজে নিতে এলুম—আগে কাউকে আমরা খবর দিতে পারি নি। 'কার্তিয়ে-লাত্যাঁ'—অর্থাৎ কিনা 'লাতীন-ভাষার পাড়া', যেখানে ছাত্রেরা মধ্য-যুগে মুখ্যতঃ লাতীন-ভাষাই প'ড়ত, লাতীনের মাধ্যমে সব-কিছু জ্ঞান-বিজ্ঞান আলোচনা ক'রত, তাই এই নাম। আমাদের কোনও প্রাচীন নগরে যে পল্লীতে সংস্কৃত বিদ্যালয় টোল-চতুষ্পাঠী বেশী, তার নাম যদি দেওয়া হয় 'সংস্কৃত-পল্লী', তাহ'লে যেমন হয়। Sorbonne সর্‌বন্ অর্থাৎ পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান বিদ্যামন্দিরের কাছে Rue de Sommerard র‍্যু-দ্য-সোম্‌রার-এ এক বাসায় পারিসের ছাত্র-জীবন কাটাই। ঐ রাস্তায় আর এক বাসায় গত বার এসে কয়দিন ছিলুম; মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্য্যন্ত—এবারও ঐ রাস্তায় বা তার কাছে-পিঠে বাসা খুঁজ্‌তে এলুম। আগেকার চেনা লোক—বাড়ীওয়ালা—আর কেউ নেই। র‍্যু-দ্য-সোম্‌রার্-এ একটী বাসায় বাড়ীওয়ালার সঙ্গে দেখা হ'ল, ভদ্রতা ক'র্‌লে, কিন্তু ব'ল্‌লে যে জায়গা মেলা কঠিন, আর দু-তিন দিনের মধ্যেই ইংলাণ্ড থেকে ব্রিটেনের রাজা আর রানী আস্‌ছেন পারিসে

ফরাসী সরকারের অতিথি হ'য়ে, তাঁদের জন্য পারিসে নানা ঘটা হবে, সে-সব দেখ্‌তে পাড়াগাঁ থেকে ফরাসী লোকেরা কিছু-কিছু এসেছে, আর এসেছে বহু ইংরেজ আর আমেরিকান, সুতরাং পারিস ভরতী হ'য়ে গিয়েছে,—হোটেল বোর্ডিং-হাউস বাসার জন্য ঘর, খালি আর নেই। আমরা তিনজনে একটু গোলমালে প'ড়লুম। তবে এই বাড়ীওয়ালাটী ভদ্র, পাশেই আর একটা বাসার সন্ধান দিলে, সেখানে একটী ঘর সুবিধা-মত পাওয়া গেল, তাতে তিনটে বিছানা ক'রে দিলে, তিনজনে সেই ঘরটাই নিলুম।

চোদ্দই-জুলাই তারিখ, ফরাসীদের জাতীয়-উৎসব উপলক্ষ্যে এবার একটু বিশেষ ব্যবস্থা হ'য়েছে যে, আফ্রিকা থেকে আর এশিয়া থেকে ফরাসীদের অধিকৃত দেশসমূহের কালা ফৌজ পারিসে আনা হ'য়েছে, আজ সকালে Champs Elysées 'শাঁজেলিজে' অঞ্চলে সেই-সব ফৌজের আর ফরাসী ফৌজের কুচ-কাওয়াজ হবে। ঘর ঠিক ক'রে আর স্নান-টান সেরে নিয়ে আমরা 'শাঁজেলিজে'-র দিকে এগোলুম— বন্ধুদের পারিস দেখাও হবে, একটু ভীড় দেখে সময় কাটানোও যাবে। ভীড়ই দেখা হ'ল। 'শাঁজেলিজে-'র বিরাট্ সড়কের এক অংশ দিয়ে এই-সব ফৌজ কুচ ক'রে যাবে। সমস্ত জায়গাটা একেবারে লোকে লোকারণ্য—বোধ হয়, ভোর ছটা থেকে ভীড় জমা হ'চ্ছে, আমরা নটার পরে গিয়ে আর কি স্থান পাবো? যে রাস্তা দিয়ে সেপাইরা মিছিল ক'রে যাবে, তার আশে-পাশেও দাঁড়াবার জায়গা নেই। লোকে গাছে চ'ড়েছে, ছোঁড়ার দল গ্যাস-বাতির থামে ঝুল্‌ছে। ভীড়ের পিছনে যারা দাঁড়িয়ে', তারা ক'লকাতায় ফুটবল-খেলার মাঠে যেমন দেখা যায়, তেমনি ঘরে-তৈরী পেরিস্কোপ বা দুখানা-আরসী-দিয়ে-তৈরী দূরের-জিনিস-দেখবার যন্ত্র নিয়ে এসেছে, ফেরিওয়ালারা দশ ফ্রাঙ্কে পেরিস্কোপ বিক্রী ক'র্‌ছে। আমরা দূর থেকে ঘোড়সওয়ারদের কিছু-কিছু দেখ্‌তে পেলুম—আরব ঘোড়সওয়ারের রেসালা, আরবী 'বর্‌নুস্' বা লাল আর সাদা রঙের আল্‌খাল্লার মতন পোষাক পরা আলজিয়র্স আর মরোক্কোর সওয়ারেরা চ'লেছে—এরা সমাগত দর্শকদের কাছে খুব হাততালি পেলে। দূর থেকে এই দেখে, আর ভীড় দেখে খুশী হ'য়ে চ'লে এলুম। উত্তর-আফ্রিকার আরব আর বের্বের, সাহারার তুয়ারেগ, সুদান আর পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রো, মাদাগাস্কারের মালাগাসি, আনামের আনামী—এই সব জা'তের সেনাদল পারিসে আনানো হ'য়েছিল, ফরাসী সাম্রাজ্যের গৌরব সম্বন্ধে ফরাসী প্রজা-সাধারণকে একটু সচেতন ক'রে দেবার জন্য, আর তাদের এই বিশাল সাম্রাজ্য যে রক্ষা করার মত জিনিস তা তাদের স্মরণ করিয়ে' দেবার জন্য; আর তা ছাড়া, ইংলাণ্ডের রাজা আর রানী যে আসছেন, তাঁদের

উপস্থিতিতে যে-সব উৎসব ইত্যাদি হবে, সেগুলিকে এই কালা ফৌজ দিয়ে আরও মহিমান্বিত ক'রে তোল্‌বার জন্য।

বাসা ঠিক ক'রেই আমার ভূতপূর্ব অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক মহাশয়কে টেলিফোন ক'রে আমার আগমনের কথা জানালুম, তিনি তাঁর বাড়ীতে এসে চা খেতে আহ্বান ক'র্‌লেন। আমরা চোদ্দই জুলাইয়ের সকালের কুচকাওয়াজ-দর্শন-পর্ব চুকিয়ে', স্টেশন থেকে আমাদের মাল-পত্র বাসায় এনে, গুছিয়ে' নিয়ে একটু বিশ্রাম ক'রে, খাওয়া-দাওয়া সেরে নিলুম। বিকালে পারিসের বাইরে Sèvres স্যাভ্র্‌ পল্লীতে অধ্যাপক ব্লকের বাড়ীতে গেলুম। অধ্যাপকের বাড়ী পারিসের বাইরে শহরতলী অঞ্চলে; এবার মনে হ'ল, আর শহরতলী বলা চলে না, স্যাভ্র্‌ যেন শহরেরই অংশ হ'য়ে গিয়েছে; আগে যত খোলা বা খালি জায়গা দেখা যেত', এখন আর কিছুই যেন নেই, সব বাড়ীতে ভরতী হ'য়ে গিয়েছে। এইভাবে প্রত্যেক শহরে বসতি বাড়্‌ছে। পাহাড়ের ঢাল্‌ গায়েও সব বাড়ী ক'রেছে। তিন বছর পরে অধ্যাপকের সঙ্গে দেখা হওয়ায়, তিনি আর আমি উভয়ে বিশেষ আনন্দিত হ'লুম। নানান্‌ আলাপ-আলোচনায় চা-পানের মজলিসে বিকালটা কাটিয়ে' এলুম।

পারিসে চোদ্দই-জুলাই—১৯২২ সালে দেখেছি, ১৯৩৫ সালে দেখেছি, আর এই ১৯৩৮ সালেও দেখা হ'ল। জাতির নাড়ীর সঙ্গে তার উৎসবেরও যোগ আছে। ১৯২২ সালে ফরাসী জাতি মহাযুদ্ধের বিজয়োল্লাসের আবেষ্টনীর মধ্যে ছিল, উদ্দাম আনন্দে সমস্ত দিন ও রাত্রি ব্যাপী নাচে হল্লায় ফুর্তিতে তার উৎসব প্রকাশ পেয়েছিল। তখন পারিসে আমি নবাগত বিদেশী—সমগ্র জন-সাধারণের দু-তিন দিন ধ'রে এই ভাবে উদ্দাম আনন্দে কাটানো, আমার চোখে একটা নোতুন জিনিস ঠেকেছিল। ফরাসী সরকার আর পারিসের নগর-পরিচালকদের তরফ থেকে এ বিষয়ে ফরাসী প্রজাদের খুবই উৎসাহ দেওয়া হয়। প্রায় সমস্ত বড়ো বড়ো carrefour 'কার্‌ফুর্‌' বা চৌরাস্তার মাথায়, একটু সুবিধামত জায়গা যেখানে আছে, কাঠের খোঁটা আর পাটাতন দিয়ে একটা ক'রে Stage অর্থাৎ মাচা অথবা Booth অর্থাৎ রঙ্গমঞ্চ বাঁধা হয়; এই রঙ্গমঞ্চ ফুল পাতা আর পতাকা আর রঙীন কাগজ দিয়ে সাজানো হয়। এই মাচাগুলি হ'চ্ছে বাজিয়ে'দের বস্‌বার জন্য—সাধারণতঃ একজন পিয়ানো-বাজিয়ে' আর দুজন ক'রে বেহালাওয়ালা, এই নিয়ে বাজনার সঙ্গতের দল—সরকার বা মিউনিসিপ্যালিটি থেকে এদের ব্যবস্থা করা হয়। চোদ্দই-জুলাই বিকাল থেকে অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত পারিসের লোকে এই সব রঙ্গমঞ্চের সামনে জুড়ি মিলিয়ে' রাস্তার উপরে নাচ করে। বাজিয়েরা এক একটা নাচের গৎ ধরে,

আর অমনি পাড়ার মেয়ে-পুরুষ আর পথ-চল্‌তি লোক যারা হাজির, তাদের খুশী মত নাচ শুরু ক'রে দেয়। এইরূপ শত শত নাচের জায়গায় অবিরাম নাচ আর বাজনা চলে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধ'রে, শ্রান্ত হ'লে বাজিয়েরা কিছু বিরাম দেয়, আর পান করে, নাচিয়েরাও থামে, বিশ্রাম করে। সঙের পোষাক পরে মেয়ে পুরুষে ছেলে-ছোকরার দলে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায়। মনে হয়, যেন সারা পারিস জীবনের দুঃখ-কষ্টের কথা ভুলে ঘর-বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় বেরিয়েছে হল্লা ক'র্‌তে—চারিদিকে আনন্দ-কোলাহল, আর বাজনার শব্দ। কাফে আর রেস্তোরাঁয় বস্‌বার জায়গা পাওয়া যায় না, এত ভীড। বিদেশীদের মনেও এই ফুর্তির ছোঁয়াচ লাগে, তাদের কেউ-কেউ (বিশেষতঃ ইউরোপীয় বা আমেরিকান হ'লে) পারিসের লোকেদের সঙ্গে মেতে যায়, আর প্রায় সকলেই সহানুভূতিময় স্মিত দৃষ্টিতে এই আনন্দ-বিলাস দেখে। ১৯২২ সালে এই চোদ্দই-জুলায়ের উৎসব দেখে মনে হয়, ফরাসীদের মধ্যে ঘরোয়া বিবাদ নেই, জরমানিকে হারিয়ে' দিয়ে তারা আবার তাদের পুরাতন জীবনের খেই ফিরিয়ে' পেয়েছে—যুদ্ধের কয় বছরের পরে তারা একটু গা এলিয়ে' দিয়ে আনন্দ ক'র্‌ছে।

১৯৩৫ সালে, তেরো বছর পরে, যখন আবার পারিসে আসি, তখন চোদ্দই-জুলাই অনুষ্ঠিত হ'চ্ছে সম্পূর্ণ নোতুন বাতাবরণের বা আবেষ্টনীর মধ্যে। পারিসের রাস্তায় ঐ বৎসর চোদ্দই-জুলাইয়ের দিন দেখি, লোকেদের মধ্যে ১৯২২ সালের সে উল্লাস সে লা-পরওয়া ফুর্তি আর আমোদের মনোভাব নেই। সমস্ত যেন একটা চাপা সন্দেহ আর বিরোধের ভাবে ঢাকা প'ড়ে গিয়েছে। জাতীয় উৎসবের দিন, আর যেন সেই পূর্বেকার আনন্দময় আবেষ্টনী পারিসের জনসাধারণকে দিল-খোলা ভাবে যোগ দেবার জন্য টেনে আন্‌তে পার্‌ছে না। ১৯৩৫ সালে ফরাসী দেশে বিশ্বমৈত্রী আর আন্তর্জাতিকতা-বাদী শ্রমিক দল, আর জাতীয়তাবাদী শ্রমিক-বিরোধী দল—এই দুই দলের মধ্যে দ্বন্দ্ব-কলহ চ'ল্‌ছিল—তাই সেবার এই উৎসব তেমন জমে নি, নিম্ন-শ্রেণীর লোকেরা যারা এই উৎসব জমিয়ে' রাখে তারা অনেকটা নিরুৎসাহ ভাবেই ছিল। ফরাসী শ্রমিক শ্রেণীর লোকে ক্ষেপে গিয়েছিল, তারা যেন রাগে দুঃখে গজরাচ্ছিল। জাতির বা সমাজের মধ্যে বিভিন্ন স্তরে—শ্রমিক আর ধনিকদের মধ্যে—যে অর্থনৈতিক আর আদর্শ-বিষয়ক বিরোধ চ'ল্‌ছে সারা পৃথিবী জুড়ে, ফরাসী-দেশে তার দেশ-কাল-পাত্র অনুযায়ী প্রকাশ দেখা দেয়। দাঙ্গা-হাঙ্গামা বেধে গিয়েছিল, তাই ফৌজ ডাকা হয় পারিসের শান্তি-রক্ষার জন্য—পারিসের রাস্তায় রাস্তায় বন্দুক-সঙীন নিয়ে সেপাই আর ঘোড়-সওয়ার ঘুরে বেড়াচ্ছিল, শ্রমিকদের পল্লীতে সাঁজোয়া-গাড়ী মোতায়েন ছিল। এই আব-হাওয়া চোদ্দই-জুলাইয়ের অবাধ উল্লাসের পক্ষে

অনুকূল ছিল না। তথাকথিত জাতীয়তা-বাদী ফরাসী বণিক্-শ্রেণী একদিকে, অন্যদিকে সোশ্যালিস্ট মনোভাবের শ্রমিক-শ্রেণী—ফরাসী জাতিকে আহ্বান ক'রে ইস্তাহার ছাপিয়ে' নিজেদের আদর্শ আর উদ্দেশ্য জ্ঞাপন ক'র্ছিল; একই দেয়ালে পাশাপাশি বিভিন্ন আদর্শের দুই ইস্তাহার টাঙানো দেখি। যথারীতি এই দুই বিরোধী ইস্তাহারের উপর সরকারী মাশুলের টিকিট লাগানো ছিল—বিজ্ঞাপন বা ইস্তাহার দেয়ালে লাগাতে গেলেও, তার জন্য ইস্তাহার পিছু দুই-এক পয়সার টিকিট সাঁটতে হ'ত—এই এক নোতুন উপায়ে, লড়াইয়ের পরে আর্থিক দিকে বিপন্ন ফরাসী সরকারকে কর আদায় ক'রতে হ'চ্ছিল। সোশ্যালিস্ট, গণতান্ত্রিক আর শ্রমিক দল-সমূহের ইস্তাহারে ছিল ফরাসী জাতির প্রজাকে এই ব'লে আহ্বান যে, চোদ্দই-জুলাই রাজার বা অভিজাত ধনী সম্প্রদায়ের অত্যাচারের অবসান ঘটানো হয়, সেই কথা স্মরণ ক'রে আবার যেন ফ্রান্সে সত্যকার গণতন্ত্র আর প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়, সব রকমের অত্যাচার অবিচার যেন দূরীভূত হয়, ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র 'সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা' যেন আবার পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হয়। এদের বিরোধী দল নিজ ইস্তাহারে ফরাসী জাতীয়তা-বাদীদের Hitleriens অর্থাৎ 'হিট্লরীয় দল' ব'লে সম্বোধন ক'র্তে সঙ্কোচ বোধ করে নি; তারা ফ্রান্সের পূর্ব গৌরব আর ঐশ্বর্য্য ফিরিয়ে' আন্বার জন্য ফরাসী জা'তকে আবেগময় ভাষায় অনুরোধ জানাচ্ছিল, আর এই অনুযোগ ক'র্ছিল যে ফ্রান্সের শত্রুরাই ফ্রান্সের এই গৌরবকে ধূলায় লুটিয়ে' দেবার চেষ্টায় আছে—এদের দমন করা উচিত; এরাই গৃহ-বিচ্ছেদ, আত্মহত্যাকর কলহের আমদানী ক'র্ছে; এই ইস্তাহারে ইঙ্গিত ছিল যে রুষ-দেশের বল্শেভিক মনোভাবের ইহুদীদের কার-সাজীর দরুন এই ব্যাপার ভিতরে ভিতরে চ'ল্ছে—এদের দূর ক'রে দিয়ে, খাটি ফরাসী জন-নায়কদের হাতেই দেশ-পরিচালনার পূর্ণ ক্ষমতা আসুক; আর স্পষ্ট ক'রে ইহুদী-বিদ্বেষ-মূলক ঘোষণা ছিল এই ভাষায়, "ফ্রান্স ফরাসীদেরই হাতে থাকুক্, ইহুদীরা পালেস্তীনে বিতাড়িত হ'ক্।" এই দল যে পুরোপুরি হিট্লরের আদর্শে অনুপ্রাণিত হ'য়েছিল, ১৯৩৫ সালেই, তা বুঝ্তে পারা যায়; ফরাসীদের পক্ষে এটা খুব গৌরবের কথা নয়। এই আত্মকলহের আর সন্ত্রাসের বিভীষিকায় ১৯৩৫ সালের চোদ্দই-জুলাই তেমন জ'ম্তে পারেনি। সব আপিস দোকান-পাট যথা-সম্ভব বন্ধ ছিল, কিন্তু রাস্তায় ফুর্তিবাজ ভীড় তেমন ছিল না, সব যেন গুম হ'য়ে র'য়েছিল।

এবার ১৯৩৮ সালেও মনে হ'ল, ফরাসী দেশ থেকে চোদ্দই-জুলাইয়ের উৎসবের আনন্দ বুঝি চিরতরে নির্বাসিত হ'ল—সকালে পারিস শহরের চল্লিশ-পঞ্চাশ লক্ষ্য অধিবাসীর মধ্যে, মনে হ'য়েছিল যেন আতঙ্কের উপর ভেঙে প'ড়েছিল

শাঁজেলিজের দিকে সেপাইদের কুচ-কাওয়াজের তামাশা দেখতে—ব্যস্, ঐখানেই যেন উৎসবের আনন্দ খতম হ'ল। এবার দেখলুম, নাচের সঙ্গে বাজাবার জন্য চৌরাস্তায় চৌরাস্তায় মিউনিসিপ্যালিটি থেকে বাজিয়েদের বস্‌বার জন্য যে-সব মাচা বাঁধা হয়, সেগুলি আর বারের চেয়ে সংখ্যায় ঢের কম, আর লোকেদের মধ্যে নাচে উৎসাহও তেমন নেই। বোধ হয়, পারিসের জন-সাধারণ—ফরাসীতে Peuple ব'ললে যে নিম্নশ্রেণীর লোক বোঝায় তারা, যারা এই-সব উৎসবাদিতে হল্লা ক'রে ফূর্তিবাজী করায়, উচ্চশ্রেণীর লোকেরা খুশী হয় যে নিম্নশ্রেণীর শ্রমিক প্রভৃতিরা তাদের ব্যবস্থায় আনন্দে আছে,—সেই জন-সাধারণ ক্রমে একটু চিন্তাশীল হ'য়ে প'ড়ছে, আপনা-থেকেই খানিক নেচে নিয়ে আনন্দ ক'রতে আর রাজী হ'চ্ছে না, সব বিষয়ে সচেতন হ'চ্ছে, সব বিষয়ে প্রশ্ন ক'রছে, সমাজের জড় ধ'রে নাড়া দিচ্ছে, আগেকার মতন আর unsophisticated অর্থাৎ আদিম-ভাবে সরল থাকছে না। কাজেই, এবারও সেই ১৯২২ সালের মতন চোদ্দই-জুলাইয়ের আনন্দ তেমন দেখা গেল না। আর একটা জিনিস মনে হ'ল, যেন দেখা যাচ্ছিল—জরমানি আর ইটালির ভয়ে ফরাসী দেশের লোকেরা যেন কিছুকালের জন্য ঘরোয়া ঝগড়া, অর্থ-নৈতিক বিরোধ, একটু বন্ধ রাখতে চায়—সকলে দেশের জন্য এক হ'য়ে দাঁড়াতে চায়। আর তা ছাড়া, এবার আর একটী বিষয় নিয়ে ফরাসী সরকার আর পারিসের লোকেরা মেতে গিয়েছিল—সেটা হ'চ্ছে, পারিসে ইংলাণ্ডের রাজা আর রানীর আগমন। রাজনৈতিক মহলে এই ব্যাপার নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা চ'লছিল, তবে সকলেই অনুমান ক'রছিল যে, পারিসে ফরাসী জাতির অতিথি-স্বরূপে এসে রাজা ষষ্ঠ জর্জ ইংরেজ জাতির তরফ থেকে ফরাসীদের সঙ্গে ইংরেজের মিতালীকে একটু ঘনীভূত ক'রে যাবেন—ইংরেজ জা'ত ফরাসী জা'তের বিপদে হামরাই বা হম্‌রাহী অর্থাৎ এক-পথের পথিক, আপৎকালের দোসর হ'য়ে, পাশে এসে দাঁড়াবে। জরমানি আর ইটালির ভয়ে ভীত ইংরেজ আর ফরাসীর ঘনিষ্ঠ মিল, ইংরেজ আর ফরাসী দুইয়েরই কাম্য। রাজনৈতিক চাল অর্থ-নীতির উপরেই নির্ভর করে—অর্থ-নীতির গতি কোন দিকে যাবে জানি না,—আজকের দোস্তী কালকের দুশমনীতে পরিণত হয়—কিন্তু যতক্ষণ গলাগলি ভাব, ততক্ষণ জগতে আর কাউকে আপনার ব'লে মনে হয় না। ফরাসী, ইংরেজ—এই জুলাই মাসের মাঝামাঝি এদের যেন কতকটা সেইরকম অবস্থা; সুতরাং ইংরেজ জাতির রাজা, ভারত-সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সম্রাট্ ষষ্ঠ জর্জ আর সম্রাজ্ঞী মেরিকে স্বাগত করবার জন্য, আর সব কাজ ফেলে ফরাসী জা'ত উঠে-প'ড়ে লেগে যাবে বৈকি। পারিসের প্রধান প্রধান রাস্তাগুলি সাজানো হ'চ্ছে—রাস্তার এপার-ওপার জুড়ে' বিজলীর লেখায় রাজা আর রানীর নামের আদ্য অক্ষর G আর M বর্ণ দুটী

নানা ছাঁদে লাগিয়ে' দেওয়া হ'চ্ছে, আলোর থামে, টেলিফোনের থামে, সর্বত্র; পাশাপাশি ফরাসীর লাল-সাদা-নীল তেরঙ্গা ঝাণ্ডা আর ইংলাণ্ডের ইউনিয়ন-জ্যাক ঝাণ্ডা টাঙানো হ'য়েছে। বড়ো বড়ো বাড়ী থেকে দুতলা তিনতলা লম্বা সব পতাকা—ফরাসী আর ব্রিটিশ—পাশাপাশি লাগিয়ে' দেওয়া হ'য়েছে—এমনভাবে সেগুলি সেঁটে দেওয়া হ'য়েছে যে হাওয়ায় একটু-একটু খেল্‌তে পারে কিন্তু উড়ে জড়িয়ে' যেতে না পারে।

পতাকার কথা উঠ্‌তে, প্রসঙ্গ-ক্রমে একটা কথা মনে প'ড়ে গেল—আমরা অনেকে আমাদের গেরুয়া-সাদা-সবুজ তেরঙ্গা ভারতীয় জাতীয় পতাকা, উৎসবে বা কোনও রাজনৈতিক কারণে, বাড়ীতে ছাতের উপর থেকে ওড়াই বা বারান্দা থেকে ঝুলিয়ে' দিই বটে, কিন্তু সেই পতাকার মর্য্যাদা আমরা রাখ্‌তে জানি না; কোনও কিছুর উপলক্ষ্যে একবার ছাতের মাথায় নোতুন তেরঙ্গা ঝাণ্ডাটা চড়ানো হ'ল, তার পরে সেটাকে নামিয়ে' নেবার কথাও মনে আসে না, বেচারা পতাকা দিনের পর দিন রোদ্দুর শিশির ধুলো ধোঁয়া খেয়ে-খেয়ে ময়লা হ'ল, বৃষ্টির জলে তার রঙ ধ'রল, শেষটা কালো ন্যাতার মত হয়ে, গৃহস্থের বা কোনও দোকান বা প্রতিষ্ঠানের মাথায় তার ধ্বজদণ্ড আশ্রয় ক'রে, আমাদের জাতীয়তার, পতাকা সম্বন্ধে আমাদের শালীনতা-জ্ঞানের, আর আমাদের সৌন্দর্য্য-বোধের জয়-জয়কার ক'র্‌তে লাগ্‌ল।

রাত্রে পারিসের Grands Boulvards গ্রাঁ-বুল্‌ভার রাস্তা ক'টায়, যেখানে বড়ো বড়ো বাড়ী আর বিরাট্ বিরাট্ সব দোকান আছে, পারিসের মধ্যে (বিশেষ ক'রে বিদেশীদের জন্য) রেস্তোরাঁ ক্যাবারে নাচঘর সিনেমা প্রভৃতির ছড়াছড়ি যেখানে, সেখানে একটু ঘুরে গেলুম—চোদ্দই-জুলাইয়ের আনন্দ নেই বটে, কিন্তু আমাদের ক'লকাতার করোনেশনের বা রজত-জয়ন্তীর দীপাবলী দর্শনের জন্য লোকেদের যেমন ভীড় হয়, তেমনি ভীড়।

ছাত্রাবস্থায় যখন পারিসে ছিলুম তখন সেখানে মাত্র দুটী ভোজনাগার ছিল, ভারতীয় খাদ্য দাল-ভাত-তরকারী যেখানে পাওয়া যেত'—দুটীই ছিল দু'জন সিংহলী লোকের দোকান। এবার দেখলুম, নায়ুডু ব'লে একটা তেলুগু যুবক এক ভারতীয় রেস্তোরাঁ খুলেছে—অপেরা থেকে মাদলেন-গির্জা যেতে, বাঁ হাতে পড়ে একটী ছোটো রাস্তা Rue Volney র‍্যু ভল্‌নে-তে। রাত্রে এখানেই আমরা খেতে এলুম। রাত্রি প্রায় নটা হ'য়ে গিয়েছিল, অত রাত্রেও বেশ খাওয়ালে—ভাত, দাল, চিংড়ী মাছের কারী, আলু-কপির তরকারী। লোকটী বেশ রাঁধ্‌তে পারে, আর ভারতবর্ষ থেকে জিনিস-পত্র আনায়। খাবারের

দাম বেশী মনে হ'ল না। আমাদের দেশের—ভাতের জন্য 'পাটনা রাইস্' থ'লে ক'রে রাখা র'য়েছে, পোলাওয়ের জন্য পেশওয়ারী চা'ল, দেশ থেকে টিনে ক'রে ঘী, চাটনি, পাঁপর,—সব আমদানী ক'রেছে। কথাবার্তায় মনে হল, নায়ুডু লোকটী বেশ ভদ্র আর শিক্ষিত; মনে হ'ল, পড়াশুনো ক'র্‌তেই ইউরোপে এসেছিল', তারপরে একটু বেশী 'কারণ' ক'র্‌তে আরম্ভ করে—রেস্তোরাঁতেও তার যথেষ্ট পরিচয় পেলুম। ইংলাণ্ড, ফ্রান্স, জরমানি, নানা দেশ ঘুরেছে, ব'ল্‌লে যে নানা ব্যবসায়ে নেমে লাখ টাকার উপর নষ্ট ক'রেছে। এখন এই রেস্তোরাঁ খুলে ব'সেছে। বিবাহ ক'রেছে—স্ত্রীটী একটী জরমান মেয়ে, একটী কন্যা-সন্তান হ'য়েছে; স্ত্রীও রেস্তোরাঁয় পরিবেশন ক'রে সাহায্য করে। নায়ুডু ফরাসী জরমান দুই-ই বেশ বলে, ভারতবর্ষের অনেক বড়ো বড়ো লোক পারিসে এলে তার রেস্তোরাঁয় পায়ের ধুলো দেন, আমাদের ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক স্যর শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ এর এখানে অনেকবার এসে সেবা ক'রে গিয়েছেন—নায়ুডু তেলুগু-ভাষী, অধ্যাপক রাধাকৃষ্ণন্‌ও তেলুগু-ভাষী। লোকটী অনেক কিছু খবর রাখে। একবার চেখোস্লোবাকিয়ায় একটী প্রদর্শনীতে ও রেস্তোরাঁ খুল্‌তে আর ভারতীয় জিনিস—আচার, চাটনী, চা প্রভৃতি—বিক্রী ক'রতে চায়, মাল-পত্র পাঠিয়ে'-ও দিয়েছিল, কিন্তু চেখ্ চুঙ্গী-বিভাগের দুর্ব্যবহারের জন্য নাকি তার রেস্তোরাঁ খোলা আর হ'ল না, জিনিস-পত্র পাঠানোর দরুন তাকে অনেক টাকা দণ্ড দিতে হ'ল। এই-সকল দেশের চুঙ্গী আর আমদানী-বাণিজ্যের ব্যবস্থা সম্বন্ধে নায়ুডু অনেক প্রতিকূল আলোচনা ক'রলে।

সকালে বহুদিন পরে ছাত্রাবস্থায় যা ক'র্‌তুম সেইভাবে প্রাতরাশ সেরে নেওয়া গেল—সরবনের সাম্‌নে আমার পূর্ব-পরিচিত একটী Brasserie 'ব্রাসেয়ারী'-তে গিয়ে। 'ব্রাসেয়ারী' শব্দটীর মানে হ'চ্ছে, বিয়ারের ভাঁটী বা বিয়ার-খানা। পারিসের অলিতে-গলিতে ছোটো ছোটো দোকান—এই-সব দোকানে প্রধানতঃ beer বা যবের মদ আর wine বা আঙুরের মদ বিক্রী হয়, আর তা ছাড়া বিক্রী হয় কফি, চকলেট, দুধ, আর আনুষঙ্গিক-ভাবে রুটি, কেক। পারিসের croissant 'ক্রোয়াসাঁ' বা 'আধা-চাঁদ' রুটি বিখ্যাত—ময়ান-দেওয়া আটায় তৈরী, অর্ধচন্দ্রাকার ব'লে এই নাম—croissant হ'চ্ছে ইংরিজিতে crescent—মুচ্‌মুচে' গরম-গরম দু'খানা ক্রোয়াসাঁ আর এক বাটী গরম দুধ বা কফিতে ফরাসী পদ্ধতিতে চমৎকার প্রাতরাশ হয়। একটা বুক-সমান উঁচু টেবিলের ওপাশে দোকানদার বা তার বউ দাঁড়িয়ে' দাঁড়িয়ে' খ'দ্দেরদের জিনিস দেয়, খ'দ্দেরেরা এপাশে দাঁড়িয়ে', ঐ টেবিলের উপর গেলাস বা বাটী রেখে, দাঁড়িয়ে' দাঁড়িয়ে'ই খেয়ে

নেয়, নগদ নগদ পয়সা দিয়ে খায়। টেবিলের ওপাশে নানা তাকের উপরে ছোটো বড়ো বোতলের সারি, মদের দোকানে যেমন হয়; বড়ো বড়ো সামোভার-পাত্রে বিজলীর উনোনের উপরে গরম কফি দুধ সবই র'য়েছে, পাত্রের গায়ে কলের মুখ, দরকার-মত সেই কল খুলে বাটী ক'রে দুধ কফি ঢেলে নেওয়া হয়। বিয়ারের জন্য, আপেলের রস থেকে তৈরী cidre 'সিদ্র্' বা cider সাইডারের জন্য, গ্রীষ্মকালে অরেঞ্জেডের লেমনেডের জন্য, ঐ রকম কলওয়ালা লম্বা লম্বা পাত্র আছে। পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রেরা নিঃসংকোচে এই-সব ব্রাসেয়ারীতে গিয়ে এক বাটা কফি, আর দু-একখানা ক্রোয়াসা বা কিছু কেক দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নেয়। ছাত্রাবস্থায় আমরাও তাই ক'রতুম। বেশ তাজা জিনিস খুব শস্তায় আর তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়।

পারিসে এ দফা বেশী দিন থাকা হবে না জেনেই এসেছিলুম—কারণ আমাদের বেলজিয়মের Ghent গেন্ট্-নগরে পৌঁছোতে হবে ১৭ই জুলাই তারিখে, ১৮ থেকে ২২ তারিখ পর্যন্ত গেন্ট্-এ আমাদের আন্তর্জাতিক উচ্চারণ-তত্ত্ব বিষয়ক সম্মেলন হবে—সেখানে ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি ক'রে আমায় পাঠানো হ'য়েছে। পারিসে আমার এক মুখ্য উদ্দেশ্য—রুষ-দেশে যাবার ব্যবস্থা করা।

সিমলা থেকে, ভারত সরকারের তরফ থেকে, রুষ-দর্শনের অনুমতি পাওয়া গিয়েছিল—আমাদের পাসপোর্টে সেকথা লিখে দেওয়া ছিল। রুষ-দেশে যেতে হ'লে আবার রুষ সরকারের—মস্কোর সোভিয়েট্ পররাষ্ট্র-বিভাগের—হুকুম আনতে হয়। আর এই হুকুম পেয়ে অমনি খুশী মত রুষ-দেশে যাওয়া বা দেশের মধ্যে যথেচ্ছ ভ্রমণ করা চ'লবে না। বিদেশ থেকে যারা রুষ-দেশ দেখ্‌তে আস্‌বে, তাদের জন্য রুষ সরকার থেকে একটা বিশেষ দপ্তর খোলা হ'য়েছে, তার নাম হ'চ্ছে Intourist Office 'ইন্টুরিস্ট অফিস', এই দপ্তরের অধীন হ'য়ে আসতে হবে। লণ্ডনে, পারিসে, আর দু'চারটে বড়ো বড়ো শহরে, ইন্টুরিস্ট-এর লোক এসে আপিস খুলেছে, ইন্টুরিস্ট-এর তরফ থেকে রুষ-দেশ সম্বন্ধে নানা সচিত্র বিবরণী-পুস্তিকা বিতরিত হয়, এই-সব বইয়ে কি ভাবে রুষ-দেশ-ভ্রমণ ক'র্‌তে পারা যাবে তার সব খবর আছে—কোন্ কোন্ পথ দিয়ে রুষ-দেশের কি কি দ্রষ্টব্য দেখ্‌তে পাবে, তা বিশদ ক'রে লিখে দেওয়া আছে। খরচ অনুসারে, তিন শ্রেণীতে ভ্রমণ কর্‌বার ব্যবস্থা ক'রেছে—প্রথম শ্রেণী, তাতে দিন তিন পাউণ্ড ক'রে খরচ; দ্বিতীয় শ্রেণী, দিন দু পাউণ্ড; আর তৃতীয় শ্রেণী, দিন এক পাউণ্ড। এই খরচের মধ্যে, যারা রুষ-দেশে প্রবেশের অনুমতি পাবে, তারা পূর্ব থেকেই ঠিক-ক'রে-নেওয়া পথ ধ'রে, রুষ-দেশের মধ্যে প্রথম, দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর রেল আর

স্টীমারে ভ্রমণ ক'রতে পাবে, যে কয়দিন রুষ-দেশে থাক্‌বে চার বেলা বা তিন বেলা খাবার পাবে, শ্রেষ্ঠ বা ভালো বা মাঝারী হোটেলে থাক্‌তে পাবে, আর প্রতিদিন সকালে চার ঘণ্টা মোটর-কারে বা মোটর-বাসে ক'রে যে শহরে যাবে সেই শহর ঘুরে দেখ্‌তে পাবে, সোভিয়েট সরকারের যে-সব প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান দেখাতে আপত্তি নেই সেই-সব প্রতিষ্ঠান বা অনুষ্ঠান দেখে আস্‌তে পার্‌বে। সঙ্গে সোভিয়েট সরকারের নিযুক্ত গাইড বা প্রদর্শক থাক্‌বে, যা দেখাবার সেই দেখাবে—তাদের নির্দিষ্ট পথ বা স্থান ছাড়া অন্যত্র যাওয়া মানা। তবে প্রত্যেক দিন, বিকাল বেলা আর সন্ধ্যা বেলা, ইচ্ছামত শহরের মধ্যে ঘোরা-ফেরা করা চ'ল্‌বে। পথে যান-বাহনের খরচ, থাক্‌বার খরচ, সব এই ভাবে রেট-বাঁধা, আর এগুলি আগাম নিয়ে নেয়। আমাদেরও অগত্যা এই ইন্‌টুরিস্ট আপিসেই আস্‌তে হ'ল। প্রথমটায় ভুল ক'রে আমরা পারিসের রুষ কন্‌সলের আপিসে গিয়ে খানিক সময় নষ্ট ক'রে এলুম—সেখানে খানিকক্ষণ মিথ্যা অপেক্ষা করবার পরে, একজন রুষ কর্মচারী আমাদের ভুল বুঝিয়ে' দিলে, অপেরার কাছে ইন্‌টুরিস্ট্ আপিসের ঠিকানা লিখে দিলে। কতকগুলি রুষ লোক এই রুষ কন্‌সলের আপিসে এসেছে, তাদের স্বদেশে ফের্‌বার সম্পর্কে কি সব ফর্ম ভরতী ক'রতে হবে সেই ব্যাপারের তদ্বির ক'র্‌তে। একটী আরমানী যুবককে দেখ্‌লুম, সেও সোভিয়েট-এর অধীন আরমানীদের গণরাষ্ট্রে যাবে। একটী ঈরানী যুবক খুব ভড়বড়ে' ফরাসীতে কন্‌সলের আপিসের এক কেরানীর সঙ্গে তকরার ক'রছে—সে স্বদেশ ঈরানে ফির্‌বে রুষ-দেশ হ'য়ে—ইউরোপ যাবার আর ইউরোপ থেকে স্বদেশে ফেরবার জন্য তার পক্ষে সব-চেয়ে সোজা পথ—এই পথ দিয়ে সে এসেছে, কিন্তু কন্‌সলের আপিস থেকে তার পাসপোর্টের উপরে অনুমতির ছাপ মার্‌তে দেরী ক'র্‌ছে, এই জন্য তার তকরার।

যাক্, আমরা তো ইন্‌টুরিস্ট্ আপিসে গেলুম। সেখানকার কর্মচারী, একটী রুষ যুবক, খুব ভদ্রভাবে আমাদের স্বাগত ক'র্‌লে। মেজর প্রভাত বর্মন আর আমি, আমরা দুজনে যাবো—আমাদের চারখানা ক'রে ফোটোগ্রাফ দিতে হবে—প্রত্যেককে দুখানা ক'রে ফর্ম ভরতী ক'র্‌তে হবে তাতে দুখানা ছবি থাক্‌বে, একখানা ছবি মস্কোতে পাঠানো হবে, আর একখানা পারিসে থাক্‌বে। ফর্ম রুষ-ভাষায় আর ফরাসীতে লেখা। অনেকগুলি ঘর আছে, তাতে যিনি রুষ-দেশে যেতে চান তাঁর নাড়ী-নক্ষত্র সমস্তর খবর দিতে হয়। রুষ-ভাষা জানা আছে কিনা, রুষ-দেশে আর কখনও যাওয়া হয়েছে কিনা, রুষ-দেশের কর্তারা আগে কখনও প্রত্যাখ্যান ক'রেছে কিনা, কি কি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে রুষ-দেশে যাবার

ইচ্ছা, ইত্যাদি সব বিষয়ে প্রশ্ন। রুষ-দেশের কোন্ কোন্ অঞ্চল আমরা দেখ্তে চাই, তার একটা মোটামুটী ছক ক'রে দিতে হবে। যে যে শহরে যেতে চাই, আর যে যে পথ ধ'রে যেতে চাই, একবার তা লিখে দেবার পরে আর ইচ্ছামত বদ্লাতে পারা যাবে না—সেই মস্কোতে গিয়ে, রুষ গভর্ণমেণ্টের হুকুম নিয়ে, তবে প্রোগ্রাম বদ্লানো যাবে। এ বিষয়ে আমি আগে থাক্তেই ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছিলুম. আমরা আঠারো দিনের মত প্রোগ্রাম ক'রে দিলুম—ফিন্লাণ্ড থেকে লেনিন্গ্রাদ, তারপরে মস্কো, গোর্কি বা নিয়্নি নভ্গরদ, সেখান থেকে ভল্গা নদী ধ'রে স্টীমারে খানিকটা পথ বেয়ে Kazan কাজান পর্য্যন্ত, তার পরে আবার মস্কো. সেখান থেকে উক্রানিয়ার প্রধান নগর প্রাচীন রুষের রাজধানী কিয়েভ, তারপরে পোলাণ্ডের পথ দিয়ে ফেরা। তৃতীয় শ্রেণীতে যাবো—আঠারো দিনে আঠারো পাউণ্ড লাগ্বার কথা—তখন পারিসে ১৭৮ ফ্রাঙ্কে এক পাউণ্ড, ১৮ × ১৭৮ ফ্রাঙ্ক আমাদের লাগ্বে; কিন্তু ইন্টুরিস্ট্-এর রুষ কেরানীটী ব'ল্লে যে আমরা পারিস থেকে টিকিট ক'র্‌ছি ব'লে আমাদের ফরাসীদের মত ফ্রাঙ্কের হিসাবেই টিকিট দেবে, ১৩০ ফ্রাঙ্ক ক'রে প্রতিদিন, তৃতীয় শ্রেণীতে,—তাতে প্রতি পাউণ্ডে আমাদের ৪০।৪৫ ফ্রাঙ্ক ক'রে সাশ্রয় হবে। এই-সব খবর নিয়ে, আমরা প্রথমে Printemps 'প্র্যাঁতাঁ' বা 'বসন্তকাল' ব'লে এক বিরাট ফরাসী 'ডিপার্টমেণ্ট্ স্টোর্‌স'-এ (অর্থাৎ আমাদের ক'লকাতার হোয়াইটাওয়ে-লেড্‌ল কোম্পানি বা কমলালয়ের অথবা অছেল-মোল্লার দোকানের মত সব-জিনিসের-দোকানে) গিয়ে ছবি তুলিয়ে' নিলুম—এক টাকায় আট খানা ছবির মতন। তারপরে ব্যাঙ্কে গিয়ে টাকা ভাঙিয়ে' আন্‌লুম। তার পর আবার ইন্টুরিস্ট আপিসে এসে, ফর্ম ভ'রে দিলুম, টাকা আর ছবি দিলুম। টাকার বদলে আঠারো দিন ধ'রে আমাদের রুষ-দেশে ভ্রমণের আর অবস্থানের জন্য এক গাদা টিকিট দিলে—তার পরের দিন ঐ আপিসে গিয়ে এই টিকিট নিয়ে আস্তে হ'ল—ফিন্লাণ্ডের সীমান্ত থেকে লেনিন্গ্রাদ পর্য্যন্ত রেল-টিকিট; যে যে জায়গায় যাবো, তার রেল আর স্টীমার-টিকিট; সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা—তিন বেলা খাওয়ার টিকিট, হোটেলে থাকার টিকিট। আমাদের ব'ল্লে, একমাস পরে আমাদের দরখাস্তের উত্তর আস্বে, রুষ-দেশে আমাদের ঢুক্তে দেওয়া হবে কি না, এক মাসের আগে মস্কো থেকে উত্তর আসা সম্ভবপর নয়। কি করা যায়—আমরা ব'ল্লুম, এক মাস পরে অর্থাৎ আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি, আমরা ফিন্লাণ্ডের রাজধানী হেল্‌সিংকি বা হেল্‌সিঙ্ফর্স-এ থাক্‌বো, সেখানকার রুষ প্রতিনিধির আপিসে যেন আমাদের জবাবটা পাঠিয়ে' দেওয়া হয়। এরা পারিস

থেকে সেই ব্যবস্থা ক'রবে ব'ল্লে। যদি রুষ সরকার অনুমতি না দেয়—অনুমতি না দিলে, কোনও কারণ নির্দেশ ক'রবে না। যা হ'ক্, আমরা রুষ সরকারের অনুমোদন পাই নি; কেন পাই নি, সে সম্বন্ধে আমাদের অনুমান আর জল্পনা-কল্পনার কথা পরে ব'লবো। আর পারিসে ফিরে এসে টাকাটাও ঠিক-মত ফেরত পেয়েছিলুম। তবে এইটুকু ব'ল্‌বো, পারিসের ইন্টুরিস্ট আপিসের কেরানীরা খুব ভদ্র ব্যবহার ক'রেছিল। কোনও পেশাদার টুরিস্ট্-কোম্পানি বা যাত্রী-সেবক আপিস থেকেও এরকম ভদ্র ব্যবহার সব সময়ে পাওয়া যায় না। পরে পারিসে ফিরে এসে, এদের কাছ থেকে সোভিয়েট সরকারের প্রকাশিত কিছু বই-টই—propaganda literature বা 'প্রচার-সাহিত্য'—সংগ্রহ ক'রতে পেরেছিলুম, ফরাসীতে আর ইংরিজিতে॥

পারিস—মিউজিয়ম ও প্রদর্শনী

ফরাসী সাম্রাজ্যের অধীনস্থ বিভিন্ন জাতির জীবন আর সংস্কৃতি নিয়ে পারিসে একটা নোতুন সংগ্রহশালা খোলা হ'য়েছে, Musée des Colonies অর্থাৎ ফরাসীদের অধিকৃত দেশ সমূহের মিউজিয়ম্; এবার পারিসে এসে সেটা দেখে নিলুম। ১৯৩০-৩১ সালে পারিসে এক বিরাট আন্তর্জাতিক প্রদর্শনী হ'য়েছিল, সেখানে বিশেষ ক'রে ফরাসীদের অধীনস্থ দেশগুলি থেকে দ্রব্য-সম্ভার এনে দেখানো হয়—উত্তর-আফ্রিকার আরব আর বের্বের সভ্যতা, সাহারার জীবনযাত্রা-পদ্ধতি, পশ্চিম-আফ্রিকার আর মধ্য-আফ্রিকার আদিম জাতির মানুষদের জীবন, মাদাগাস্কারের লোকেদের শিল্প, এশিয়ায় পণ্ডিচেরী আর ইন্দো-চীনের—কম্বোজ আনাম টংকিঙ-এর—সভ্যতা—এ-সমস্তর পরিচয়, ইউরোপের জনগণ-সমক্ষে ধরা হয়। কম্বোজের আঙ্কর-থোম্-এর বিরাট মন্দিরের এক অনুকৃতি গ'ড়ে তোলা হয়; তেমনি টংকিঙ-এর চীনা ধাঁজের তৈরী প্রাসাদ, পশ্চিম-আফ্রিকার লাল মাটিতে তৈরী মস্‌জিদের আকারে গড়া প্রাসাদ, আফ্রিকার বিভিন্ন অঞ্চলের আদিম জাতিদের সরদারদের চালা বাড়ীর নকলে তৈরী বাড়ী, এই-সব প্রদর্শনী-ক্ষেত্রে দেখানো হয়। বিভিন্ন দেশ থেকে স্থানীয় অধিবাসীদের আনিয়ে' বসানো হয়; দর্শকেরা এই প্রদর্শনী-ক্ষেত্রেই এক-সঙ্গে আফ্রিকার নিগ্রো-অধ্যুষিত গ্রাম, উত্তর-আফ্রিকার আরব বাজার, কম্বোজের রাজ-নর্তকীদের নাচ, মাদাগাস্কারের অভিনয়, সব দেখ্‌তে পায়। প্রদর্শনীর জন্য আনীত এই-সব নানা দেশের শিল্প-দ্রব্য আর জীবন-যাত্রার পরিচায়ক দ্রব্য-সম্ভারকে চিরকালের জন্য পারিস-শহরে রেখে দেবার উদ্দেশ্যে, একটি Colonial Museum—ফরাসী সাম্রাজ্যের সংগ্রহ-শালা—তৈরী করা হয়। পারিসের বাইরে পশ্চিমে Porte dorée বা 'সোনার তোরণ' নামক অঞ্চলে, এই মিউজিয়মটী বিদ্যমান। মিউজিয়মে যেতে, বড়ো রাস্তার মাঝখানে ছোটো একটু বাগানের মতন জায়গায়, দেবী ফ্রান্স-মাতার এক অতি সুন্দর ব্রঞ্জে-ঢালা মূর্তি দেখ্‌লুম—গ্রীক দেবী আথেনার পরিকল্পনা অনুসরণ করে তৈরী, এক হাতে ভল্ল আর অন্য হাতে শান্তিদেবীর ক্ষুদ্র মূর্তি, মূর্তিটীর নাম দেওয়া হয়েছে La France de la Paix বা শান্তিময়ী ফ্রান্সদেবী। আগে

এটী মিউজিয়মের সাম্‌নে ছিল, এখন সরিয়ে' এনে রাস্তায় রেখেছে। অতি মহদ্ভাবব্যঞ্জক শিল্প-রচনা এটী।

মিউজিয়মের বাড়ীটী আধুনিক রীতিতে তৈরী—সোজা চৌকো আকারের নিরাভরণ স্তম্ভশ্রেণী; উঁচু পোতার উপরে প্রতিষ্ঠিত বাড়ীটীর চারিদিকে বারান্দা, আর বাইরের দেওয়ালে তিন দিকে অতি সুন্দর ভাস্কর্য্যে—bas-relief বা অনুচ্চ খোদিত চিত্রে—ফরাসী জাতির সমুদ্র-অভিযানের দৃশ্য অঙ্কিত, আর উত্তর-আফ্রিকা অর্থাৎ আরব ও বের্বের জাতির দ্বারা অধ্যুষিত আফ্রিকা, নিগ্রো-আফ্রিকা, ইন্দোচীন, পলিনেসিয়া প্রভৃতি যে যে দেশে ফরাসীদের অধিকার সেই-সব দেশের অধিবাসীদের জীবন-যাত্রার চিত্র; কোথাও চাষ হ'চ্ছে, নানান্ রকমের ফল আর ফসলের চাষ হ'চ্ছে; সে দেশে যেমন দস্তুর, মেয়েরা পুরুষদের সঙ্গে চাষের কাজে যোগ দিয়েছে; শিকারেব দৃশ্য; পশু-পালনের দৃশ্য। সমস্ত দেয়াল জুড়ে, এলোমেলো-ভাবে চিত্রের পর চিত্র—একেবারে চিত্রাবণ্য ব'ল্‌লে হয়। নানা রকম গাছ-পালা আর জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে মিশে, বিভিন্ন প্রকারের জাতির মানব-মানবীর চিত্র শোভা পাচ্ছে। Janniot ঝানিও ব'লে একজন ভাস্কর তাঁর সার্থক কল্পনা আর প্রকাশ-শক্তি দেখিয়েছেন এই-সব খোদিত চিত্রে; নানা দেশে, খোলা আকাশের তলায়, প্রকৃতির মধ্যে গাছপালা পশুপক্ষীর আবেষ্টনীতে শ্রমী জীবনের এক অপূর্ব মহাকাব্য রচিত হ'য়েছে এই ভাস্কর্য্যে। এই চিত্রগুলি অনেকক্ষণ ধ'রে ঘুরে ফিরে দেখ্‌লুম।

আদিম জাতির কৃতিত্ব, তাদের সভ্যতা ধর্ম রীতিনীতি মানসিক অবস্থান আর প্রগতি, এই-সবের প্রতি আমার মনে আমি বরাবরই একটা টান অনুভব করি। আফ্রিকা, আমেরিকা, ওশেনিয়ার আদিম জাতিদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আলোচনা ক'রে আমি একটা আনন্দ পাই। এই আনন্দের মূলে আছে বা ছিল—অর্ধ সভ্য বা অসভ্য জাতি সম্বন্ধে একটা রোমান্স-এর ভাব; কিন্তু একটা বিশ্বমানবিকতার—এক অখণ্ড মানবজাতির সহিত সহানুভূতির ভাবও আমাকে সুসভ্য অর্ধসভ্য অসভ্য, সব জাতির মানুষের সম্বন্ধে মনে একটা আত্মীয়তা-বোধ আনে। বিশেষতঃ যেখানে মানুষ তার পারিপার্শ্বিককে জয় ক'রে নিজের প্রকাশের চেষ্টা ক'র্‌ছে, সেইরূপ অবস্থার আদিম, বন্য, অথবা পেছিয়ে-র'য়েছে এমন মানুষদের সম্বন্ধে।

কলোনিয়াল মিউজিয়মটীতে কতকগুলি জিনিস প্রথম দেখ্‌লুম। মাদাগাস্কারের লোকেদের শিল্প-কৌশল যে এতটা প্রৌঢ়, এতটা শক্তিশালী, তার পরিচয় আগে আমার ছিল না। মাদাগাস্কারে আফ্রিকার নিগ্রো উপাদান কিছু পরিমাণে আছে,

কিন্তু মাদাগাস্কারের জাতির সভ্যতার মূল সুরটী এনে দিয়েছে ঐ দেশের মালাগাসি জাতি। এরা মালাই শ্রেণীর লোক; যবদ্বীপ, সুমাত্রা, মালয়দেশ প্রভৃতি স্থান থেকে এদের পূর্ব-পুরুষেরা আসে, ঐ-সব স্থানে হিন্দু সভ্যতা যাবার পরে আর মুসলমান ধর্ম প্রসার লাভ করবার আগে। মালাগাসিরা এখন ফরাসীদের অধীনে এসে অনেকাংশে খ্রীষ্টান হয়েছে, আধুনিক ইউরোপের ধরণ-ধারণ কিছু-কিছু নিয়েছে, কিন্তু এদের মধ্যে প্রাচীন রীতি-নীতি ধর্ম প্রভৃতি বিলুপ্ত হয়নি। ফরাসীদের সংস্পর্শে এসে, এদের মধ্যে শিল্প-বিষয়ে যে শক্তি সুপ্ত ছিল তা উদ্বুদ্ধ হ'য়েছে; ফরাসীদের দৃষ্টান্তে আর শিক্ষায় এবা নানাবিধ শিল্প-কার্য্যে যে আশ্চর্য্য দক্ষতা দেখিয়েছে তার নমুনা এই মিউজিয়মে দেখলুম। মাটির মূর্তি, কাঠের খোদাই কাজ, মূর্তি, আর নানাবিধ চিত্র, কাপড়-বোনা, সূচী-শিল্প প্রভৃতিতে এরা অদ্ভুত কৃতিত্ব অর্জন ক'রেছে। আফ্রিকার নিগ্রোদের শিল্পের সংগ্রহও এই মিউজিয়মে খুব লক্ষণীয়। পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের শিল্পের কতকগুলি দুষ্প্রাপ্য বা অপ্রাপ্য প্রাচীন জিনিস এখানে দেখলুম। কতকগুলি নিগ্রো জাতির মধ্যে—পশ্চিম-আফ্রিকায়, আর মধ্য-আফ্রিকার কঙ্গো দেশে—বেশ একটা লক্ষণীয় শিল্পের অস্তিত্ব আজকাল দেখা যায়। কাঠে-খোদাই মুখসে, মূর্তিতে; পোড়া-মাটির মূর্তিতে; হাতীর-দাঁতে-কাটা মূর্তিতে; ব্রঞ্জ, পিতল, সোনা প্রভৃতি ধাতুতে ঢালা তৈজস-পত্রে, পট্ট বা ফলক-চিত্রে আর মূর্তিতে—এই শিল্পের সুন্দর সুন্দর নিদর্শন রক্ষিত হ'য়ে আছে। কিন্তু এই-সব নিদর্শন সাধারণতঃ খুব বেশী প্রাচীন নয়—এখন থেকে ৩,৪ পুরুষের উপরের সময়ে প্রায় পৌছোয় না। এতে ক'রে, আফ্রিকার শিল্পের ইতিহাস—এই শিল্পের উত্থান আর পতনের খবর—ঠিক মত পাওয়া যায় না। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, উত্তর-আফ্রিকার পাহাড়ে' অঞ্চলে, বড়ো বড়ো প্রস্তর-খণ্ডের গা আঁচড়ে আঁচড়ে শক্তিশালী ভঙ্গীতে যে-সব জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি আঁকা হ'য়েছিল, সেগুলি; আর দক্ষিণ-আফ্রিকার গুহার দেওয়ালে রঙ দিয়ে যে-সব শিকারের দৃশ্য বা মানুষের জীবন-যাত্রার ছবি আঁকা হ'য়েছিল, সেগুলি; এই দুই প্রকারের প্রাগৈতিহাসিক চিত্র একদিকে; আর একদিকে, গত চার-পাঁচ শ' বছরের মধ্যে তৈরী কতকগুলি নিগ্রো মূর্তি, মুখস, তৈজস-পত্র;—এই দুইয়ের মাঝে, আফ্রিকার নিগ্রো জাতিদের শিল্পময় প্রকাশের আর কোনও নিদর্শন সাধারণতঃ মেলে না। এক Nigeria নিগেরিয়া (বা নাইগিরিয়া) দেশের য়োরুবা জাতির শিল্পের কাজ পাওয়া গিয়েছে, Benin বেনিন-নগরে আর Ife ইফে-নগরে—তাও আবার বেশীর ভাগ এদের এখনকার হাতের কাজ হিসেবে—বেনিনের ব্রঞ্জের মূর্তি, আর ফলক, হাতীর-দাঁতের আর কাঠের খোদাই কাজ, আর পোড়ামাটির কতকগুলি নৃমুণ্ড। এ ছাড়া, খাস

নিগ্রোদের শিল্পের পুরাতন জিনিস, তেমন লক্ষণীয় কিছু পাওয়া যায় নি। এবার পারিসের কলোনিয়াল মিউজিয়মে দেখলুম, পশ্চিম-আফ্রিকার Cote d' Ivoire বা Ivory Coast অর্থাৎ 'গজদন্ত-উপকূল' নামক দেশে Kirindjaro 'কিরিঞ্জারো' অঞ্চলে Aka Simadu 'আকা-সিমাদু' নামে এক প্রাচীন যুগের রাজার গোরস্থান খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে, কতকগুলি ছোটো ছোটো কালো রঙের পোড়া-মাটিতে তৈরী মানুষের মাথা—মেয়ে আর পুরুষ দুইয়ের ;—মুখে cicatrice বা চামড়া কেটে উঁচু ক'রে তোলা উল্‌কির দাগ, যে রকমের উল্‌কি পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের একটা খুব লক্ষণীয় রীতি। এই মাটিতে-তৈরী মাথাগুলি শিল্প-হিসাবে খুবই লক্ষণীয় ; খ্রীষ্টীয় ষোলোর শতকের তৈরী ব'লে বিশেষজ্ঞদের মত। আর তা ছাড়া Guinea গিনি প্রদেশে Kurienko 'কুরিএঙ্কো' অঞ্চলে পাওয়া কতকগুলি পাথরের ছোটো নৃমূর্তি ; এগুলি প্রাচীন, আর নিগ্রোদের শিল্পে পাথরের মূর্তির রেওয়াজ খুব কম ব'লে, শিল্প আর শিল্পের উপাদান এই দুইয়ের দিক্ থেকে এগুলি আফ্রিকার শিল্পেতিহাসে অতি মূল্যবান্ বস্তু। মিউজিয়মে অন্য লক্ষণীয় জিনিসের মধ্যে দেখা গেল, উত্তর-আফ্রিকার Kabyle কাবিল-জাতির মৃৎশিল্প—এদের রঙ্-করা নানা রকমের অদ্ভুত আকারের ঘট কলসী ভৃঙ্গার পাত্র প্রভৃতি। নীল, হ'লদে, সাদা, মেটে লাল প্রভৃতি রঙে বেশ জোরালো ভঙ্গীতে নক্‌শা করা, পোড়া-মাটির পাত্রে রঙের সঙ্গে একটু glaze বা চেক্‌নাই করা হ'য়েছে, জিনিসগুলি খুব primitive অর্থাৎ আদিম-যুগের এবং শক্তি-ব্যঞ্জক।

এই মিউজিয়মে তা ছাড়া অন্য নানা জিনিস আছে, কিন্তু Janniot ঝানিও-র ভাস্কর্য্য, মালাগাসি শিল্প, পশ্চিম-আফ্রিকার প্রাচীন মূর্তিগুলি, আর উত্তর-আফ্রিকার Ceramics অর্থাৎ চিত্রিত মৃৎপাত্র—এইগুলিই এবার নোতুন লাগ্‌ল, ভালো লাগ্‌ল। আধুনিক ফরাসী চিত্রকর আর ভাস্করেরা আফ্রিকা আর এশিয়ার বিভিন্ন জাতির শিল্প-রীতি থেকে অনুপ্রাণনা পেয়ে নোতুন-নোতুন চিত্র আর ভাস্কর্য্যের রচনা ক'রেছে—সেগুলি দেখতে বেশ ; আমাদের শিল্প-চেতনা যে ক্রমে আন্তর্জাতিক হ'য়ে দাঁড়াচ্ছে, তার চমৎকার উদাহরণ হিসাবেও সেগুলির মূল্য আছে। ফরাসী জাতি কি ভাবে ক্রমে-ক্রমে তাদের বিশাল সাম্রাজ্য গ'ড়ে তুলেছে, নানা ছবি চিঠি-পত্র মানচিত্র প্রভৃতির সাহায্যে তার একটা ইতিহাস প্রদর্শন করা হ'য়েছে—আমার মনে সে বিষয়ে আকর্ষণ কম।

পারিসে Bibliotheque Nationale 'বিব্লিওতেক নাসিওনাল' অর্থাৎ ফরাসী-জাতির জাতীয় গ্রন্থাগারে একটী বিশেষ প্রদর্শনী হ'চ্ছিল, ঈরান বা পারস্যের প্রাচীন সাসানী যুগের শিল্প-বস্তু নিয়ে, আর ইরাকে প্রাপ্ত কতকগুলি প্রাচীন

হাতে লেখা সচিত্র আরবী পুঁথিতে নিবদ্ধ ছবি নিয়ে। 'মুসলমান শিল্প' ব'ললে আমরা ঠিক একটী-মাত্র জাতির জিনিস বুঝি না; স্পেন, মরক্কো, আলজিয়র্স, ত্রিপোলি—এই কয় দেশ নিয়ে মুসলমানজগতের 'মগরেবী' অর্থাৎ পশ্চিমী শিল্প; মিসর, পালেস্তীন, সিরিয়া, কতকাংশে আরব-উপদ্বীপ, এই দেশ-কয়টী নিয়ে মিসর-সিরিয়া বা মুখ্য আরব পদ্ধতির শিল্প, যার প্রধান অনুপ্রাণনা হ'চ্ছে সাসানীয় ঈরানের আর বিজান্তীয় গ্রীসের শিল্প; তুর্কীদের দেশে, তুর্ক-ইস্লামী শিল্প, যেখানে বিজান্তীয় শিল্পের উপরে পারস্যের খুব গভীর ছাপ প'ড়েছে; আর ইরাক, ঈরান, আর মধ্য-এশিয়ার ইস্লামী শিল্প—যার প্রতিষ্ঠা হ'চ্ছে পারস্যের শিল্পে। ভারতবর্ষে যে ইস্লামী শিল্প রূপ প্রকাশ ক'রেছে, সেই শিল্পের প্রতিষ্ঠা-ভূমি হ'চ্ছে ভারতের নিজস্ব হিন্দু শিল্প, কিন্তু তার উপরে কার্য্য ক'রেছে, বিশেষ-ভাবে পারস্যের প্রভাব। মুসলমান-জগতের শিল্পের ইতিহাস পর্য্যালোচনা ক'রতে গেলে দেখা যায়, আরবদের দ্বারা পারস্য-বিজয়ের পূর্বে অ-মুসলমান পারস্যে যে শিল্পের ধারা প্রচলিত ছিল, সেইটাই আরব-বিজয়ের পরে ধীরে ধীরে ইস্লামীয় শিল্পে পরিণত হ'ল। বিজান্তীয় প্রভাবে, ইরাকে যে চিত্র-বিদ্যা মুখ্যতঃ হাতে-লেখা পুঁথির অলঙ্করণকে অবলম্বন ক'রে বিদ্যমান ছিল, খ্রীষ্টীয় তেরো শতকের কতকগুলি আরবী পুঁথিতে যার প্রাচীনতম নিদর্শন আমরা পাই, সেই চিত্র-বিদ্যা, পরে পারস্যের প্রভাবে প'ড়ে, 'মুসলমান' চিত্র-বিদ্যায় রূপান্তরিত হ'ল। পারস্যের তাতার বা মোঙ্গোল জাতীয় রাজাদের মারফৎ চীনের শিল্প পারস্যের চিত্র-বিদ্যার উপর বেশ প্রভাব বিস্তার ক'রেছিল। বিজান্তীয়, ঈরানীয়, চীন—তিনের মিলনে, পারস্যের শিল্পীদের হাতে প্রাচ্য-খণ্ডে মুসলমান চিত্র-রীতি গঠিত হ'ল। এই-সবের ইতিহাস আলোচনা কর্‌বার পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী মাল-মশলা কিছু-কিছু পারিসে রক্ষিত আছে। পারিসের কতকগুলি শিল্প-রসিক ইতিহাসানুসন্ধিৎসু পণ্ডিতের চেষ্টায়, আর ঈরান আর ইরাকের রাজদূতদ্বয় আর ফ্রান্সের শিক্ষাসচিব, এঁদের পৃষ্ঠপোষকতায়, ঈরানের শিল্প বিষয়ে —'প্রাচীন ঈরান; বগ্‌দাদ' এই নাম দিয়ে একটী প্রদর্শনী, জাতীয় গ্রন্থাগারে কয় মাসের জন্য খোলা হয়। এই প্রদর্শনীও আমি দেখে আসি, আর বিপুল আনন্দ আর শিক্ষা লাভ করি। সাসানী যুগের পারস্যের শিল্প, জগতের শিল্প ইতিহাসে একটী মৌলিক বস্তু হ'য়ে বিদ্যমান। স্থাপত্য, ভাস্কর্য্য, মৃৎশিল্প, বয়নশিল্প, ধাতুশিল্প, সবেতেই অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখায় এই সাসানী যুগের পারসীকেরা। পারিসের প্রদর্শনীতে এই-সব জিনিসের নিদর্শন ছিল। ইস্লামী যুগের চিত্র-প্রদর্শনীতে, খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতকের আরবী হাতে-লেখা বইয়ের পাতায় আঁকা যে ছবিগুলি প্রদর্শিত হ'য়েছিল সেই ছবিগুলি ছিল এই প্রদর্শনীর প্রধান আকর্ষণ। আরবী

ভাষার একখানি বিখ্যাত বই হ'চ্ছে হরীরী-রচিত 'অল্-মকামাৎ', অর্থাৎ 'মিত্র-সভা'। খ্রীষ্টীয় বারোর শতকের গোড়ায় রচিত এই বইয়ের তিনখানি সচিত্র পুঁথি, খ্রীষ্টীয় তেরোর শতকের প্রথম পাদের মধ্যে লেখা, 'বিব্লিতেক নাসিওনাল'-এর অন্যতম মূল্যবান্ সম্পদ্। তিনখানি পুঁথিতে দু-শ'খানির উপর ছবি আছে। এই ছবিগুলি থেকে, ঐ যুগের ইরাকের আরবী-ভাষী মুসলমান্ জাতির দৈনন্দিন জীবনের যে খবর পাওয়া যায়, তা অন্যত্র অলভ্য। পুঁথি তিনখানি কেবল এই ছবি-গুলির জন্য, মানব সভ্যতার একটী বিশেষ দেশ এবং কালের অক্ষয় চিত্র-ভাণ্ডার হ'য়ে র'য়েছে—প্রাচীন হিন্দু জগতে অজণ্টার ভিত্তি-চিত্রের যে স্থান, মধ্যযুগের আরব-ইস্লামের জগতে এই তিনখানি পুঁথির সেই স্থান ব'ল্লেও অত্যুক্তি হয় না। এ ছাড়া, ভারতের 'পঞ্চতন্ত্র'-গ্রন্থের আরবী অনুবাদের দু'খানি সচিত্র পুঁথি আছে, তার একখানি খ্রীষ্টীয় তেরোর শতকে লেখা, অন্যখানি চোদ্দর শতকে। 'পঞ্চতন্ত্র' সংস্কৃত থেকে সাসানী যুগে পারসীক-ভাষায় (তখনকার দিনের পারসীক-ভাষাকে 'পহ্লবী' বলা হয়) সম্রাট খুস্রৎ অনোশক্-রব্যান্ বা নোশেরওয়ান-এর আমলে (খ্রীষ্টীয় ৫৩১-৫৭৯-এর মধ্যে) অনূদিত হয়; পারস্য অনুবাদের মতে, পঞ্চতন্ত্রের লেখকের নাম 'বিদ্‌পই' অর্থাৎ 'বিদ্যাপতি'। করটক আর দমনক—এই দুই ষাঁড়ের কথা পঞ্চতন্ত্রে আছে; সেই থেকে পহ্লবীতে পঞ্চতন্ত্র বইয়ের নাম-করণ হয়, 'করটক ও দমনকের কথা'—'করটক-দমনক' পহ্লবী-ভাষায় রূপান্তরিত হয় প্রথমটায় 'কললক-দমনক' রূপে, আর পরে এর পরিবর্তন হয় 'কলিলহ্-দিমনহ্' রূপে। পারস্য-ভাষা থেকে সিরীয় ভাষায়, আর তার পরে তা থেকে আরবীতে অনূদিত হ'য়ে 'কিতাব কলীলহ্ ওঅ দিমন্নহ্' নামে আমাদের পঞ্চতন্ত্র আরবী সাহিত্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়ে যায়। আরবী থেকে লাতীন প্রভৃতি ইউরোপীয় ভাষায় অনূদিত হ'য়ে 'বিদ্‌পই-এর গল্প' নামে ভারতবর্ষের পঞ্চতন্ত্র ইউরোপের সাহিত্যেও সাদরে গৃহীত হয়। এই বইয়ের ছবিগুলিও বগ্দাদের বা ইরাকের আরব শিল্প-চিত্রের মূল্যবান নিদর্শন। সেইরূপ, গ্রীক লেখক Dioskorides দিওস্কোরীদেস্-এর চিকিৎসা-বিদ্যা বিষয়ে বইয়ের আরবী অনুবাদ 'খওআস্‌স্ অল্-অশ্জার' এর কতকগুলি সচিত্র পুঁথির ছবিও দেখানো হ'য়েছে। এই আরবী বইগুলির সাহায্যে, যে যুগে আরব-জাতির জীবনের মহাভারত-স্বরূপ বিরাট্ 'আরব্য রজনী' গ্রন্থ সংকলিত হ'চ্ছিল, যে যুগে আরব জাতি তার প্রাণশক্তি হারায় নি, যে যুগে বাইরের জ্ঞান বিজ্ঞান শিল্প দর্শন প্রভৃতির দ্বারা আরব মন পুষ্টি লাভ ক'রেছিল, চিত্রের সাহায্যে সেই যুগের জীবন-যাত্রার বাহ্য প্রকাশের কিঞ্চিৎ ধারণা করা গেল। পারিসে ছাত্রাবস্থায় এই-সব বইয়ের মূল্য না জানায়, ১৯২১-২২ সালে বিব্লিওতেক নাসিওনালে

গতায়াত থাক্‌লেও, তখন দেখবার চেষ্টা করি নি। পরে ইস্‌লামী শিল্পের সম্বন্ধে কতকগুলি বই প'ড়ে আর এই-সব পুঁথির ছবির অনুলিপি দেখে, এগুলির সম্বন্ধে সচেতন হই, ছবিগুলি এবারে দেখে নয়ন মন সার্থক করি।

আরব যুগের এই-সব চিত্র ছাড়া, পরবর্তী কালে পারস্যের শিল্পেতিহাসের বিভিন্ন যুগের ছবিও এই প্রদর্শনীতে দেখানো হয়। ১২৫৮ সালে মোঙ্গোল আক্রমণ-কারী হুলাগু খাঁনের হাতে আরব সভ্যতার কেন্দ্র বগ্‌দাদ-নগর বিজিত আর বিধ্বস্ত হ'ল, অব্বাস-বংশীয় শেষ খলীফা মুস্তাসিম বিল্লাহ্‌ নিহত হ'লেন, আরবদের পূর্ব গৌরব চিরতরে অস্তমিত হ'ল, তারপরে ফারসী, তুর্কী আর অন্য মুসলমান জাতির প্রভাব বাড়্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে আরবদের মধ্য থেকে চিত্র-বিদ্যা এক রকম অন্তর্হিত হ'ল। প্রাচীন যুগের আরব চিত্র-শিল্পের একমাত্র নিদর্শন হিসাবে, ত্রয়োদশ শতকের এই সচিত্র আরবী পুঁথি ক'খানি অমূল্য বস্তু।

শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাসের অনুরোধ মত, এবারে 'বিব্লিওতেক নাসিওনাল'-এ ভারতীয় পুঁথি সংগ্রহের মধ্যে রক্ষিত ভারত-চন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের এক প্রাচীন পুঁথি দেখ্‌লুম। ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে লেখা—সম্ভবতঃ এই পুঁথি ভারতচন্দ্রের সব চেয়ে প্রাচীন পুঁথি। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের একটা ভালো সংস্করণ শ্রীব্রজেন্দ্র-বাবু আর সজনী-বাবু বা'র করবার আয়োজন ক'রছেন। সেই উদ্দেশ্যে এই পুঁথির ফোটোগ্রাফ নেওয়া হবে। আমি এই পুঁথি সম্বন্ধে 'বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকা'তে আমার মন্তব্য প্রকাশ ক'রেছি।

পারিসের প্রধান সংগ্রহশালা Louvre লুভ্‌র্‌-এর মিজিয়ম একবার ঘুরে আসা গেল। এখানে ছাত্র-হিসাবে অবস্থান ক'রছেন এমন কতকগুলি বাঙ্গালী যুবকের সঙ্গে আমাদের দেখা হ'ল—আমরা একদিন সন্ধ্যায় দল বেঁধে কার্তিয়ে লাতাঁ্যার এক চীনা রেঁস্তোরায় গিয়ে আহার ক'রে এলুম। ভোজ্য বস্তুর মধ্যে, চীনা রীতিতে রান্না তরকারী ছিল, ভাত ছিল, আর ছিল এক বিরাট মাছ, আস্ত মাছটা রেঁধেছে, একটা বড় পাত্রে ক'রে মাছটা দিয়ে গেল, আমরা তাই থেকে চীনা খাবারের-কাঠি দিয়ে ভেঙে ভেঙে নিলুম।

আমাদের এশিয়া-খণ্ডের রান্না বোধ হয় তিনটা মুখ্য শ্রেণীতে পড়ে—পারসীক, ভারতীয়, চীনা। জাপানের রান্না এখনও খাই নি, তাব কেমন ধারা তার তা জানি না; তবে তা চীনা রান্নারই বিকার বা অপচার হবে। কোনও বিদেশীর কাছে জাপানী খাবারের প্রশংসা শুনিনি। ভারতের হিন্দু দাল ভাজী নিরামিষ তরকারী প্রভৃতি, যা উত্তর-ভারতে আর দক্ষিণ-ভারতে পাওয়া যায়, সেটাই হচ্ছে খাঁটি ভারতীয় এবং নিখিল-ভারতীয় রান্না। এতে মশলা দেওয়া হয়। বাঙলার রান্না

মোটামুটি এই রান্নার পর্য্যায়েই পড়ে; তবে স'রষের তেল দিয়ে রান্না বাঙলার বৈশিষ্ট্য—অন্ধ্র দ্রবিড় কর্ণাটে যেমন তিলের তৈল দিয়ে রাঁধে, কেরলে যেমন নারকেল তেল দিয়ে। ভারতীয় রান্নায় ঘীয়ের একটা বড় স্থান আছে। পারস্যের রান্নাতেও ঘী আর মশলার ঘটা, তবে মাংস রান্নায় পারসীকেরা ভারতীয়দের চেয়ে অনেক এগিয়ে' গিয়েছে; আমার মনে হয়, ভারতবর্ষের চেয়ে পারস্যের কৃতিত্ব পাক-শাস্ত্রে অনেক বেশী। আধুনিক ভারতের, বিশেষতঃ উত্তর-ভারতের, রান্নায় পারস্যের প্রভাব যথেষ্ট পরিমাণে বিদ্যমান: আধুনিক উত্তর-ভারতের ভদ্র-সমাজের উপযোগী রান্নাকে, শুদ্ধ ভারতীয় না ব'লে, Perso-Indian বা মিশ্র পারসীক-ভারতীয় ব'লতে হয়। ঘী আর মশলার রেওয়াজ থাকায়, ভারতীয় আর পারসীক রান্নাকে এক গোত্রের বলা চলে। চীনা রান্না কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা প্রকৃতির। ঘীয়ের ব্যবহার চীনারা জানে না; আর আমাদের মত মশলা—হ'লুদ লঙ্কা গোল-মরিচ, জীরে ধ'নে তেজপাত, দারচিনি এলাচ লবঙ্গ, জাফরান, এসব ওরা ব্যবহার করে না। Soya 'সোয়া' ব'লে সীম-জাতীয় একপ্রকার দানার তেল ব্যবহার করে। পেঁয়াজ-কলি, বাঁশের-কোঁড়, বেঙের-ছাতা—এই সব চীনা রান্নায় তরকারী-স্বরূপ খুব বেশী ব্যবহৃত হয়। চীনা রান্নার তারিফ ফরাসী দেশেও ক'রতে পারা যায়—তার স্বাদ আমাদের পরিচিত ভারতীয় বা ইউরোপীয় রান্নার স্বাদ থেকে সম্পূর্ণ পৃথক্ হ'লেও, খুব ভালই লাগে। ফরাসী রান্নার সুখ্যাতি আর ক'রতে ব'সবো না—ইউরোপের তাবৎ জাতি সম্বন্ধে ব'লতে পারা যায় যে, ফরাসীরাই খাওয়া বিষয়ে তাদের ভদ্র আর সভ্য ক'রেছে, ভালো খেতে আর ভালো রাঁধতে শিখিয়েছে।

১৪ই, ১৫ই, ১৬ই—তিনটে দিন এই ভাবে পারিসে কাটিয়ে', ১৭ই জুলাই রবিবার আমরা পারিস থেকে Ghent গেণ্ট যাত্রা ক'রলুম। সকাল সাড়ে-নটার দিকে ট্রেন, বিকাল চারটেতে আমরা গেণ্ট-এ পৌঁছোলুম। মেজর বর্ধন আর আমি, আমরা দুজনে এলুম—হরিপদ-বাবু এতদিন আমাদের সাথী হ'য়েছিলেন, তিনি সোজা লণ্ডনে চ'লে গেলেন। ফ্রান্স আর বেলজিয়মের সীমান্তে ট্রেনে যথা-রীতি পাসপোর্ট দেখলে বেলজিয়মের পররাষ্ট্র বিভাগের কর্ম্মচারীরা, চুঙ্গীর লোকেরা দুই-একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রে ছেড়ে দিলে। আমাদের ব্রুসেলস্ হ'য়ে যেতে হ'ল।

১৮ই, ১৯শে, ২০শে, ২১শে, ২২শে—এই পাঁচদিন ধ'রে Third International Conference of Phonetic Sciences হবে। ব্রুসেলস্-এ এই আন্তর্জাতিক সাম্মলনের জন্য এই ট্রেনেই যাচ্ছেন এমন কতকগুলি প্রতিনিধির সঙ্গে

দেখা হ'ল। আমরা গেণ্ট-এর সেণ্ট-পিটর স্টেশনের সামনেই একটী হোটেলে ঘর ঠিক ক'রে নিলুম—এক ঘরে দুজনে থাকবো, ঘরের ভাড়া ৬০ বেলজিয়ান ফ্রাঙ্ক ক'রে; ১৪০-১৪২ বেলজিয়ান ফ্রাঙ্কে এক পাউণ্ড, সুতরাং ৫।৬ শিলিঙ, আমাদের ৩৷৪ টাকার মধ্যে। খাওয়া-দাওয়া হোটেলেই হ'ক্, কিংবা বাইরে—তার খরচ অবশ্য আলাদা। হোটেলের মালিকানী একজন প্রৌঢ়া মহিলা, আমাদের যত্ন ক'রেছিল খুব, ব্যবহারও বিশেষ ভদ্র ছিল। গেণ্ট বেলজিয়মের ফ্লেমিশ জাতির অন্যতম সাংস্কৃতিক কেন্দ্র; ফ্লেমিশ জাতির মধ্যে কটা দিন বেশ আমোদে কাটানো গেল—অনেক নোতুন জিনিস দেখা গেল, নূতন অভিজ্ঞতা অর্জন করা গেল॥

গেন্ট্—বেলজিয়ম্

১৭—২২ জুলাই

বেলজিয়মের গেণ্ট নগরের নাম, ইংরিজি ইতিহাসে আর ইংরিজি সাহিত্যে সুপরিচিত—ইংলাণ্ডের ইতিহাস পাঠ কালে আমরা রাজা তৃতীয় এড্ওয়ার্ডের অন্যতম পুত্র John of Gaunt গণ্ট বা গাণ্টের রাজকুমার জন-এর নামের সঙ্গে পরিচিত হই—গেণ্ট নগরে এঁর জন্ম হ'য়েছিল; আর ব্রাউনিঙ্-এর কবিতা How they brought the news from Ghent to Aix ইংরিজি সাহিত্যের সঙ্গে স্বল্প পরিচয়ও যার আছে সে জানে—লড়াইয়ের মধ্যে কি ক'রে তিনজন ঘোড়-সওয়ার গেণ্ট থেকে জরমানির এক্স নগর পর্য্যন্ত ঘোড়া ছুটিয়ে' খবর আন্‌বার চেষ্টা ক'রেছিল। Ghent—নামের এই বানান ইংরিজিতে এখন প্রচলিত; স্থানীয় ফ্লেমিশ ভাষায় এরা লেখে Gent উচ্চারণ করে 'খেণ্ট'; ফরাসীতে লেখে Gand, উচ্চারণ করে 'গাঁ'। ছুটো জা'ত নিয়ে বেলজিয়মের বেলজিয়ান জাতি—ফরাসী-ভাষী Walloon 'ভাল্লোন' বা 'ওয়ালুন্' জা'ত, আর ফ্লেমিশ-ভাষী Vlaamsche 'ফ্লাম্‌স্' বা Fleming 'ফ্লেমিঙ্' বা Flamand 'ফ্লামাঁ' জা'ত। ফ্লেমিঙ্‌রা ডচ্ বা ওলন্দাজদেরই শাখা—এদের ভাষা, ডচ-ভাষারই এক প্রাদেশিক রূপ; সমস্ত ফ্লেমিঙ্ লোকে ডচ প'ড়ে বা শুনে বুঝ্‌তে পারে, আর ডচেরাও ফ্লেমিশ বোঝে। ডচ্ আর ফ্লেমিঙ্‌দের মধ্যে কেবল ধর্মের পার্থক্য মাত্র দেখা যায়—ডচেরা প্রটেস্টাণ্ট খ্রীষ্টান, আর ফ্লেমিঙ্‌রা হ'চ্ছে রোমান-কাথলিক। ধর্ম আলাদা ব'লে, ফ্লেমিঙ্-রা তাদের সহোদর-স্থানীয় ডচেদের সঙ্গে মিলে এক-জাতি না হ'য়ে, রোমান-কাথলিক কিন্তু ফরাসী-ভাষী Walloon-দের সঙ্গে মিলে, বেলজিয়ম-রাষ্ট্র গঠন ক'রেছে। বেলজিয়মের রাষ্ট্রীয় জীবনে আগে ফরাসী-ভাষারই প্রভাব বেশী ছিল; কিন্তু ফ্লেমিঙ্‌রা ক্রমে-ক্রমে তাদের বিশিষ্ট ভাষা আর জাতীয়তা সম্বন্ধে সচেতন হ'য়ে প'ড়্‌ছে, তাই এখন ছুটো ভাষাকে সব বিষয়ে সমান স্থান দিতে হ'চ্ছে। সরকারী ইস্তাহার দুই ভাষায় হয়, রাস্তার নাম দুই ভাষায় লেখা থাকে, রেলের টিকিটে ডাক-টিকিটে টাকা-পয়সায় নোটে সর্বত্র দুই ভাষার মর্য্যাদা রাখতে হয়। ফ্লেমিঙ্, আর ফরাসী-ভাষী ভাল্লোন—এদের অনুপাত ছিল, ১৯১০ সালের লোক-গণনায়, ৭৪ লাখ বেলজিয়ান্‌দের মধ্যে ২৯ লাখ ফরাসী-বলিয়ে', ৪১

লাখ ফ্লেমিশ-বলিয়ে', আর প্রায় ৯ লাখ ফ্লেমিশ আর ফরাসী দুই-ই যারা বলে এমন লোক; বাকী জরমান বলে। তিরিশ বছর পরে এই অনুপাতটা এখন কি রকম দাঁড়িয়েছে তা জানি না, তবে অনুমান হয়, বিশেষ পার্থক্য হবে না, দুটো জা'তই এখন নিজের নিজের ভাষা আর সংস্কৃতি রক্ষা করবার জন্য বদ্ধ-পরিকর হ'য়ে উঠেছে। ফ্লেমিশ ভাষা সম্বন্ধে ফ্লেমিঙ্ জাতি খুব বিশেষ স্পর্শ-কাতর হ'য়ে দাঁড়ালেও, আন্তর্জাতিক ভাষা ব'লে ফরাসীর কদর একেবারে যায় নি—বিদেশী যারা বেলজিয়মে আসে তাদের বেশীর ভাগই ফরাসীতেই বেলজিয়ানদের সঙ্গে কথা কয়, ফ্লেমিশ নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না; সেই জন্যে, ইচ্ছেয় বা অনিচ্ছেয় ফ্লেমিঙদের অনেককেই ফরাসী ব'লতে হয়। আমরা সভা-সমিতিতে দুটো ভাষার ব্যবহার প্রায় সর্বত্র সমান সমান দেখেছি—বিশেষতঃ যেখানে বেলজিয়ান রাষ্ট্রের তরফ থেকে কোনও কথা বলা হ'য়েছে। মধ্য-যুগের ইংরিজি আর Anglo-Saxon বা প্রাচীন-ইংরিজি জানা থাকলে, একটু জরমান জানা থাকলে, ডচ্ বা ফ্লেমিশের অনেকটা প'ড়ে বোঝা যায়, কিন্তু শুনে বোঝা যায় না। বেলজিয়মে অল্প-শিক্ষিত বা অশিক্ষিত ভাল্লোনরা ঘরে যে ফরাসী বলে, সেটা পারিসের শুদ্ধ ফরাসী নয়—সেটা হ'চ্ছে ফরাসীর এক প্রাদেশিক উপভাষা। শিক্ষিত লোকেরা অবশ্য সর্বত্রই শুদ্ধ ফরাসী বলে। পারিসের ফরাসী অর্থাৎ শুদ্ধ ফরাসীতে, ষাটের উপরে সত্তর, আশী, নব্বই, এই সংখ্যাগুলি একটু অদ্ভুত ধরণে জানানো হয়। ষাটের জন্য লাতীনের শব্দ ভেঙে ফরাসী শব্দ হ'য়েছে soixante 'সোয়াসাঁৎ', six 'সিস্' অর্থাৎ 'ছয়' শব্দের সঙ্গে এর যোগ আছে; কিন্তু সত্তরের বেলায় বলে soixante-dix 'সোয়াসাঁৎ-দিস্' অর্থাৎ 'ষাট-দশ', একাত্তর 'soixante-onze' 'সোয়াসাঁৎ-অঁজ্', অর্থাৎ 'ষাট-এগারো', উনআশী soixnate dix-neuf 'সোয়াসাঁৎ-দিস্-ন্যফ' অর্থাৎ 'ষাট-দশ-নয়', আর আশীর বেলায় ব'লবে, quatre-vingt 'ক্যাত্র্-ভ্যাঁ' অর্থাৎ 'চার-বিশ' বা 'চার-কুড়ি', নব্বই হ'চ্ছে quatre-vingt-dix 'ক্যাত্র্-ভ্যাঁ-দিস্' অর্থাৎ 'চার-কুড়ি-দশ', পঁচানব্বই quatre-vingt-quinze 'ক্যাত্র্-ভ্যাঁ-ক্যাঁজ্' অর্থাৎ 'চার-কুড়ি-পনেরো'। বেলজিয়মে ভাল্লোনরা 'অত ঘুরিয়ে' না ব'লে, সোজাসুজি সত্তর আশী নব্বইয়ের জন্য settante 'সেত্তাঁৎ', ottante 'অত্তাঁৎ' আর nonante 'নোনাঁৎ' শব্দত্রয় ব্যবহার করে, প্রাচীন লাতীনে সপ্ততি, অশীতি, নবতির জন্য যে শব্দ ছিল তারই বিকারে সহজ-ভাবে এই শব্দগুলি গঠিত—এই সহজ শব্দগুলি এখন পারিসের ভদ্র ফরাসীতে অপ্রচলিত হ'য়ে গিয়েছে। এই রকম কতকগুলি বিষয়ে বেলজিয়মের ভাল্লোনদের ফরাসীতে, ফরাসী-ভাষার দুই-একটী প্রাচীন ভাব রক্ষিত আছে।

বেলজিয়মের ফ্লেমিশ-ভাষীদের সাংস্কৃতিক আর মানসিক কেন্দ্র হ'চ্ছে গেণ্ট শহর। দেশে ফ্লেমিশ-ভাষা যে অংশে প্রচলিত, সেই অংশে শহরটী স্থাপিত। মোটামুটি-ভাবে বলা যায় যে, বেলজিয়মের উত্তর-ভাগ ফ্লেমিশদের দ্বারা অধ্যুষিত, আর দক্ষিণ-ভাগ ফরাসীদের দ্বারা। উত্তর-ভাগটা সমতল-ভূমি, দক্ষিণ-ভাগটায় কিছু পাহাড় আছে। শহরগুলিতে ফরাসী-ভাষা প্রায়ই সর্বত্রই চলে—ফ্লেমিশ-অঞ্চলেও। ফ্লেমিশ-ভাষায় নাটক-অভিনয়ের জন্য একটী জাতীয় রঙ্গমঞ্চ বা নাট্যশালা গেণ্ট-এ স্থাপিত হ'য়েছে। গেণ্ট-এ ফ্লেমিশদের বিশ্ববিদ্যালয় আছে—বেলজিয়ম-এর সরকারের প্রতিষ্ঠিত। ১৮১৭ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ছোটো বিশ্ববিদ্যালয়—ছাত্র সংখ্যা ১৩০০ আন্দাজ। শিক্ষার ভাষা হ'চ্ছে ফ্লেমিশ। হলাণ্ডের ডচ্ ভাষায় উচ্চ-শিক্ষার ব্যবস্থা থাকায়, ফ্লেমিশে তদনুরূপ শিক্ষাদানে কোনও অসুবিধা নেই। বিশ্ববিদ্যালয়টী ছোটো হ'লেও, এর নাম-যশ আছে। এবার এই বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই আমাদের ধ্বনিতত্ত্ব-বিষয়ক তৃতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বান করা হ'য়েছিল।

গেণ্ট-এ পৌঁছে, হোটেলে উঠে গুছিয়ে' নিয়ে', ট্রামে ক'রে শহর দেখ্‌তে বেরুলুম। শহরের কেন্দ্রস্থান থেকে স্টেশন একটু দূরে। শহরে সব-চেয়ে লক্ষণীয় একটী গির্জে আছে, St. Bavon 'স্যাঁ-বাভোঁ' বা 'সিদ্ধা বাভন' নামে খ্রীষ্টান সন্ত বা সিদ্ধার নামে উৎসর্গীকৃত—'বাভোঁ' নামটা ফরাসীর, ফ্লেমিশ ভাষায় বলে Baaf 'বাফ'। এই গির্জের সামনের চত্বর হ'চ্ছে শহরের কেন্দ্র। এই চত্বরের একদিকে হ'চ্ছে ফ্লেমিশ থিয়েটার, একদিকে আলাদা এক বাড়ীতে গির্জের ঘড়ীঘর, আর চত্বরের কাছেই এদের টাউন-হল বা পৌরজন-সভাগৃহ। আশে-পাশে কতকগুলি মধ্য-যুগের বাড়ী আছে। এই অঞ্চলেই নদীর ধারে সারি সারি সেকেলে ধরণের অনেকগুলি বাড়ীসমেত সাবেক কালের একটী রাস্তাকে, মধ্য-যুগে ঠিক যেমনটী ছিল তেমনিটী বজায় রেখেছে।

১৮ই জুলাই সকাল থেকে আমাদের সম্মেলনের কার্য্য আরম্ভ হ'ল। ধ্বনি-তত্ত্ব বা উচ্চারণ-তত্ত্ব আমি ভাষাতত্ত্বেরই একটী অঙ্গ হিসাবে আলোচনা ক'রেছি—কিন্তু বিষয়টী আরও নানা দিক্ দিয়ে বিচার করা যায়। যে বিদ্যায় যন্ত্র-পাঁতির সাহায্যে ভাষার ধ্বনি-গত নানা সূক্ষ্ম তত্ত্ব উদ্ঘাটিত হ'চ্ছে, সেই Experimental Phonetics বা যান্ত্রিক-অনুসন্ধানাত্মক ধ্বনি-তত্ত্ব, এর একটা বড়ো দিক। শিশুদের ভাষা শেখানো; যাদের দেহের বাগ্‌যন্ত্রের অসম্পূর্ণতা আছে, অথবা কোনও রোগের কারণে ঠিক-মত ভাষা যাদের উচ্চারণ হয় না, তাদের উচ্চারণ সংশোধন; উচ্চারণ-তত্ত্ব আর নৃতত্ত্ব; উচ্চারণ আর ভাষার দার্শনিক আলোচনা;—এইরূপ নানা দিক্

নিয়ে, বিশেষজ্ঞেরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে বিচার করেন। এই বিজ্ঞান আর আনুষঙ্গিক এই নানা বিষয় নিয়ে প্রদর্শনী হয়। এবারকার সম্মেলনে ইউরোপ আর আমেরিকার প্রধান প্রধান দেশ থেকে প্রায় তিন শ' প্রতিনিধি এসেছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে আমি প্রেরিত হ'য়েছিলুম, ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফ থেকে; আর বন্ধুবর প্রভাত.বর্দ্ধন গেণ্ট-এ উপস্থিত হ'য়ে সম্মেলনের সদস্য হ'লেন—সদস্যের শুল্ক বা চাঁদা দিয়ে। আমাকেও যথারীতি প্রতিনিধির দেয় চাঁদা দিতে হ'ল। ভারতবর্ষ থেকে আমরা এই দুইজন মাত্র ছিলুম, আর চীন থেকে একজন ছিলেন।

সকালে প্রথমটায় সম্মেলনের স্থায়ী আন্তর্জাতিক কার্য্যকরী সমিতি, যার সদস্য আমি ১৯৩৫ সালে নির্বাচিত হ'য়েছিলুম, তার অধিবেশন হ'ল। তারপরে সভার কার্য্য আরম্ভ হ'ল। গেণ্ট-এর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান সভাগৃহে সব অধিবেশনগুলি হয়। গেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক E. Blancquaert ব্লাঙ্কেয়ার্ট ছিলেন মূল সভাপতি। বেলজিয়মের শিক্ষা-বিভাগের একজন প্রতিনিধি, আর তার পরে গেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের Rector বা কর্ণধার, এঁরা প্রতিনিধিদের স্বাগত ক'রলেন। স্থায়ী কার্য্যকরী সমিতির সভাপতি, হলাণ্ডের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Van Ginneken ভান্ খিনেকেন্ তাঁর অভিভাষণ প'ড়লেন। প্রতিনিধিদের তরফ থেকে জনকয়েক পূর্বের বন্দোবস্ত-মত উঠে এই স্বাগত-সম্ভাষণের উত্তর দিলেন। তারপরে সব প্রতিনিধিদের সমবেত-ভাবে ফোটো নেওয়া হ'ল। তদনন্তর পর পর বিভিন্ন শাখার কাজ ঐ হলেই চ'ল্‌তে লাগ্‌ল।

ইংরিজি, ফরাসী, জরমান, আর কিছু কাল থেকে ইটালীয়—এই চারটী ভাষা আজকাল এই-সব আন্তর্জাতিক সভায় ব্যবহৃত হয়। বক্তারা ইচ্ছামত এই চারিটী ভাষার একটীতে ব'ল্‌তে পারেন। সাধারণতঃ সকলেই ইংরিজি, ফরাসী, জরমান, এই তিনটী ভাষা বোঝেন, অনেকে তিনটীই ব'ল্‌তে পারেন। এস্তোনিয়া, বুল্‌গারিয়া, মিসর, স্পেন, ফিন্‌লাণ্ড প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিরা প্রায় সকলেই বহু-ভাষী। আমার তো সম্বল ইংরিজি, একটু ফরাসী, আর অতি অল্প-স্বল্প জরমান।

গেণ্ট্ বিশ্ববিদ্যালয়ের যত কিছু ঘটার ব্যাপার, এদের এই সভাগৃহে হয়। সভাগৃহটী গোল, এক দিকে বক্তাদের উঁচু মঞ্চ, তার তিন দিকে গোল ক'রে শ্রোতাদের বস্‌বার আসন—stadion স্তাদিওন্ বা গ্যালারির মতন থরে থরে বা থাকে থাকে বস্‌বার চেয়ার। সভাগৃহটী বড়ো নয়—সব-শুদ্ধ বোধ হয় হাজার-খানেক লোক বস্‌বার স্থান এতে আছে।

এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের রিপোর্ট দিতে ব'স্‌বো না। তবে এর সম্বন্ধে দু-চারটে কথা ব'ল্‌তে হয়। লণ্ডন আর পারিসের আমার দুই শিক্ষক, লণ্ডনের

ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ের পণ্ডিত অধ্যাপক Daniel Jones ডেনিয়েল জোন্‌স্‌ আর পারিসের সংস্কৃত আর ভারত-বিদ্যা ও ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের অধ্যাপক Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক—এঁরা দুজনে উপস্থিত ছিলেন। ধ্বনিতত্ত্ব বিষয়ে ইউরোপের আর আমেরিকার প্রায় তাবৎ নামী অধ্যাপক এসেছিলেন। অনেকের সঙ্গে আমার পূর্বে আলাপ ছিল, কারো কারো সঙ্গে এবার নোতুন আলাপ হ'ল। বার্লিনের অধ্যাপক Zwirner ট্‌স্‌ভির্‌নের, মিলানের অধ্যাপক Gemelli জেমেল্লি—এঁরা নামী পণ্ডিত—এঁদের সঙ্গে এবার প্রথম আলাপ হ'ল। অধ্যাপক Diedrich Westermann দীদ্‌রিখ্‌ ভেস্টরমান্‌, বের্লিনে এঁর বাড়ী, আফ্রিকার ভাষা আর নৃতত্ত্বে অদ্বিতীয় পণ্ডিত, ইনিও এসেছিলেন। পারিসের বিখ্যাত অধ্যাপক, আমার পূর্বপরিচিত ভাষাতাত্ত্বিক Vendryes ভাঁদ্রিয়েস্‌, আর শেমীয় ভাষা-সমূহের ভাষাতত্ত্ববিৎ Marcel Cohen মার্সেল্‌ কোহেন্‌—এঁদেরও দেখা পাওয়া গেল।

সব্বাইয়ের নাম আর কর্‌বার দরকার নেই। তবে আর তিনজনের নাম ক'র্‌বো। একজন হ'চ্ছেন এস্তোনিয়ার Tartu তার্‌তু (বা Dorpat দর্‌পাত্‌) নগরের বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি অধ্যাপক P. Ariste আরিস্তে। ভদ্রলোকের বয়স কম, সস্ত্রীক এসেছেন ; খাসা ইংরিজি বলেন, ইংরিজি ছাড়া জরমান ফরাসী বলেন, রুষ জানেন। ইনি একজনের প্রবন্ধ পাঠের পরে, তাঁর নিজের মাতৃভাষা Est এস্ত-এর স্বরবর্ণের দীর্ঘত্ব সম্বন্ধে ফরাসী ভাষায় বেশ গুছিয়ে' কিছু মন্তব্য করেন। আমি এঁর সঙ্গে আলাপ করি—আমায় ভারতীয় দেখে খুব খুশী হন, আমার সঙ্গে বেশ সদালাপ করেন, ভারতের ভাষা সম্বন্ধে, ভারতের সংস্কৃতি সম্বন্ধে, ভারতের উপস্থিত রাজনৈতিক সংস্থান সম্বন্ধে। ইউরোপে একশ্রেণীর ভবঘুরে' বা বেদে আছে, ইংরিজিতে তাদের Gipsy জিপ্‌সি বলে—জরমানে বলে Zigeuner ট্‌সিগয়্‌নর, ফরাসীতে Bohemiens বোএমিআঁ, অন্যান্য ভাষায় এদের অন্য নানা নাম আছে। এই জিপ্‌সিরা এক সময়ে, বোধ হয় খ্রীষ্ট-জন্মের পূর্বেই, ভারতবর্ষ থেকে কোনও কারণে বেরিয়ে' প'ড়ে, পশ্চিমের দেশে যায়—পারস্য, ইরাক, আর্মেনিয়া, গ্রীস, প্রভৃতি হ'য়ে, শেষটায় পশ্চিম-ইউরোপে গিয়ে পৌঁছোয়, ইংলাণ্ডেও যায়। এরা ভারতবর্ষ থেকে তখনকার দিনে প্রচলিত প্রাকৃত-ভাষা নিয়ে বা'র হয়, সেই ভাষা এদের মুখে পুরুষানুক্রমে ব'দ্‌লে ব'দ্‌লে, আধুনিক ইউরোপের বিভিন্ন দেশের জিপ্‌সিদের ভাষা হ'য়ে, এখনও তার স্বতন্ত্র রূপ বা অস্তিত্ব নিয়ে বিদ্যমান। এই ভাষায় এর ভারতীয়ত্ব সুস্পষ্ট। বহু শব্দ হু-ব-হু আধুনিক ভারতীয়-আর্য্য-ভাষার শব্দেরই মত—ঠিক যেন হিন্দী মারাঠী বাঙ্‌লার শব্দ। ইংলাণ্ডের জিপ্‌সিরা এখন

ঘর-বাসী হ'য়ে প'ড়্ছে, ক্রমে ইংরেজদের মধ্যে মিশে যাচ্ছে। তাদের মধ্যে তাদের ভারতীয় ভাষাও অনেকটা লোপ পাচ্ছে—তারা বহুশঃ এখন ইংরিজিই বলে, তবে তার মাঝে মাঝে জিপ্‌সি অর্থাৎ ভারতীয় শব্দের বুকনি দেয়; যেমন, "আমি মানুষটাকে দেখলুম"—এই বাক্য ইংলাণ্ডের জিপ্‌সিদের ভাষায় হবে, I saw the man না ব'লে—I dicked the manchy—'dick' অর্থাৎ 'দেখ্' আর 'manchy' অর্থাৎ 'মানুষ' শব্দ দুটী, এই ভাবে এরা এখনও ধ'রে আছে। ওয়েল্‌স্-এর জিপ্‌সিরা কিন্তু এখনও তাদের ভাষা ঠিক রেখেছে। মধ্য আর পূর্ব-ইউরোপের দেশগুলিতে ভাষা আর জীবন-যাত্রা বিষয়ে সেখানকার জিপ্‌সিরা আরও রক্ষণশীল—জরমানি, হঙ্গেরি, বুল্‌গারিয়া, গ্রীস, রুমানিয়া, যুগোশ্লাবিয়া, পোলাণ্ড, লিথুয়ানিয়া, লাট্‌ভিয়া, এস্তোনিয়া, রুষ-দেশ প্রভৃতি দেশের জিপ্‌সিরা এখনও তাদের শুদ্ধ ভারতীয় প্রাকৃতজ ভাষা ব্যবহার ক'রে থাকে। অধ্যাপক আরিস্তে তাঁর নিজের দেশে যে জিপ্‌সিরা আছে তাদের ভাষা কিছুটা শিখে নিয়েছেন—বানিয়ে' বানিয়ে' তার দু-চারটে বাক্যও ব'ল্‌তে পারেন। আমাকেও ভারতীয় আর্য্য-ভাষা বিধায় ইউরোপের জিপ্‌সির কিছুটা আলোচনা ক'র্‌তে হ'য়েছিল, —১৯২২ সালে গ্রীস-দেশে ভ্রমণ কালে, সেখানে এক জায়গায় এই জিপ্‌সিদের এক আড্ডায় গিয়ে, হিন্দী শব্দ আর জিপ্‌সি-ভাষার ব্যাকরণের দুই-একটী প্রত্যয় বিভক্তি মিলিয়ে' আলাপ করবারও চেষ্টা ক'রেছিলুম; জিপ্‌সি ভাষার দু-চারটে প্রয়োগ আমায় জান্‌তে হ'য়েছিল। কাজেই, যখন অধ্যাপক আরিস্তে আমার সঙ্গে এই জিপ্‌সিতে কথা ব'ল্‌ছিলেন, তার আশয় বুঝ্‌তে আমার দেরী হয়নি। (ইউরোপের এই জিপ্‌সি ভাষা আমাদের ভারতীয় আর্য্য-ভাষার কত আত্মীয়—তা দুটো বাক্যের দ্বারা বুঝিয়ে' দিতে পারা যায়: স্পেনের জিপ্‌সিদের একটা গানের ধুয়া হ'চ্ছে—Gurrala pani piyava "গুর্‌রালা পানী পিয়াবা", অর্থাৎ "ঘোড়াকে পানী পিয়াও", আর বুলগারিয়ার জিপ্‌সিতে Cahin tiro kher "কাহিন্ তিরো খর্" অর্থাৎ 'কাহাঁ বা কোথায় তোর ঘর'।) অধ্যাপক আরিস্তে এতে খুব আনন্দিত হন। পরে ফিন্‌লাণ্ডের রাজধানী হেল্‌সিঙ্‌কিতে এস্তোনিয়া দেশের কন্‌সালের আপিসে খবর পাই, স্বদেশে ফিরে গিয়ে গেণ্ট-এর তাঁর অবস্থানের গল্প অধ্যাপক আরিস্তে নিজ মাতৃভাষার এক পত্রিকাতে প্রকাশিত করেন, আর তাতে লেখেন যে, গেণ্ট-এ এক ভারতীয় অধ্যাপক তাঁর জিপ্‌সি-ভাষায় আলাপ বুঝ্‌তে পেরেছিলেন, তাঁর সঙ্গে জিপ্‌সি ভাষায় কথা ক'য়েছিলেন।

আয়র্‌লাণ্ডের জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Cormac O' Cadhlaigh

বেশ খাসা লোক,—ইনি আইরিশ ভাষার অধ্যয়ন-অধ্যাপনা করেন। এঁর পদবীর বানানটা ভীতিপ্রদ—O'Cadhlaigh, কিন্তু উচ্চারণ সহজ—O'Kelly 'ওকেলি'। আজকাল আইরিশদের মধ্যে জাতীয়তাবাদ ও আইরিশ-ভাষা-প্রেমের সঙ্গে-সঙ্গে এই রেওয়াজ এসে যাচ্ছে যে, তাঁরা আইরিশ-ভাষার অক্ষরে যেভাবে নামের বানান করেন, সেই বানান সর্বত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠিত ক'রেছেন। এখন, আইরিশ ভাষার বানানে আর উচ্চারণে আকাশ-পাতাল প্রভেদ; কিন্তু তা সত্ত্বেও ইংরিজিতে উচ্চারণ ধ'রে সহজ ক'রে লেখা বানান ওঁরা এখন অস্পৃশ্য ক'রে তুল্ছেন। আমরা যেমন 'লক্ষ্মী'শব্দকে ইংরিজি বানানে আর Locky বা Lokkhi লিখ্তে চাই না, আমরা লিখি Lakshmi (যদিও উচ্চারণে বাঙলায় কখনও 'লক্ষ্মী' বলি না)—'জ্ঞান'শব্দকে আর Gyan লিখতে চাই না, লিখি Jnan,—এ যেন কতকটা সেই রকম ব্যাপার। অধ্যাপক ওকেলির সঙ্গে আয়র্লাণ্ডে আইরিশ ভাষার পুনরুজ্জীবনের জন্য যে চেষ্টা হ'চ্ছে, তার সম্বন্ধে কথা কইলুম। আয়র্লাণ্ডের লোকেরা প্রায় সমস্ত দেশ জুড়ে আইরিশ-ভাষা ত্যাগ ক'রে ইংরিজি গ্রহণ ক'রেছে; ইংরেজদের উপরে চ'টে গিয়ে, ইংরিজিকে বর্জন ক'রে আবার আইরিশ ভাষাকে তাদের জীবনে ঘরোয়া ভাষা ক'রে প্রতিষ্ঠিত করা কতটা সহজ-সাধ্য হবে তা বলে কঠিন। আমি এই বিষয়ে এক সময়ে একটু খুঁটিয়ে' আলোচনা ক'রেছিলুম—ছাত্রাবস্থায় লণ্ডনে থাক্তে-থাক্তে এ বিষয়ে আয়র্লাণ্ড থেকে বই-টই আনাই, এ বিষয়ে কিছু পড়া-শুনো করি,—আমার কিন্তু সন্দেহ হয়, দুরূহ এবং প্রায় মৃত আইরিশ-ভাষাকে, বিশ্বগ্রাসী ইংরিজি-ভাষার স্থানে আইরিশ জাতির জীবনে আবার জীইয়ে' তোলা অসম্ভব ব্যাপার। এ সম্বন্ধে বেশী ক'রে এখন আলোচনা ক'র্বো না। তবে অধ্যাপক ওকেলির বিশ্বাস, আইরিশ ভাষা ইস্কুলে অবশ্য-পাঠ্য করার ফলে আবার এই ভাষা তার পূর্ব প্রতিষ্ঠায় আর পূর্ব মর্য্যাদায় ফিরে আস্বে।

সম্মেলনে নানা বিষয়ে লক্ষণীয় প্রবন্ধ অবশ্য পড়া হ'য়েছিল—কিন্তু তার বিচার বা আলোচনার স্থান এ নয়। আবার সব প্রবন্ধ আমি শুনিনি, আর জরমান বা ইটালিয়ান ভাষায় পড়া প্রবন্ধ সব বুঝিওনি। আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রের Utah উটা রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক T. Earl Pardoe পার্ডো একটী প্রবন্ধে, আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে ব্যবহৃত ইংরিজি সম্বন্ধে বক্তৃতা দেন। পশ্চিম-আফ্রিকা থেকে নিগ্রোদের ধ'রে এনে, ক্রীতদাস-রূপে আমেরিকায়—বিশেষতঃ সংযুক্ত-রাষ্ট্রের দক্ষিণ-অঞ্চলে—উপনিবিষ্ট করানো হয়। পশ্চিম-আফ্রিকায় এরা যে-সব ভাষা ব'ল্ত, আমেরিকায় এসে দুই-এক পুরুষের মধ্যে সেই-সব ভাষা তাদের ভুল্তে হ'ল—ভাঙা-ভাঙা ইংরিজি তাদের মাতৃভাষা হ'য়ে দাঁড়াল'। অধ্যাপক পার্ডো

আমাদের নানা উদাহরণ দিয়ে দেখালেন—নানা বিষয়ে নিগ্রোদের মুখের এই ইংরিজি, কতকটা পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রো জাতির মধ্যে প্রচলিত ভাষাগুলির রঙে রঞ্জিত হ'য়েছে। তাঁর বক্তৃতা বেশ চিত্তাকর্ষক হ'য়েছিল। সম্মেলনের প্রতিনিধিদের গেণ্ট্-এর পশ্চিমে দুই একটী স্থান দেখিয়ে' আনা হয়; আমরা যখন এইভাবে দলবদ্ধ হ'য়ে Bruges ব্রুজ্ বা ব্রুগেস্ শহরে যাই, তখন সেখানে অধ্যাপক পার্ডোর সঙ্গে আলাপ হয়। Utah উটা রাষ্ট্র থেকে আস্‌ছেন শুনে তাঁকে জিজ্ঞাসা করি, তিনি Mormon মর্‌মন্ সম্প্রদায়ের কিনা। আমেরিকার সংযুক্ত-রাষ্ট্রে Joseph Smith যোসেফ্ স্মিথ ব'লে এক ধর্ম-গুরু, এক শ' বছরের কিছু আগে, একটী খ্রীষ্টান ধর্ম-সম্প্রদায় গ'ড়ে তোলেন, এই সম্প্রদায়ের নাম হ'চ্ছে The Church of the Latter-day Saints—অথবা Mormon মর্‌মন্—সম্প্রদায়। এরা অন্য সমস্ত খ্রীষ্টানদের মত বাইবেলের Old Testament বা 'প্রাচীন নিয়ম' অর্থাৎ ইহুদীদের পুরাণ আর ইতিহাস মানে, আর New Testament বা 'নূতন নিয়ম' অর্থাৎ যীশু-খ্রীষ্টের জীবন-চরিতও মানে; আর তা ছাড়া আরও কতকগুলি বই মানে, সেগুলি এদের মতে যোসেফ্ স্মিথ আমেরিকায় দেব-নির্দেশে মাটি খুঁড়ে আবিষ্কার করেন, আর প্রাচীন-'কাল্‌দীয়-ভাষা'তে সোনার পাতে লেখা এই বইগুলি দৈবশক্তি-বলে ইংরিজিতে অনুবাদ করেন। এই হ'ল এদের বিশ্বাস। এরা বহু-বিবাহ স্বীকার করে—এদের প্রথম যুগের কর্তা বা গুরুরা অনেকেই বহু-বিবাহ ক'রেছিলেন। আমেরিকার Utah উটা রাষ্ট্রের Salt Lake City সল্ট্-লেক্-সিটি হ'চ্ছে এদের কেন্দ্র। লণ্ডনে এদের এক প্রচার-কেন্দ্র আছে। গেণ্ট্-এর সম্মেলন চুকে গেলে, আমরা লণ্ডনে যাই, আর সেখানে ভাগ্য-ক্রমে অধ্যাপক পার্ডো আমাদেরই হোটেলে এসে ওঠেন। ইনি তখন আমায় এঁদের লণ্ডনস্থ ধর্ম-কেন্দ্রে নিয়ে যান, এঁদের বিশেষ ধর্ম-পুস্তক The Book of Mormon প্রভৃতি গ্রন্থ এক-প্রস্থ আমায় এঁরা উপহার দেন। প্রতিদান-স্বরূপ অধ্যাপক পার্ডোকে, আমাদের অধ্যাপক স্যর্ শ্রীযুক্ত সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্-এর লেখা অতি উপযোগী ও চিন্তাপূর্ণ বই The Hindu View of Life এক-খণ্ড উপহার দেই।

২১শে জুলাই আমি আমার প্রবন্ধ পাঠ করি। আমার বিষয় ছিল, Evolution in Speech Sounds—আদিম যুগে মানুষের ভাষার ধ্বনি কি ধরণের ছিল, আর গত তিন-চার হাজার বছরের মধ্যে কি ভাবে সেগুলির পরিবর্তন হ'য়ে আধুনিক ধ্বনিতে রূপান্তর ঘ'টেছে, নানা ভাষার ধ্বনি-সমূহের প্রগতি দেখে তার একটা অনুমান করা যায়—সেই বিষয়ে আমার এই প্রবন্ধ। (যথা-রীতি এই প্রবন্ধ সম্মেলনের কার্য্যবিবরণীতে মুদ্রিত হ'য়ে প্রকাশিত হ'য়েছে।)

গেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের আর শহরের কর্তৃপক্ষ, আর বেল্‌জিয়ান্ সরকার, নিজেদের নিজেদের পক্ষ থেকে সান্ধ্য সম্মেলন, চায়ের মজলিস, ভ্রমণ, প্রভৃতির ব্যবস্থা ক'রে, এঁরা প্রতিনিধিদের প্রতি আতিথ্য দেখান। একটা সান্ধ্য সম্মেলনে, গেণ্ট শহরের একটী গায়কের দল, মেয়ে আর পুরুষ, সম্মেলনের প্রতিনিধিদের প্রাচীন আর আধুনিক ফ্লেমিশ গান শোনালেন। এঁরা একটী সমিতির সদস্য—এই সমিতির উদ্দেশ্য, ফ্লেমিশ ভাষায় রচিত গ্রাম-গীত আর তার সুর, সন্ধান ক'রে বা'র করা, সংরক্ষণ করা, প্রচার করা। গ্রাম-গীত যেমন হ'য়ে থাকে—সরল সহজ সুর, ভাবও সরল (প্রোগ্রামে গানগুলির প্রথম চরণ ফ্লেমিশ, ইংরিজি, জরমান, ফরাসী আর ইটালীয় ভাষায় ছাপা ছিল),—কিন্তু সুর খুব মনোজ্ঞ লাগ্‌ল না। ব্র্যাসেল্‌স্-এ একদিন বিকালে সব প্রতিনিধিদের নিয়ে যাওয়া হ'ল—আমরা ট্রেনে ক'রে গেণ্ট থেকে ব্র্যাসেল্‌স্-এ গেলুম। সেখানে শিল্প আর ইতিহাস বিষয়ক সংগ্রহের বিখ্যাত মিউজিয়মে বেলজিয়ান গভর্ণমেণ্টের আর মিউজিয়মের কর্তৃপক্ষদের তরফ থেকে আমাদের স্বাগত করা হ'ল,—মিউজিয়মে আমাদের খুব খাওয়ালে—লম্বা টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে' ঢালাও কেক্ বিস্কুট মিঠাই, চা কাফি শরবৎ, বিয়ার দ্রাক্ষারস, যত খুশী। ব্র্যাসেল্‌স্-এ সম্মেলনের কাজও কিছু হ'ল—ধ্বনি-তত্ত্ব, আর রেডিও মারফৎ বক্তৃতা নিয়ে, অভিভাষণ আর আলোচনা হ'ল। লণ্ডনের অধ্যাপক Lloyd James লয়েড্ জেম্‌স্, পারিসের অধ্যাপক Marcel Cohen মার্সেল কোহেন, আর দুজন অন্য প্রতিনিধি (তাঁদের নাম ভুলে যাচ্ছি), বেশ আলোচনা ক'রলেন ইংরিজিতে আর ফরাসীতে।

গির্জায় ঘণ্টা থাকে—উদ্দেশ্য, পূজা পাঠে এই ঘণ্টা বাজিয়ে' ভক্তদের আহ্বান করা হবে—মৃত্যু, অথবা কোনও উৎসব উপলক্ষ্যেও, শোকের বা হর্ষের ঘণ্টাধ্বনি করা হবে। গির্জাগুলিতে এই রীতি দাঁড়িয়ে' যায়, উঁচু এক স্তম্ভাকার Belfry বা ঘণ্টা-ঘরে ঘণ্টা রাখা। স্প্রিঙয়ের ঘড়ি আবিষ্কৃত হবার পর থেকে ঘণ্টা-ঘরে এই ঘড়িও বসানো হয়, আর কত সময় হ'ল তা এই ঘণ্টা বাজিয়েও জানানো হয়। শুন্‌তে ভালো লাগে ব'লে ঘণ্টা-ঘরে বিভিন্ন সুরে বাজে এমন ছোটো বড়ো নানা ঘণ্টা রাখার নিয়ম এল'। তার-পরে, বিভিন্ন সুরের ঘণ্টা মিলিয়ে' ঘণ্টার concert বা ঘণ্টার সঙ্গীত আরম্ভ হ'ল। এইরূপ ঘণ্টার সঙ্গীতকে ফরাসীতে carillon 'ক্যারিয়ঁ' বলে। বেলজিয়মের গির্জাগুলির ঘণ্টা-ঘর 'ক্যারিয়ঁ'র জন্য বিখ্যাত। উত্তর-ফ্রান্সেও অনেক শহরে ক্যারিয়ঁ আছে। ইংলাণ্ডেও অল্প-স্বল্প আছে। কিন্তু বোধ হয়, এই ঘণ্টা-সঙ্গীত বেলজিয়মের ফরাসী আর ফ্লেমিঙ জাতির সংস্কৃতিরই একটা বিশিষ্ট, মনোহর প্রকাশ। সিন্ধা-বাভন-এর চত্বরে,

সিন্ধা-বাভনের গির্জার সামনে, আলাদা একটী অতি চমৎকার বাড়ীকে আশ্রয় করে, গেণ্ট-শহরের সু-উচ্চ ঘড়ী-ঘর অবস্থিত। খ্রীষ্টীয় চোদ্দর শতকের প্রথম পাদে এই বাড়ীটী তৈরী হয়। বাড়ীটীর নীচের তলায় একটী রেস্তোরাঁ ক'রেছে—সেই রেস্তোরাঁয় টেবিল চেয়ার প্রভৃতি সব মধ্য-যুগের ধরণে তৈরী। একদিন দুপুরে সেই রেস্তোরাঁয় গিয়ে আহার ক'রে আসি—বেশ খুশী হ'লুম—ইউরোপের মধ্য-যুগের আব-হাওয়ার মধ্যে, অল্প দামে বেশ খাওয়ালে। উপরের তলায় একটী বড়ো হল-ঘর—এখানটায় এখন একটু মিউজিয়মের মতন ক'রে রেখেছে, আর বিদেশীদের শহর দেখবার জন্য সাহায্য ক'রতে এখানে একটী আপিস ক'রেছে। ঘড়ী-ঘর থেকে শহরের আর তার আশপাশের চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। ঘড়ী-ঘরের উপরের তলায় বাহান্নটী ছোটো বড়ো মাঝারী আকারের ঘণ্টা আছে—এগুলি হলাণ্ডের Utrecht উত্রেখ্‌ট্‌ শহরের বিখ্যাত ঘণ্টা-ঢালাইকর Pieter Hemony পীটর হেমোনি কর্তৃক খ্রীষ্টীয় সতেরোর শতকে ঢালা হ'য়েছিল। স ঋ গ ম ধ প নি ধ'রে এই ঘণ্টাগুলি সাজানো, আর হারমোনিয়মের চাবির মত একটা যন্ত্র আছে, সেই যন্ত্র বিদ্যুতের জোরে কাজ করে, চাবি টিপ্‌লে চাবির সঙ্গে লাগানো ঘণ্টাটীতে আওয়াজ হয়। এইভাবে, যেমন পিয়ানো বাজে সেই ধরণে ঘণ্টার সঙ্গত হয়। গেণ্ট-এর ঘড়ী-ঘরের ঘণ্টার সঙ্গত বা ক্যারিয়ঁ্য-র খুব নাম-ডাক। আমাদের আন্তর্জাতিক ধ্বনিতত্ত্ব-বিষয়ক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের শোনাবার জন্য একদিন সন্ধ্যায় এই ঘড়ীর সঙ্গতের ব্যবস্থা হয়। সেণ্ট-বাভন-চত্বরে ফ্লেমিশ জাতীয়-নাট্য-শালার খোলা বারান্দায় আর হল-ঘরে আমরা ব'স্‌লুম, আমাদের জন্য সম্মেলনের তরফ থেকে পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল—শরবৎ, বিয়ার; আলো-আঁধারির মধ্যে ব'সে-ব'সে, ঘণ্টাখানেক ধ'রে আমরা এই বাজনা শুন্‌লুম—রাত্রি নটার পরও বেশ আলো-আঁধার ছিল। ছাপা প্রোগ্রামে কোন্ কোন্ বিখ্যাত composer বা সঙ্গীত-রচকদের রচনা শোনানো হ'চ্ছে তার নাম ছিল। এই ঘণ্টার কন্‌সার্ট একেবারে নোতুন লাগ্‌ল, আর বেশ সুন্দর জিনিস ব'লে মনে হ'ল—খুব লক্ষণীয় জিনিস তো বটেই। এরা এই জিনিসটীকে এতটা মমতা-বোধের সঙ্গে দেখে যে, প্রত্যেক শহরের প্রধান গির্জায় প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর একটু ক'রে ঘণ্টার সঙ্গত শোনাবার ব্যবস্থা রেখেছে। ইংরেজদের গির্জাতেও এর নকলে chimes-এর ব্যবস্থা করা হ'য়েছে—পনেরো মিনিট অন্তর ঘণ্টার বাদ্য একটু শোনা যায়।

এই রোমান-কাথলিক ধর্মের দেশে, গির্জের যেমন ছড়াছড়ি, তেমনি প্রত্যেক গির্জেতে সকাল-সন্ধ্যা ঘণ্টার ধ্বনিও হয় প্রচুর। সকালে ঘুম ভাঙ্‌বার সময় থেকে আরম্ভ ক'রে, কাপড়-চোপড় প'রে বাইরে বেরুনো পর্য্যন্ত, ক'দিন আমাদের

হোটেলের ঘরে ব'সে-ব'সে গির্জের ঘণ্টা আশ-পাশ থেকে খুব শোনা যেত'—ক্লাঙ্ ক্লাঙ্, ঢং ঢং আওয়াজ, ঠিক যেন আমাদের দেশে পূজো-বাড়ীর আরতির ঘড়ী বাজ্ছে;—এই দূর দেশে এ'সে, এই ঘড়ীর আওয়াজ দেশের কথা মনে করিয়ে' দিয়ে মনটাকে একটু উদাস ক'রে দিত।

ঘণ্টার সঙ্গত শুন্তে এসে, ফ্লেমিশ থিয়েটারের বাড়ীটা দেখা গেল। জা'তের ভাষায় সংরক্ষণ আর সংগঠন ক'রতে গেলে, নাট্যশালার উপযোগিতা এরা বোঝে। বাড়ীটা সুন্দর। ভিতরে দেওয়ালে ফ্লেমিশ ভাষায় সব বচন লেখা আছে। বাড়ীর সামনে, ফ্লেমিশ লেখক আর ফ্লেমিশ জাতির ভাষা আর সংস্কৃতি রক্ষা বিষয়ে এদের নেতা ছিলেন Jan Frans Willems য়ান্ ফ্রান্স্ উইলেম্স্, তাঁর স্মারক—বেদি-গাত্রে তাঁর প্রতিকৃতির খোদিত চিত্র, আর পাথরের-বেদির উপরে ভাস্কর্য্য—ফ্লেমিশ ভাষা আর সংস্কৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবী আর তাঁর পাশে এক ফ্লেমিশ যুবক, সগর্বে উন্নত শিরে দাঁড়িয়ে', দুটী মূর্তি ব্রঞ্জে ঢালা—মাতৃভাষা আর মাতৃভাষাকে আশ্রয় ক'রে দেশের বিশিষ্ট সংস্কৃতিকে রক্ষা ক'রবে ব'লে।

আন্তর্জাতিক-সম্মেলন-সম্পর্কে ছোটো একটী প্রদর্শনী হ'য়েছিল। গেণ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের হল-ঘর—আমাদের ক'লকাতার সীনেট-হলের মত, কিন্তু আয়তনে তার চেয়ে ছোটো—সেখানে অল্প-স্বল্প জিনিস নিয়ে এই ছোটো প্রদর্শনীর আয়োজন হয়। ডচ্ ভাষার ধ্বনি নিয়ে যন্ত্র-পাঁতির সাহায্যে নানা সূক্ষ্ম গবেষণা হ'য়েছে আর হ'চ্ছে, সে-সবের পরিচয় কতকগুলি কাগজ-পত্রে এক জায়গায় প্রদর্শিত হ'য়েছে; X-ray এক্স্-রে দ্বারা, মুখের ভিতরে বাগ্যন্ত্র কি ক'রে ক্রিয়া করে তার ছবি আর চলচ্চিত্র; আর বিভিন্ন ভাষার রেকর্ড। ইউরোপ আর আমেরিকা যন্ত্র-পাঁতির সাহায্যে তথ্য-আবিষ্কারে আর তত্ত্ব-নির্দ্ধারণে ব্যস্ত, ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য কিছুই তারা ছাড়্বে না। ভাষার উচ্চারণ সম্বন্ধে এত খুঁটিনাটি তথ্যানুসন্ধানে এরা নেমেছে যে, তা দেখে আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে যেতে হয়। একটী বেলজিয়ান ভদ্রলোক আফ্রিকায় বেলজিয়মের অধিকৃত কঙ্গো-দেশে কিছুকাল ছিলেন। তিনি কঙ্গোর কতকগুলি নিগ্রো জাতির ভাষা আর সংস্কৃতি নিয়ে অনুশীলন ক'র্ছিলেন—Bantu বাণ্টু-শ্রেণীর কতকগুলি নিগ্রো উপজাতির ভাষার,—তাদের কথার, গল্পের, গানের আর বাজনার গ্রামোফোন-রেকর্ড তিনি তুলে আনেন; সেই-সব রেকর্ড তিনি এই প্রদর্শনীতে প্রতিনিধিদের দেখান আর শোনান। নিগ্রোদের মধ্যে, গুঁড়ি-কাঠকে কেটে, গুঁড়ির ভিতরটা ফোঁপরা করে এক রকম ঢোল তৈরী করে; রবারের মাথাওয়ালা হাতুড়ী দিয়ে এই ফাঁপা কাঠের গুঁড়ির ঢোলে ঘা মেরে-মেরে বাজালে, অনেক দূর অবধি আওয়াজ যায়, ঢোলের বোল দিয়ে তারা

টেলিগ্রাফের টরে-টক্কার মত খবর পাঠায়; এই রকম ঢোলের বাজনা গ্রামোফোনের রেকর্ডে আমাদের শোনালেন। হাত-তালি দিয়ে দিয়ে মেয়েরা গান ক'র্‌ছে, শোনা গেল। মধ্য-আফ্রিকায় বাণ্টু ভাষার ধ্বনি-সমাবেশ, আর বাণ্টু-জাতির সংস্কৃতির একটু আমেজ এই ভাবে শ্রবণেন্দ্রিয়ের সাহায্যে উপলব্ধি করা গেল।

আইরিশ অধ্যাপক O'Cadhlaigh বা ওকেলি, আয়রলাণ্ডে আইরিশ-ভাষায় পুনরুজ্জীবনের জন্ম আইরিশ সরকার যে-সব ব্যবস্থা ক'রেছেন, তা তাঁর মুখে থেকে আবার নোতুন ক'রে শোনা গেল। আয়রলাণ্ডের যে যে অংশে এখনও আইরিশ-ভাষা টিঁকে আছে, যেখানে যেখানে ঘরোয়া ভাষা হিসেবে এখনও আইরিশেরই ব্যবহার হয়, যেখানে লোকে সাধারণতঃ ইংরিজি জানে না বা বলে না, সেই সেই অংশে যাতে ভাষাটী সুদৃঢ় হ'য়ে থাকে সেই জন্মে সরকার থেকে চেষ্টা হ'চ্ছে। আইরিশ-ভাষা শেখ্‌বার জন্ম, লোকে সেই অঞ্চলে গিয়ে আইরিশ-ভাষী চাষী আর জেলেদের সঙ্গে বাস করে। আইরিশ-বলিয়ে' ছেলেদের পড়া-শুনার জন্ম সরকার থেকে সপ্তাহে দু'পাউণ্ড ক'রে দেওয়া হয়। আইরিশ-ভাষায় বই লিখ্‌তে উৎসাহ দেওয়া হয়,—আর অধ্যাপক ওকেলি ব'ল্‌লেন, আজকাল আইরিশ-ভাষায় বই বেরুচ্ছেও কিছু কিছু।

সম্মেলনের কাজের ফাঁকে ফাঁকে, পাঁচ দিনে গেণ্ট-শহরটায় ঘুরে-ঘুরে কতকগুলি দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে নিলুম। পুরাতন শহরটী হ'চ্ছে ছোটো শহর—দু'পা যেতে না যেতেই বেশ লক্ষণীয় সেকেলে বাড়ী বা অন্য নিদর্শন চোখে পড়ে। এদের Stadthuis বা Stead-house অর্থাৎ Town Hall বা পৌরজন-সভাগৃহে আমাদের একটী সান্ধ্য সম্মিলন হ'ল, ২০শে জুলাই তারিখে, যে দিন আমাদের ঘণ্টার সঙ্গত শোনানো হয়। শহরের কর্তা ব্যক্তিরা আমাদের স্বাগত ক'রলেন, দ্রাক্ষা-সুরা শ্যাম্পেন দিয়ে সকলকে আপ্যায়িত করা হ'ল, তারপরে পৌর-সভাগৃহের নানা কামরা আমাদের ঘুরিয়ে' ঘুরিয়ে' দেখালে। চার-পাঁচ শ' বছরের বাড়ী, তার পাথরের কাজ, কাঠের কাজ, ছবি-টবি সব যেমনটী প্রথম তৈরীর সময়ে ছিল, যথা-সম্ভব তেমনি বজায় রেখেছে। গথিক বাস্তু-রীতির চমৎকার নিদর্শন এ প্রাসাদটী।

তিন-চারটে পুরাতন গির্জা দেখ্‌লুম। সিন্ধা বাভনের গির্জা, যেটী শহরের বড়ো গির্জা, গথিক রীতির ইমারত, ভিতরে বিভিন্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কতকগুলি বেদি বা দেবায়তন আছে, সেগুলির একটীতে মধ্যযুগের বিখ্যাত ফ্লেমিশ চিত্রকর Van Eijk ফান্-আইক্-এর আঁকা একখানি ছবি সযত্নে রক্ষিত আছে—সমস্ত খ্রীষ্টান জগৎ—পাদরি, রাজা, সেপাই, বণিক্, চাষী, মেয়ে, পুরুষ, আর দেবদূত,

—সকলে মিলে ঈশ্বরাত্মজ যীশুকে প্রণাম ক'র্‌ছে—যীশু মেষ-শাবকের প্রতীকে (মানব-মূর্তিতে নয়) বেদির উপরে দাঁড়িয়ে'। মধ্য-যুগের ফ্লেমিশ জাতীয় লোকেদের পোষাকের খুঁটীনাটীর অঙ্কনে, মুখের চেহারার দ্বারা চরিত্র-পরিস্ফুটনের সার্থকতায়, ছবিখানি বিশেষ লক্ষণীয়।

কারু-শিল্পের সংগ্রহ-শালা, আর আধুনিক কালের বেলজিয়ান চিত্র আর ভাস্কর্য্যের সংগ্রহ-শালা, এই দুটো বেশ ক'রে দেখে নিলুম। এঁদের এক মাছের হাট, তিন-চার শ' বছর ধ'রে একই জায়গায় আছে, তারও ব্যবস্থা দেখ্‌লুম। পুরাতন শহরের এক-একটা চত্বর বা রাস্তায় গিয়ে মনে হয়, বুঝি বা আমরা এই বিংশ শতাব্দী ছেড়ে, চতুর্দশ বা পঞ্চদশ অথবা সপ্তদশ, শতকে ফিরে গিয়েছি; বাড়ী ঘর দোয়ার সবই সেকেলে, যেন কিছুরই পরিবর্তন হয় নি।

গেণ্ট্-এর একটী প্রাচীন বাড়ী এক বিষয়ে সব চেয়ে লক্ষণীয়—সেটী হ'চ্ছে এই শহরের castle অর্থাৎ কেল্লা বা গড়—আগাগোড়া পাথরে-তৈরী, পরিখায়-বেষ্টিত একটী বাড়ী, অতি সুদৃঢ়, কামান-বন্দুকের আগের কালে এই গড় একেবারে অভেদ্য ছিল ব'ল্‌লেই হয়। ডচ্ বা ফ্লেমিশ ভাষায় এটীকে বলে S'Gravensteen 'স্'খ্র্যাফেন-স্টেন', ফরাসীতে বলে Chateau des Comtes 'শাতো-দে-কঁৎ', অর্থাৎ বাঙলায় 'প্রধানদের গড়'। ফ্লাণ্ডার্স-অঞ্চলের রাজা-স্থানীয় ভূম্যধিকারাদের এই গড়ই ছিল রাজ-পাট। এমন শক্ত বাড়ী প্রায় দেখা যায় না। এই গড়ের পত্তন হয় খ্রীষ্টীয় নবম বা দশম শতকে, তারপরে ১১৮০ খ্রীষ্টাব্দে এটীকে খুব বড়ো আর আরও সুদৃঢ় ক'রে তোলা হয়। পরে কিছু কিছু বাড়ানো হয়। বাড়ীখানা এখনও বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় আছে, এটী গেণ্ট্-এর একটী দ্রষ্টব্য স্থান-স্বরূপ বিদ্যমান। দেখ্‌বার ব্যবস্থাও বেশ ভালো—প্রবেশ-দ্বার থেকে আরম্ভ ক'রে, ঘুরে ঘুরে পর পর সব ঘরগুলি দেখা যায়। সাইন-বোর্ড, আর কোন্ পথ ধরে যেতে হবে সে বিষয়ে গতি-নির্দেশক ইস্তাহার থাকায়, বিনা প্রদর্শকের সাহায্যেই সবটা দেখা যায়, বোঝা যায়। ইটালি হ'লে, এই গড় দেখ্‌বার জন্য গাইডদের দল ভীড় ক'র্‌ত, আর দর্শকদের অতিষ্ঠ ক'রে তুল্‌ত। নবম শতকে, গড় পত্তনের সময়ে, গড়ের প্রধান ঘরটী যেমনটী ছিল, তেমনটী অনেকটা রাখা হ'য়েছে; পর পর বিভিন্ন শতকে ঘরগুলি যেমন ছিল, প্রায় তেমনই দেখা যায়—মধ্য-যুগের রাজা-রাজড়াদের ঘর-গৃহস্থালীর, গড় পত্তনের সময়ে আর পরে, একটা ধারণা করা যায়। বস্‌বার ঘর, রান্নাঘর, আস্তাবল, অন্ধকূপ-সদৃশ কারাগার, বর্চঃকুটী,—সব দেখা গেল। সমস্ত বাড়ীটায়, সৌকুমার্য্যের চেয়ে শক্তির পরিচয়ই বেশী। এই প্রাসাদ-স্বরূপ কেল্লাটীতে একটী গির্জাও আছে—আর সেটী

এখনও পূজা-পাঠের জন্য ব্যবহৃত হয়। এখনও এদের মধ্যে রোমান-কাথলিক ধর্ম কতটা জীবন্ত তা এ-থেকে বোঝা যায়—প'ড়ো বাড়ী, কেউ বাস করে না, কিন্তু তার পূজোর ঘরটীকে উদ্ধার ক'রে, ঠিক-ঠাক ক'রে রেখেছে, সেখানে দেবতার নিত্য সেবা পূজা চ'ল্‌ছে।

সম্মেলনের ব্যবস্থাপকদের সৌজন্যে, ২১শে জুলাই বৃহস্পতিবার দিন মোটরে ক'রে গেণ্ট্‌-এর পশ্চিমে Bruges ব্রুজ শহর দেখাতে আমাদের নিয়ে যাওয়া হয়, আর তারপরে ব্রুজের আরও কিছু পশ্চিমে সমুদ্রের ধারে Knokke ক্নক্কে ব'লে একটী ছোটো শহরে নিয়ে গিয়ে, একটী প্রাচীন ফ্লেমিশ নাটকের অভিনয় দেখানো হয়। ব্রুজ হচ্ছে পশ্চিম-বেলজিয়মের আর একটী প্রাচীন আর প্রতিষ্ঠাপন্ন শহর—এর ধরণ-ধারণ ঠিক গেণ্ট্‌-এর-ই মতন। ব্রুজে যাবার জন্য, আর ক্নক্কেতে অভিনয় দেখ্‌বার জন্য, আমাদের কাছ থেকে ইতিপূর্বেই কিছু ক'রে চাঁদা নেওয়া হ'য়েছিল—ব্রুজ আর ক্নক্কের যাওয়া-আসার বাসের টিকিট, ব্রুজে সন্ধ্যার আহারের জন্য খরচ, আর নাটক-দর্শনের জন্য টিকিট—এ-সবের জন্য। বেলা সাড়ে-চারটের সময়ে আমরা চারখানা মোটর-বাস ক'রে গেণ্ট্‌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে রওনা হ'লুম। সোজা পিচ-দেওয়া রাস্তা ধ'রে, রেল লাইনের পাশ দিয়ে-দিয়ে আমরা গেলুম। ব্রুজ-শহরের কেন্দ্র, মস্ত বড়ো এক চত্বরে এসে আমাদের মোটরগুলি থাম্‌ল;—গেণ্ট্‌-এর সেণ্ট্‌-বাভন চত্বরের চেয়েও বেশী বড়ো এই চত্বর।

এই চত্বরেও বাস্তু-শিল্পের দ্বারা সুন্দরের ষোড়শোপচার পূজা হ'য়েছে। চত্বরটীর নাম Groote Markt 'খ্রোটে-মার্ক্‌ট্‌' অর্থাৎ Great Market বা 'বড়ো-বাজার'। একদিকে নগরের প্রধান বিচার-গৃহ, পৌরজন-সভাগৃহ, আর একটী সুন্দর গির্জা, আর একদিকে শহরের অন্য ঘড়ী-ঘর। এই ইমারত কয়টী গথিক বাস্তু-রীতিতে গঠিত—অপূর্ব সুন্দর এগুলির গঠন। ব্রুজ-এর ঘড়ী-ঘরটী গেণ্ট্‌-এর ঘড়ী-ঘরের চেয়েও উঁচু, আর এরও ঘণ্টার সঙ্গত বিশ্ববিখ্যাত। আমেরিকার কবি Longfellow লঙ্‌ফেলোর একটী সুপরিচিত কবিতা আছে—The Belfry of Bruges বা ব্রুজের ঘড়ী-ঘর সম্বন্ধে।

বাস্‌ থেকে আমরা এই চত্বরে নেমে, এর সৌধ-শোভা দেখ্‌লুম। টাউন-হল আর একটী পুরাতন বাড়ী দেখ্‌তে আমাদের নিয়ে গেল। দল-বদ্ধ হ'য়ে আমরা প্রায় শতখানেক লোক শহর ঘুরতে লাগ্‌লুম। ব্রুজ শহরে কতকগুলি খাল আছে। সেকেলে সব বাড়ী, খাল, ছোটো ছোটো পোল—ঠিক যেন ছবিটী। শহরের সৌন্দর্য্যের নাম আছে, এই জন্য নানা জায়গা থেকে চিত্রকরেরা এসে এর ঘর-বাড়ী খাল পোলের ছবি আঁকে। আমরাও দেখ্‌লুম—বিকালের পড়ন্ত

রোদ্দুরে সব যেন ঝক্-ঝক্ ক'রছে, আর তিন-চার জায়গায় ব'সে-ব'সে ছবি আঁকছে চিত্রকরেরা। এ অঞ্চলে গরীবের ঘরের বুড়ো বুড়ী অথর্বদের পালন করবার জন্য মিউনিসিপালিটি থেকে ব্যবস্থা আছে—এই রকম আতুরাশ্রমকে ফরাসীতে Beguinage 'বেগিনাঝ্' বলে—একটী আতুরাশ্রমে আমরা গেলুম। বেলজিয়ান আর ডচ্ জা'তের লোকেরা ঘর-দোর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ক'রে রাখতে খুব পটু;—এই আতুরাশ্রম হচ্ছে ১৬৩৪ সালে তৈরী একটী ইটের বাড়ী, সব একেবারে চমৎকার পরিষ্কার ক'রে রাখা, থুড়-থুড়ো বুড়ো বুড়ী কয়জন চেয়ারে ব'সে রোদ পোহাচ্ছে, বাড়ী.. পিছনে ফুলে-ভরা একটী ছোটো বাগান—এরা বিদেশীর আগমন দেখতে অভ্যস্ত, আমাদের দিকে তাকিয়ে' বেশ হৃদ্যতার ভাব দেখিয়ে' হাসতে লাগল।

ঠিক ছিল, গেণ্ট-এর Cornet d' Or ব'লে একটী রেস্তোরাঁয় আমাদের পাতা প'ড়বে—অর্থাৎ, আমাদের জন্য টেবিল পাতা হবে। সাড়ে-ছটা সময় ধরা ছিল। আমরা যথাসময়ে সেখানে গিয়ে হাজির হ'লুম। একসঙ্গে এতগুলো লোককে খাওয়াতে ছোটো রেস্তোরাঁটী যেন একটু বিপদে প'ড়ল। খাওয়া হ'ল তিন পদের—সূপ, মাংস, মিষ্টান্ন—কিন্তু চুকোতে অনেক দেরী ক'রলে। খাওয়া শেষ ক'রে, রাত্রের মত মহাপ্রাণীকে ঠাণ্ডা ক'রে, একটু জিরিয়ে', আমরা Knokke ক্নক্কের দিকে যাত্রা ক'রলুম।

ক্নক্কে পৌঁছোলুম রাত্রি নটায়। সাড়ে-সাতটা সাড়ে-আটটাতেও এখানে বেশ পরিষ্কার আলো। গেণ্ট্ থেকে ব্রূজ—এ পথটা তেমন লক্ষণীয় লাগে নি। কিন্তু ব্রূজ থেকে একটু উত্তর-পশ্চিম-মুখো হ'য়ে আমরা যখন ক্নক্কের দিকে রওনা হ'লুম, চমৎকার লাগল দেশটা। সমতল দেশ—ঠিক বাঙলা দেশের ভাব। ফ্লেমিশ পল্লীর শ্রী দেখে নয়ন মন দুইই যে কি খুশী হ'ল, তা আর কি ব'লবো। এ দেশে যেন মা-লক্ষ্মী তাঁর বিকশিত শতদলের উপরে ব'সে বিরাজ ক'রছেন। ইংরিজি কথায়, একেবারে rich, fat land—ধন-ধান্য-ভরা পুষ্ট দেশ। সবুজের খেলা চারিদিকে। মটর, সীম, আলু, বীট-পালঙ, ওট্, গম—এই-সবের ক্ষেত—ক্ষেতে যেন আর শস্য ধ'রে না। চওড়া চওড়া রাস্তা, মাঝে মাঝে দু'চারখানা মোটর; হাতীর মত মোটা মোটা ঘোড়ায় চাষীদের ক্ষেত-খামারের কাজে ব্যবহৃত গাড়ী টেনে নিয়ে যাচ্ছে, আর অগণ্তি পা-গাড়ী—মেয়ে, পুরুষ, ছেলে, সব পা-গাড়ী ক'রে চ'লেছে। অনেক অংশে রাস্তাগুলি পাথরের ইটে বাঁধানো। যত রাস্তা, যেন তত খাল। সরু সরু সব খাল, সোজা চ'লেছে, দুধারে পপ্লার গাছের সারি। দু-একটা গ্রাম, ঘন ঘন পাশাপাশি কতকগুলি

বাড়ী, চৌরাস্তা বা চত্বর, একটা দুটো সেকেলে বাড়ী, রেস্তোরাঁ, দোকান, গির্জা, —রাস্তা সব এবড়ো-খেবড়ো পাথরের নুড়ীতে মোড়া; তারপরেই দিগন্ত-প্রসারী মাঠ, ক্ষেতগুলির মাঝে মাঝে গাছের বেড়া, বা কাঠের বেড়া; গোচর জমীও প্রচুর—কেবল গোরু চরাবার জন্য নয়, ঘোড়াও দু-চারটে প্রায় সব গোচরের মাঠে; আর ভেড়া; গোরু ঘোড়া ভেড়া, সবই বিরাট্ আকারের। চাষীদের বাড়ীর লাগাও খালি জমিতে মুরগী আর হাঁস চ'রছে, মোটা মুরগী, আর তেমনি মোটা আকারের পাতিহাঁস, রাজহাঁস; শূয়র চ'রে বেড়াচ্ছে, বিশাল আকারের শূয়র, ধব্‌ধবে' সাদা রঙ্। মানুষগুলোও তেমনি—চাষীর ঘরের ঝী-বউ কোমর-সমান উঁচু আধা-দরজার পাশে, বাড়ীর বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে'—কনুই-পর্য্যন্ত হাত খোলা, মোটা মোটা হাতের কব্‌জী। এই পল্লী-অঞ্চলের দৃশ্যে একটা জিনিসের প্রাচুর্য্য লক্ষণীয়—সর্বত্রই একটু উঁচু ঢিবির উপরে একটা ক'রে Wind-mill বা হাওয়া-কল, হাওয়ায় তার চারখানা পাখা ঘুরছে, আর হাওয়ার শক্তিতে কল-ঘরের ভিতরে চাকা চ'ল্‌ছে, তা দিয়ে এ দেশের চাষীরা গম পিষিয়ে' নিচ্ছে।

কুক্কেতে সমুদ্রের ধার দিয়ে খানিক গিয়ে, একটা বড়ো রাস্তার ধারে আমাদের নামিয়ে' দিল, তার পরে সরু সরু কতকগুলি সুন্দর সবুজ গলি দিয়ে, আমরা অভিনয়ের স্থানে এলুম। কুক্কে এ অঞ্চলে একটা সমুদ্র-বিহারের স্থান। অনেক ছোটো ছোটো বাড়ী ক'রেছে—সব বাড়ীই এক-একটা বাগানের মধ্যে। নাটকটা হ'ল খোলা জায়গায়। মধ্য-যুগের একটা ধর্ম-মূলক আখ্যান নিয়ে নাটকটা। মধ্য-যুগের ডচ্-ফ্লেমিশ ভাষায় লেখা, কবিতায়। আমাদের সম্মেলনের তরফ থেকে এক খণ্ড ক'রে এই নাটকের মূল বইটা আর তার ইংরিজি অনুবাদ দেওয়া হ'য়েছিল, সময় ক'রে তা দেখে রেখেছিলুম। রোমান-কাথলিক সন্ন্যাসীদের পুরাতন convent অর্থাৎ আখড়া বা বিহার-বাড়ী, তার cloisters বা আঙিনার বাগান, আঙিনার চারিদিকে দালান বা ঢাকা পথ, সেই বাগানের মধ্যে বা আঙিনার মধ্যে অভিনয় হল। আঙিনার মধ্যে বেদির উপরে যীশু-মাতা মারিয়া-দেবীর একটী পাথরের মূর্তি, সেইটা হ'ল রঙ্গমঞ্চের কেন্দ্র; চৌ-কোনা আঙিনার একটা দিক হ'ল নেপথ্য বা পটভূমিকা, সেদিকে দর্শকদের বস্‌বার স্থান নেই; আর তিন দিকে, আঙিনায় প্রচুর উইলো গাছ ছিল সেই সব গাছের ফাঁকে ফাঁকে, বেঞ্চি টুল আর চেয়ার পেতে দর্শকদের ব'সে দেখ্‌বার ব্যবস্থা হ'য়েছে। সব-শুদ্ধ বোধ হয় শ' তিন-চার লোক ব'সে দেখ্‌তে পারে—জায়গা বড়ো কম।

নটার সময়ে আমরা অভিনয়ের স্থানে হাজির হ'লুম, আমাদের টিকিট আগে নেওয়া ছিল, যে যেখানে পার্‌লুম জায়গা ক'রে নিলুম। ততক্ষণে বেশ অন্ধকার

হ'য়ে আস্‌ছে। আঙিনার মধ্যে উইলো গাছের সরু সরু গুঁড়ি আর সবুজ পাতলা পাতলা লম্বা লম্বা পাতা—গুটিকতক বিজলীর বাতিতে আর উৎস-আলোকে বেশ দেখাচ্ছিল। ছবিওয়ালা প্রোগ্রাম বিক্রী হ'ল। যে দিকটা background বা পটভূমি, সেদিকে cloisters-এর ঢাকা দালানের ছাতের ওপারে একটা গির্জের চূড়ো দেখা যাচ্ছিল। নাটক আরম্ভ হ'তে হ'তে বেজে গেল সাড়ে-নটা। জন-কতক বিরাট্‌কায় সৌম্য-মূর্তি রোমান-কাথলিক সন্ন্যাসী—এঁদের পরণে সাদা আর কালো খশ্‌খশে' উনী বা পশমের খাদির আলখাল্লা, সকলের মুখে পাকা বা আধ-পাকা লম্বা গোঁফ-দাড়ী—এঁরা এসে ব'স্‌লেন। আঙিনার পটভূমিকার দিকে দালানের দরজা খুলে গেল, একজন রোমান-কাথলিক সন্ন্যাসী, এঁরও পরণে সাদা উনী খদ্দরের পোষাক, ইনি বেরিয়ে' এলেন, নাটকের প্রস্তাবনা পাঠ ক'র্‌লেন। তার পরে তিনি এসে দর্শকদের মধ্যেই ব'সে গেলেন।

ভিতর থেকে অর্গান-যন্ত্রের স্নিগ্ধ-গম্ভীর নির্ঘোষ হ'ল—লাতীন ভাষায় রোমান-কাথলিক গির্জায় পূজার সময় যে মন্ত্র-গান হয় অর্গান বাজিয়ে' সেই রকম মন্ত্র-গানের সঙ্গে সঙ্গে নাটকের অবতারণা হ'ল। নাটকের আখ্যান-বস্তুটী' অতি সংক্ষিপ্ত। নাটকটীর নাম হ'চ্ছে Beatrijs 'বেআট্রাইস্‌' বা Beatrice 'বেয়াত্রীস্‌'। রোমান-কাথলিক সন্ন্যাসিনীদের একটী মঠে অল্প-বয়সী একটী সন্ন্যাসিনী ছিল—এর নামেই নাটকের নাম; তার মতি ধর্ম-সাধনার দিকে ছিলই না, বয়সের ধর্ম অনুসারে তার প্রাণ চাইত ভোগ-সুখ, স্বামী-পুত্র, ঘর-বাড়ী, পার্থিব সম্পদ্‌। মঠের নিত্য পূজা-পাঠে তার প্রাণ উঠ্‌ত হাঁপিয়ে'। তাই সে মাতা মারিয়া-দেবীর নিকট আকুল প্রার্থনা জানালে—মা, তুমি আমাকে পার্থিব সুখ দাও, আমি আর এভাবে আত্মনিগ্রহ ক'রে মঠে জীবন যাপন ক'র্‌তে পার্‌ছি না। মা মেরী তার প্রার্থনা শুন্‌লেন। মেয়েটীর একটী প্রেমাস্পদ জুটল—বড়ো ঘরের ছেলে, অনেক ধন-দৌলৎ তার; তার সঙ্গে পরম আনন্দে সে মঠ ছেড়ে বেরিয়ে' প'ড়্‌ল। তাদের বিবাহ হ'ল, ঘর-সংসার হ'ল, ছেলে-পিলে হ'ল। কিন্তু শেষে তার স্বামী গেল মারা, অবস্থাও খারাপ হ'ল; ছেলে-মেয়ের হাত ধ'রে মেয়েটী তখন পথে এসে দাঁড়াল'। তখন তার সংসার-সুখের আকাঙ্ক্ষা মিটে গিয়েছে। ধর্ম-ঘরের দেয়াসিনী, আবার সব ফেলে ধর্মের আশ্রয়ে ফিরে আস্‌তে চায়। ছেলে-মেয়ের হাত ধ'রে আবার এসে, যে মঠ ত্যাগ ক'রে সুখের আশায় সে বেরিয়ে' প'ড়েছিল, সেই মঠের দ্বারে এসে দাঁড়াল'। মঠাধি-কারিণীর দয়া হ'ল, গরীব বিধবা দেখে তার ছেলে-মেয়ের ভার তিনি নিলেন। তখন মেয়েটী মাতা মারিয়ার চরণ-তলে আত্মনিবেদন ক'রে প্রার্থনা ক'র্‌তে লাগল—

মা, এইবার আমায় আশ্রয় দায়। এমন সময়ে এক অদ্ভুত রহস্য প্রকাশ পেলে মেয়েটীর কাছে—সে যে পালিয়ে' গিয়ে এই দশ-বারো বছর ধ'রে মঠের বাইরে কাটিয়েছে, তা মঠের কেউ জানে না; তার সংসারের সাধ পূর্ণ কর্‌বার জন্য, আর যাতে তার নামে আশ্রমে কোন দুর্নাম না রটে সেই জন্য, এই কয় বছর তার অবর্তমানে মা-মেরী স্বয়ং এসে তার স্থানে তার বেশ ধ'রে কাটিয়ে' দিয়েছেন। মঠে তার যা যা কাজ ছিল—গির্জার ঘণ্টা বাজানো, অপরের যে যে পরিচর্য্যা করা, এই কয় বছর ধ'রে মা-মেরী তাঁর কন্যা-স্থানীয়া এই তরুণী দেবাসিনীর স্থলাভিষিক্ত হ'য়ে, তারই চেহারা নিয়ে সব ক'রে এসেছেন। কেউই টের পায় নি এই রহস্য। তার সংসারের সাধ পূর্ণ হ'য়েছে—এবার সত্যই সে ধর্মের কোলে আশ্রয় চায়, স্বর্গরাণী দেবমাতা মারিয়া তাকে স্বশরীরে দেখা দিলেন, আবার তার আশ্রম-বাসিনীর মতন চেহারা আর কাপড়-চোপড় ক'রে দিলেন—পূর্ববৎ আশ্রমে সে তার স্থানে ফিরে এল'। এইভাবে দেবী তাকে দয়া ক'র্‌লেন।

গল্পটী সরল, কিন্তু ছড়ার ধরনের কবিতা আবৃত্তি বা পাঠ ক'রে ক'রে, অভিনয়টী অদ্ভুত সুন্দর ক'রে তুলেছিল। আশ্রমের জীবন-যাত্রা দেখাবার জন্য কেবল দুই-একবার আশ্রমাধিকারিণী আরও কতকগুলি সন্ন্যাসিনীর সঙ্গে আঙিনায় এসে দাঁড়ালেন, পাথরের মেরী-মূর্তির সামনে সন্ন্যাসিনীরা চার পাশে ঘিরে দাঁড়াল'—সকলেরই হাতে জপমালা, সকলেরই অতি সুন্দর সংযত ভক্তি-নম্র ভঙ্গী, সকলেরই চোখে-মুখে যেন অতীন্দ্রিয় স্বর্গলোকের আভাস;—মঠাধিকারিণী খালি একটী মন্ত্র সুর ক'রে ব'ললেন—Ave Maria 'আভে মারীয়া'—অর্থাৎ 'জয়, মেরী', আর অন্য সন্ন্যাসিনীরা সেইটী কেবল সমস্বরে আবৃত্তি ক'র্‌লে—তার পরে ধীর-মন্থর গতিতে তারা মঠাধিকারিণীর অনুসরণ ক'রে চ'লে গেল, দূরের গির্জার অর্গান-বাদ্যের মনোহর স্বর্গীয় ধ্বনি কানে আস্‌তে লাগ্‌ল। বেয়াট্রাইসের প্রেমাস্পদ যখন এসে তাকে সংসারের প্রেম, সুখ-সম্পদের কথা ব'লে তার কাছে নিজের প্রেম-নিবেদন ক'র্‌তে লাগ্‌ল, তখন তার মনে দ্বন্দ্ব—মঠ ছেড়ে যাবে কি যাবে না, তা অতি নিপুণ-ভাবে দেখানো হ'য়েছিল। শেষ দৃশ্যে মা মেরী নিজের স্বরূপে দেখা দিলেন—উপরে সব গাছের ডাল থেকে বিদ্যুতের আলোক-উৎস বা আলোক-প্রপাতের আলো সমস্ত আঙিনাটীকে উদ্ভাসিত ক'রে দিয়েছে, সেই আলোর মধ্যে, পিছনের দালানের সরু সরু থামের কোলে, নক্ষত্র-খচিত নীল দুকূল পরে মাতা মারিয়ার দেবীমূর্তি, আর তার চার ধার ঘিরে cherub 'খেরুব্' বা 'চেরব্' অর্থাৎ পক্ষধর শিশু দেবদূতের দল—যেন একখানি

প্রাচীন ইটালীয় বা প্রাচীন ফ্লেমিশ ছবি—ফ্রা-আঞ্জেলিকো, কিংবা বত্তিচেল্লি, অথবা ফান-আইক্‌দের কারো, কিংবা গেরার্দ দাভিদ-এর আঁকা মেরী-মূর্তি।

নাটকের উপাখ্যানটীর মধ্যে, মানব প্রাণের গভীরতম আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একটী অব্যক্ত অনুকম্পা বা সহানুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। মূল উপাখ্যানটী খ্রীষ্টীয় তেরোর শতকে রূপ গ্রহণ করে। ১৩৭৪ সালে প্রাচীন ডচ্ ভাষায় (আধুনিক ডচ্ আর ফ্লেমিশ দুইয়েরই পূর্ব রূপ এই প্রাচীন ডচ্) 'বেয়াত্রীস' বা 'বেআট্রাইস্' নাট্য-কাব্য রচিত হয়; তারপরে এই কাব্য চারিদিকে প্রসার লাভ করে। ভক্তের জন্য পৃথিবীতে নেমে এসে ভগবান মানুষের সেবা করেন, এরূপ বিশ্বাস বা বোধ সব দেশেরই ভক্তিবাদে আছে—

জহাঁ সেবকহিঁ নিদ্রা লাগৈ। সাহিব তহাঁ সঙ্গহিঁ জাগৈ॥

—'সেবকের বা ভক্তের যেখানে ঘুম পায়, সাহেব বা প্রভু সেখানে তার কাছে জেগে থাকেন।' মানব-জীবনের দিক্ থেকে, ভক্ত-জীবনের দিক্ থেকে, বইখানির আকর্ষণ বা 'আবেদন' সার্বভৌম; প্রাচীন ধর্মের আবেষ্টনীর মধ্যে, আমাদের সাবেক যাত্রার মতন, শ্রোতা বা দর্শকদের মধ্যে একটা বেশ সহানুভূতি জ'মে উঠ্‌তে দেরি লাগে না। যেখানটায় অভিনয় হ'ল, পরে জানলুম, সেটা সত্য-সত্যই একটী দোমিনিকান সম্প্রদায়ের সন্ন্যাসীদের মঠের আঙিনা। মঠাধিকারীরা ধর্মানুষ্ঠান হিসেবে এই ভক্তিরসাত্মক নাটকের অভিনয়ের পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন।

আমরা সকলেই এই অভিনয়ে বিশেষ প্রীতিলাভ ক'র্‌লুম। সকলে বিশেষ আগ্রহের সঙ্গে রাত নয়টা থেকে এগারোটা পর্য্যন্ত অপরিসর কাঠের বেঞ্চির উপর ব'সে-ব'সে দেখ্‌লুম—ডচ-ফ্লেমিশ জাতির সংস্কৃতির আর ধর্মানুভূতির একটু স্পর্শ অনুভব ক'র্‌লুম। তারপরে গেণ্ট-এ ফির্‌লুম রাত্রি একটায়।

অত রাত্রেও দেখি, আমাদের হোটেলের সামনে—স্টেশনের সামনেও বলা যায়—একটী যে বড়ো চত্বর আছে, সেখানে এক উৎসব লেগে গিয়েছে। বেলজিয়ম রাষ্ট্রের স্থাপনা হয় বছরের যে মাসে, সেই মাসে রাষ্ট্র-স্থাপনার দিনে এই উৎসব হয়। উৎসব মানে—খানাপিনার একটু বেশী রকম ব্যবস্থা, মিউনিসিপালিটি থেকে বাজনার ব্যবস্থা, নাচ, আর ছেলেদের জন্য নাগর-দোলা; প্রচুর আলো, প্রচুর ভিড়। রাত একটা, মনে হ'ল উৎসব-ক্ষেত্রে একটু ঝিমে ভাব এসেছে, তবুও মেলা তখনও ভাঙে নি, লোকের ভিড় কিছুটা আছে।

২২শে জুলাই, শুক্রবার, গেণ্ট-এর সম্মেলনের শেষ দিন, আমাদেরও অবস্থানের শেষ দিন। সকালে সম্মেলনের যে আন্তর্জাতিক কার্য্যকরী সমিতি আছে, তার

অধিবেশন হ'ল—নোতুন সদস্য এই সমিতিতে নির্বাচিত হ'লেন। আমাকে পুনর্নির্বাচিত করা হ'ল। তারপরে, সাধারণ সম্মেলন সভার অধিবেশন হ'য়ে, সম্মেলনের কাজ শেষ হ'ল। আমরা স্থির ক'রেছিলুম, ঐ রাত্রেই সাড়ে-আটটার গাড়ীতে আমরা লণ্ডন-যাত্রা ক'র্‌বো, Ostend অস্ট-এণ্ড হ'য়ে। রাত্রে সমস্ত প্রতিনিধিদের নিয়ে এক নৈশ ভোজ ছিল—যারা ভোজে যোগ দেবেন স্থির ক'রেছিলেন এমন প্রতিনিধিদের তার জন্য টিকিট কিন্‌তে হ'য়েছিল—আমরা তাতে থাক্‌বার অবসর পাবো না ব'লে তার টিকিট কিনি নি। সম্মেলনের কাজ খুব সুশৃঙ্খলার সঙ্গে হয়, আর এর জন্য সম্মেলনের সভাপতি অধ্যাপক Blancquaert ব্লাঙ্কেয়ার্ট আর অধ্যাপক Willem Pee ভিলেম পে সকলের কাছ থেকে খুবই সাধুবাদ পেতে পারেন ; বিশেষতঃ আমাদের মত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে, যাদের সুবিধার জন্য ক'দিন ধ'রে এঁরা অতন্দ্র হ'য়ে খেটেছিলেন। আগামী চতুর্থ সম্মেলন কোথায় হবে স্থির হয় নি, তবে ১৯৪০ সালে আমেরিকায় নিউ-ইয়র্ক-এ হ'বার কথা শোনা গিয়েছিল।

২২শে দুপুর আর বিকাল-বেলাটায় গেণ্ট-শহর আর একটু ঘুরে-ফিরে দেখ্‌লুম। সেণ্ট বাভন গির্জায় গেলুম—তখন একটা mass বা পূজা হ'য়ে গিয়েছে—বিরাট্ মন্দিরটী রোমান-কাথলিক ধূপ-ধুনার সৌরভে আমোদিত। সব দেখে মনে হয়, বেলজিয়ম-এ ধর্ম-বিশ্বাস আর ধর্মানুষ্ঠান যেন এখনও অনেকটা জীবন্ত আছে। রোমান-কাথলিক ধর্মের শক্তি অসাধারণ, আর তার যে মনোহর পূজানুষ্ঠান—স্থাপত্য, মূর্তি, ছবি, সঙ্গীত, অর্গান-বাদ্য, ধূপ-ধুনা, লাতীন ভাষার উদাত্ত ধ্বনিতে ভরপুর মন্ত্র, এ-সবের বিশেষ একটা মোহ আছে, মন-প্রাণ-মাতানো একটা আকর্ষণ আছে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

সন্ধ্যায় হোটেলে সকাল-সকাল খেয়ে নিলুম। এই অঞ্চলের একটী রান্নার সুখ্যাতি শুনে সেইটী খাওয়া গেল—Waterzooi 'ওয়াটার-জোই' এর নাম—মুরগীর এক-প্রকার স্ট্যু বা ঝোল। তারপরে, আটটা ছত্রিশের গাড়ীতে চ'ড়ে সাড়ে নটার মধ্যে অস্ট-এণ্ড-এ পৌঁছুলুম। সেখান থেকে রাত সওয়া-এগারোটায় ইংলাণ্ড-গামী জাহাজে চড়া গেল॥

অস্ট-এণ্ড্—লণ্ডন

অস্ট্-এণ্ড Ostend, ইংরিজিতে East-end—ইংলাণ্ড আর বেলজিয়মের মধ্যে গতায়তের প্রধান পথ। ইংলাণ্ডের Dover ডোভার আর ফ্রান্সের Calais ক্যালে—এই দুই বন্দর সমুদ্রের এপার-ওপার, সামনা-সামনি অবস্থিত। ডোভার-অস্টেণ্ড চার-পাঁচ ঘণ্টার পথ। আমাদের জাহাজ ছাড়্‌বে রাত্রি একটায়, আমরা তো অস্টেণ্ডে পৌঁছে' গেলুম সাড়ে-ন'টায়। প্রায় তিন ঘণ্টা সময়—কি করা যায়? স্টীমারে তখনই চ'ড়্‌তে দেবে না। সেই স্টীমার ছাড়বার আধ ঘণ্টা আগে, আর একটা ট্রেন আস্‌বে জরমানি থেকে যাত্রী নিয়ে, তখন আমাদের জাহাজে উঠ্‌তে দেবে। আমরা ভাব্‌লুম, মালপত্র স্টেশনে জমা দিয়ে, শহরটায় ঐ রাত্রে যে ভাবে যতটুকু পারা যায় একটু ঘুরে আসি। রেল-স্টেশনের লাগাও হ'চ্ছে জাহাজের ঘাট। তাই করা গেল। স্টেশনের বাইরে বেরিয়ে', ট্রামের লাইন ধ'রে শহরের দিকে চ'ল্‌লুম। একটী প্রাচীন গথিক গির্জা দেখা গেল। তারপরে খানিকটা গিয়ে খুব আলো দিয়ে সাজানো একটী রাস্তা পাওয়া গেল। সেই রাস্তাটাই হ'চ্ছে অস্টেণ্ডের কেন্দ্র।

অস্টেণ্ড ইংরেজদের কাছে খুব এক প্রিয় স্থান—বিশেষতঃ গ্রীষ্মকালে। হাজার হাজার ইংরেজ মেয়ে-পুরুষ ছুটী পেলে, অথবা শনিবার রবিবার এই দুই হপ্তাশেষের দিন কাটাবার জন্য, ইংলাণ্ড থেকে অস্টেণ্ডে আসে। ইংলাণ্ডের খুব কাছে—ইংলাণ্ডের লাগোয়া ব'ল্‌লেই হয়, অথচ একটা বিদেশ বা পরদেশ ভূমি। শস্তায় দুই-এক দিন 'কন্টিনেণ্ট' গিয়ে বেড়িয়ে' আস্‌বার পক্ষে বড় সুবিধার জায়গা। অনেকে সকালে ডোভার থেকে অস্টেণ্ডে এসে, সন্ধ্যেতে আবার ডোভার যাত্রা করে; দিনভাগে অস্টেণ্ড ঘুরে দেখে, হয় তো বা কাছে পিঠে মোটরে ক'রে দুই-একটা জায়গা দেখে আসে। ইংলাণ্ড থেকে আগত এই সব প্রমোদ-যাত্রীদের নিয়েই অস্টেণ্ডের দোকান-পসার,—হোটেল-রেস্তোরাঁ, যান-বাহন সব এদেরই সেবায় নিয়োজিত। স্থানীয় ভাষা হ'চ্ছে ফ্লেমিশ—ইংরিজিরই ভগিনী-স্থানীয়, আর ফরাসী; কিন্তু শহরের অনেক লোকই ইংরিজি বল্‌তে পারে, ইংরিজি জানে। হোটেল বোর্ডিং-হাউস প্রভৃতি ইংরেজ যাত্রীদের দ্বারাই ভরতী হয়। সমুদ্রের তীরে নাইতে যায়, এই-সব ইংরেজ যাত্রী; তাদের খেদ্‌মতের জন্য স্থানীয় লোকেরা হাজির। একটী

বড়ো রাস্তা, সমুদ্র-তীর থেকে পশ্চিমে লম্বা চ'লে গিয়েছে, তা থেকে আবার আড়াআড়ি কতকগুলি রাস্তা বেরিয়েছে—এগুলি দোকানে ভরা, আর হোটেল, রেস্তোরাঁ বা ভোজনশালা, পানাগার প্রভৃতিতে। এই রাস্তাটী ইংরেজ খ'দ্দেরদের আকৃষ্ট করবার জন্য আলোকমালা দিয়ে খুব সাজানো—রাস্তার এধারে থেকে ওধারে বিজলীর আলোর শিকল চ'লে গিয়েছে। দু'চারটী আড়া-আড়ি রাস্তাতেও এই রকম আলোর ব্যবস্থা।

আমরা এই রাস্তা দিয়ে, দোকান-পাট দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চ'ল্‌লুম। বেশীর ভাগ দোকান হ'চ্ছে টুকিটাকি মণিহারী জিনিসের দোকান—অস্টেণ্ডের স্মারক ব'লে যাত্রীরা যা কিনে নিয়ে যাবে। চীনামাটির পুতুল আর খেলনা, ছবির পোস্টকার্ড, কাঠের খেলনা, কাচের জিনিস, এই-সবই বেশী। রেস্তোরাঁগুলিতে তখনও বেশ ভিড়। চকলেট, কেক, নানাপ্রকার অন্য খাদ্যের দোকান তখনও বেশ জাঁকিয়ে' বিকিকিনি চালাচ্ছে। এই রকম seaside town অর্থাৎ সমুদ্রের তীরের শহর আগে দেখা আছে—তবুও ভিড়ের মধ্যে ঘুরে ঘুরে আমাদের হাতে যে তিন ঘণ্টা সময় ছিল তার খানিকটা কাটিয়ে' দেবার সুবিধা দেখে, আমরা খুশীই হ'লুম। একটা চীনামাটির পুতুলের দোকানে কতকগুলি সুন্দর পশু-মূর্তির খেলনা দেখে, তার কাঁচে-ঢাকা জানালার সামনে দাঁড়িয়ে', ডাক্তার বর্ধন আর আমি, আমরা দু'জনে সেগুলির শিল্পকর্মের প্রশংসা ক'রছি, এমন সময়ে দোকানের মালিক এক বুড়ী খুব এক গাল হেসে আমাদের ভিতর এসে দেখ্‌তে আহ্বান ক'রলে। আমি ব'ল্‌লুম, দুই-একটা জিনিস আমাদের ভালো লেগেছে, কিন্তু আমরা কিছুই কিন্‌বো না—তবে দোকানের মালিক যদি জিনিসগুলির দাম কতো আমাদের বলেন, তো আমরা বড়ই আনন্দিত হই। বুড়ী ব'ল্‌লে, কিছুই কিন্‌তে হবে না,—এসে যা খুশী দেখুন। আমরা ভিতরে গেলুম, এ-জিনিস ও-জিনিস দেখাতে লাগ্‌ল। দোকানে তিনটী তরুণী কন্যা ছিল, তারা আপসে ফরাসীতে কথা ক'চ্ছিল—বুড়ী অবশ্য আমাদের সঙ্গে কথা কইছিল ইংরিজিতে। এদের কথায় বুঝলুম, এরা একটু গবেষণা ক'রছে, আমরা কোথাকার লোক। মাঝে মাঝে 'অ্যাঁদু, অ্যাঁদু' (Hindou) অর্থাৎ 'হিন্দু' বা 'ভারতীয়' ব'ল্‌ছে। আমি তখন ফরাসীতেই ব'ল্‌লুম—হাঁ, আমরা ভারতীয়ই বটে। মেয়ে তিনটী তিন বোন, বুড়ী তাদের মা—এরা যখন শুন্‌লে যে, আমরা ভারতীয়, তখন চারজনেই ভারী খুশী হ'ল—আমাদের খাতির ক'রে ব'স্‌তে অনুরোধ ক'র্‌লে। ব্যাপার হ'চ্ছে এই :—তিনটী মেয়ের মধ্যে একটীর স্বামী—স্বামীটী একটী বেলজিয়ান ডাক্তার—ভারতবর্ষে বোম্বাইয়ে বাস ক'র্‌ছেন, সেখানে তিনি ডাক্তারী ব্যবসায় ক'রে থাকেন। ভারতবর্ষে স্বামীর কাছে গিয়ে থাক্‌বে

ব'লে মেয়েটী তৈরী হ'চ্ছে—মাস খানেক মাস দেড়েকের মধ্যেই তাকে ভারতবর্ষের জন্য যাত্রা ক'রতে হবে। মেয়েটীর আর তার মা আর বোনেদের ইচ্ছে, খাস ভারতবর্ষের কোনও লোকের মুখ থেকে ভারতবর্ষের খবর কিছু শোনে। আমাদের কাছ থেকে কোনও রকমে তাদের বোধগম্য ফরাসী ভাষায় ভারতবর্ষের কথা শোনবার সুযোগ হওয়ায়, তারা আগ্রহের সঙ্গে আমাদের জিজ্ঞাসাবাদ ক'রতে লাগ্‌ল। বেশীর ভাগ হ'চ্ছে ভয়-সূচক প্রশ্ন—ভারতবর্ষে সাপ কি খুব? বিছানায়, চটীজুতোর ভিতরে, পথে-ঘাটে, সাপ নাকি কিল্‌বিল্‌ ক'রে বেড়ায়? বোম্বাই শহরে কি বাঘ দেখা দেয়? বোম্বাই শহরের রাস্তায় কি ক্ষেপা হাতীর ভয় আছে? কলেরা, প্লেগ প্রভৃতি থেকে আপনারা কি ক'রে আত্মরক্ষা করেন? হাঁসপাতাল ওদেশে আছে কি?—ভারতবর্ষ সম্বন্ধে এদের অদ্ভুত ধারণা। বিপদ, আর রোমান্স, অঢেল টাকা আর তার সঙ্গে সঙ্গে যোগী সন্ন্যাসী ফকীরদের অদ্ভুত ক্রিয়া-কলাপ, বাঘ হাতী আর সাপ, হীরে জহরৎ প'রে রাজা, মন্দিরের মধ্যে দেবদাসীর নাচ আর পাহাড়ের গুহার মধ্যে যোগী আর ফকীর, বিরাট্‌ পাগড়ী-মাথায় শিখ সৈন্য,—এদের দৃষ্টিতে, এই-সব নিয়ে ভারতবর্ষ। আমি ব'ললুম, ভারতবর্ষ আর পাঁচটা দেশেরই মত—সেখানে শহরের মধ্যে পথে ঘাটে সাপ বাঘ ক্ষেপা-হাতী বেড়ায় না, বোম্বাই আর ক'লকাতা আধুনিক যে কোনও শহরেরই মতন, রেল, ট্রাম, বাস্‌, জলের কল, বিজলীর বাতী, গ্যাস, ড্রেন, সবই আছে—মানুষের বাসের অযোগ্য নয় সে দেশ। এ-সব কথা শুনে তারা যেন একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচ্‌ল, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটু যেন ক্ষুণ্ণও হ'ল, তাদের সেই ভীষণ-সুন্দর কল্পনার ভারতবর্ষ যে অনেকটা কল্পনারই বস্তু, একথা আমাদের মুখে শুনে।

অস্টেণ্ডে-এর রাস্তায় বোধ হয় ফ্লেমিশ বা ফরাসীর চেয়ে ইংরিজির ধ্বনিই বেশী কানে এল—তাও আবার কক্‌নি অর্থাৎ লণ্ডনের নিম্নশ্রেণীর লোকের ইংরিজি;—শস্তায় দুই-এক দিনে যারা সাগরের ওপারের দেশের—ফ্রান্স বা বেলজিয়মের—একটু আস্বাদন ক'রে আস্‌তে চায়, সেই রকম অর্ধশিক্ষিত নিম্ন মধ্যবিত্ত বা গরীব শ্রেণীর লোকই বেশী জড়ো হ'য়েছে। এরা হুল্লোড় ক'রে বেড়িয়ে', চেঁচামেচি ক'রে, আমোদ্‌ পায়—ছোট্ট বেলজিয়ম দেশে, বিরাট্‌ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মালিক ইংরেজ, তারা এসেছে, স্থানীয় লোকেরা নানা ভাবে তাদের সেবা কর্‌বার জন্য (আর তাদের পয়সার ভার হাল্‌কা কর্‌বার জন্য) বিনীত-ভাবে তাদের আশে-পাশে ঘুরছে—সুতরাং এ ক্ষেত্রে তারা একটু নিজেদের অস্তিত্ব জাহির ক'র্‌বেই তো। মোটরগাড়ীওয়ালাদের বিস্তর আড্ডা—আমাদেরও অস্টেণ্ডের যাত্রী মনে ক'রে দু পা যেতে-না-যেতেই এই-সব আড্ডার দালালরা বা কর্মচারীরা এসে ঘিরে ফেলে—

চলুন মশাই, কাল আমাদের বিরাট বাস্ যাচ্ছে, ব্রুজ গেণ্ট্ দেখিয়ে আন্‌বো, দক্ষিণা মাত্র আঠারো শিলিঙ্, ভালো রেস্তোরাঁয় দুপুরের লাঞ্চও ঐ দামের মধ্যে।

আমরা অস্টেণ্ডের সমুদ্রের ধারের চওড়া বড়ো রাস্তায় এসে প'ড়লুম। খুব বড়ো বড়ো বিজলীর বাতীতে, এই রাস্তার খুব লম্বা একটা অংশ উজ্জ্বল। সমুদ্রের ধারের এই রাস্তার উপরে ডাঙার দিক্‌টায় সব বড়ো বড়ো চার-পাঁচ তলা বাড়ী, বেশীর ভাগই হোটেল। খুব উজ্জ্বল আলোকমালা-বিভূষিত একটা বাড়ী—এই রকম আমোদ-প্রমোদের স্থানে যা থাক্‌বেই থাক্‌বে, এটা স্থানীয় Casino বা প্রমোদা-গার—এটা একাধারে পান-ভোজন-শালা, নৃত্য-শালা, বিশ্রামাগার, আর নানা প্রকারের ক্রীড়া-কৌতুকের স্থান। আমরা এই বড়ো রাস্তাটার উপরে এক বেঞ্চিতে ব'স্‌লুম—সমুদ্র-মুখো হয়ে। সামনে প'ড়্‌ল পশ্চিম দিক্; তার কোলে North Sea নর্থ-সী বা উত্তর-সাগরের অংশ—সময় রাত দশটা হবে, কিন্তু তখনও পশ্চিমে দিক্‌চক্র-বালের মাথায় সূর্য্যাস্তের লাল আভা মুছে যায় নি, আর উত্তর-সাগরে জল, ঘনায়মান অন্ধকারেও তার পাঁশুটে' রঙ হারিয়ে' তখনও কালো হয় নি। ডাঙার উপরে ছোটো বড়ো breaker বা ভাঙুনে' ঢেউ এসে ভেঙে প'ড়্‌ছে, সেই-সব ঢেউয়ের ফেনায় প্রতিবিম্ব পেয়ে আকাশের আলো যেন যাই-যাই ক'রেও যাচ্ছে না। সমুদ্রের ধারের এই Promenade বা বেড়াবার রাস্তায় ব'সে-ব'সে, সমুদ্র আর রক্তাভ কৃষ্ণায়মান আকাশ দেখ্‌তে চমৎকার লাগ্‌ল—কিন্তু এদের দেশের গ্রীষ্মকালে রাত সাড়ে-দশটার দিকে একটু বেশ শীত-শীত ক'র্‌তে লাগ্‌ল, যদিও যথা-রীতি আমাদের গায়ে গরম কাপড়েরই সুট্ ছিল। আমরা আস্তে আস্তে স্টেশন-মুখো হ'য়ে ফির্‌লুম। এগারোটা প্রায় বাজে, দোকান-পাট সব বন্ধ হ'তে আরম্ভ হ'চ্ছে, লোকের ভিড়ও ক'ম্‌তে আরম্ভ হ'য়েছে।

স্টেশনে পৌঁছে শুন্‌লুম, স্টীমারে আমাদের তখনই উঠ্‌তে দেবে। মাল-পত্র বা'র করিয়ে' কুলীর হাতে দিয়ে আমরা এগোলুম—পাসপোর্ট দেখে জাহাজে চ'ড়তে দিলে। উপরে মাল রাখ্‌বার সব জায়গা, নীচে শোবার জন্য ক্যাবিন—তৃতীয় শ্রেণীর এই ব্যবস্থা। তৃতীয় শ্রেণীর 'ক্যাবিন' মানে, মস্ত এক হল-ঘর, তাতে সারি সারি 'বাঙ্ক' বা শোবার-জায়গা, একটা উপরে একটা নীচে। তবে সব অতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমরা একট কোণে দুটো বাঙ্ক দখল ক'রে নিলুম। তার কিছু পরে জরমানি থেকে বড়ো ট্রেনের যাত্রীরা এল'। অল্পক্ষণের মধ্যেই স্টীমারটা ভ'রে গেল। বেশীর ভাগ যাত্রী যারা এল' তারা হ'চ্ছে জরমান আর অন্য বিদেশীয় ছেলে মেয়ে—যুবক যুবতী—ইংলাণ্ডে কয়দিনের জন্য বেড়াতে যাচ্ছে। সুইট্‌জ্‌রলাণ্ড আর কন্টিনেণ্টের অন্য দেশ দেখে বেড়িয়ে' ফির্‌ছে এমন ইংরেজ ছাত্র-

ছাত্রীও অনেক। ইউরোপের সব দেশেই ছাত্র-ছাত্রীদের দেশ-দর্শনে উৎসাহিত করবার জন্য নানা রকম সুবিধা ক'রে দিয়েছে। খুব শস্তায় রেল স্টীমার বাসের টিকিট পায় এরা—বিশেষতঃ যখন দল-বদ্ধ হ'য়ে অনেকে একত্র বেড়াতে বা'র হয়। এদের জন্য খুব শস্তায় হোটেলেরও ব্যবস্থা থাকে। এদেশের ছেলেরা এই রকম সুবিধার অবহেলা করে না। দলে দলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে ছাত্র-ছাত্রীরা অন্য অন্য দেশ ঘুরে আসতে বা'র হয়—নিজেদের দেশের তো কথাই নেই। এইভাবে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের তরুণদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশা খুব হ'চ্ছে—পরস্পরের ভাষা শেখা হ'চ্ছে—এ-সকলের অলক্ষ্যে একটা আন্তর্জাতিকতার, একটা বিশ্বমানবিকতার সূত্রে সকলে গ্রথিত হ'য়ে যাচ্ছে। উপস্থিত কালে বিভিন্ন দেশের গভর্ণমেণ্ট—বিশেষ ক'রে জরমানি, ইটালি আর মধ্য-ইউরোপের দেশগুলিতে—চেষ্টা ক'রছে, যাতে উৎকট Nationalism অর্থাৎ স্বাজাত্য-বোধ আর স্বাদেশিকতা, জা'তে জা'তে ভেদ-বুদ্ধি এনে দেয়; কিন্তু মনে হয়, এই-ভাবে পরস্পরের সঙ্গে পরিচয় আর মেলামেশার ফলে, উৎকট Nationalism-এর প্রভাব শেষটায় একটু ক্র'মবেই ক'মবে।

তৃতীয় শ্রেণীতে শোবার জন্য ব্যর্থ্ বা বাঙ্ক্, যতগুলি যাত্রী তার চেয়ে ঢের বেশী। আমরা তো আমাদের জন্য দুই বাঙ্ক্ দখলে রেখে, উপরে অন্য যাত্রীদের জন্য কি ব্যবস্থা হ'ল তা দেখ্‌তে এলুম। অনেকে ডাইনিং-হলে বা ভোজন-শালায় আশ্রয় নিয়েছে, এই ভোজন-শালাটা চারিদিকে ঢাকা। বাইরের খোলা ডেক্‌গুলো রাত্রে ঠাণ্ডা হওয়ায় আরাম-প্রদ নয়—বিশেষতঃ যখন ছোটো-ছোটো কাম্বিসের টুলে সারা রাত ধ'রে ব'সে থাক্‌তে হবে। বেশ হাওয়া দিচ্ছে—প্রাকৃতিক আবেষ্টনী, যাকে ইংরিজিতে বলে raw, অর্থাৎ বেশ জ'লো-হাওয়ায় ভরপূর। সকলেই কম্বল ওভার-কোট জড়িয়ে' ব'সে-ব'সে রাত্তির কাটাবার জন্য তৈরী হ'চ্ছে। কেউ কেউ ভোজন-শালার বারে বা পানাগারে গিয়ে গরম কিছু সেবা ক'রে দেহ গরম ক'রে নিচ্ছে। এক কোণে কতকগুলি জরমান ছেলে—“আঃ, কি শীত—ক'ষে গাও গীত” নীতিতে, জরমান ভাষায় জোর গলায় গান ধ'রেছে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদের মধ্যে ইস্কুলের শিক্ষক, কলেজের অধ্যাপক, গবেষক ছাত্র আছে, আবার ইঞ্জিন-চালক, ট্রামের কণ্ডাক্টর, মুদির-দোকান-ওয়ালাও আছে। দু-চারজনের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লুম। কিন্তু ডেকের উপরে জোর হাওয়ার দরুন তেমন আলাপ জমে না।

রাত্রি একটার দিকে জাহাজ ছাড়্‌ল, তার মধ্যেই নিজের বাঙ্কে চ'ড়ে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে' প'ড়লুম। এক ঘুমে রাত কাবার—তার পরের দিন, ২৩শে জুলাই শনিবার—সাড়ে-পাঁচটায় ডোভারে পৌঁছানো গেল॥

[৯]

লণ্ডন

২৩—৩০শে জুলাই

জাহাজ থেকে নেমে, পাসপোর্ট দেখাবার পালা, কাস্টম্‌স্‌-এ মাল-পত্র দেখাবার পালা। যাদের ইংরেজ সরকারের পাসপোর্ট, ইংরেজ, বা ইংরেজের প্রজা যারা, তাদের এক দিক দিয়ে যেতে হ'ল, আর যারা বিদেশী, তাদের অন্য দিক্‌ দিয়ে। ইংরেজ সরকারের বা ভারত সরকারের পাসপোর্ট থাক্‌লে বিশেষ ঝঞ্ঝাট নেই—আর কাস্টম্‌স্‌ বা চুঙ্গীতে আমাদের মতন অধ্যাপক আর অনুরূপ শ্রেণীর জীবদের কোনও কষ্ট নেই। বন্ধুবর প্রভাত পোর্ট-সাইদে একটী জরমান ক্যামেরা কিনেছিলেন। পোর্ট-সাইদে সব দেশের মাল অবারিত-ভাবে প্রবেশ ক'র্‌তে পারে, তাই অনেক জিনিস, শস্তায় পাওয়া যায়,—যদি কেউ ঠিক-মত দর-দস্তুর ক'রে কিন্‌তে পারে। ক্যামেরাটীর জন্য ডোভারে কাস্টম্‌স্‌ বিভাগ দেড় পাউণ্ড শুল্ক নিলে—তবে এই শর্তে, যে যদি ছয় মাসের মধ্যে ক্যামেরাটীকে আবার ইংলাণ্ডের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়, তা হ'লে ঐ টাকা ফেরত দেবে।

লণ্ডন আমার সুপরিচিত স্থান—ছাত্র-রূপে টানা দু বছর কাটিয়ে' গিয়েছি, ১৯১৯-১৯২১ সালে। কিন্তু পূর্বে ব্যবস্থার অভাবে এবারে লণ্ডনে পৌঁছে, একটু ঝঞ্ঝাটে প'ড়্‌লুম। সওয়া-সাতটায় লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া-স্টেশনে আমরা তো পৌঁছোলুম; কিন্তু দেখা গেল, আমাদের হাতে ফরাসী আর বেলজিয়ান টাকা অনেক আছে, উপস্থিত কাজ চালাবার মতন, অর্থাৎ এমন কি ট্যাক্সি-ভাড়া দেবার মতন, ইংরিজি টাকা নেই। স্টেশনে টমাস কুক কোম্পানীর একটা বিদেশী-টাকা-ভাঙাবার আপিস আছে, কিন্তু সেটা খুল্‌বে আটটার পরে। আমরা ঠায় আধ-ঘণ্টা দাঁড়িয়ে' রইলুম, তার পরে ঐ আপিস খুল্‌তে কিছু ইংরিজি টাকা ক'রে নেওয়া গেল—তবে আমরা স্টেশন থেকে বেরুতে পার্‌লুম।

লণ্ডনে এবার আস্‌বার বিশেষ আকর্ষণ ছিল না—খালি দুই একজন বন্ধু আর স্নেহাস্পদের সঙ্গে দেখা ক'র্‌বো, আর আবার আধুনিক জগতের অন্যতম কেন্দ্রের স্পর্শ একটু পাবো, এই ইচ্ছা ছিল। দু-দুটো বছর যেখানে পরম আনন্দের সঙ্গে কাটিয়ে' গিয়েছি, সেখানে আর একবার যেতে যে ইচ্ছে হবে সেটা স্বাভাবিক।

লণ্ডনের ভারতীয় Y. M. C. A. বা খ্রীষ্টীয়-যুবক-সংঘ আমার পূর্ব-পরিচিত স্থান—যখন এই প্রতিষ্ঠানটী স্থাপিত হয় তখন লণ্ডনে আমরা ছাত্র ছিলুম, এর সভ্যও হই—পরে ১৯৩৫ সালে দ্বিতীয় বার ইউরোপ-ভ্রমণের সময়ে লণ্ডনে এসে কয় সপ্তাহ এখানেই কাটাই। এবার এই সংঘের কাছেই একটী হোটেলে স্থান ক'রে নেওয়া গেল।—হোটেলটী বিশেষ-ভাবে একটী আন্তর্জাতিক ব্যাপার। এর মালিক হ'চ্ছে একজন জরমান-ভাষী সুইস্; এর খ'দ্দেররা বেশীর ভাগই কণ্টিনেণ্ট আর আমেরিকার লোক। চাকর-বাকর নানাদেশের। একটা ছোকরা চাকর হ'চ্ছে সাইপ্রস-দ্বীপবাসী তুর্কীভাষী মুসলমান; সে তখন ইংরিজি কিছুই জানে না ব'ল্‌লেই হয়। ঝীদের কেউ নরউইজীয়—দীর্ঘাকার Nordic নর্ডিক বা উত্তরাপথের লোকেদের মত তাদের বপু, কেউ ডেনীয়, কেউ জরমান। জনকতক ভারতবাসী ছাত্র-ছাত্রীও এখানে থাকে। সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে নাম্‌তে, ক্বচিৎ বা প্রাতরাশের সময়ে ভোজনাগারে, এদের সঙ্গে দেখা হ'ত,—কিন্তু আলাপ কারো সঙ্গে হয় নি।

ভারতীয় ছাত্র আর অন্য অধিবাসীদের মিলনের একটা প্রধান কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে লণ্ডনের এই ভারতীয় খ্রীষ্টীয়-যুবক-সংঘ। এর রেস্তোরাঁতে খুব শস্তায় ভারতীয় খাদ্য পাওয়া যায়—সেটা হ'চ্ছে এর জনপ্রিয়তার অন্যতম প্রধান কারণ। ভারতবর্ষের সংস্কৃতির একটী সাধারণ ভিত্তি বা প্রতিষ্ঠা যে আছে, তা আর অনেক জিনিসের মধ্যে ভারতের খাদ্য দ্বারা বুঝ্‌তে পারা যায়। পশ্চিম-ইউরোপ, চীন, জাপান—এদের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে, নানা প্রদেশের অল্প-বিস্তর পার্থক্য থাক্‌লেও, সমগ্র ভারতবর্ষ খাদ্য-বিষয়ে এক। ভাত, পোলাও বা ঘী-ভাত, পুরী বা লুচী, রুটি বা চাপাটি, দাল, ঝাল-মশলা দেওয়া নিরামিষ বা আমিষ তরকারী, চাটনী, পাঁপর, দই, ক্ষীর বা ছানার মিষ্টান্ন—এগুলি নিখিল ভারতীয় খাদ্য-বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। ভারতবর্ষের বাইরে গেলে এটা বেশ বুঝ্‌তে পারা যায়। ভারতীয় ভোজনাগার, কি লণ্ডনে, কি পারিসে, কি বের্লিনে, আর তা বাঙালী হিন্দুস্থানী পাঞ্জাবী তেলুগু তামিল, হিন্দু বা মুসলমান, যারই পরিচালনায় হোক্ না কেন—এর সাধারণ ভারতীয়ত্ব-গুণেই সমস্ত প্রদেশের ভারতবাসীর কাছে আদৃত হয়। রান্না হ'চ্ছে সংস্কৃতির একটা বড়ো অঙ্গ; বিভিন্ন-প্রদেশ-নির্বিশেষে ভারতীয় রান্না, এক অখণ্ড ভারতীয় সংস্কৃতিরই অংশ, তার একটা নিখিল-ভারতীয় বৈশিষ্ট্য আছে।

লণ্ডন থেকে আমাদের যেতে হবে কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌-এ, সেখানে ৩১শে জুলাই থেকে ৬ই আগষ্ট পর্য্যন্ত নৃতত্ত্ব-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন হবে। আমরা শুনেছিলুম, ১লা আগষ্ট সোমবার হ'চ্ছে Bank Holiday অর্থাৎ-ব্যাঙ্ক-বন্ধের

ছুটী, সেদিন সমস্ত আপিস-টাপিস বন্ধ থাকবে—সেই সময়টায়, ঐ সোমবারের আগের শুক্রবারের বিকাল থেকে, লণ্ডনের লোকেরা যে যেখানে পারবে শহরের বাইরে চ'লে যাবে, অনেকে দু-চার দিনের ছুটী নিয়ে', ৫।৭ দিনের জন্য ইংলাণ্ডের বাইরে ফ্রান্স, বেলজিয়ম, হলাণ্ড, ডেনমার্কও ঘুরে আসবে। তখন আগে থাকতে ব্যবস্থা ক'রে না রাখলে, ট্রেনে স্টীমারে জায়গাই পাওয়া যাবে না—ফলে, আমাদের ইংলাণ্ড থেকে বেরুনোই কঠিন—হয় তো অসম্ভব—হবে। ইংলাণ্ড থেকে ডেনমার্ক যাবার দুটো রাস্তা আছে—প্রথমটা হ'চ্ছে সহজ পথ, লণ্ডন থেকে Harwich হারিচ্-এ ট্রেনে ক'রে গিয়ে জাহাজ ধরা, সেই জাহাজ ডেনমার্কের পশ্চিমে Esbjerg এস্‌বেয়ার্গ বন্দরে নামিয়ে' দেবে, সেখান থেকে ট্রেনে ক'রে কোপেন্‌হাগ্‌ন্; এতে প্রথম দিন বেলা নয়টায় লণ্ডন ছেড়ে, তার পরের দিন রাত্রি আটটা নটার দিকে কোপেন্‌হাগ্‌ন্ পৌছোনো যায়। দ্বিতীয় পথ হ'চ্ছে, হারিচ্ থেকে হলাণ্ডের বন্দর Flushing ফ্লাশিঙ্ বা Vlissingen ফ্লিসিঙ্গেন-এ নেমে, সেখান থেকে ট্রেনে ক'রে হলাণ্ড দিয়ে জরমানিতে, জরমানির Hamburg হাম্বুর্গ আর Rostock রস্টক নগর হ'য়ে, Warnemunde ভারনেমুণ্ডে থেকে সাগর পেরিয়ে', দক্ষিণ-ডেন্‌মার্কের Gjedser গ্যেড্‌সের বন্দরে নেমে, সেখান থেকে ট্রেন ধ'রে সোজা কোপেন্‌হাগ্‌ন্। এই পথে ঘণ্টা দুই-তিন সাশ্রয় হয়। আমরা লণ্ডনে পৌছেই, ইংরেজ টমাস্-কুক্-এর Travel Office অর্থাৎ সফর-দপ্তর বা ভ্রমণ-কাছারীতে গিয়ে খোঁজ ক'র্‌লুম—শুন্‌লুম হারিচ্-এস্‌বেয়ার্গ-এর জাহাজের টিকিট একদম পাওয়া যাবে না; এক ডেনীয় জাহাজ কোম্পানির আপিসে খবর নিলুম, ঐ কথা। জাহাজের সব টিকিট ঐ ব্যাঙ্ক-বন্ধের ছুটীর জন্য বিক্রী হ'য়ে গিয়েছে। তখন অগত্যা আমাদের হলাণ্ড আর জরমানির পথেই যাবার ব্যবস্থা ক'রতে হ'ল—আমরা ৩০শে জুলাই তারিখে বেরুবো ব'লে টিকিট কিনে নিলুম।

লণ্ডনে এবার পুরাতন পরিচিত স্থানগুলিতে ঘোরা-ফেরা ছাড়া আর বিশেষ কিছু কাজ হ'ল না। যেমন, চেয়ারিঙ-ক্রস্-রোডে Foyle ফয়েল-এর বিখ্যাত পুরাতন বইয়ের দোকান আর অন্য বইয়ের দোকানে, ওয়েস্টমিন্‌স্টর আবিতে, ওয়েস্টমিন্‌স্টার (রোমান ক্যাথলিক) কাথিড্রালে (এই বিরাট্ বিজাতীয় রীতির দেবায়তনটী আমাকে অদ্ভুত-ভাবে অভিভূত করে, এখানকার পূজা-পদ্ধতি কতবার দেখেছি, এবারও রবিবারে এসে দেখ্‌লুম, সঙ্গে শ্রীমান্ অনিল আর কতকগুলি বন্ধুকে দেখিয়ে' নিয়ে এলুম), রিজেণ্ট স্ট্রীট, হোবর্ন, অক্সফোর্ড স্ট্রীট প্রভৃতি রাস্তায়। জরমান পাসপোর্ট আপিসে গিয়ে পাসপোর্ট করিয়ে' আনা, বাড়ীর ছেলে-মেয়েদের জন্য খেলনা কেনা, নিজের কাপড়-চোপড় কিছু কেনা, বই কেনা, এ-সবেও ব্যাপৃত

থাকতে হ'ল। আমার অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Daniel Jones ডেনিয়েল জোন্স-এর সঙ্গে দুদিন আলাপ ক'রে এলুম। ভারতবর্ষের প্রতি অধ্যাপক জোন্স-এর অসীম অনুরাগ। তিনি নিজে আধুনিক ধ্বনিতত্ত্ব-বিদ্যার একজন প্রতিষ্ঠাতা, মস্ত বড়ো পণ্ডিত, বৈজ্ঞানিক; কিন্তু তাঁর জীবনের আদর্শ অন্তর্মুখী। তিনি কোনও প্রকারের গোঁড়ামি বা অন্ধ বিশ্বাসের সমর্থক নন; ধর্মমত-বিষয়ে তিনি হিন্দুর মত উদার—অধিকারিভেদ, পরমার্থ-লাভের বিভিন্ন পথ, ঈশ্বরের সত্তার অনন্ত ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য রূপ, এ-সব তিনি স্বীকার করেন। বহুপূর্বে ছাত্রাবস্থায় একবার তাঁর সঙ্গে এই-সব বিষয়ে অন্তরঙ্গ-ভাবে আলাপের সুযোগ ঘ'টেছিল। এবার দেখ্‌লুম, তাঁর মত এই পথে আরও অনেক সুদৃঢ় হ'য়েছে, একটী অতি উদার সর্বগ্রাহী ভাব তাঁর চিত্তজগৎকে আলোকিত ক'রেছে।

অনুজকল্প শ্রীমান্ অনিলচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে দেখা হ'ল—হাইকোর্টের উদীয়মান উকীল, ব্যারিষ্টারী প'ড়তে বিলেত গিয়েছেন, আমাদের পাড়ার ছেলে, শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত গোপালচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের পুত্র। আমাদের ভাব-সাম্য আছে—অনেক বিষয় আমি যে চোখে দেখি, অনিলও সেই চোখে দেখেন। লণ্ডনে এবার যে কয়দিন ছিলুম, তার প্রত্যেক দিন অনিলের সঙ্গে আমার দেখা হ'ত—লণ্ডনে এবারকার অবস্থানের এটী একটী আনন্দের স্মৃতি। ডাক্তার শ্রীযুক্ত শশধর সিংহ, ইনি একজন কৃতী ও যথার্থ কৃতবিদ্য ভারত-সন্তান, লণ্ডনেই বাস ক'র্‌ছেন; গত বার ১৯৩৫ সালে যখন লণ্ডনে আসি, তখন এঁর সঙ্গে পরিচয় হয়, আবার এবারেও এঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ ক'রে প্রীতিলাভ ক'র্‌লুম। শশধর-বাবু ব্রিটিশ-মিউজিয়ম পাড়ায়, লিট্‌ল্-রাসেল স্ট্রীটে The Bibliophile Book-shop নামে একটী বইয়ের দোকান ক'রেছেন, তাঁর এই দোকানটী লণ্ডনের সংস্কৃতি-কামী ভারতীয় যুবকদের একটী মিলন-কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। প্রতিদিন বিকালে যাঁরা নানা বিষয়ে খোঁজ-খবর রাখেন, পড়াশুনা করেন, ভারতবর্ষের আর অন্য দেশের সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামান, সাহিত্য-আর শিল্প-চর্চা করেন, এমন কতকগুলি সচেত আর উৎসাহী যুবক, শশধর-বাবুর ছোট্ট বইয়ের দোকানটীতে সমবেত হন—গল্প-গুজব আলোচনায় নোতুন বইয়ের সমালোচনায় দোকানটী মুখরিত হ'য়ে ওঠে। অন্য অন্য নানা জাতির যুবকেরাও এখানে আসেন—আফ্রিকার, চীনের, ইউরোপের নানা দেশের। সব জাতের চিন্তাশীল লোকেদের নিয়ে চল্‌বার চেষ্টা যেন এই কেন্দ্রে একটা স্থান ক'রে নিয়েছে। লণ্ডনে ছাত্রাবস্থায় ১৯১৯-২০ সালে Nathaniel Akinremi Fadikpe বা Fadipe নাথানিয়েল আকিঁন্র্যামি ফাডিক্‌পে বা ফাডিপে ব'লে পশ্চিম-আফ্রিকার Nigeria নাইগিরিয়া-প্রদেশের

Lagos লেগস্-শহর থেকে আগত একটী আফ্রিকান নিগ্রো ছাত্রের সঙ্গে আমার আলাপ-পরিচয় হ'য়েছিল,—সেই ছাত্রটী এখন আমাদের মত প্রৌঢ়ত্বে উপনীত, কিন্তু বেশীর ভাগ লণ্ডনে থেকেই তিনি কাজ করেন, স্বদেশেও গতায়াত আছে, শশধর-বাবুর কাছে শুনে খুশী হ'লুম যে তাঁর দোকানে ফাডিপে প্রায়ই আসেন—এবার ১৮ বছর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা হ'য়ে ভারী আনন্দ হ'ল। তাঁর দেশের সম্বন্ধে, পশ্চিম-আফ্রিকার নিগ্রোদের—বিশেষ ক'রে তার স্বজাতীয় Yoruba য়োরুবাদের—সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা হ'ল।

লণ্ডনে ব্রিটিশ মিউজিয়ম ক'দিন ধ'রে দেখ্‌লুম—এই অপূর্ব সংগ্রহ-শালার কথা বল্‌বার আর ব্যর্থ প্রয়াস ক'র্‌বো না। এর প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্য্যের, মিসরীয় আর আসিরীয় ভাস্কর্য্যের নিদর্শন, গ্রীক মৃৎপাত্রের সংগ্রহ, চীনা শিল্পের সংগ্রহ, ভারতের অমরাবতীর ভাস্কর্য্যাবলী—কত আর বর্ণনা ক'র্‌বো? এবার ব্রিটিশ মিউজিয়ম থেকে দু-চারটী প্রাচীন বস্তুর অনুকৃতি সংগ্রহ ক'র্‌লুম—গ্রীক gem অর্থাৎ মুদ্রা বা সীল-মোহর রূপে ব্যবহৃত, আঙটীতে পর্‌বার জন্য পাথরে-কাটা চিত্র, সেগুলির কতকগুলি ধাতুময় অনুকৃতি, আর একটী প্রাচীন গ্রীক খোদিত চিত্রযুক্ত স্বর্ণাঙ্গুরীয়কের অনুকৃতি; স্বল্পায়তন শিল্প-বস্তুর মধ্যে এগুলি প্রাচীন গ্রীসের অবিনশ্বর এবং লোকোত্তর কৃতিত্বের কতকগুলি লক্ষণীয় নিদর্শন। নিগ্রো শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন-স্বরূপ ব্রিটিশ মিউজিয়মে রক্ষিত পশ্চিম-আফ্রিকার বেনিন্-নগরী থেকে আনা একটী নিগ্রো কন্যার ব্রঞ্জ-নির্মিত মুণ্ড, এটীর পারিস-প্লাস্টরে গঠিত অনুকৃতি। প্রাচীন চিত্রের সংগ্রহ-শালা ন্যাশনল আর্ট গ্যালারি, ইংলাণ্ডের আধুনিক যুগের শিল্পের মিলবাঙ্ক্ গ্যালারি—এই দুটো বড়ো গ্যালারিও আর একবার দেখে এলুম। ইটালির ফ্লরেন্স-এর বিখ্যাত শিল্পী Ghirlandajo গির্‌লান্দায়ো কর্তৃক অঙ্কিত একখানি নারী-চিত্র—একটী তরুণীর মুখ—সম্প্রতি ন্যাশনল গ্যালারিতে এসেছে—ছবিখানি আমার চমৎকার লাগ্‌ল, তার একখানি ফোটো সংগ্রহ ক'র্‌লুম।

India House—লণ্ডনে ভারত সরকারের খাস দপ্তরের বাড়ী,—কিছুকাল হ'ল Aldwych অল্ড উইচ্ পল্লীতে বিরাট্ আকারে গঠিত হ'য়েছে। ঐ বাড়ীর ভিতরকার কয়েকটা ঘরে ভিত্তি-চিত্র করানো হয়, চারজন ভারতীয় শিল্পীকে আনিয়ে' তাঁদের দিয়ে ছবি আঁকিয়ে'। এই চারজনই ছিলেন বাঙালী। ভারতবর্ষের ইতিহাসের কতকগুলি দৃশ্য, মানুষের জীবনের দশ দশা—এই ধরনের কতকগুলি রঙীন ছবি দেওয়ালের গায়ে এঁরা আঁকেন; ভারতবর্ষের আধুনিক শিল্পের সুন্দর নিদর্শন হিসাবে, লণ্ডনের এই বাড়ীটীতে একটী দ্রষ্টব্য বস্তু স্বরূপে এগুলি বিদ্যমান। Modern Review প্রমুখ ভারতবর্ষের পত্র-পত্রিকায় এই-সব ছবি প্রকাশিত

হ'য়েছিল। এবার লণ্ডনে South Africa House দেখে এলুম, Trafalgar Square ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ার-এর উপরে এই বাড়ী। দক্ষিণ-আফ্রিকার গভর্ণমেণ্ট-এর লণ্ডনের দপ্তর এটী, আমাদের India House-এর মত। তার উপর তলার একটী ঘরে Eleanor Esmonde-White আর LeRoux Smith LeRoux নামে দুইজন চিত্র-শিল্পী, দক্ষিণ-আফ্রিকার Zulu জুলুদের সাবেক জীবনযাত্রা-পদ্ধতি নিয়ে চমৎকার আর অতি লক্ষণীয় কতকগুলি রঙীন ভিত্তি-চিত্র এঁকেছেন। দক্ষিণ-আফ্রিকায় ইউরোপীয়দের আগমনের পূর্বে, জুলু-জাতির লোকেরা ছিল সব-চেয়ে দুর্ধর্ষ আর শক্তিশালী। পশু-পালন আর অল্প-স্বল্প কৃষিকে অবলম্বন ক'রে, বাণ্টু-জাতীয় এই শ্রেষ্ঠ নিগ্রো জনগণের মধ্যে, একটী বিশিষ্ট জীবনযাত্রা-পদ্ধতি আর রীতি-নীতি, যাকে এদের 'সংস্কৃতি' ব'লতে পারা যায়, তা গ'ড়ে উঠেছিল। এখন ইউরোপীয়দের সঙ্গে—ওলন্দাজ আর ইংরেজদের সঙ্গে—সংস্পর্শ আর সঙ্ঘাতের ফলে, যুগ-ধর্মের প্রভাবে ওদের জীবনের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি অন্য রকম হ'য়ে যাওয়ার ফলে, ওদের সেই প্রাচীন অর্ধ-বর্বর জীবন আর থাকছে না, জুলুরাও আধুনিক-ভাবাপন্ন হ'য়ে প'ড়ছে। যে যুগ চ'লে গিয়েছে, South Africa House-এর ভিত্তি-চিত্রগুলিতে তার কতকগুলি কল্পনাময় চিত্র আঁকা হ'য়েছে। ছবিগুলি, বিষয়-বস্তুর নির্বাচনে, আঁকার ধরনে, রঙের সমাবেশে, বেশ মনোজ্ঞ হ'য়েছে। জুলুদের ঘর-গৃহস্থালী, চাষ-বাস, নবান্নের উৎসব, শিকার, বিবাহ, রাজা বা সরদারের দরবার, মেয়েদের জীবন, সব বিশেষ দরদ দিয়ে চিত্রিত হ'য়েছে। আধুনিক শিল্পের মধ্যে যে বিশ্বমানবিকতা বা মানবপ্রেমের স্থান আছে, তারই একটা প্রকাশ এই ধরনের চিত্রের দ্বারা হ'য়ে থাকে। ছবিগুলি আঁকার রীতিতে আবার কতকটা মধ্যযুগের পারস্যের, ভারতবর্ষের আর চীন আর জাপানের চিত্র-রীতির আমেজ আছে—বিশেষ ক'রে গাছপালা লতাগুল্ম আঁকায়। এবার লণ্ডনে এসে এই চিত্রগুলি দেখে এর সৌন্দর্য্য বিশেষ ক'রে উপভোগ করা গেল। এই চিত্রাবলীর কতকগুলির রঙীন প্রতিলিপি Illustrated London News (September 3,1938) পত্রিকাতে প্রকাশিত হ'য়েছে।

এবারে এসে শুনলুম, লণ্ডনে গোটা আষ্টেক ভারতীয় রেস্তোরাঁ বেশ জোরের সঙ্গে চ'লছে। ভারতীয়দের সংখ্যা লণ্ডনে বোধ হয় বেড়ে গিয়েছে, আর ইউ-রোপীয়দের অনেকেও ভারতীয় রান্নার অনুরাগী হ'য়ে প'ড়েছে। আমার প্রিয় পুরাতন রেস্তোঁরা দুই-একটী আছে, সেখানেও এক-এক দিন ক'রে সেবা ক'রে আসা গেল—১৬ বছর আগেকার ছাত্রজীবনের স্মৃতি এই সব রেস্তোঁরার সঙ্গে জড়িত। লণ্ডনে আর একটী জিনিস দেখ্‌লুম, দেখে খুশী হ'লুম খুব—দুধের ব্যবহার খুব বেড়ে

যাচ্ছে। আগে ছিল লণ্ডনে কেবল বিয়ার খাবার bar 'বার'—তার পরে দুধ, কফি চা প্রভৃতি খাবার জায়গার প্রাচুর্য্য। এবার লণ্ডনের অনেক জায়গায় দুগ্ধ-রুম, বহু Milk Bar স্থাপিত হ'য়েছে। এই-সব জায়গায়, দেড়-পেনি বা তিন পেনিতে ছোটো বা বড়ো এক গ্লাস ঠাণ্ডা বা গরম দুধ পাওয়া যায়—এই-সব দোকানে দুধকে লোক-প্রিয় করবার চেষ্টা হ'চ্ছে। দুধ ছাড়া, গ্রীষ্মকালে নানা রকম ফলের শরবৎ, শীতকালে চা কফি চকলেট প্রভৃতি গরম পানীয়, ফল, আর জল-খাবার নানা রকম পাওয়া যায়। দুধের জন-প্রিয়তা ইউরোপে খুব বেড়ে যাচ্ছে। খালি মাখন আর পনীর রূপেই দুধের সদ্ব্যবহার হ'ত, কিন্তু এই 'কলির সুধা' যে প্রচুর পরিমাণে পান করা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল, ইউরোপের চিকিৎসকেরা একথা প্রচার ক'র্‌ছেন। এই Milk Bar-গুলি আমার খুব ভালো লাগ্‌ত। আমাদের দেশে এর অনুরূপ ব্যবস্থা হওয়া উচিত—স্বাধীন দেশ হ'লে, জাতির অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো থাক্‌লে, এ সব হ'তে দেরি হয় না। ছোটো-খাটো এই সব নানা বিষয়ে প্রতি পদে আমাদের মনে করিয়ে' দেয়—ওরা কোথায়, আর আমরাই বা কোথায়? আমরা এ-সব অতি আবশ্যক বিষয়ে চিন্তা না ক'রে, মস্‌জিদের সামনে বাজনার সমাধানেই মেতে আছি। ভগবান্ কবে আমাদের ভারতবাসী জাতিকে সুমতি দেবেন?

ইংলাণ্ডে অনেকগুলি ভারতীয় ডাক্তার স্থায়িভাবে বস-বাস ক'রে ডাক্তারী ব্যবসায় চালাচ্ছেন। মধ্যবিত্ত আর গরীব শ্রেণীর অনেকেই ভারতীয় ডাক্তারদের পছন্দ করে—ভারতীয় ডাক্তারদের হাতে চিকিৎসা ধীর-ভাবে হয়, তাদের রোগ সারাবার জন্য একটা uncanny অর্থাৎ কতকটা অলৌকিক শক্তি থাকে, এই রকমটা এদেশের অনেকের বিশ্বাস। এখানে 'প্র্যাকটিস্' কিন্‌তে পাওয়া যায়। একটা পাড়ার সব লোকে একজন ডাক্তারেরই কাছে যায়। সেই পাড়ার অধিকার একজন ডাক্তারের হাতেই থাক্‌বে—অন্য ডাক্তার সেখানে অনধিকার-প্রবেশ ক'র্‌বে না। যাঁর অধিকারে পাড়া, তিনি কাজ থেকে অবসর-গ্রহণ কর্‌বার সময়ে অন্য কোনও ডাক্তারকে তাঁর 'প্র্যাকটিস্' বিক্রী ক'রে দিয়ে যান—নোতুন ডাক্তারকে নিয়ে তাঁর ডাক্তারগিরির 'যজমান'-দের কাছে পরিচিত ক'রে দেন। অবশ্য কারা কারা এইরূপ 'প্র্যাকটিস' কিনে ডাক্তারী চালাতে পার্‌বে, সে সম্বন্ধে নিয়ম আছে। শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, এঁর বাড়ী দীঘাপাতিয়ায়, বহু বৎসর ধ'রে লণ্ডনে উপনিবিষ্ট হ'য়ে ডাক্তারী ক'র্‌ছেন। ইনি সপরিবারে আছেন—এঁর পত্নী, আর দুটী ছোটো মেয়ে, মায়া আর ছায়া। এঁদের সঙ্গে একদিন রিজেণ্টস্-পার্কের মধ্যে কুইন্‌স্-গার্ডেন ব'লে একটী চমৎকার বাগান আছে সেখানে

দেখা হ'ল। এঁরা স্বামী-স্ত্রী চমৎকার মানুষ, আর বিদেশে থেকে ভারতীয়ত্বের মর্য্যাদা ভোলেন নি। মেয়ে দুটী একটী ইংরেজ খেলুড়ীর সঙ্গে খেলা ক'র্‌ছিল, কিন্তু আমাদের সঙ্গে বেশ বাঙলাতেই কথা ব'ললে। এই রকম ভারতীয় পরিবার ইউরোপে এখানে ওখানে দু-পাঁচ ঘর দেখ্‌তে পাওয়া যায়, আর এঁদের দ্বারা ভারতের সম্মান বাড়ে, ভারতবাসীর কদর কর্‌বার অবসর পায় স্থানীয় লোকেরা।

রিজেণ্টস্ পার্কে একটা Open Air Theatre হ'য়েছে—উন্মুক্ত আকাশের তলায় নাটক হয়—প্রাচীন গ্রীসের অনুকরণে। শেক্‌স্পিয়র, ইউরিপিদেস্—এঁদের নাটক হয়। শ্রীমান অনিল গঙ্গোপাধ্যায় আর আমি, আমরা দুজনে বিকালে একদিন শেক্‌স্পিয়রের Twelfth Night-এর অভিনয় দেখে এলুম। আকাশ পরিষ্কার ছিল না—দু-এক টিপ বৃষ্টিও হ'ল। কিন্তু আমরা এই অভিনয় বেশ উপভোগ ক'র্‌লুম। এইরূপ Open Air Theatre-এর রেওয়াজ ইউরোপের বহু দেশে নোতুন ক'রে দেখা দিচ্ছে। এই ব্যাপার, প্রাচীন গ্রীসেরই সনাতন ও বিশ্বজন-গ্রাহ্য আদর্শ বা জীবন-রীতির পুনরুজ্জীবন মাত্র॥

[১০]

লণ্ডন—ডেনমার্ক

৩০—৩১শে জুলাই

এই ভাবে লণ্ডনে ২৩শে থেকে ২৯শে জুলাই একটা পুরো সপ্তাহ কাটিয়ে' ৩০শে সকাল বেলা আমরা কোপেন্‌হাগ্‌ন্ যাত্রা ক'র্‌লুম। হোটেলে প্রাতরাশ সকাল সকাল চুকিয়ে' নিয়ে, দাম চুকিয়ে' দিয়ে, ঝি-চাকরদের বখ্‌শিশ দিয়ে, লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে এসে গাড়ী ধ'র্‌লুম। সাড়ে-নটার excursion train অর্থাৎ প্রমোদ-ভ্রমণের যাত্রীদের গাড়ী ধ'রে, ঘণ্টা খানেকের মধ্যেই পথে কোথাও না থেমে, সোজা Harwich হারিচ্ বন্দরে পৌঁছোলুম। ফ্লাশিঙ যাবার স্টীমারে ভীষণ ভিড়—এত ভিড় হবে কল্পনাও ক'র্‌তে পারি নি। প্রায় সারা দিনের পাড়ী, সাড়ে-এগারোটা থেকে সাড়ে-পাঁচটা পর্য্যন্ত স্টীমারে থাক্‌তে হবে, তার পরে ওদিকে ট্রেন। কোনও রকমে জায়গা ক'রে বাক্স সুট-কেস্ নিয়ে আমরা দুজনে—মেজর বর্ধন আর আমি—স্টীমারে তো উঠলুম, কিন্তু নিজের বাক্সর উপর ছাড়া বস্‌বার ঠাঁই নেই, লোকে দাঁড়িয়ে'-দাঁড়িয়ে' চ'লেছে। স্টীমারখানি ছোটো, এই

ভাবে চার-পাঁচ শ' লোক যাচ্ছে। প্রথম শ্রেণী, দ্বিতীয় শ্রেণী, সব এক অবস্থা। ইংরিজিতে যে বলে, packed like sardines, অর্থাৎ টিনের কৌটায় সার্ডিন মাছের মত গায়ে-গা-লাগিয়ে' ঠাসা—আমাদের অবস্থা সেই রকম হ'ল। জাহাজখানা ডচ্ কোম্পানির। এতে মাত্র একটা ভোজনাগার আছে। জাহাজ ছাড়্‌বার পর থেকেই সেখানে বুভুক্ষু যাত্রীর ভীড়—লোকে 'কিউ' ধ'রে বা সারি দিয়ে দাঁড়িয়ে' গেল। যারা বুদ্ধিমান্, তারা প্রথমেই আহার চুকিয়ে' নিলে; আর অনেকে যারা অভিজ্ঞ, তারা সঙ্গে খাবার এনেছিল—স্যাণ্ডউইচ্, রুটী, পনীর, কেক প্রভৃতি। আমবা অত ভেবে আসি নি; যথাকালে ক্ষুধার উদ্রেকও হ'ল, কোনও রকমে অপেক্ষমাণ সারির মধ্যে স্থান পেয়ে দাঁড়ালুম, শেষ দলে ব'সে কিছু খাদ্য সংগ্রহ করা গেল। অনেককে অনাহারে থাক্‌তে হ'ল। আমাদের এই জাহাজে আমরা দুজন ছাড়া আর একটী ভারতীয় যাত্রী আছেন দেখ্‌লুম—সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ব'লে ক'লকাতার একটী ছেলে, Air Service Training অর্থাৎ হাওয়াই জাহাজের কাজে শিক্ষা-নবিশীতে আছেন, তিনি যাচ্ছেন ফিন্‌লাণ্ডের রাজধানী Helsinki হেল্‌সিঙ্‌কিতে, তাঁর কতকগুলি ফিন্-দেশীয় বন্ধু হ'য়েছে তাদের নিমন্ত্রণে। ছেলেটীকে চেহারায় কথাবার্তায় আমাদের বেশ লাগ্‌ল—সারাদিন খাবারের আর কিছু জোগাড় না হওয়ায়, এক পেয়ালা চা খেয়েই কাটিয়ে' দিলেন।

ফ্লাশিঙ্-এ নেমে, আমাদের জাহাজ-ঘাটার লাগাও রেল-স্টেশনে ছটা বিয়াল্লিশের গাড়ী আমাদের ধ'রতে হ'ল। এই গাড়ীতে প্রায় সমস্ত স্টীমারের যাত্রী ভেঙে প'ড়ল, কিছু যাত্রী আগে থাক্‌তেই ব'সে ছিল। আমরা বস্‌বার জায়গা আর পেলুম না, গাড়ীর করিডরে দাঁড়িয়ে' কাটাতে হ'ল। আমরা ট্রেনে রাত্তিরের খাওয়া হিসেবে কিছু স্যাণ্ডউইচ্ খেয়েই কাটালুম।

Hengelo হেঙ্গেলো জংশনে এই গাড়ী ছেড়ে আমাদের Hamburg হাম্‌বুর্গ-এর গাড়ী ধ'র্‌তে হ'ল—হলাণ্ডের রাজধানী Amsterdam আমস্টরডাম থেকে এই গাড়ী আস্‌ছে। ভাগ্যক্রমে এই গাড়ীতে তেমন ভীড় ছিল না, আমরা বস্‌বার জায়গা পেয়েছিলুম। আমাদের সঙ্গী পেয়েছিলুম দুটী জরমান দম্পতী, এদের মধ্যে একটী দম্পতীর একটী ছোটো ছেলে ছিল। এরা বেশ সহৃদয় লোক, মিশুক, ইংরিজি-জানা।

প্রায় মাঝ-রাত্রে কি একটা ছোটো স্টেশনে—বোধ হয় Bentheim বেণ্ট্‌হাইম স্টেশনটীর নাম—আমরা জরমান' দেশের মধ্যে প্রবেশ ক'র্‌লুম। সেখানে স্টেশনে নেমে, জরমান সরকারে দপ্তরে আমাদের সঙ্গে কি টাকা পয়সা আছে

আর একটা হিসেব দিতে হ'ল। ভোর সাড়ে-পাঁচটাতে আমরা হামবুর্গ পৌছোলুম।

এখানে আবার গাড়ী বদ্‌লাতে হবে। প্রাতঃকৃত্য সেরে নিয়ে, স্টেশনের ওয়েটিঙ্‌-রুমের রেস্তোরাঁতে দুধ রুটি মাখন জ্যাম দিয়ে প্রাতরাশ সেরে নিলুম—শস্তা প'ড়্‌ল ব'লে মনে হ'ল, আর চমৎকার দুধ আর মাখন। আটটা চুয়াল্লোতে আমাদের Warnemunde ভার্নেমুণ্ডে-কোপেন্‌হাগ্‌নের গাড়ীতে চ'ড়্‌তে হ'ল। এই গাড়ীতে ভীড় খুব, তবে বস্‌বার জায়গা পেয়েছিলুম। আমাদের কামরায় দুইটী নরউইজীর প্রাচীনা ছিলেন, খুব সম্রান্ত ঘরের মেয়ে ব'লে মনে হ'ল, এঁরা ফরাসীতে আমার সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লেন—এঁরা ইটালি সুইট্‌জ্‌রলাণ্ড প্রভৃতি দক্ষিণের দেশ মাঝে মাঝে ঘুরে আসেন, সুইট্‌জ্‌রলাণ্ড থেকে এখন দেশে ফির্‌ছেন। আমরা বিদেশী, যাতে আমাদের কোনও কষ্ট না হয় সেদিকে তাঁদের সৌজন্যপূর্ণ লক্ষ্য আছে, সেটা দেখ্‌তে পার্‌ছিলুম। অন্য যাত্রীরা প্রায় বেশীর ভাগ জরমান, কিছু ডেনীয়। জরমান যাত্রীদের মধ্যে একটা রীতি দেখ্‌লুম—পুরুষেরা মেয়েদের দেখ্‌লে, বিশেষতঃ সঙ্গে যার ছেলে-পিলে আছে এমন মেয়ে, নিজেরাই তাদের বস্‌বার জন্য জায়গা ক'রে দিচ্ছে। গাড়ীতে ইস্তাহারও দেওয়া আছে—মায়েদের আসন সকলের আগে।

ট্রেনে এক রেলের কর্মচারী এল', আমাদের টিকিট দেখ্‌লে, আর ব'ল্‌লে আপনারা সোজা কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌ যাচ্ছেন, দুই মার্ক (প্রায় পৌনে-দুই টাকা) ক'রে আপনাদের আরও দিতে হবে—এই গাড়ী-ও স্টীমারে ক'রে সোজা সমুদ্র পেরিয়ে' ও-পারে ডেনমার্কের মাটীতে পৌছোবে, আপনাদের মাল-পত্র নামাতে হবে না, গাড়ীতেই থাক্‌বে, সেইজন্য অতিরিক্ত এই মাশুল। চার মার্ক আমাদের কাছ থেকে আদায় ক'র্‌লে, তার রসীদ দিলে।

কিন্তু ভার্নেমুণ্ডে পৌছে', এই বেশী মাশুল দেওয়া সত্ত্বেও, আমাদের নাকালের একশেষ হ'ল, অন্য যাত্রীদেরও নাকাল হ'ল। কোথায় ব্যবস্থার কি একটা গোলমাল হ'য়েছিল। সেখানে গাড়ী থাম্‌তে আমাদের ব'ল্‌লে, মাল-পত্র নিয়ে চুঙ্গীর আপিসে যেতে হবে। কুলী নেই—নিজেরাই ঘাড়ে ক'রে মাল নিয়ে গিয়ে' তুল্‌লুম। ভীড় ভীষণ—আবার সেই ভীড়ে পাসপোর্ট দেখিয়ে', টাকার হিসেব দেখিয়ে', মাল খালাস ক'রে মাল বা'র ক'রে আন্‌তে হ'ল। জাহাজ তৈরী, তাতে আমাদের ট্রেন উঠ্‌ল, ইঞ্জিন-সমেত পাঁচ-ছয় খানা লম্বা গাড়ী,, জাহাজের ভিতরে লম্বালম্বি এই ট্রেনের জন্য লাইন পাতা আছে; কিন্তু ট্রেনে আমাদের মাল আর তুল্‌তে দিলে না—আবার কুলী ডাকাডাকি ক'রে, কুলী না পেয়ে, নিজেদেরই স্টীমার পর্য্যন্ত

বেশ খানিকটা পথ হেঁটে গিয়ে, নিজেদের বাক্স সুট্-কেস সব তুল্‌তে হ'ল। প্রায় সব যাত্রীরই এই অবস্থা—সুতরাং দুঃখ ছিল না। জাহাজের উপরে সিঁড়ি ব'য়ে উঠে, একটা খোলা ডেকের উপরে এক পাশে মাল-পত্র ফেলে, ক্যাম্বিসের চেয়ার যাত্রীদের জন্য পাতা ছিল তাতে গা ঢেলে দিয়ে আধ-শোয়া হ'য়ে, একটু বিশ্রামের অবকাশ পাওয়া গেল। আর রোদ্দুরও বেশ প্রচণ্ড।

এই খেয়ার জাহাজ লোকে ভ'রে গেল। একটা দশে জাহাজ ছাড়্‌ল। জাহাজে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা ভালো ছিল, বন্ধুবর প্রভাত ক্ষুধা বেশীক্ষণ সহ্য ক'র্‌তে পারেন না, তিনি তৃপ্ত হ'লেন জাহাজের রেস্তোরাঁয়, সমস্ত জগৎ তৃপ্ত হ'ল। বাল্‌তিক সাগরের একটা বাহুর উপর দিয়ে আমাদের যেতে হ'ল। বেলা তিনটেতে আমরা ডেনমার্ক-এর Falster ফাল্‌স্টর দ্বীপের Gjedser গ্যেডসের স্টেশনে পৌঁছোলুম। আমাদের জাহাজে যে ট্রেন ছিল, সেটা ওখানকার লাইনে গিয়ে দাঁড়াল', আমরা জাহাজ থেকে মাল-পত্র নিয়ে নাম্‌লুম—গ্যেড্‌সেরেও বেশ ভীড়, জাহাজের যাত্রী ছাড়া, স্থানীয় লোকও কিছু হ'য়েছে; কুলী নেই—নিজেদেরই ভারী ভারী মাল কয়টা নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌তে হ'ল। পথে চ'ল্‌তে-চ'ল্‌তে, নানা রকম জিনিস—বিশেষ ক'রে বই—সংগ্রহ হ'চ্ছিল, সে-সবের ভারে বাক্স ব'য়ে নিয়ে যাওয়া সুখকর ছিল না। কিছু-কিছু মাল-পত্র বাক্স ভ'রে লণ্ডনেই আমার ব্যাঙ্কে রেখে এসেছিলুম—সোজা ব্যাঙ্ক থেকে, যে জাহাজে ইটালি থেকে যাত্রা ক'র্‌বো, সেই জাহাজে পৌঁছে দেবে। কিন্তু তবুও সঙ্গে যে একটা বাক্স আর সুট্-কেস ছিল, সে দুটো ওজনে কম ছিল না।

গ্যেড্‌সেরে ট্রেনে চ'ড়ে বসা গেল, ভীড়ই হ'ক আর যাই হ'ক,—একেবারে সোজা কোপেন্‌হাগন্‌-এ অবতরণ হবে। দুধারে ডেনমার্ক-এর দৃশ্য দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চ'ললুম—ডেনমার্ক-এর দ্বীপগুলি আমাদের বাঙলা-দেশের মতই সমতল, দেশের ভাবটা কতকটা বেলজিয়ম আর হলাণ্ডেরই মত। এও বেশ ধান্য আর পশুতে ভরা দেশ। মনে হ'ল, সারা দেশটাই যেন একটানা একটা গ্রাম—আলাদা গ্রাম যেন চোখে প'ড়ল না। ট্রেনের ধারে সর্বত্রই ক্ষেত, গোচারণের মাঠ, আর মাঝে মাঝে বাড়ী। ডেনমার্ক এর লোকেদের মনে হ'ল, একটু যেন ফরাসীদের মতনই এরা—ইংরেজদের মতন ধীর-গম্ভীর নয়, চেঁচিয়ে' কথা কইতেই এরা অভ্যস্ত। আমাদের গাড়ীতে একটী সুন্দরী তরুণী উঠ্‌ল, একেবারে Nordic বা উত্তর-দেশীয় চেহারা, নীল চোখ, সোণালী চুল, মুখখানা গ্রীক দেবী-প্রতিমার মত একেবারে নিখুঁত॥

[১১]

ডেনমার্ক—কোপেন্‌হাগন্‌

৩১ শে জুলাই—৬ই আগষ্ট

বিকালবেলা, সন্ধ্যার আলো-আঁধারী শুরু হবার কিছু আগে, কোপেন্‌হাগন্‌-এ উপস্থিত হ'লুম। মনে একটা স্বস্তি ছিল, হোটেল আমাদের ঠিক আছে। স্টেশন থেকে খুব দূরে নয়, Bahns Hotel ব'লে একটী ভদ্র হোটেলে চিঠি লিখে ব্যবস্থা ক'রে রেখেছিলুম। সারা দিনের অবসাদ—পূর্বরাত্রের অনিদ্রা, খাবার কষ্ট, একটা অশুচি ভাব—হোটেলে কামরা দখল ক'রে, কামিয়ে' নিয়ে স্নান সেরে কাপড় বদ'লে, একটু ধাতস্থ হওয়া গেল। হোটেলের সংশ্লিষ্ট Bernina Restaurant নামে একটী ভোজনাগার ছিল, সেখানে বেশ ভালো সায়মাশ হ'ল।

তার পরে, রাত্রি আটটার পর আমরা হাজির হ'লুম, একানকার এক বড়ো ক্লাব-বাড়ীতে, Inginjorernes বা ইঞ্জিনিয়ারদের ক্লাবে—সেখানে নৃতত্ত্ব-সম্মেলনের প্রতিনিধিদের নিয়ে একটু মেলা-মেশা আর খাওয়া-দাওয়া হ'ল। একটা বিরাট্ হল-ঘরে সব প্রতিনিধিরা জমা হ'য়েছেন, ছোটো ছোটো টেবিলের ধারে চার-পাঁচ জন ক'রে, হলের এক পাশে একটা বড়ো টেবিলে মাননীয় আর কর্তৃস্থানীয় অভ্যাগত আর স্বাগতকারীরা ব'সেছিলেন। আমরা ইউরোপের কোনও সান্ধ্য-সমিতিতে এরূপ ঢালাও খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা সাধারণতঃ দেখি না; এখানকার কথা জানা থাকলে, রাত্রে রেস্তোরাঁয় আর খেয়ে আস্‌তুম না। উত্তর-ইউরোপের লোকেরা—ডেন, নরউইজীয় আর সুইড্‌রা—যে বেশ খাইয়ে' আর খাওয়াইয়ে' লোক, তার পরিচয় প্রথম দিনই আমরা এখানে পেলুম। এদের 'লাইট-রিফ্রেশ্‌মেন্ট' বা জল-খাওয়াই এই—ডিম, সব্‌জি, পনীর, মাংস, মাছ দিয়ে তৈরী রকমারি স্যাণ্ড্‌উইচ, রকমারি মাংসের চাকতির সঙ্গে রুটী আর শাকসবজী, রকমারি পনীর, মাছের ডিম, বিস্কুট কেক প্রভৃতি—আর বিয়ার, লেমনেড, গ্রেপ-ফ্রুট আর অন্য ফলের রস প্রভৃতি, যথেচ্ছ। দেখ্‌লুম, প্রতিনিধিরা এই প্রচুর আতিথেয়তার সদ্ব্যবহার ক'র্‌তে ত্রুটী ক'র্‌লেন না। এখানে অনেকগুলি পরিচিত অপরিচিত পণ্ডিতের সঙ্গে দেখা হ'ল। আমাদের ক'লকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূতপূর্ব অধ্যাপক H. S. Stapleton স্টেপ্‌ল্‌টন সাহেবকে দেখ্‌লুম—পূর্ব-পরিচয় ছিল, তিনি আমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশী হ'লেন, ক'লকাতার পূর্ব কথা অনেক হ'ল। ডাক্তার Kaj

Birket-Smith কাই বার্‌কেট-স্মিথ্ ব'লে একজন বিখ্যাত ডেনীয় নৃতত্ত্ববিৎ ছিলেন, ইনি গ্রীনল্যাণ্ডের এস্কিমো-জাতির সম্বন্ধে অনেক কাজ ক'রেছেন। ইনি ছাড়া, স্কান্দিনাভিয়ার আরও কতকগুলি নামী নৃতত্ত্ববিৎ ছিলেন—Dr. Broendal ব্রোনডাল, Dr. Uhlal উহ্‌ডাল, Dr Kjeld Roerdan কেল্ট্ রোর্‌ডাম, Dr. Nordenstreng নর্ডেনস্ট্রেং ইত্যাদি। মিসরের আর ঈরানের প্রতিনিধিও ছিলেন। এঁদের সঙ্গে আলাপ ক'রে, প্রতিনিধিদের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়িয়ে', আর ডেনীয় ভোজ্য চেখে-চেখে, বেশ ঘটা দুই কেটে গেল।

রাত এগারোটা হ'ল হোটেলে ফিরতে। পথে উজ্জ্বল আলোতে সব দোকানের মোটা-কাঁচে ঢাকা Show-window বা 'পসার-জানালা' দিয়ে, ভিতরে নানা শিল্প-দ্রব্যের আর বিলাস-দ্রব্যের পসরা দেখা যাচ্ছে। দোকান বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে সাড়ে-সাতটা আটটায়, কিন্তু মাঝ-রাত্তির পর্যন্ত এই জিনিসের পসার আলোকিত রাখা হয়। এই ব্যবস্থা দেখে বুঝলুম যে, বিদেশী খ'দ্দের এখানে খুব আসে।

কোপেন্‌হাগন্ শহরটী বিস্তারে সৌন্দর্য্যে সংস্কৃতিতে স্কান্দিনভিয়ার রাজ্য কয়টীর প্রধানতম নগরী—নরওয়ের রাজধানী অস্‌লো, সুইডেনের স্টকহোল্‌ম্ আর ফিন্‌ল্যাণ্ডের হেলসিঙ্‌কি বা হেলসিংফর্স্, এই কয়টী নগর—বোধ হয় এক স্টক্‌হোল্‌ম্ ছাড়া—কোপেন্‌হাগন্-এর সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে না। কোপেন্‌হাগন্-এর শ্রী আর সৌন্দর্য্য, আর এখানকার লোকেদের সংস্কৃতি, সৌজন্য আর সৌমনস্য স্মরণ করে, এই শহরকে যে ইউরোপের উত্তরাপথের পারিস—Paris of the North—বলা হয়, তা খুবই সঙ্গত বলে মনে হয়। পারিসের তুলনায় ছোটো, কিন্তু পারিসের মতই এই শহর হ'চ্ছে একটী কলানগরী, আর এর অধিবাসীরা ভদ্র, উচ্চ-শিক্ষিত, উদার-মনোভাব-যুক্ত। কোপেন্‌হাগন্ নামটী ইংরেজ আর জরমানদের মধ্যে প্রচলিত; এই শব্দটী ডেনীয় Kjobnhavn ক্যোব্‌ন্-হাভ্‌ন্, বা চোব্‌ন্-হাভ্‌ন্ শব্দের বিকার-জাত, ডেনীয় শব্দটীর অর্থ, বণিক্‌দের (Kjobn) বন্দর (havn)। North Sea বা উত্তর-সাগর আর বাল্‌তিক-সাগরের মধ্যকার প্রণালীর পথে, প্রায় হাজার বছর আগে একটী বন্দর গ'ড়ে ওঠে, তার পরে খ্রীষ্টীয় বারোর শতকের মাঝামাঝি একটী গড় তৈরী হয় এখানে, তাই থেকেই এই শহরের পত্তন। এখন এর লোক-সংখ্যা নয় লক্ষ। ডেনমার্ক, কৃষি আর পশু-সম্পদে যেমন সম্পন্ন দেশ, তেমনি আবার ব্যবসায়-বাণিজ্যে এখানকার লোকেরা বিশেষ তৎপর ছিল, ইউরোপের উত্তরাখণ্ডের বাণিজ্যে এদের একটা বড়ো অংশ ছিল। অষ্টাদশ শতকে এরা ভারতেও

এসেছিল, বাঙলা দেশে শ্রীরামপুরে এদের কেন্দ্র ছিল—ফরাসীরা এদের যে নামে অভিহিত ক'রত—এদের সেই নামটী বাঙলা ভাষায় গৃহীত হ'য়েছে—'দিনেমার"; অষ্টাদশ শতকের মধ্য-ভাগেই এই শব্দ বাঙলা ভাষায় ঢুকে গিয়েছে। এক সময়ে নরওয়ে আর সুইডেন দিনেমারদেরই অধীন ছিল। নরওয়ে সুইডেন আর ডেনমার্ক—এই তিনটী দেশে প্রাচীন জরমানীয় জাতির সংস্কৃতি বিশেষ-ভাবে রক্ষিত হ'য়ে ছিল—জরমানি, হলাণ্ড, ইংলাণ্ড, এই তিন দেশের লোকেরাও এদের সঙ্গে এক গোষ্ঠির হ'লেও, প্রাচীন জরমানীয় সংস্কৃতি বিশুদ্ধ-ভাবে ইংলাণ্ডে হলাণ্ডে জরমানিতে ততটা সংরক্ষিত হ'তে পারে নি। খ্রীষ্টান ধর্ম আর সঙ্গে সঙ্গে ইটালির সাংস্কৃতিক জীবনে অংশগ্রহণ ক'রে, ডেনীয়েরা সুসভ্য ইউরোপের অংশ হ'য়ে যায়। লাতীন আর পরে গ্রীকের চর্চায় এরা আর পাঁচটা ইউরোপের জা'তের সঙ্গে হামরাহী হ'য়ে দাঁড়ায়—ইউরোপের সংস্কৃতি আধুনিক কালে এই ক্ষুদ্র ডেনীয় জাতির দ্বারা জ্ঞান-বিজ্ঞানে শিল্প-কলায় বিশেষ পুষ্টিলাভ করে। কতকগুলি ডেনীয় পণ্ডিত, আর লেখক, বৈজ্ঞানিক আর শিল্পী, খালি ডেনমার্কের নয়, সমগ্র জগতের হ'য়ে দাঁড়িয়েছেন।

কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌ হেন স্থানে নৃতত্ত্ব-বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের ব্যবস্থা খুবই সমীচীন হ'য়েছিল। নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় ডেনমার্কের কৃতিত্ব বেশ লক্ষণীয়। কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌-এ কতকগুলি নামজাদা নৃতত্ত্ববিৎ, ভাষাতাত্ত্বিক আর অন্য পণ্ডিত আছেন—উত্তর-ইউরোপের সুপ্রাচীন যুগের সভ্যতার ভগ্নাবশেষ মাটী খুঁড়ে যা পাওয়া গিয়েছে তা নিয়ে ডেনমার্কে খুব ভালো কাজ হ'য়েছে, আর গ্রীন্‌লাণ্ড দ্বীপ ডেনমার্কের অধীন ব'লে গ্রীন্‌লাণ্ডের Eskimo এস্কিমো জাতিকে নিয়েও ডেনমার্কের পণ্ডিতেরা সার্থক অনুসন্ধান ক'রেছেন। কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের সম্মেলনের স্থান নির্ধারিত হয়।

১লা অগস্ট সকাল বেলা সম্মেলনের আপিস খোলা হ'ল, আমরা যথারীতি আমাদের প্রতিনিধি-পদের পরিচয়-পত্র, ব্যাজ বা বুকে পর্‌বার লাঞ্ছন বা নিশানা, কার্য্যক্রম, প্রবন্ধ-তালিকা, প্রতিনিধি আর সদস্য-তালিকা প্রভৃতি সংগ্রহ ক'র্‌লুম। আমার চাঁদা পূর্বেই দেশ থেকে পাঠিয়ে' দিয়েছিলুম। মেজর বর্ধনও সদস্য হ'লেন। বাড়ীর চিঠি-পত্র সম্মেলনের ঠিকানায় যা পাঠানো হ'য়েছিল তা পেলুম। সম্মেলনের কার্য্যালয়ে অনেকের সঙ্গে আলাপ হ'ল।

ঐ দিন বেলা একটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের বড়ো হল-ঘরে সম্মেলনের উদ্বোধন হ'ল। ডেনমার্কের রাজা উপস্থিত হ'লেন। সভাপতির অভিভাষণ, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের তরফ থেকে স্বস্তি-বাচন বা অভিনন্দন, এ সমস্ত হ'ল। আমরা ভারতীয় তিনজন প্রতিনিধি বা সদস্য ছিলুম—মেজর বর্ধন, বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়ের

প্রতিনিধি শ্রীযুক্ত র-প মাসানী ব'লে একটী পারসী ভদ্রলোক ইনি বোম্বাই অঞ্চলের একজন বিশিষ্ট নৃতত্ত্ববিৎ ও ফরাসীবিৎ, আর ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি আমি। এ-ছাড়া, ভারত সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, বিখ্যাত নৃতত্ত্ববিৎ ডাক্তার J. H. Hutton জে এচ্ হাটন্—ইনি গতবারের ভারতের আদম-শুমারীর অর্থাৎ জন-গণনার সময়ে প্রধান কর্মকর্তা ছিলেন। দক্ষিণের হায়দরাবাদ রাজ্যের প্রতিনিধি-রূপে ছিলেন Sir Theodore Tasker স্যর থিওডোর টাস্কার, আর পাটনার বিহার-উড়িষ্যা অনুসন্ধান সমিতির প্রতিনিধিরূপে এসেছিলেন নরওয়ে দেশের বিখ্যাত প্রাচীন-ভারত-বিদ্যাবিৎ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত Sten Konow স্টেন্ কনো। অন্য প্রাচ্যদেশের লোকদের মধ্যে, চীন থেকে আগত শাঙ্‌হাইয়ের ডাক্তার কিঙ, আর তুর্কী দেশের ডাক্তার শওকৎ আজিজ কান্সু— এঁদের সঙ্গে আমার বেশ আলাপ হ'য়েছিল।

ভারতীয় ব'লে, আর কতকগুলি স্থানীয় পণ্ডিতের আর অন্য প্রতিনিধির সঙ্গে আমার বেশ একটু হৃদ্যতাপূর্ণ পরিচয় ঘ'টে যাওয়ায়, আমাদের দুজনের সম্বন্ধে এখানকার লোকেদের একটু আগ্রহ দেখা যায়। আমাদের ছবি, আমাদের সম্বন্ধে প্রবন্ধ, স্থানীয় কতকগুলি দৈনিক পত্রে প্রকাশিত হ'য়েছিল। সম্মেলন ছয় দিন ধ'রে চ'লেছিল, আমরা যথা-রীতি তার বিভিন্ন বিভাগের কতকগুলি বক্তৃতায় উপস্থিত ছিলুম। সম্মেলনের উদ্যোক্তাদের দ্বারা প্রতিনিধি আর সদস্যদের জন্য যে সব আপ্যায়ন-সভা, প্রমোদ-ভ্রমণ প্রভৃতির ব্যবস্থা হ'য়েছিল, সেগুলিতেও অংশ-গ্রহণ ক'রেছিলুম। সাত শ'র উপরে ছিল প্রতিনিধি আর সদস্যদের সংখ্যা। নৃতত্ত্ব-বিদ্যার এই কয়টী বিভিন্ন বিভাগ বা শাখা স্থির হয়—(১) নৃশরীর-তত্ত্ব, (২) মনস্তত্ত্ব, (৩) নৃগণ-তত্ত্ব, (৪) সমাজ-তত্ত্ব, (৫) বিভিন্ন দেশের আচার-তথ্য আর Folklore অর্থাৎ 'লোক-যান' অথবা গণাচার, (৬) সমাজ-প্রগতি ও ধর্ম, (৭) ভাষাতত্ত্ব ও লিপি। এগুলির মধ্যে আবার কতকগুলি বিভাগের উপবিভাগও ছিল। সমস্ত বিভাগেই অনেকগুলি ক'রে প্রবন্ধ ছিল, বেছে বেছে দু-চারটীতে মাত্র উপস্থিত থাকা গিয়েছিল। ভাষাতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি ছিলেন, ডেনমার্কের বিখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক Viggo Brjondal ভিগ্‌গো ব্রোন্দাল। এই বিভাগের আলোচনায় আমি একটু অংশ-গ্রহণ ক'র্‌বো মনে ক'রেছিলুম। Creole Languages—অর্থাৎ নিজেদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্যুত কালা-আদমীর মুখে শ্বেতকায় জাতির ভাষা—এই বিষয়টী একটী প্রধান আলোচনার বস্তু হবে, এই রকম লেখা ছিল। কার্যতঃ এই বিষয়ের আলোচনা একজন হঙ্গেরীয় প্রবন্ধকার আর এক জন ডেনীয় প্রবন্ধকার—এঁদের দু'জনের দুটী প্রবন্ধকে অবলম্বন ক'রেই নিবদ্ধ

রইল। আমেরিকার দ্বীপপুঞ্জে আর অন্যত্র কাফরী ক্রীতদাসের মুখে ফরাসী ভাষা কি ভাবে নোতুন রূপ ধারণ ক'রেছে, কতটা এই ফরাসী তার মৌলিক প্রকৃতিকে নিগ্রোর ভাষার প্রকৃতিতে পরিবর্তিত ক'রেছে, এই বিশেষ বিষয় নিয়েই আলোচনা হ'ল। এঁদের দুজনেরই প্রবন্ধ ছিল ফরাসীতে। আমি মনে ক'রেছিলুম, ব্যাপক-ভাবে অনার্য্যের মুখে আর্য্যের ভাষা, এই ধরণের একটা বিষয়ের অবতারণা হবে, তা হ'লে আমি ভারতবর্ষে আর্য্য-ভাষার পরিণতি নিয়ে দু-চারটে সমস্যার অবতারণা ক'রতে পারবো—কিন্তু সে-রকম ব্যাপক আলোচনা হয় নি। আমি একটা প্রশ্ন ক'রেছিলুম ফরাসীতে, তার পরে দু কথা ব'লেছিলুম ইংরিজিতে। একটা জরমান নৃতত্ত্ববিৎ, ১৯৩৫ সালে ভিয়েনায় এঁর সঙ্গে আমার আলাপ হয়—ইনি আসামে গিয়ে, নাগা আর অন্য আসামী আদিম জাতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান ক'রে আসেন—ভদ্রলোকের নামটী হ'চ্ছে ডাক্তার H. E. Kaufmann কাউফমান্—আর একদিন ইনি নাগা ভাষা ইংরিজি অক্ষরে লেখার রীতি নিয়ে একটী অনতিমূল্যবান্ প্রবন্ধ পড়েন, তার আলোচনায় আমি যোগদান করি। অধ্যাপক ব্রোন্দালের সঙ্গে ইতিপূর্বে গেণ্ট্-এ আমার পরিচয় হ'য়েছিল।

সম্মেলনের খুঁটিনাটি নিয়ে আর আলোচনার আবশ্যকতা নেই। এই-সব সম্মেলনের সব চেয়ে উপযোগিতা বা কার্য্যকারিতা হ'চ্ছে, বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে মেলামেশার সুযোগ দেয় ব'লে। মূল্যবান্ গবেষণা—তা সে তো ঘরে ব'সে ধীরে সুস্থে আলোচনা ক'রে, খণ্ডন বা মণ্ডন করবার বস্তু। সম্মেলনে যে-সমস্ত প্রবন্ধ পাঠ হয়, যে-সমস্ত জিনিস প্রদর্শিত হয়, তার চেয়ে যে-সমস্ত সামাজিকতার আর আমোদ-প্রমোদের আয়োজন হয়, সেগুলির মূল্য কম নয়।

কোপেন্হাগ্ন্ শহরটা আমাদের মোটর-বাস ক'রে ঘুরিয়ে' আন্‌লে—সঙ্গে রইল ইংরিজি, ফরাসী আর জরমান বলিয়ে' গাইড। দু ঘণ্টা ধ'রে শহরের বিভিন্ন লক্ষণীয় অংশের রাস্তা দিয়ে আমাদের নিয়ে গেল, দ্রষ্টব্য ইমারত প্রভৃতির কথা আমাদের সংক্ষেপে বুঝিয়ে' দিতে লাগ্ল। আমার সঙ্গে শহরের একটী নক্শা ছিল, তাতে বেশ সুবিধা হ'য়েছিল। এই বাস্-ভ্রমণে আমার পাশে ব'সেছিলেন একটী জাপানী প্রতিনিধি। শহরের নক্শা ধ'রে কোন পথ ধ'রে যাচ্ছি তার ঠিক-মত হদিস ক'র্‌তে পাবায়, তিনি আমার তারিফ ক'রে তাঁর জাপানী উচ্চারণের ইংরিজিতে ব'ল্‌লেন—"ইউ আরু বেরি কেরেবারু" অর্থাৎ 'য়ু আর ভেরি ক্লেভর।' ভদ্রলোক নিজের পরিচয় দিলেন, দর্শন-শাস্ত্রের অধ্যাপক, নৃতত্ত্ব-বিদ্যায় তাঁর আসক্তি গৌণ ব্যাপার।

এই ভ্রমণের জন্য গাড়ী-ভাড়া, গাইডের বখ্‌শিশ প্রভৃতির জন্য আমাদের চার ক্রাউন—প্রায় তিন টাকা—দিয়ে টিকিট কিন্‌তে হ'য়েছিল। কোপেন্‌হাগ্‌নের বাড়ীগুলি, রাস্তা-ঘাটের সাধারণ দৃশ্য—উত্তর-ইউরোপের বিশিষ্ট রীতির পরিচায়ক। বেশীর ভাগ বাড়ী জরমানির মত Rococo রোকোকো আর Baroque বারক বাস্তু-রীতির—সপ্তদশ শতকের। অষ্টাদশ উনবিংশ শতকের গ্রীক-রোমান বাস্তু-রীতির অনুকরণে তৈরী কতকগুলি লক্ষণীয় ইমারতও আছে। আর আরও লক্ষণীয়, আধুনিক বাস্তু-রীতির কতকগুলি বাড়ী। এগুলির মধ্যে একটী গির্জা, Grundtvig Memorial Church গ্রুণ্ট্‌ভিগ্‌ স্মারক গির্জা, অদ্ভুত ধরণে তৈরী—ঠিক যেন গির্জার পাইপ-সমেত অর্গান-যন্ত্রের ঢঙে ইটের তৈরী এই গির্জাটী, এর অবস্থান চমৎকার। শুনলুম, এর ধাঁচাটী পুরাতন দুই-একটী গির্জার নকলেই হ'য়েছে।

১লা অগস্ট রাত্রে কোপন্‌হেগ্‌নের National Museum বা জাতীয় সংগ্রহ-শালাতে একটী প্রীতি-সম্মিলন ছিল। এই সংগ্রহ-শালাটীকে ডেনমার্কের মতন ছোটো রাষ্ট্রের পক্ষে, জাতির মানসিক সংস্কৃতি আর জ্ঞানলিপ্সার এক মহনীয় প্রকাশ স্বরূপ বলা যেতে পারে। পৃথিবীর তাবৎ শ্রেষ্ঠ মিউজিয়মগুলির মধ্যে ডেনমার্কের এই জাতীয় সংগ্রহ-শালাটী হ'চ্ছে অন্যতম। ডেনমার্কের আর উত্তর ইউরোপের সংস্কৃতির প্রচুর নিদর্শন, প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত, অতি সুন্দর-ভাবে সংগৃহীত আছে। নৃতত্ত্ব-সম্বন্ধীয় নানা বস্তু, আর উত্তর-ইউরোপের বিশেষতঃ ডেনমার্কের প্রাগৈতিহাসিক পুরাবস্তু, এই মিউজিয়মের সর্বাপেক্ষা লক্ষণীয় সম্পৎ। খ্রীষ্ট-পূর্ব অষ্টম সহস্রক থেকে ধারাবাহিক ভাবে প্রাচীন আর মধ্য-যুগের ভিতর দিয়ে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত ডেনমার্কে সভ্যতার প্রগতি, প্রদর্শিত নানা বস্তু থেকে বেশ উপলব্ধি করা যায়। খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম সহস্রকে পশ্চিম-আর উত্তর-পশ্চিম ইউরোপে জরমানিক আর কেল্‌ট বংশীয় আর্য্যদের মধ্যে ব্রঞ্জ আর লোহার যুগে একটা বেশ বড়ো দরের সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল। আমাদের বৈদিক যুগের আর্য্যদের জ্ঞাতি, ইউরোপের উত্তরাপথের এই অর্ধ-বর্বর আর্য্যদের হাতের তৈরী নানা কাজ দেখে, এই সংস্কৃতি-সম্বন্ধে বেশ একটা ধারণা ক'র্‌তে পারা যায়, আর তা থেকে ভারতের আদিম আর্য্য বিজেতাদের সাংস্কৃতিক জগৎ সম্বন্ধেও কিছুটা অনুমান ক'র্‌তে পারা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন খণ্ডে, মানব সভ্যতার যে বিভিন্ন প্রকাশ হ'য়েছে, সে-সবেরও প্রচুর নিদর্শন সংগৃহীত হ'য়ে এখানে রক্ষিত হ'য়েছে। এশিয়ার মধ্যে চীন, জাপান, যবদ্বীপ, ভারতবর্ষ, ঈরান প্রভৃতি দেশের মধ্য-যুগের আর আধুনিক কালের

জীবন-যাত্রা আর সভ্যতার অনেক জিনিস দেখা গেল; তেমনি প্রাচীন মিসর, বাবিলন, আসিরিয়া আর পশ্চিম-এশিয়ার সভ্যতার নিদর্শন, উত্তর-মেরু প্রদেশের, আমেরিকার, আফ্রিকার ওশেনিয়ার জাতিদের সভ্যতার পরিচায়ক বস্তুও অনেক। ভারতীয় সংগ্রহের মধ্যে আমার কাছে লক্ষণীয় মনে হ'ল, আমাদের বাঙলা-দেশের কতকগুলি পুরাতন ঠাকুর-দেবতার পট, দক্ষিণ-ভারতের আর উত্তর-ভারতের কতকগুলি হাতীর দাঁতের কাজ। প্রাচীন ভারতের পাথরের মূর্তিও গুটিকয়েক আছে। কিন্তু সব চেয়ে বিরাট ব্যাপার হচ্ছে, ১৭৫০ সাল পর্যন্ত ডেনমার্কের সভ্যতার বহু বহু নিদর্শনের সংগ্রহ। দু-তিন দিন ঘুরে ঘুরেও মিউজিয়মটী দেখে সাধ মেটে না। ১লা অগস্ট আমাদের জন্য রাত্রে মিউজিয়ম খোলা ছিল—তখন আমরা মিউজিয়মটী মোটামুটি একটু দেখে নিলুম—'চেখে নিলুম' ব'লতে পারা যায়। মিউজিয়মের বিভিন্ন বিভাগের অধ্যক্ষেরা ছিলেন, আমাদের ঘুরিয়ে' সব দেখাবার জন্য। মিউজিয়মের নৃতত্ত্ব-বিষয়ক সংগ্রহের একজন অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত C. C. Feilberg ফাইল্‌বেয়ার্গ-এর সঙ্গে আলাপ হ'ল—পরে এঁর বহু হৃদ্যতার পরিচয় পেলুম। Dr. Karl Kjersmer কার্ল ক্যের্স্‌মেয়ার ব'লে একজন ডেনীয় ভদ্রলোক আফ্রিকার জাতিদের শিল্প আর সংস্কৃতি নিয়ে আলোচনা ক'রছেন, তিনি মধ্য-আফ্রিকার জাতিদের শিল্পের—কাঠে-খোদা ঠাকুরের মূর্তি, মুখস প্রভৃতির—একটি প্রদর্শনী খুলেছিলেন মিউজিয়মে; আফ্রিকার শিল্প সম্বন্ধে তাঁর বড়ো বই আছে—তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল। মিউজিয়মের কর্তারা যথারীতি আমাদের স্বাগত ক'রেছিলেন, আর প্রতিনিধি আর সদস্যদের আপ্যায়নের জন্য প্রচুর আয়োজন ক'রেছিলেন। ডেনীয় লোকেরা নিজেরা আহারে মোটেই কার্পণ্য করে না, অতিথিদের আকণ্ঠ খাইয়েও যেন এদের তৃপ্তি হয় না। নানা রকমের ফলের স্যালাড, রুটি, মাছ, মাংসের টুকরো, পনীর, ফলের শরবৎ বিয়ার প্রভৃতিতে লম্বা লম্বা টেবিলে ভ'রে র'য়েছে, যত ইচ্ছা খাও, আর স্থানীয় ভদ্র ব্যক্তিরা বার বার অনুরোধ ক'রছেন, আরও কিছু গ্রহণ ক'রতে।

এই মিউজিয়মে প্রাচীন ডেনমার্কের সভ্যতার নিদর্শন স্বরূপ ব্রঞ্জে তৈরী কতকগুলি Lur 'লূর্' বা ভেরী আছে। এগুলি খ্রীষ্ট-পূর্ব ৫।৬ শ' বছর পূর্বেকার—ডেনীয় জাতীর পূর্বপুরুষ আদি জরমানিক আর্য্যরা এই ভেরী বাজাত'। প্রতিনিধিদের আপ্যায়নের জন্য, কৌতুককর হবে ব'লে কোপেন্‌হাগ্‌নের একজন অধ্যাপক আর মিউজিয়মের একজন কর্মচারী, এঁরা দুজনে দুটো 'লূর্'-ভেরী নিয়ে বাজিয়ে' শোনালেন। দুজনে মিলে একটা গত্‌ বাজালেন। রাত্রি

দশটায়, সমস্ত মিউজিয়ম-প্রাসাদকে কাঁপিয়ে', আড়াই হাজার বছর পূর্বেকার ধাতু-নির্মিত এই ভেরী আবার বেজে উঠ্ল। এই ঐতিহাসিক যোগটুকু মনে ক'র্‌তে বেশ লাগ্‌ছিল। এই প্রাচীন লূর্‌ যন্ত্র এদের সামরিক আর সামাজিক জীবনে যে একটা মস্ত স্থান নিয়ে ছিল, সে কথা স্মরণ ক'রে, কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌-এর কেন্দ্র-স্বরূপ Rad-hus-plads বা Town Hail Square অর্থাৎ পৌরজনগৃহ-চত্বরে উঁচু এক থামের মাথায় প্রাচীন জরমানিক লূর-বাজিয়ে' দুজনের ব্রঞ্জ মূর্তি এরা খাড়া ক'রেছে।

প্রাচীন আর আধুনিক ভাস্কর্য্যের সংগ্রহ-শালা, Ny Carlsberg Glyptotek —এটীও একটা জাতীয় বা সরকারী প্রতিষ্ঠান, এখানে ৩রা অগস্ট রাত্রে আমাদের আহ্বান করা হয়। এই Glyptotek ভাস্কর্য্যশালাটী ডেনমার্কের এক লক্ষণীয় কীর্তি। এখানে প্রাচীন মিসর, আসিরিয়া, বাবিলন, গ্রীস আর ইটালির শিল্পের একটা শ্রেষ্ঠ সংগ্রহ আছে। পারিসের লুভ্‌র্‌, লণ্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ম, রোমের প্রধান মিউজিয়মগুলি, বেলিন আর মিউনিকের মিউজিয়মের দরের প্রথম শ্রেণীর সংগ্রহ এটীও। মিসরীয় আর গ্রীক ভাস্কর্য্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ কীর্তি এখানে রক্ষিত আছে। আর আছে—আধুনিক ভাস্করদের কতকগুলি শ্রেষ্ঠ রচনা। পরে একদিন এসে এই সব ভাস্কর্য্যের অনেক ছবির পোস্ট-কার্ড আর অন্য ছবি নিয়ে গেলুম। এই মিউজিয়মের আঙিনায় আধুনিক রীতির একটী সুন্দর মূর্তি আছে, Kaj Nielsen কাই নীলসেন্‌ নামক ডেনমার্কের এক নামী ভাস্করের কৃতি এটী। এটীর নাম Vandmoderen বা The Water Mother অর্থাৎ 'জলমাতা'। অনেকগুলি শিশুর দ্বারা পরিবৃতা হ'য়ে একটী স্ত্রীমূর্তি, শিশুগুলি যেন জলের গতি, বা প্রাণ, বা বুদ্‌বুদ। একটা ফোয়ারার মধ্যে এই মূর্তিটী; এর পটভূমিকা-রূপে কতকগুলি তাল-জাতীয় গাছের সবুজ আবেষ্টনী মূর্তিটীর সৌন্দর্য্যকে আরও বাড়িয়ে' তুলেছে। কাই নীলসেনের অন্য রচনা দেখেছি—ইনি আধুনিক ডেনমার্কের একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। একদিকে গ্রীক ভাস্কর্য্যের শ্রেষ্ঠ যুগের সংযত শুচিতা, আর অন্যদিকে আধুনিক ইউরোপের ভাস্কর্য্যের কল্পনা-বিলাসের সঙ্গে দৃঢ়তার বা শক্তির ব্যঞ্জনা—শিল্প-জগতে এই দুইই অদ্ভুত সুন্দর;—এই সব জিনিসের অনুধ্যান, মানুষকে যেন পৃথিবীর সুখ-দুঃখের উর্ধ্বলোকে উত্তোলিত ক'রে দেয়।

কোপেন্‌হাগ্‌নের আরও কতকগুলি মিউজিয়মের মধ্যে, আর দুটীর কথা একটু ব'ল্‌বো—এ দুটী হ'চ্ছে শিল্প-সংগ্রহের মিউজিয়ম। একটী হ'চ্ছে Sjolvgade বা 'রূপার সড়ক'-এ স্থাপিত Kunstmuseum বা শিল্প-সংগ্রহ—

ডেনীয় চিত্র আর ভাস্কর্য্যের বিরাট্ সংগ্রহ এখানে আছে। ডেনমার্কের ভাস্কররা কি রকম অদ্ভুত ভাবে গ্রীক ভাস্কর্য্যের আভ্যন্তর ভাবটী আত্মসাৎ ক'রেছিল তা বাস্তবিক বিস্ময়কর! এই শিল্পসংগ্রশালায় নানা চিত্র আর মূর্তির মধ্যে Willumsen ভিলুম্‌সেন্ ব'লে একজন ভাস্করের এক বিরাট্ মারবল্ পাথরের আর সোনালী রঙে রঙানো ব্রঞ্জের দেয়াল-ঢাকা খোদিত চিত্র আমাদের খুব মুগ্ধ করে। এটীর বিষয়, Ungdom অর্থাৎ কিনা Youngdom, অর্থাৎ 'যৌবন'। নানা কল্পনোজ্জ্বল মূর্তির সমাবেশে যুবজনের মনের কর্মস্পৃহা, উচ্চ আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতির প্রকাশ মার্‌বলের সাদা আর সোনালী ব্রঞ্জের সোনার মধ্য দিয়ে করা হ'য়েছে। দুঃখ হয়, এই খোদিত চিত্রের সৌন্দর্য্য কতকটা বোঝাতে পারে এমন একখানা ফোটো পেলুম না।

Bertel Thorvaldsen বের্টেল টোর্‌ভাল্‌ড্‌সেন (১৭৭৯-১৮৪৪) ছিলেন ডেনমার্কের এক অদ্বিতীয় ভাস্কর। ইনি প্রাচীন রোম আর গ্রীসের শিল্পের দ্বারা অনুপ্রাণিত হ'য়ে, সারা জীবন ধ'রে অনেকগুলি মূর্তি আর খোদিত চিত্র রচনা করেন। কোপেন্‌হাগ্‌নের একটী গির্জায় যীশুমূর্তি আর যীশুর শিষ্য বা অনুচরদের কতকগুলি মূর্তি ইনি গ্রীক ঢঙে বা রেনেসাঁস ঢঙে তৈরী করেন—সেগুলি তত সুন্দর লাগে না, কারণ খ্রীষ্টান দেববাদ আর পরলোক-সর্বস্বতা আর গ্রীক মানবকেন্দ্রী ইহলোক-সর্বস্বতা, এ দুটী জিনিস পরস্পর-বিরোধী, এদের শিল্পের ভাব-ধারাও পৃথক্, দুইয়ের মিলন বা মিশ্রণ, অথবা একের শিল্পভঙ্গী দিয়ে অপরের প্রকাশ, এক রকম অসম্ভব বা দুরূহ ব্যাপার। কিন্তু টোর্‌ভাল্‌ড্‌সেন্ গ্রীক দেবতা আর গ্রীক পুরাণের আর ইতিহাসের পাত্র-পাত্রীদের নিয়ে যে কতকগুলি মূর্তি গ'ড়েছেন—বা ছেনী দিয়ে কেটেছেন—সেগুলি বিশেষ মহনীয় বস্তু; মৌলিক পদ্ধতির, যুগোপযোগী পদ্ধতির শিল্প না হ'য়ে, অনুকারী শিল্প হ'লেও, সেগুলির সৌন্দর্য্য, প্রাচীন গ্রীসের আভাস এনে দেয়। টোর্‌ভাল্‌ড্‌সেন্ যে যুগে ছেনী ধরেন, তখন ইউরোপের সংস্কৃতিতে আবার নোতুন ক'রে গ্রীক-রোমান প্রভাব দেখা দিয়েছে। খ্রীষ্টীয় ১৮০০-র দিকে, ইউরোপের চিত্ত, গ্রীসের শিল্পের মূল-কথাকে, আমরা এখন যে-ভাবে দেখ্‌তে শিখেছি, সে-ভাবে দেখ্‌তে বা ধ'র্‌তে পারে নি। আমরা এখন পঞ্চম শতকের আর তার পূর্বের শুদ্ধ গ্রীক শিল্পের জগৎকে আবিষ্কার ক'রেছি—আর সে বস্তু, জগদতীত লোকে মানুষকে আনয়ন ক'র্‌তে সাহায্য করে। কিন্তু এক শ' দেড় শ' বছর আগে, গ্রীক শিল্পের পতনের যুগের কৃতি যা এখন আমাদের কাছে গ্রীক মনের দৌর্বল্যের প্রকাশক ব'লেই বোধ হয়, ইউরোপ তাই নিয়ে

মেতে গিয়েছিল। যা হ'ক্, টোর্ভাল্ড্সেন্ ইউরোপের ঐ যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্করদের মধ্যে একজন ব'লে স্বীকৃত। ইউরোপের নানা দেশে তাঁর হাতের কাজ আছে। কিন্তু এক হিসাবে তিনি অন্য অনেক ভাস্কর বা শিল্পীর চেয়ে, স্বদেশের লোকদের কাছেই সব চেয়ে বেশী সম্মান পেয়েছেন—তাঁর কৃতিত্বের নিদর্শন স্বদেশেই বেশীর ভাগ রক্ষিত হ'য়েছে। কোপেন্‌হাগন্-এর অন্যতম দর্শনীয় বস্তু হ'চ্ছে Thorvaldsen Museum—গ্রীক ধরণের একটী সুন্দর বাড়ী, তার মধ্যে টোর্ভাল্ড্সেনের হাতের কাজ বহু বহু মূর্তি আর খোদিত চিত্র শিল্প-রসিকদের উপভোগের জন্য সজ্জিত আছে। টোর্ভাল্ড্সেন ছবি, মূর্তি প্রভৃতি যে-সব শিল্প দ্রব্য সংগ্রহ ক'রেছিলেন, সেগুলি মিউজিয়মের উপরের তলায় রক্ষিত হ'য়ে আছে। আমি টোর্ভাল্ড্সেন্ সম্বন্ধে আগে কিছু প'ড়েছিলুম, আর ছবির মারফৎ আমি তাঁর শিল্প-রচনার একজন অনুরাগী; কোপেন্‌হাগন্-এ গিয়ে স্বচক্ষে টোরভাল্ড্সেনের ভাস্কর্য্য দেখ্‌বো, এ ইচ্ছা বহুদিন ধ'রে মনে মনে পোষণ ক'রে আস্‌ছি, সুতরাং বিশেষ আনন্দের সঙ্গে এবার ডেনমার্কে এসে সে অভিলাষ পূরণ ক'র্‌লুম।

কোপেন্‌হাগ্‌নের রাস্তায় বেড়ালে দুই-একটী জিনিস বেশ ক'রেই চোখে লাগে। প্রথম হ'চ্ছে, এই শহরে বাইসিক্‌ল্ গাড়ীর প্রাচুর্য্য। মনে হয়, যেন রাস্তার আধেকের উপর লোক বাইসিক্‌ল্ ক'রে যাওয়া আসা করে। দশটা পাঁচটার সময়, যখন আপিস দোকান-পাট সব খোলে, তখন কেরানী আর অন্য কাজের লোকেরা—মেয়ে আর পুরুষ—সব পা-গাড়ী ক'রেই গতায়াত করে; রাস্তায় সাইক্‌ল্-আরোহীদের তুমুল ভীড় লেগে যায়। তারপর, এদেশের লোকেদের একটা স্বত-উৎসারিত সৌজন্য সকলকেই মুগ্ধ করে। এখানকার লোকেরা খুবই সৎ। চুরি-চামারি—ছিঁচ্‌কে চুরি—প্রায় অজ্ঞাত। লোকেদের মধ্যে অভাব নেই ব'লেই এটা হয়। রাস্তায় একদিনও একটীও ভিখারী দেখিনি। রাত্রে গৃহস্থ রাস্তার উপরে সদর দরজার ধারে দুধের খালি বোতল আর পাশে দামের পয়সা রেখে দেয়, ভোরে গোয়ালা এসে নোতুন দুধ দিয়ে যায়, ডিম দিয়ে যায়, খালি বোতল আর পয়সা নিয়ে যায়—সারারাত আল্‌গা প'ড়ে থাকে, কেউ এ পয়সা চুরি করে না। এদের মধ্যে পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহার সরল—এরা কেউ কারো কথা নিয়ে অনাবশ্যক মাথা ঘামায় না, অথচ রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে সকলেই একতা-বদ্ধ। এদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মকে আশ্রয় ক'রে ধর্মানুভূতিও যথেষ্ট পরিমাণে কার্য্যকর হ'য়েছিল এখনও হ'য়ে আছে। তার উপরে, এরা মানসিক সংস্কৃতিতে আস্থাবান্, শিল্প আর সঙ্গীতের স্থান এদের জীবনে খুবই বড়ো। কতকগুলি বিষয়ে

এরা প্রশংসনীয়-ভাবে বিদ্যার প্রতি, শিল্প-চর্চার প্রতি এদের আন্তরিক টানের পরিচয় দিয়েছে। Ny Carlsberg Glyptotek বা প্রাচীন আর অধুনিক ভাস্কর্য্যের সংগ্রহশালাটী এদের একজন ধন-কুবের যে-ভাবে গ'ড়ে তুলেছেন, সেটী পৃথিবীর তাবৎ জাতির ধন-কুবেরদের অনুকরণীয়—সমগ্র জাতির মধ্যে প্রচলিত একটী অভ্যাসকে কি ভাবে এরা বিদ্যার প্রসারের কাজে লাগিয়েছে, তা দেখে এদের ব্যবস্থার, এদের বিদ্যোৎসাহিতার তারিফ না ক'রে পারা যায় না। নীচে সে সম্বন্ধে কিছু ব'ল্‌ছি।

যব ভিজিয়ে' তা থেকে কলা বা কোঁড় বেরুলে, সেই যব পচিয়ে' যে পানীয় তৈরী হয়, সেটী হ'চ্ছে উত্তর-ইউরোপের লোকেদের অতি প্রিয় বস্তু—beer 'বিয়ার'। প্রাচীন জরমানিক ভাষায় যবের একটী নাম থেকে ইংরিজি beer, জরমান Bier নামের উৎপত্তি—আমাদের দেশে যেমন ধান থেকে 'ধেনো' মদ হয়, 'ধান্যেশ্বরী', তেমনি beer হ'চ্ছে 'যবেশ্বরী'। Hop ব'লে শণ-জাতীয় এক-রকম গাছের তেতো ফুল শুখিয়ে' এই beer-এর স্বাদ ঠিক করা হয়—beer হ'চ্ছে চিরেতার জলের মতন তেতো পানীয়। উত্তর-ইউরোপে আঙুর জন্মায় না—ঈষৎ নেশার জন্য সুপ্রাচীন কাল থেকে ওখানে বিয়ারের ব্যবহার আছে। দিনের মধ্যে অন্ততঃ এক পাত্র বিয়ার খায় না এমন লোক উত্তর-ইউরোপে খুবই কম; মেয়েরাও বিয়ার নিত্য পানীয় ক'রে নিয়েছে। পানীয়, আর খাদ্যে ব্যবহৃত স্নেহ-দ্রব্য অনুসারে, ইউরোপকে দুই ভাগে বিভাগ করা যায়—Beer and Butter Area—বিয়ার আর মাখনের দেশ, আর Wine and Olive Oil Area—আঙুরের-মদ আর জলপাইয়ের-তেলের দেশ। দক্ষিণ-ইউরোপে—গ্রীস, ইটালি, দক্ষিণ-ফ্রান্স, স্পেন—এই কটা দেশে আঙুর হয় অজস্র। আঙুরের রস ট'ক্‌লে আপনা-আপনিই যেটুকু আল্‌কোহল-যুক্ত হয়, সেইটুকু আল্‌কোহল-ই এতে থাকে; আমের রস জমিয়ে' যেমন 'আম-সত্ত্ব' হয়, তেমনি আঙুরের রস জমিয়ে' 'আঙুর-সত্ত্ব' হয় না; তাই পানীয় মদের রূপেই, এ-সব দেশের লোকেরা, আঙুরের ফসল হবার পরে, সারা বছর ধ'রে আঙুর এইভাবেই খায়; আর এ-সব দেশে গোরু বেশী নেই, তাই জলপাইয়ের তেলই রান্না-বান্নায় বেশী ব্যবহৃত হয়। উত্তর-ইউরোপে—ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জে, স্কান্দিনাভিয়ায়, বাল্‌তিক দেশ-গুলিতে, জরমানিতে, হলাণ্ডে, বেলজিয়মে, আর উত্তর-ফ্রান্সে—তেমনি আহারে দুগ্ধজাত জিনিস, মাখন আর পনীর, খুব চলে, কারণ ওই-সব দেশে গোরু খুব পালিত হয়, জলপাই মেলে না; আর আঙুরের দেশ নয় ব'লে, লোকে যব-পচানো বা যব-চোয়ানো মদ খায়। (আমাদের ভারতবর্ষকেও ইউরোপের দুই খণ্ডের মত

দুটো ভাগে বিভাগ করা যায়—‘দাল-রুটি-ঘীয়ের দেশ’, আর ‘ভাত-মাছ-তেলের দেশ’—পাঞ্জাব, সংযুক্ত-প্রদেশ, নেপাল, রাজপুতানা, মালবদেশ প্রভৃতি পড়ে প্রথম পর্য্যায়ে, আর বাঙলাদেশ, উড়িষ্যা, মাদ্রাজের উপকূল প্রভৃতি পড়ে দ্বিতীয় পর্য্যায়ে)।

বিয়ারের প্রচলন এতটা বেশী হওয়ায়, বিয়ারের ভাঁটিখানা ভালো রকমে চালাতে পার্‌লে তাতে লাভ খুব। যাঁরা মাদক-দ্রব্য সেবার বিরোধী তাঁরা বিয়ার খাওয়াকে মাদক-সেবা ব’ল্‌বেন। কিন্তু শুনেছি, বিয়ারে শত-করা পাঁচ বা সাত ভাগের বেশী সুরাসার থাকে না—হুইস্কি প্রভৃতি যব-জাত অন্য সুরায় কিন্তু শত-করা ষাট ক’রে থাকে। বিয়ার হাঁড়ী হাঁড়ী খেলে তবে যদি নেশা হয়। ইউরোপের লোকেরা বিয়ারকে একটা স্বাস্থ্য-প্রদ শ্রম-নিবারক পানীয় মনে ক’রে থাকে। ডেনমার্কের লোকেরা, হলাণ্ড আর জরমানির লোকেদেরই মত বিয়ার-ভক্ত। এদেশে কতকগুলি বড়ো বড়ো বিয়ারের ভাঁটিখানা হ’য়েছে। বিয়ার তৈরীর কাজে দিনেমাররা বিশেষ দক্ষতা লাভ ক’রেছে—শুনলুম, ইংলাণ্ড থেকেও ডেনমার্কের বিয়ারের কারখানায় কাজ দেখ্‌তে আর শিখ্‌তে আসে। ডেনমার্কের Carlsberg আর Ny Carlsberg কার্লস্‌বের্য়ার্গ আর ন্যু কার্লস্‌বের্য়ার্গ বিয়ারের কারখানা দুটী খুব বড়ো, আর খুব বিখ্যাত। এদের তৈরীর বিয়ারের চাহিদা ডেনমার্কে আর ডেনমার্কের বাইরেও খুব বেশী। এখন, Carl Jacobsen কার্ল য়াকোব্‌সেন ব’লে একটী ভদ্রলোক এই বিয়ারের কারখানার মালিক আর অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি আর তাঁর স্ত্রী Ottillia Jacobsen ওত্তিলিয়া য়াকোব্‌সেন্‌ দু’জনে শিল্পানুরাগী ছিলেন। এঁরা ভাস্কর্য্যের আর চিত্রের একটী বড়ো সংগ্রহ করেন। সেটীকে অবলম্বন ক’রে Ny Carlsberg Glyptotek-এর সংগ্রহ গ’ড়ে উঠেছে। য়াকোব্‌সেন তাঁর Carlsberg বিয়ারের কারখানা দুটী ডেনীয় জাতিকে দান ক’রে যান—এই শর্তে যে, তার আয় ডেনমার্কে শিল্প-সংগ্রহ বাড়াতে আর বিবিধ বিজ্ঞান নিয়ে গবেষণা ক’র্‌তে ব্যয়িত হবে। এই কারখানার পরিচালন কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কতকগুলি অধ্যাপকের হাতে আছে, আর তাঁরাই এর আয়টা শিল্প আর বিজ্ঞানের অনুশীলনের কাজে খরচ করেন। এখন, এঁরা বিয়ার ছাড়া soft drink যাকে বলে—শরবৎ লেমনেড জাতীয় পানীয়ও তৈরী করেন। Carlsberg কারখানার পানীয় নিজ গুণে ডেনমার্কে প্রায় সকলেই ব্যবহার করে, এদের বিয়ার ডেনমার্কের বাইরেও রপ্তানী হয়। ডেনীয় লোকেরা জানে, এই প্রতিষ্ঠানটী জাতীয় প্রতিষ্ঠান হ’য়ে গিয়েছে,—এর তৈরী পানীয় সেবা ক’র্‌লে, তার লাভের

পয়সাটা দেশে শিল্প আর বিজ্ঞানের প্রচারেই খরচ হবে। উপস্থিত ক্ষেত্রে, ব্যাপারটা এক রকম পরোক্ষ-ভাবে যেন কর-গ্রহণ-এ দাঁড়িয়ে গিয়াছে। লোকে বিয়ার খায়, লেমনেড খায়, বিয়ার আর লেমনেডের একটা বড়ো কারখানা সরকারের অনুমোদনে বিশ্ববিদ্যালয় আর পণ্ডিত-সভা হাতে নিয়েছে, লাভটুকু কারো গায়ে লাগ্‌ল না, অথচ দেশের সংস্কৃতির পরিবর্ধনে এই লাভ ব্যয়িত হ'ল। রেল, ডাক, তার প্রভৃতির মত, জিনিসটাকে nationalise অর্থাৎ সমগ্র জাতির সম্পত্তি ক'রে তোলা হ'য়েছে এই ভাবে। মুখ্য লাভকর ব্যবসায়গুলি রাষ্ট্রের হাতে বা রাষ্ট্র-নির্দিষ্ট পরিষদের হাতে দিয়ে, রাষ্ট্রের জনগণের উপকারের জন্য তার লাভের অর্থ ব্যয় করার এটা একটা সুন্দর উপায়। আমাকে নৃতত্ত্ব-সম্মেলনের একজন আমেরিকান প্রতিনিধি ব'ল্‌লেন, এই অপ্রত্যক্ষ-ভাবে দেশের লোকের কাছ থেকে, তাদের খুশী রেখে একটা কর আদায় করা, এটা খুব বিচক্ষণতার সঙ্গে করা হ'য়েছে। বিয়ার খাওয়া একটা জাতীয় ব্যসন বা দৌর্বল্য, সেটা দূর করার কথা কারো মনে হয় না, কিন্তু সেটাকে এই ভাবে বিদ্যার সেবায় নিযুক্ত করা হ'য়েছে।

ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন আর ফিন্‌লাণ্ড, এই কয়টা স্কান্দিনাভীয় দেশের লোকেরা নিজেদের জাতীয় রীতি-নীতি প্রাণ দিয়ে ভালো বাসে—এদের মধ্যে নিজেদের পিতৃপুরুষের প্রতি যথার্থ গভীর শ্রদ্ধা আছে। সেই জন্য এরা জীবন-যাত্রার পদ্ধতিতে যেখানে যতটা আধুনিক হওয়া সম্ভব এখন তা হওয়া সত্ত্বেও, পূর্ব-পুরুষদের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি আলোচনা ক'র্‌তে ভালবাসে, পিতৃপুরুষের হাতের কাজ—বাড়ী-ঘর-দোয়ার, তৈজস-পত্র, পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির সম্বন্ধে একটা বেশ প্রীতিস্নিগ্ধ আর গর্বমিশ্র আত্মীয়তা-ভাব পোষণ করে। তাই এরা এক নোতুন ধরণের সংগ্রহ-শালা গ'ড়ে তুলেছে—Frilandsmuseet, অর্থাৎ ইংরিজিতে যার নামকরণ হ'য়েছে, Open Air Museum বা Folk Museum, অর্থাৎ 'খোলা আকাশের তলায় সংগ্রহশালা' বা 'জানপদ সংগ্রহশালা'। খুব অনেকটা জমী নিয়ে এই মিউজিয়ম। স্বাভাবিক-ভাবে গাছ-পালায় ঢাকা। মধ্যে-মধ্যে প্রাচীন বাড়ী সব, দেশের নানা জায়গা থেকে তুলে এনে স্থাপিত ক'রেছে। এটা খ্রীষ্টীয় পনেরোর শতকের গোলাবাড়ী, এটা খ্রীষ্টীয় সতেরোর শতকের চাষীর ঘর, ওটা খ্রীষ্টীয় আঠারোর শতকের জাহাজের কাপ্তেনের বাড়ী। গির্জা-ঘর, আস্তাবল, যাঁতা-কল, পাহাড়ে' অঞ্চলের রাখালের ঘর—গত চার-পাঁচ শ' বছর ধ'রে ডেনীয় জাতির লোকেদের মধ্যে যত রকমের বাড়ী তৈরী হ'ত, নানান্ জায়গা থেকে সেই-সব সম্পূর্ণ বাড়ী সংগ্রহ ক'রে তুলে এনেছে।

বাড়ীগুলি প্রায় সবই কাঠের তৈরী—অধিকাংশ আবার log-house—গুঁড়ি কাঠ সাজিয়ে' তার দেওয়াল তৈরী, সেই জন্য এই-সব বাড়ী সরানোর কাজটা সহজ হ'য়েছে। বাড়ীগুলির মধ্যে তার আসল অবস্থায় সমস্ত আসবাব-পত্র যেমনটী ছিল তেমনটী বজায় রেখেছে—চেয়ার, টেবিল, খাট-বিছানা, তৈজস-পত্র, রান্না-বান্নার ঘর-গৃহস্থালীর সব জিনিস। এই-সব মিউজিয়ম ঘুরে এলে, ইউরোপের উত্তরাপথের দেশগুলির প্রাচীন সভ্যতার বা জীবন-যাত্রার একটা জীবন্ত চিত্র পাওয়া যায়। কোপেন্‌হাগ্‌ন্-এর উত্তরে Lyngby লিঙ্‌বি ব'লে একটী গ্রামে ডেনমার্কের এই Open Air Museum বিদ্যমান। আমাদের এই মিউজিয়ম দেখাতে নিয়ে যাওয়া হয়। বেলা একটায়, ট্রেনে যাত্রা ক'রে আমরা Lyngbyর কাছে Sorgenfri ('অশোক') ব'লে একটী স্টেশনে উপস্থিত হ'লুম। সেখানে থেকে খানিক হেঁটে আমরা লিঙ্‌বি-তে পৌঁছোলুম। পথে একটী গমের ক্ষেতে ঘোড়ার দ্বারা চালিত গম-কাটার কলে গম কাটছে—পাশাপাশি তিনটে ঘোড়ায় মিলে এই শস্য-কাটা যন্ত্রের গাড়ী টান্‌ছে, একটী সুগঠিত-দেহ যুবক, গ্রীষ্মের প্রখর রোদ্দুরে—(ঐ ঠাণ্ডা দেশ হ'লেও, গরমের রোদ বেশ প্রচণ্ড লাগ্‌ছিল, কিন্তু এরা গ্রীষ্মকালে রোদেই আনন্দ পায়)—গায়ের জামা খুলে গা খালি ক'রে ঘোড়ার লাগাম ধ'রে গাড়ী চালাচ্ছে, তার সুন্দর মুখের উপরে সোনালী চুলের গোছা এসে প'ড়েছে; গাড়ী যেমন-যেমন ক্ষেতের এক পাশ দিয়ে যাচ্ছে তেমন-তেমন শস্য কাটা হ'য়ে, কলের সাহায্যে আঁটিতে বাঁধা হ'য়ে, ভুঁইয়ের উপরে প'ড়ে যাচ্ছে, তারপরে সেই আঁটি-বাঁধা শস্য তুলে নিয়ে গেলেই হ'ল। এই রকম ক্ষেতের মধ্য দিয়ে পায়ে হেঁটে যাবার সরু রাস্তা, স্টেশন থেকে এক বড়ো পাকা সড়কের উপর এসে প'ড়েছে, আর সড়কের ও-পারেই মিউজিয়ম।

আমরা প্রায় তিন-চার শ' লোক, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি, আর ডেনমার্কের লোক—সকলে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। অতীত ডেনমার্কের জীবন-যাত্রার প্রণালী প্রদর্শিত হ'চ্ছে এই বিধায়, এই খোলা আকাশের তলার সংগ্রহশালা, নৃতত্ত্ব-বিদ্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সদস্যদের দে্‌খবার পক্ষে বিশেষ উপযোগী-ই হ'য়েছিল। আমরা প্রথমটায় মিউজিয়মের ভিতরে একটা ঘাসে-ভরা মাঠে সকলে মিলে দাঁড়ালুম, সেখানে বক্তৃতা হ'ল, ফরাসীতে আর ইংরিজিতে, আর আমাদের খুব বড়ো এক গ্রূপ-ছবি নেওয়া হ'ল। তার পরে আমরা যথা-রুচি মিউজিয়মের বিভিন্ন অংশ ঘুরে-ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগ্‌লুম। ঐ সংগ্রহ-শালার মধ্যে একটী জায়গায় নাচ দেখবার জন্য মঞ্চ আছে, সেখানে সওয়া-তিনটেয় ডেনীয় লোক-নৃত্য দেখাবার ব্যবস্থা হয়। তিনটের

সময়ে আমাদের জলযোগ করালে—অঢেল বিয়ার, লেমনেড, অরেঞ্জেড প্রভৃতির ব্যবস্থা ছিল। নাচের জায়গাটা, একটা ছোটো টিলা বা টিবির পাদদেশে, কাঠের পাটাতনের মাচা, চার দিকটা রেলিঙ দিয়ে ঘেরা; টিলাটার ঢালু গায়ে ঘাসের উপরে দর্শকেরা অনেকে ব'সলেন, নীচে তাঁদের ব'সে দেখ্‌বার জন্য চেয়ার আর বেঞ্চি ছিল। কতকটা প্রাচীন গ্রীসের রঙ্গমঞ্চের মতন—পাহাড়ের গা কেটে, আজকালকার গ্যালারীর মতন যেমন দর্শকদের বস্‌বার স্থান গ্রীকেরা ক'রত, অভিনেতারা পাহাড়ের পাদদেশে পাথরের নাট্যমঞ্চে অভিনয় ক'রত। ঐ-সব খোলা জায়গার মিউজিয়মে মাইনে-করা লোক থাকে—সাধারণতঃ এরাই এই-সব বাড়ীর তত্ত্বাবধান করে—এরা সেকেলে পোষাক প'রে ডেনমার্কের বিভিন্ন অঞ্চলের Folk-Dance বা গ্রাম্য-নৃত্য দেখায়। যাঁরা দেখ্‌তে চান, তাঁদের কোনও-কোনও দিন টিকিট কিনে দেখ্‌তে যেতে হয়। সম্মেলনের পরিচালকদের ব্যবস্থা মত আমাদেরও ঐ গ্রাম্য-নৃত্য দেখানো হয়। কতকগুলি তন্বঙ্গী তরুণী আর বেশ সুন্দর ছিপছিপে চেহারার পুরুষ, নানা রঙে রঙীন ডেনমার্কের অধুনা-লুপ্ত প্রাচীন পোষাক প'রে, বিভিন্ন প্রকারের নাচ দেখালে। কতকগুলি নাচ জোড় বেঁধে বেঁধে, কতকগুলি মেয়ে-পুরুষে হাত ধরাধরি ক'রে গোল হ'য়ে দাঁড়িয়ে। কতকগুলি নাচের সঙ্গে আবার গান ছিল। বাদ্য-যন্ত্রের মধ্যে এক বেহালা। এই গ্রাম্য-নৃত্য অতি সহজ ব্যাপার; মোটের উপরে বেশ ভালোই লাগ্‌ল। ডেনীয় দর্শকদের উৎসাহ খুব। দুই একজন অধ্যাপক আর অন্য শিক্ষিত ব্যক্তি, দর্শকদের মধ্যে থেকে উঠে এই নাচে যোগ দিলেন। সরকারের তরফ থেকে দেশীয় লোক-নৃত্য দেখবার এইরকম ব্যবস্থা ব্রহ্মদেশে রেঙ্গুনে আছে দেখেছি—রেঙ্গুন মিউনিসিপ্যালিটি থেকে সপ্তাহে দু-তিন দিন ক'রে বর্মী-নাটক, আর Pwe 'পোয়ে' নাচ, কোনও উদ্যান বা চত্বরে জন-সাধারণকে দেখানো হ'য়ে থাকে।

ডেনমার্কের লোকেরা, আর ইউরোপের অন্য দেশের লোকেরা, তাদের জাতির সংস্কৃতির অন্যতম প্রকাশ-স্বরূপ এই সব লোক-নৃত্যের কদর ক'র্‌ছে, প্রায় সব দেশেই লোক-নৃত্য বা গ্রাম্য-নৃত্য সংরক্ষণের জন্য সমিতি হয়েছে। এ-সবের প্রদর্শনও ও-সব দেশে খুব হ'তে আরম্ভ ক'রেছে। সুখের বিষয়, সব লুপ্ত হ'য়ে যাবার আগে আমাদের দেশেও এবিষয়ে কতকগুলি উৎসাহী ব্যক্তির টনক ন'ড়েছে। ভারতবর্ষের প্রায় সব অঞ্চলেই গ্রাম্য-নৃত্য একরকম অজ্ঞাত, অনাদৃত হ'য়ে, বিনষ্ট হ'য়ে যাবার গতিকে প'ড়েছিল। ভারতের নৃত্যকলা দুইটী বিভিন্ন রূপে বিদ্যমান—শিল্পময়, আর গ্রামীণ। যেমন ভারতীয় সঙ্গীতেরও দুই মুখ্য রূপ—কালোয়াতী বা কলানিপুণ সঙ্গীত, আর গ্রামীণ সঙ্গীত। শিল্পময় নৃত্য পাই দক্ষিণ-

ভারতের তমিল-দেশের আর কেরলের প্রাচীন হিন্দু আমলের সম্পৎ ভরত-নাট্যে; উত্তর-ভারতের কথক-নৃত্যে; এ ছাড়া, কেরলের কথাকলিতে আর মণিপুরের রাস-নৃত্যেও এই জিনিস দেখা যায়। ঐ-সবের আধারে, আর গ্রাম্য-নৃত্য থেকে, আর তা ছাড়া প্রাচীন শিল্পে, ভাস্কর্যে, চিত্রে আর পুস্তকে, প্রাচীন নৃত্যের যে প্রকাশ বা বর্ণনা দেখা যায় সেগুলিকেও অবলম্বন ক'রে, শান্তিনিকেতনে আধুনিক ভারতের অভিনব মার্জিত-রুচির নৃত্য নূতন-ভাবে আত্মপ্রকাশ ক'র্ছে, উদয়শঙ্কর প্রমুখ প্রতিভাবান্ শিল্পী ভারতীয় নৃত্যের মধ্যে নবীন-ভাবে সৃষ্টি-কার্য্যে অবতীর্ণ হ'য়েছেন। গ্রাম-নৃত্যের আলোচনা-ও আরম্ভ হ'য়েছে। কোনও-কোনও স্থানে গ্রাম-নৃত্য বা লোক-নৃত্য একেবারে লোপ পেয়েছে ;—কিন্তু গুজরাটের গরবা আর অন্য নৃত্য, সেরাইকেলার ছৌ-নৃত্য, মথুরার রাসধারীদের নৃত্য, এগুলি এখনও বেশ জীয়ন্ত আছে। বাঙ্গলা দেশের গ্রাম্য-নৃত্য আবিষ্কার ক'রে, নোতুন ক'রে বাঙালীর সামনে ধ'রেছেন ব'লে—'রায়বেঁশে' প্রভৃতি নাচ বাঙালীর সংস্কৃতির অপূর্ব সম্পদ ব'লে তার উদ্ধার ক'রেছেন ব'লে—শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্ত প্রত্যেক বাঙালী আর ভারতবাসীর নিকট সাধুবাদ পাবার যোগ্য। আমাদের লোক-নৃত্যের মধ্যে যে কতটা শক্তি আর সৌন্দর্য্য আছে, তা আমি প্রথমে ১৯২৭-২৮ সালে উপলব্ধি করি, যবদ্বীপ থেকে ফিরে এসে—বন্ধুবর শ্রীযুক্ত শিশিরকুমার ভাদুড়ীর পরিকল্পিত আর তাঁর 'ষোড়শী' নাটকের অভিনয়ে সন্নিবেশিত গাজনের নাচ দেখে। বন্ধুবর তাঁর অনুপম প্রযোজনা-শক্তির পরিচয় দেন, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাস অবলম্বনে গঠিত ঐ নাটকখানিতে, নাটকের আখ্যান-বস্তুর ছায়া-স্বরূপ গাজনের সন্ন্যাসীর আর সঙের দৃশ্যটীর অবতারণা ক'রে; আর তার মধ্যে এই মনোহর লোক-নৃত্যের আর লোক-গাথার সংযোগটুকু তিনি ক'রে দেন। নৃত্য-শিল্পী শ্রীযুক্ত ব্রজবল্লভ পাল এই গাজন-নৃত্যটীর কল্পনা করেন, এটী শিক্ষা দেন। আমাদের দেশের লোক-নৃত্য যে-কোনও দেশের শ্রেষ্ঠ লোক-নৃত্যের পাশে দাঁড়িয়ে' পাল্লা দিতে পারে—কেবল তার চর্চা আর পুনঃ-প্রচারের অপেক্ষা।

মুক্ত-বায়ুর সংগ্রহ-শালায় নাচ দেখে, প্রাচীন ডেনীয় বাস্তু-শিল্প আর গ্রামীণ-জীবনের কিঞ্চিৎ আস্বাদন ক'রে, আমরা ঐ দিনই বিকালে—২রা অগস্ট তারিখে—কোপেন্হাগ্ন্ শহরে আজ কাল ইউরোপের জন-সাধারণ কিরূপ শহুরে' আমোদ ক'রে আনন্দ লাভ কর্বার চেষ্টা ক'রে, সেটা একটু দেখে এলুম, Tivoli টিভোলি নামে এই শহরের বহু-বিখ্যাত প্রমোদ-উদ্যানে। ৬০ (oere) ওয়রে—অর্থাৎ আমাদের প্রায় আট আনা—দিয়ে টিকিট কিনে, এই উদ্যানে প্রবেশ করা গেল ; এই দামের মধ্যে সরকারী মাশুলও ধরে। মামুলী ধরনের আমোদের ব্যবস্থা ;—

রকমারি নাগোর-দোলা, আল্লাইন বা পাহাড়ে' রেল, জলের মধ্যে মোটর-বোট, water-chute অর্থাৎ গাড়ী-নৌকায় চ'ড়ে উপর থেকে একটী মসৃণ গ'ড়েন পথ দিয়ে গড়িয়ে' জলের মধ্যে পড়া—প্রভৃতি বহু রকমের ক্রীড়া বা প্রমোদ আছে ; ছেলেদের জন্যও নানা প্রমোদের ব্যবস্থা, মায় গাধায় চ'ড়ে বেড়াবার জন্য গাধা, ছোট্টো টাট্টুর গাড়ী, ছাগলের গাড়ী প্রভৃতি, নৌকো ভাসিয়ে' নৌকোর-দৌড় খেল্‌বার জায়গা প্রভৃতি। এ-ছাড়া, অল্প-স্বল্প জুয়া খেল্‌বার জায়গা ; আর ভোজনাগার, পানাগার প্রচুর। টিভোলির প্রমোদ-উদ্যানে দুটী বাড়ী আছে, একটী মুসলমানী ধরনে মসজিদের ঢঙে মিনার আর গম্বুজ-ওয়ালা বাড়ী, আর একটী চীনা ধরনের বাড়ী। প্রথমটীতে কন্সার্ট বা গান-বাজনা হয়, আর বাড়ীর সামনে মাঠ আছে সেখানে খেলাধূলা হয় ; আর চীনা ঢঙের বাড়ীটীতে রকমারি নাট্যাভিনয় হয়। এই প্রমোদ-উদ্যানের মধ্যে হরেক রকম নাটক, নৃত্য, ক্রীড়া, ব্যায়াম প্রভৃতির প্রদর্শন হয়, লোক-নৃত্য দেখানো হয়। যারা পাড়াগাঁ থেকে শহরে আসে, তাদের কাছে এই টিভোলির প্রমোদ-উদ্যান খুবই উপভোগ্য স্থান। আমোদ-প্রমোদ এখানে মোটের উপর বেশ নির্দোষই বলা যায়। তবে লোকের কাছ থেকে পয়সা নেবার অনেক রকম ফন্দী ক'রেছে—দোকান-পাট অনেক আছে ; খেলনা, পুতুল, মণিহারী জিনিস, টিভোলির স্মারক খুঁটিনাটি জিনিস প্রভৃতি ; বিদেশী লোকেরা, পাড়াগাঁয়ের লোকেরা, এ-সব কিছু কিছু কেনে। এই-সবের মধ্যে দেখি, একটী ভাগ্য-গণনার কার্য্যালয়, লোক টান্‌বার জন্য তার মাথার উপরে সাইন-বোর্ড টাঙানো র'য়েছে, ভবিষ্যদ্বক্তা Fakir 'ফকীর' আছেন এখানে। একটী লম্বা-চওড়া চেহারার ডেনীয় লোক, তার সাদা চামড়ার উপরে কাজলের মতন কালো রঙ মেখে, মাথায় এক বিরাট আর কিম্ভূত আকারের পগ্‌গ চড়িয়ে', গায়ে নাটকের অভিনেতার মতন এক অদ্ভুত ঝল্‌ঝলে' 'প্রাচ্য' পোষাক প'রে ব'সে আছে—যেন সে ভারতবর্ষের বা অন্য কোনও প্রাচ্যদেশের ফকীরের চেলা ; ভিতরে অনুরূপ বেশ-ভূষার আর একটা লোক আছে, সে হ'চ্ছে এই 'ফকীর' গণক বা ভবিষ্যদ্বক্তা। লোককে ঠকিয়ে' এরা বোধ হয় মন্দ রোজগার করে না। বাইরে যে লোকটী ভারতের ফকীরদের সাজের ভড়ং দেখিয়ে' মুখে হাতে কালি মেখে, অদ্ভুত পোষাকে সঙ সেজে ব'সেছিল, সে মেজর বর্ধনকে আর আমাকে দেখে হাঁ ক'রে তাকাতে লাগ্‌ল, তারপরে তার পোষাক আর তার নকলের অন্তর্নিহিত ছেলেমানুষীর কথা ভেবে, আমাদের দিকে চেয়ে ফিক্‌ ক'রে হেসে ফেল্‌লে—যেন, "দাদারা, দয়া ক'রে স'রে পড়ো, তোমরা এখানে বেশীক্ষণ থাক্‌লে আমাদের ব্যবসা মাটী হবে।"

সম্মেলনে নরওয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক Sten Konow স্টেন্ কনো এসেছিলেন, তাঁকে পাটনার Bihar and Orissa Research Society প্রতিনিধি মনোনীত ক'রেছিল। অধ্যাপক কনোর বয়স এখন পঁচাত্তরের উপর হবে, তিনি প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায় একজন মস্ত বড়ো পণ্ডিত; প্রাকৃত ভাষা, খরোষ্ঠী অনুশাসন, দ্রাবিড় ভাষাতত্ত্ব, মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন খোতনী ভাষা, প্রাচীন ভারতের আর মধ্য-এশিয়ার ইতিহাস, প্রভৃতি বিষয়ে একপত্রী পণ্ডিত। ইনি বিশ্বভারতীর অধ্যাপক হিসাবে শান্তিনিকেতনে ১৯২৪-১৯২৫ সালে কিছুকাল কাটিয়ে' গিয়েছিলেন। তখন আমি ক'ল্কাতা থেকে প্রতি সপ্তাহ-শেষে শান্তি-নিকেতনে যেতুম, তাঁর কাছে মধ্য-এশিয়ায় প্রাপ্ত প্রাকৃত ধর্মপদ আর খোতনী ভাষা প'ড়্তুম। এ হিসাবে আমি তাঁর ছাত্র। অধ্যাপক কনোর সঙ্গে তাঁর স্ত্রীও ভারতবর্ষে এসেছিলেন। সুদীর্ঘকায় সদাপ্রসন্ন অধ্যাপক কনো, শান্তিনিকেতনে সকলেরই শ্রদ্ধা আর ভালোবাসা লাভ ক'রেছিলেন। অধ্যাপক কনো অনর্গল সংস্কৃত ব'ল্তে পারেন। তাঁর নিজনাম Sten শব্দের অর্থ 'পাথর', এর ইংরিজি প্রতিরূপ হ'চ্ছে Stone; এই অর্থ, আর তাঁর পদবী Konow, এই দুটো নিয়ে শান্তিনিকেতনে তাঁর সংস্কৃত নামকরণ হয় 'শ্রীশৈল কণ্ব', আর তাঁর পত্নীর নাম Helena সংস্কৃতে অনূদিত হয় 'সাবিত্রী' রূপে। শান্তিনিকেতনে তাঁর অবস্থানের আর তাঁর কাছে আমার অধ্যয়নের স্মৃতি আমার চিরদিন মনে থাকবে। তিনি শান্তিনিকেতনে থাক্তে-থাক্তে কেঁদুলিতে জয়দেবের মেলা দেখ্তে যান—আমিও তখন কেঁদুলিতে গিয়েছিলুম। তাঁকে নিয়ে মেলা ক্ষেত্রে ঘুরে' বেড়াবার সৌভাগ্য আমার হয়, কতকগুলি বৈষ্ণব আর বাউলদের দলে বা আখড়ায় তাঁকে নিয়ে যাই। তিনি মহন্তের বাড়ীর আঙিনায় সভাতে সমাগত যাত্রীদের কাছে সংস্কৃতে বক্তৃতা দেন, আমি তার বাঙলা অনুবাদ করি। বিরাট্ এক বটগাছের তলায় এক বৈষ্ণবের দলে তাঁকে নিয়ে যাই; বিরাট বপু, সাহেব, অথচ হ'ল্দে রঙের পাঞ্জাবী পরা দেখে বাবাজীরা বিস্মিত হ'য়ে জিজ্ঞাসু নেত্রে আমার দিকে তাকান। আমি বলি, ইনি ইংরেজ নন, ইউরোপের উত্তরের এক দেশ, যার নাম Norway বা Northweg অর্থাৎ 'উত্তরাপথ' সেখানে এঁর বাড়ী; ইনি সংস্কৃত জানেন, গীতগোবিন্দ পাঠ ক'রেছেন, কেঁদুলিতে জয়দেবের প্রতি তাঁর সম্মান দেখাতে এসেছেন। তখন বাবাজীর দল খুশী হ'য়ে বলেন, "আহা, ইনি ভাগ্যবান্, আর আমরাও ভাগ্যবান্ যে স্বয়ং শ্রীজয়দেবের মধ্যস্থতায় এঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'ল।" এই সরল-প্রকৃতি বৈষ্ণব সন্ন্যাসীদের কথা তরজমা ক'রে আচার্য্য কনোকে বলায়: তিনি ব'ল্লেন—"How beautifully they talk!—এঁদের কথার ভঙ্গিতে বোঝা যায়, এঁদের

মধ্যে কতটা সৌজন্য আর সংস্কৃতি বিদ্যমান—এরকম ভাবে আলাপ ক'রতে পারা একটা বড়ো সভ্যতার উত্তরাধিকারীদের মধ্যেই সম্ভব।" অধ্যাপক কনোকে বারো-তেরো বছর পরে আবার দেখলুম। ইতিমধ্যে তাঁর পত্নী-বিয়োগ হ'য়েছে। চেহারা আগেকার চেয়েও রোগা, জরাজীর্ণ; কিন্তু তবুও সেই ঋজুভাব বর্তমান। আমাকে দেখে খুশী হ'লেন। এঁর জামাই অধ্যাপক Georg Morgenstierne গেওর্গ (বা জর্জ) মর্গেন্‌স্টিয়র্‌নে নরওয়ের ওস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, ইনিও সংস্কৃতে পণ্ডিত, তবে বিশেষ ক'রে ঈরানের আর্য্য ভাষাগুলি সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ। অধ্যাপক মর্গেন্‌স্টিয়র্‌নের সঙ্গে পূর্বে আমার দুবার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, পারিসে একবার, আর ভারতবর্ষে (ক'লকাতায় আর শান্তিনিকেতনে) দ্বিতীয় বার। কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌-এ অধ্যাপক কনো আমাদের হোটেলেই ওঠেন, আর হোটেলের রেস্তোরাঁতেই আহার ক'র্‌তেন। ক'দিন তাঁর সঙ্গে আবার একটু মেশ্‌বার সুযোগ হ'ল। বিশেষ ক'রে খাবার সময়ে। বের্লিনের অধ্যাপক Heinric Lueders হাইনরিখ্‌ ল্যুডর্স এঁর বিশেষ বন্ধু; ল্যুডর্সের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হ'য়েছিল বার তিনেক; তিনি আমার প্রতি বিশেষ স্নেহ প্রদর্শন ক'রেছিলেন শুনে কনো খুব খুশী হ'লেন। আচার্য্যের সঙ্গে ভারতের আর্য্য-অনার্য্য, মোহেন্‌-জো-দড়োর সভ্যতা, ভারতবর্ষে রোমান বর্ণমালার প্রচলন, আমাদের বলিদ্বীপ আর যবদ্বীপ ভ্রমণ, প্রভৃতি বিষয় নিয়ে খুব আলাপ-আলোচনা হ'ল—তিনিও বিশেষ আনন্দিত হ'লেন।

আন্তর্জাতিক-নৃতত্ত্ব-সম্মেলন থেকে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় নৃতত্ত্ববিৎ রাঁচীনিবাসী শ্রদ্ধেয় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র রায় মহাশয়ের প্রতি সম্মাননা প্রদর্শন করা হ'ল; তাঁকে Member of the Honorary Council অর্থাৎ 'সম্মাননীয় মন্ত্রণা-সভার সদস্য' করা হ'ল—এই সম্মান এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের কাছ থেকে প্রাপ্তব্য সর্বোচ্চ সম্মান। এর পূর্বে ১৯৩৫ সালে লণ্ডনে যখন আন্তর্জাতিক-নৃতত্ত্ব-সম্মেলনের প্রথম অধিবেশন হয়, তখন ক'ল্‌কাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক পরলোকগত রাও রাহাদুর অনন্তকৃষ্ণ অয়্যর্‌ সেখানে উপস্থিত হন, আর তাঁকেও এই সম্মান দেওয়া হয়।

আমেরিকার বিখ্যাত পণ্ডিত Dr. Sylvanus Morley সিল্‌ভেনস্‌ মর্‌লি সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। ইনি মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন সুসভ্য জাতি Maya মায়াদের ইতিহাস আর সংস্কৃতির উদ্ধার-কল্পে আত্মনিয়োজিত হ'য়েছেন, বহু বৎসর ধ'রে তিনি উত্তর-আমেরিকার যুক্ত-রাষ্ট্রের কতকগুলি বিদ্বৎ-পরিষদের সহায়তায় মেক্সিকোর Honduras হণ্ডুরাস আর Guatemala উয়াতেমালাতে মাটি খুঁড়ে প্রাচীন নগর মন্দির ইত্যাদির ধ্বংসাবশেষ অনুসন্ধান ক'র্‌তে ব্যাপৃত আছেন।

মধ্য-আমেরিকার এই মায়া জাতি আমেরিকা-খণ্ডে এক উচু-দরের সভ্যতা গ'ড়ে তুলেছিল; দক্ষিণ-আমেরিকার ইকোয়েডর, পেরু আর বলিভিয়ার Qyechua কেচুআ আর Aumara আয়মারা জাতি, মধ্য-আমেরিকার মায়া Maya জাতি, মেক্সিকোর Toltec তোল্‌তেক আর Aztec আস্তেক প্রভৃতি জাতি—আমেরিকার প্রাচীন সভ্যতার ইতিহাসে এদের স্থান, এশিয়া ইউরোপ আফ্রিকার প্রাচীন মিসরীয়, প্রাচীন মেসোপোতামীয়, প্রাচীন ভারতীয়, প্রাচীন গ্রীক ও রোমান, আর চীনা প্রভৃতি জাতের দরের। ছায়াচিত্র-যোগে শ্রীযুক্ত মর্‌লি একদিন তাঁর বক্তব্য ব'ল্‌লেন। অতি সাদাসিধে ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ধরনের মানুষ; পূর্বে তাঁর বই আর প্রবন্ধ প'ড়েছি, তাঁর প্রতি বরাবর আমার বিশেষ শ্রদ্ধা আছে, এবার তাঁর চাক্ষুষ দর্শন হ'ল, আলাপ ক'রে বিশেষ সুখী হ'লুম।

কোপেন্‌হাগন্‌ শহরের দ্রষ্টব্য জিনিস যা তা যথাসম্ভব দেখে নিলুম। কোপেন্‌হাগন্‌ হ'চ্ছে শিল্প-নগরী—শহর নানা মূর্তি দ্বারা অলঙ্কৃত। দুটী মূর্তি আমার বেশ লাগ্‌ল। একটী কোপেন্‌হাগন্‌ বন্দরে সাগরের তীরে একটী বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের উপরে উপবিষ্ট ব্রঞ্জে ঢালা মৎস্য-কন্যার মূর্তি। ডেনমার্কে একটী সুন্দর রূপকথা প্রচলিত আছে, সেটীকে অবলম্বন ক'রে ডেনীয় রূপকথা-সংগ্রাহক আর রূপকথা-রচক Hans Christian Andersen হান্‌স্‌ ক্রিস্টিয়ান্‌ আন্দর্‌সেন একটী সুন্দর কাহিনী রচনা ক'রে গিয়েছেন। ডেনমার্ক আর উত্তর-ইউরোপের লোকে আধা-মানুষ আধা-মাছ জীবের অস্তিত্ব বিশ্বাস ক'র্‌ত—সাগর-বাসী এই প্রকার জীবের কল্পনা উত্তর-ইউরোপের প্রাচীন জরমানিক ধর্ম থেকে পাওয়া যায়। খ্রীষ্টান ধর্ম এসে এই কল্পনাকে একেবারে দূর ক'রে দিতে পার্‌লে না, কিন্তু এই মত প্রচার ক'র্‌লে যে, এই সব মৎস্য-নর মৎস্য-নারীদের আত্মা নেই। এখন, এইরূপ এক মৎস্য-কন্যা একজন মানব রাজপুত্রকে দেখে তাকে ভালবাসে; এই কাহিনীকে অবলম্বন ক'রে একটী চমৎকার গল্প রচিত হ'য়েছে। ভাস্কর Eriksen এরিক্‌সেন্‌ এই কাহিনীর মৎস্য-কন্যার মূর্তি গ'ড়েছেন। সাগর-তীরের পাথরের উপরে বসে মৎস্য-কন্যা তার মানব প্রেমাস্পদের সঙ্গে মিলনের অসম্ভাব্যতার কথা ভাব্‌ছে—এই হচ্ছে মূর্তিটীর বিষয়। অতি মনোহর এই মূর্তির পরিকল্পনা—কোপেন্‌হাগন্‌-এর দর্শনীয় শিল্প-বস্তুর মধ্যে এটী একটী প্রধান। মৎস্য-কন্যার মুখে গভীর বিষাদময় আকুলতার ভাবের চমৎকার পরিস্ফুটন হ'য়েছে।

আর একটী মূর্তি আমার খুব সুন্দর লাগ্‌ল। স্কান্দিনাভিয়ায় প্রচলিত একটী প্রাচীন পুরাণ-কথা অবলম্বনে এটী গঠিত। দেবী Gefion গেফিওন্‌, ডেনমার্কের Sjaeland বা Sealand দ্বীপটীকে লাঙল চালিয়ে সুইডেন-দেশ থেকে

বিচ্ছিন্ন ক'রে, পৃথক্ দেশ ক'রে তোলেন। এই দেবীর চার পুত্র চারটী বৃষ হ'য়ে তাঁর লাঙল টানে, দেবী বৃষ-রূপী চার ছেলেকে লাঙলে জুড়ে তাদের চালাচ্ছেন, এই হচ্ছে মূর্তি-সমূহের বিষয়। বৃষ কয়টীর গঠনে অদম্য শক্তি যেন মূর্ত হয়ে দেখা দিয়েছে, দেবীর মূর্তিও দেবোচিত শক্তি আর গাম্ভীর্য্যের খনি। ভাস্কর Bundgaard বুণ্ড্গর্ এটী তৈরী ক'রেছেন। সমস্তটা ব্রঞ্জে ঢালা, আর মূর্তির পাদদেশ দিয়ে তিন-চার থাকে একটা ফোয়ারা বেরিয়েছে; ফোয়ারার জল, ধোঁয়ার আকারে বলদৃপ্ত বৃষ কয়টার নাক দিয়ে বেরোচ্ছে, মনে হয় যেন সত্য-সত্যই বৃষ কয়টী ফোঁস ফোঁস ক'রছে। এই মূর্তিটী আধুনিক ডেনীয় ভাস্কর্য্যের একটী বড়ো সৃষ্টি।

ডেনমার্কের নরওয়ে আর সুইডেনের লোকেরা এক সময়ে দুর্ধর্ষ যোদ্ধৃজাতি ছিল, সভ্যতার বড়ো ধার ধার্‌ত না। নিজেদের দেশ থেকে জাহাজে ক'রে বেরিয়ে', অসম সাহস দেখিয়ে' অন্য দেশে গিয়ে লুটপাট ক'রে আন্‌ত। এখন এরা সভ্যতার উচ্চ শিখরে উঠেছে; এক দিকে যেমন চাষ-বাস পশু-পালন নিয়ে আছে, ডিম মাখন পনীরের ব্যবসায় ক'রে দিন গুজরাচ্ছে, অল্প-স্বল্প বাণিজ্যও করে, তেমনি অন্য দিকে এরা পণ্ডিতের জা'ত, শিল্পীর জা'ত হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ ক'রে ডেনমার্কে কতকগুলো ছোটো-খাটো শিল্পে এরা যুগান্তর এনেছে। রূপার কাজে (সোনা এ-সব দেশে গয়নায় তেমন ব্যবহার করে না) ডেনমার্কের কতকগুলি সেকরা খুব নাম ক'রেছে,—কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌-এর Georg Jensen গেওর্গ য়েন্‌সেন্‌-এর দোকানের রূপোর কাজের নাম ইউরোপ-জোড়া। আধুনিক নক্‌শার গয়না যেমন সুন্দর, তেমনি চোখ-জুড়োনো সেকেলে ধাঁজের সব রূপোর তৈজস। ছেনীতে কাটা নানাবিধ নক্‌শার অলঙ্কার আধুনিক রজত-শিল্পের একটী লক্ষণীয় জিনিস। কতকগুলি মিশ্র-ধাতুর প্রচলন আছে, তার মধ্যে টিন আর শীষা মিলিয়ে' pewter পিউটার একটী, আর এ-ছাড়া আরও নোতুন কতকগুলি আছে। Just Andersen য়ুস্ট্ আন্দর্‌সেন্‌-এর দোকানে এই মিশ্র-ধাতুর দু-চারটী টুকিটাকি জিনিস কিন্‌লুম, ছোটো মূর্তি, পিউটারের ক্ষুদে' ক্ষুদে' রেকাবী। একটী মহিলা ডেনমার্কের শিল্পীদের হাতের কাজের একটী দোকান খুলেছেন, Studio Schrader 'ষ্টুডিও শ্রাডর্' ব'লে; বিজ্ঞাপন দেখে সেখানে গেলুম—নানান্ রকম ছোট-খাটো শিল্পের জিনিস দেখে ভারী খুশী হ'লুম, যেন একটী ছোটো মিউজিয়ম। সব-চেয়ে ভালো লাগ্‌ল, Bodil Nielsen বোদিল্ নীল্‌সেন নামে একটী মেয়ে-শিল্পীর তৈরী হাতীর-দাঁতের কতকগুলি পুতুল—মোটা-সোটা টেবো-টেবো গাল আর হাত-পা ওয়ালা খোকার মূর্তি, খুব শক্তিশালী হাতের খোদাই এগুলি। হাতীর-দাঁতের

কাজ হ'চ্ছে, বিশেষ-ভাবে ভারতের শিল্প; ভারতবর্ষে এই শিল্প এক সময়ে খুব উন্নতির শিখরে আরোহন ক'রেছিল, তার সাহিত্যিক প্রমাণ ছাড়া, খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকের হাতীর-দাঁতের জিনিসের চাক্ষুষ প্রমাণও পাওয়া গিয়েছে—আফগানিস্তানে প্রাচীন হিন্দু যুগের বিধ্বস্ত নগর খুঁড়্‌তে-খুঁড়্‌তে, খুব চমৎকার অপূর্ব-সুন্দর ভারতের শিল্পীর কাজ কতকগুলি হাতীর-দাঁতের খোদিত চিত্র বেরিয়েছে। ফির্‌তী পথে পারিসে এগুলি দেখে যাই—এগুলির সম্বন্ধে পরে ব'ল্‌বো। হাতীর-দাঁতের কাজ বাঙলায় মুর্শিদাবাদের ভাস্কররা এক সময়ে খুব চমৎকার ক'র্‌ত, এখানে ওখানে তার নমুনা পুরাতন পরিবারে রক্ষিত হ'য়ে আছে, নানা দেশে প্রাচীন জিনিসের সংগ্রহে ক্বচিৎ পাওয়া যায়। রাজপুতানায়, পাঞ্জাবে, নেপালে, উড়িষ্যায়, অন্ধ্রদেশে, কর্ণাটে, তমিল-দেশে, কেরলে—প্রায় সব জায়গায় এই শিল্প প্রচলিত ছিল। এখন এর অনেকটা ভাঙনের অবস্থা, ভালো কাজ প্রায় হয়-ই না। ভারতের সব চেয়ে সেরা হাতীর-দাঁতের শিল্প-কার্য্য, মূর্তি প্রভৃতি হয় ত্রিবাঙ্কুরে। যা হ'ক্, হাতীর-দাঁতের শিল্প খাস ক'রে ডেনমার্ক প্রভৃতি উত্তরাপথের দেশের নয়, কারণ ও-সব দেশে হাতীর-দাঁত বিদেশ থেকেই আমদানী কর্‌তে হয়। কিন্তু হাতীর-দাঁতের বদলে walrus বা জলহস্তীর ছোটো দাঁত ব্যবহার হ'ত, সেই জলহস্তি-দন্ত কেটে এরা খেলনা মূর্তি কৌটা চিরুনী প্রভৃতি তৈরী ক'র্‌ত। যা হ'ক্, এই সুন্দর কাজগুলি দেখে ভারী ভালো লাগ্‌ল।

ডেনমার্কের এখনকার একটী বড়ো শিল্প হ'চ্ছে চীনামাটির বাসন আর চীনামাটির ভাস্কর্য্য। এর জন্যও ডেনমার্কের জগৎজোড়া নাম। ডেনমার্কের রাণী Juliane Marie য়ুলিয়ানা মারিয়া ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দে চীনামাটির পাত্রের আর পুতুলের একটী কারখানা খোলান। এখানকার জিনিস-পত্রের কলা-কৌশল আর মার্জিত রুচি, ইউরোপের সব দেশেই Royal Copenhagen Porcelain-কে চীনামাটির শিল্পে জগতে প্রথম শ্রেণীতে স্থান ক'রে দিয়েছে। সরকারী পরিচালনায় এই কারখানা এখনও চ'ল্‌ছে, আর উত্তরোত্তর এর কাজের উন্নতি আরও বাড়্‌ছে। এর প্রস্তুত জিনিসের প্রচারও তেমনি হ'চ্ছে। কোপেন্‌হাগন্‌-এ এই কারখানা অন্যতম দর্শনীয় স্থান—সম্মেলনের তরফ থেকে আমাদের (বিশেষ ক'রে মেয়েদের) একদিন সেখানে নিয়ে যাবার কথাও ছিল; কিন্তু অন্য কাজের ভিড়ে আমার যাওয়া হয় নি। কি ক'রে চীনামাটির জিনিসগুলি তৈরী হয়, কি ক'রে মূর্তির গঠন হয়, কি ক'রে রঙ লাগানো, পেড়োনো হয়—এ-সব দেখা গেল না; কিন্তু কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌-শহরের মধ্যে এঁদের শো-রুম বা পসার-দেওয়া দোকান দেখে এলুম—এই সরকারী কারখানার, আর Bing & Grjondahl

বিঙ্ আর গ্রোনডাল্ কোম্পানীর অনুরূপ চীনামাটির জিনিসের দোকান। চীনামাটির জিনিস তৈরীর কাজে চীনা আর জাপানীরা জগতে অদ্বিতীয়। মাটি পুড়িয়ে' ঘট, কলসী, ভাঁড়, থালা বাটী করার রেওয়াজ অনেক জাতির মধ্যে প্রাচীন-কাল থেকেই আছে। আমাদের ভারতবর্ষে আর্য্য-পূর্ব যুগে, তখনকার কালের অন্য দেশের সঙ্গে তুলনা ক'র্‌লে, খুবই সুন্দর সুন্দর চিত্র-করা রকমারি ভাঁড়-হাঁড়ী-ঘট-ঘটী তৈরী হ'ত। প্রাচীন গ্রীকেরা, আমেরিকার মেক্সিকো, মধ্য-আমেরিকা আর পেরুর লোকেরা খুব চমৎকার গড়নের নানা চিত্র আর নক্‌শাওয়ালা সব মৃৎপাত্র বানাত', সেগুলি ছিল অতি সুন্দর জিনিস। মধ্য-যুগে, খ্রীষ্টীয় ১০০০-এর পরে, পারস্যের Rhages রাগেস্ বা Rayy রয়্য্ নগরে, সিরিয়ায়, মিসরে, আর তুর্কীস্থানে, চিত্র-আঁকা পোড়ামাটির পাত্রাদি খুব তৈরী হ'ত, সেগুলিও রঙের আর সৌন্দর্য্যের নক্‌শার মনোহারিত্বে অতুলনীয়। ইটালি আর স্পেন দেশেও এই শিল্প আরব মুসলমানদের কাছ থেকে প্রসার-লাভ করে। কিন্তু এ-সব দেশে খুব মিহি সাদা মাটির porcelain-এর জিনিস তৈরী হয় নি—রঙ্‌চঙে, চেকনাই-যুক্ত জিনিস হ'ত বটে। সাদা চীনামাটির পাতলা আর অনেকটা স্বচ্ছ পাত্র তৈরী করা, সেই-সব পাত্রের গায়ে আগুনে পোড়ানো পাকা রঙ লাগানো—এটা প্রথমতঃ চীনেরই কৃতিত্ব। চীন থেকে কোরিয়া, জাপান, শ্যামদেশ এই শিল্প শেখে, চীনদেশে ইউরোপীয়েরা বাণিজ্য ক'রতে গিয়ে চীনামাটির তৈজসের দিকে প্রথম আকৃষ্ট হয়। ইউরোপে চীনদেশ থেকে চীনামাটির পাত্র থালা বাটী প্রভৃতি ষোড়শ সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকে খুবই আমদানী করা হ'ত। তারপরে ইউরোপে এই porcelain বা চীনামাটির জিনিসের কারখানা খোলা হয়—অষ্টাদশ শতকে, পারিসের কাছে Sèvres স্যাভ্র্-তে, জরমানিতে ড্রেস্‌ডেন্-এ, ইংলাণ্ডে, আর ডেন-মার্কে। ইউরোপে এইভাবে অষ্টাদশ শতকে চীনের দেখাদেখি একটী নোতুন শিল্পের পত্তন হ'ল। ফ্রান্স, জরমানি, ইংলাণ্ড, ডেনমার্ক—এই-সব দেশ, নিজ নিজ শিল্প-চেতনার আর শিল্পময় প্রকাশের বৈশিষ্ট্য দিয়ে, এই শিল্পকে মণ্ডিত ক'র্‌তে লাগ্‌ল। এখন ভোজনের জন্য চীনামাটির পাত্র ব্যবহার সর্বত্র প্রচলিত, চীনামাটির মূর্তি প্রভৃতিও সকলেই গৃহসজ্জার জন্য রাখে, সেই জন্য ইউরোপের প্রায় সব দেশেই অল্প-বিস্তর এই শিল্পের প্রসার হ'য়েছে আর হ'চ্ছে। ডেনমার্কের চীনামাটির শিল্প, সৌন্দর্য্যে ইউরোপে আর জগতে আপন অদ্বিতীয় স্থান ক'রে নিয়েছে। নোতুন-নোতুন পরিকল্পনার শত শত প্রকার ঘট, ভাণ্ড আর অন্য পাত্র তো আছেই—রেখার আর রঙের সমাবেশে সেগুলি নয়নাভিরাম; তা ছাড়া, মানুষ, পশু-পক্ষী আর আজগবী জীব-জন্তুর মূর্তিতে এদের কৃতিত্ব সুপরিস্ফুট। সাধারণ মানব

জীবনকে অবলম্বন ক'রে নানা জিনিস গড়ে ; চাষার মেয়ে গোরু দুইছে, ছাগল চরাচ্ছে, চাষার ছেলে বাছুর নিয়ে যাচ্ছে ; মা আর মেয়ে ব'সে পশমের জামা বুনছে ; পুতুল কোলে নিয়ে খুকী ; ছোটো খোকা হামা দিচ্ছে ; প্রভৃতি নানা প্রকারের ঘরোয়া দৃশ্য নিয়ে মানব-মূর্তির আর পশু-মূর্তির অতি স্বাভাবিক গঠন ; আর তা ছাড়া নানা জন্তুর মূর্তি—তর'-বেতর' কুকুর, বেরাল, ষাঁড়, হরিণ, সিংহ, বাঘ, হাতী, শিয়াল, সাদা ভাল্লুক, সীল মাছ প্রভৃতি ; হাঁস মুরগী, নানাপ্রকার পাখী ; মাছ ; এগুলি এমন একটী দরদের সঙ্গে গড়া, যে শিল্পীর চোখের আর হাতের—তার গড়ার কৌশলের আর রঙ লাগাবার শক্তির—প্রশংসা পঞ্চমুখে ক'র্তে হয়। কত বিভিন্ন রকমের technique টেক্‌নিক বা নির্মাণ-রীতির প্রয়োগ দেখা যায় এই সব জিনিসে। আধুনিক জগতের শিল্প-প্রাণতার যেন উৎস খুলে দেওয়া হ'য়েছে, এই ডেনীয় চীনামাটির জিনিসের প্রদর্শনীতে। আমরা সব খুব দেখ্‌লুম—আর একটু দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে চ'লে এলুম ; অনেক জায়গা আমাদের ঘুর্‌তে হবে, ছোটো-খাটো দু-চারটী জিনিসও সঙ্গে ক'রে আন্‌তে সাহস হ'ল না ; আর—জিনিসগুলির দামও মন্দ নয়। কিন্তু বাক্সে জায়গা নেই, যা তা ক'রে নিয়ে আস্‌তেও সাহস হয় না, ভেঙে যাবার আশঙ্কা ষোলো আনা।

কোপেন্‌হাগ্‌নের Art Indusry Museum বা কলা ও শিল্পের সংগ্রহশালা একটী দ্রষ্টব্য জিনিস। এখানে National Museum-এর মত হাতের কারিগরী কাজের খুব বড় সমাবেশ দেখা যায়। এখানে আমার সব চেয়ে ভাল লাগ্‌ল, কতকগুলি আধুনিক ইউরোপীয় চীনামাটির জিনিস।

ডেনমার্কের আধুনিকতার একটী লক্ষণীয় প্রকাশ হ'চ্ছে কতকগুলি শস্তায় automaton বা স্বয়ংচল রেস্তোরাঁয়। রেস্তোরাঁয় পাশাপাশি দেরাজ-লাগানো বুক-সমান আল্‌মারীর মতন দেরাজে-দেরাজে অনেকগুলি আছে, প্রত্যেকটীর মধ্যে বা থাকে-থাকে এক-একটী পাত্রে খাবার সাজানো ; সবগুলির উপরের থাকটী কাঁচে ঢাকা, তাতে কি আছে তা বাইরে থেকে দেখা যায় ; সেই উপরের থাকের পাশে একটী ছিদ্র আছে, জিনিসটী দেখে পছন্দ ক'রে, দেরাজের গায়ে সেই ছিদ্রে নির্দিষ্ট দাম ফেলে দিয়ে হাতল ধ'রে টান্‌লে, জিনিস-সমেত পাত্রটী বেরিয়ে' আসে। তখন পাত্রটী তুলে নিয়ে হাতল উল্‌টো ঘুরিয়ে' দিলে, জিনিস বেরুবার পথ বন্ধ হ'য়ে যায়, নীচের থাকটী তার উপরে রাখা পাত্র-সমেত আপনা-আপনি উঠে আসে, উপরের থাক হ'য়ে যায়, কাচের ভিতর দিয়ে সেটী তখন দেখা যায়। পরবর্তী ক্রেতা এসে দরকার হ'লে সেইভাবে জিনিস নিতে পার্‌বে। এই রকমে ২৫।৩০টী দেরাজে

২৫।৩০ রকম খাদ্য রাখা র'য়েছে—যাত্রীরা বিনা বিলম্বে রুচি-মত জিনিস নগদ দাম ফেলে কিনে বার ক'রে টেবিলে নিয়ে গিয়ে খাচ্ছে। একটী টেবিলে ছুরী কাঁটা চামচ এক পাশে রাখা, তা থেকে তুলে নিচ্ছে। দেরাজগুলির পিছনে রেস্তোরাঁর লোক আছে, যেমন-যেমন বিভিন্ন দেরাজের জিনিস ফুরিয়ে' যাচ্ছে, তেমন-তেমন ভিতর থেকে আবার দিচ্ছে। পানীয় সম্বন্ধে ঐ রকম ব্যবস্থা—বড়ো বড়ো ধাতুময় পাত্রের পাশে বিস্তর কাচের গ্লাস; একটী গ্লাস নিয়ে, কলে গ্লাস ধুয়ে, কি রকম পানীয় সেই পাত্রে আছে তা তার উপরে লেখা, (বিয়ার কি মদ, কি লেমনেড, কি দুধ, গরম বা ঠাণ্ডা)—কোন্ পানীয় চাই তা দেখে, সেই পানীয়ের পাত্রের গায়ে লাগানো কলের মুখে গেলাসটী রেখে, কলের মাথায় পয়সা ফেল্‌বার ছেঁদায় নির্দিষ্ট পয়সা ফেল্‌লেই, ভিতর থেকে কল খুলে গেল, কলের মুখ দিয়ে নির্দিষ্ট পরিমাণের সেই পানীয় গেলাসে প'ড়্‌ল, তারপরে আপনিই বন্ধ হ'ল। এই ভাবে শস্তায় চটপট খাওয়া-দাওয়া সেরে নেওয়া যায়। এই জিনিস আমেরিকা থেকে ইউরোপে এসেছে। লণ্ডনে এর চল এখনও এতটা হয় নি, কিন্তু কোপেন্‌হাগ্‌ন্-এ, বের্লিন-এ বেশ দেখেছি। একদিন সকালে এই রকম একটা automaton রেস্তোরাঁয় প্রাতরাশ খেতে গেলুম মেজর বর্ধন আর আমি। আমরা আমাদের যা দরকার দেখে বা'র ক'রে নিলুম—এক এক গেলাস দুধ, ডিম, রুটী, মাখন; তারপর টেবিলে জিনিসগুলি রেখে ছুরি কাঁটা চামচে নিয়ে ব'স্‌লুম। সেই টেবিলে দুটী মেয়ে খেতে এল। ত্রিশ বত্রিশ বয়স হবে। তারা আপসে ইংরিজি ব'লতে আরম্ভ ক'র্‌লে, তাদের উচ্চারণে বুঝ্‌লুম যে তারা আমেরিকান মেয়ে। এক টেবিলেই খেতে ব'সেছি, এদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। দুজনই হ'চ্ছে ইস্কুলের শিক্ষয়িত্রী। নিজেদের রোজগার থেকে টাকা জমিয়ে' মাঝে-মাঝে এক বছর দু বছর অন্তর অন্তর ইউরোপ ভ্রমণ ক'র্‌তে আসে। ফরাসী আর জরমান ভাষা পড়ায়, ইউরোপের কন্টিনেণ্টে এসে মাঝে মাঝে ঘুরে গেলে এই ভাষা দুটো একটু বেশ ষড়গত থাকে, এইটে হ'চ্ছে এদের ইউরোপ-ভ্রমণের মুখ্য উদ্দেশ্য। তবে এদের মনে একটু ভবঘুরে' বেদের ভাব আছে—ভ্রমণ করা, নানা দেশের নানা ধরনের মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করা, এরা আনন্দের বিষয় মনে করে। আমারও মনে এই ভাব আছে, আমি এই ভাবটা তাই বুঝি, তার সঙ্গে সহানুভূতিও ক'র্‌তে পারি। কোপেন্‌হাগ্‌ন্-এ এদের এই প্রথম আগমন। জরমান ফরাসী জানে, ডেনিশ ভাষা জানে না, তবে ইংরিজি আর জরমানেই কাজ চালিয়ে' নেয়। এরা বেশ সহজ-ভাবে, কোনও সঙ্কোচ না ক'রে, পুরুষ যেমন পুরুষের

সঙ্গে বা মেয়েরা যেমন মেয়েদের সঙ্গে কথা কয়, তেমনি ভাবেই, আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লে। এই automaton বা কলের রেস্তোরাঁটী এদের ভারী পছন্দ হ'য়েছে, এরা স্বদেশ আমেরিকাতে এই-রকম জিনিসে অভ্যস্ত, সেইজন্য এখানেই এরা মাঝে মাঝে খেতে আসে। আমাদের ভারতবর্ষের সম্বন্ধেও কতকগুলি কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লে—এদের ইচ্ছে, ভারতবর্ষ, চীন জাপানও দেখে যায়, তবে খরচের ভয় আছে, আর সে দেশের মানুষ কেমন, কি-ভাবে চলাফেরা ক'র্‌তে হয়, কি ভাষায় কথা কইবে, এই সব বিষয়ে খবর চাইলে। এই রকম এক ধরনের স্ত্রীলোক আধুনিক সভ্যতার বা আধুনিক সামাজিক ব্যবস্থার ফলে দেখা দিচ্ছে—অবীরা স্ত্রীলোক, বিবাহ হবে না একরকম ঠিক ক'রে নিয়েছে—নিজের ভাগ্য নিজের হাতে নিয়ে, নিঃসঙ্কোচে অবস্থানুরূপ জীবন নিজেরাই গ'ড়ে তুলেছে। কারো সহানুভূতি চায় না, বেশী লোকের সহানুভূতি পায়ও না, নিজেদেরই মধ্যেই দল বাঁধ্‌তে হয়। মোটের উপর, এই ধরনের মেয়েদের সম্বন্ধে আমার মনে বেশ একটা শ্রদ্ধা হয়। এদের মধ্যে অনেকের জীবন হয়তো বিশেষ-ভাবে আত্মকেন্দ্রী হ'য়ে যায়—একাকিনী এদের পথ চ'ল্‌তে হয় তো! কিন্তু এদের মনে সাহস আছে, আর বোধ হয় শান্তিও আছে। এরা অ-দৃষ্ট ভাগ্য-দেবতার বিধানের বিরুদ্ধে মিছে প্রতিবাদ করে না, নিজের কর্তব্য যা, তা পালন ক'রে যায়। এই রকম স্ত্রীলোক দু'চার জনের সঙ্গে ইউরোপে আমার বিভিন্ন বারে অবস্থানের সময়ে একটু পরিচয় ঘ'টেছে। ভালো, মন্দ, দুই-ই আছে; তবে এদের মধ্যে বিশেষ সহৃদয়তারই পরিচয়ও পেয়েছি। অবস্থা-গতিকে, আমাদের মধ্যবিত্ত হিন্দু সমাজে বিবাহ যখন সব মেয়ের পক্ষে সম্ভব হ'চ্ছে না, এই ধরনের মেয়ের আবির্ভাব আমাদের দেশেও হ'চ্ছে। বিশেষ আত্মীয়তা-বুদ্ধির সঙ্গে আমাদের সমাজে এঁদের সম্মানের স্থান দিয়ে, যাতে সব দিক্ দিয়ে এঁরা সমাজের কল্যাণের কারণ হ'তে পারেন, সকলেরই সেই চেষ্টা ক'র্‌তে হয়।

আমাদের সঙ্গে কথা কইতে-কইতে এই দুটী মেয়ে সিগারেট ধরিয়ে' খেতে লাগ্‌ল, সিগারেটের কৌটো এগিয়ে' দিয়ে আমাদেরও দিতে এল'। আমি কোনও রকম ধূমপান করি না, ক'র্‌তে শিখিনি; আর মেজর বর্ধন কেবল সিগার খান। আমরা ধন্যবাদ দিয়ে সিগারেট প্রত্যাখ্যান ক'র্‌লুম। মেজর বর্ধন ফৌজী পুরুষের মত ভদ্রতা ক'রে তাঁর সিগারের বাক্স বার ক'রে মেয়েদের সিগার নিয়ে তাঁকে ধন্য ক'র্‌তে অনুরোধ ক'র্‌লেন। সিগার অত্যন্ত কড়া হবে এই আশঙ্কায় তারা সিগার নিলে না—ব'ল্‌লে, একটু হাল্কা সিগারেট-ই তাদের পক্ষে যথেষ্ট; আজকাল মেয়েরা সকলেই সিগারেট খাচ্ছে ব'লে তারাও সিগারেট ধ'রেছে। সব দেশেই

মেয়েদের সিগারেট ধরার আর একটা প্রধান কারণ, তাতে একটু যেন পুরুষোচিত সাহসের ভাব আসে। আমি নিজে সিগারেট সিগার বিড়ি তামাকের অথবা দোক্তা জরদার আর নস্যর মজাটা কোথায়, তা বুঝি না; নিশ্চয় লোকে এই মাদকগুলি সেবা ক'রে কিছু আনন্দ পায়, তা না হ'লে এ-সবের জন্য পয়সা খরচ ক'রবে কেন? পুরুষ আর মেয়ে, দুইয়ের পক্ষে ধূমপান আমার কাছে কেমন একটা বিসদৃশ অভ্যাস ব'লে মনে হয়। অনেক সময়ে ধূমপায়ীরা অপরের স্বস্তি-অস্বস্তির কথা ভুলেই যায়। পুরুষদের ধূমপানে আপত্তি না থাক্‌লে, মেয়েদের ধূমপানে আপত্তি কর্‌বার কোন সঙ্গত কারণ নেই। কিন্তু যখন আমাদের মেয়েদের মধ্যে ঐ নেশাটা একেবারেই নেই, তখন কেবল পুরুষদের সঙ্গে টক্কর দিয়ে, অনাবশ্যক ভাবে এই বদ অভ্যাসটা খামখা মেয়েদের গ্রহণ করা কেন? পুরুষেরা তামাক চুরুট ছাড়্‌লে তো ভালোই হয়, আবার মেয়েরা এপথে আসেন কেন? সেই জন্য, একটা কুঅভ্যাসের প্রসার অনুচিত মনে করি ব'লে, মেয়েদের মধ্যে ধূমপান আমার ভালো লাগে না। তার উপরে, বিরাট এক চুরুট টেনে, মুখ থেকে নাক থেকে কারখানার চিমনির মতন ধোঁয়া ছাড়ছে—মেয়েদের এ অবস্থা দেখ্‌তে বা কল্পনা ক'র্‌তে আমার aesthetic sense বা সৌন্দর্য্য-বোধে বাধে। মেয়েদের, বিশেষতঃ তরুণী মেয়েদের, চলা-ফেরায় যে সৌকুমার্য্য যে শালীনতা যে ভব্যতা জড়িত আছে ব'লে মনে হয়, দোক্তা তামাক চুরুট্‌ সিগারেট নস্য এ-সব যেন তার সঙ্গে সঙ্গে তেমন খাপ খায় না। বর্মায় অনেকে লক্ষ্য ক'রেছেন, তাঁদের কেউ খুশী হননি—বর্মী সুন্দরী চমৎকার রঙীন লুঙ্গী প'রে, বেশ-ভূষায় অপূর্ব সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় দিয়ে, বিরাট এক চুরোট টান্‌ছে—তাতে যেন Romance টুকু নষ্ট ক'রে দেয়। মেজর বর্ধন এই কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌-এ এক সান্ধ্য সম্মিলনে দুটী ডেনীয় মহিলাকে তাঁর মিঠে-কড়া ভারতীয় সিগার দেন। এঁদের মধ্যে একজন ছিলেন এক অধ্যাপকের স্ত্রী, আর অন্যজন তাঁর মেয়ে, মেয়েটী ক্ষীণাঙ্গী, সতেরো আঠারো বছর বয়স হবে; এঁরা সিগারেট খাচ্ছিলেন; অধ্যাপক, তাঁর স্ত্রী, আর কন্যা, এক জোটে খাচ্ছিলেন সিগারেট; ধূমপানের আলোচনা প্রসঙ্গে, মেজর বর্ধন ভারতীয় সিগার ব'লে এঁদের দিলেন একটী ক'রে তাঁর বিরাট্‌ সিগার; অধ্যাপক এই সিগার গুরুপাক হবে ভেবে নিলেন না, কিন্তু তাঁর স্ত্রী আর কন্যা তখনই এক-একটী ধরিয়ে' টান্‌তে শুরু ক'রে দিলেন; তাঁরা আধুনিক মহিলা, কিছুতেই দ'ম্‌বেন না, এই মহাতথ্য জাহির ক'র্‌তে হবে। অধ্যাপক-পত্নী আর কন্যা মা-লক্ষ্মীটী কাশ্‌তে আরম্ভ ক'র্‌লেন, কিন্তু বীর-দর্পে ধীরে-ধীরে সিগার টেনে যেতেও লাগ্‌লেন। আধুনিক

প্রগতির কাছে আত্মবলিদানের এই দৃশ্য আমি পাশে দাঁড়িয়ে' উপভোগ ক'র্‌লুম। আর একটী মেয়ে জরমানিতে মেজর বর্ধনের কাছ থেকে একটী সিগার নিয়ে ব'ল্‌লে, "ধূমপানের পক্ষে কাগজে-মোড়া সিগারেটের চেয়ে, শুদ্ধ তামাকের সিগারই প্রশস্ত—কিন্তু বাইরে প্রকাশ্যে আমি খেতে চাই না—অনেকের কাছে এটা শোভন দেখাবে না, আর কি শোভন আর অশোভন সে বিষয়ে পরের রুচি-ই মানতে হয়; তাই সিগার নিয়ে আমি নিজের ঘরে 'বিশ্ববিহীন বিজনে বসিয়া' স্বাদন করি।"

কোপেন্‌হাগন্‌-এ আমরা ফিনলাণ্ডের কন্‌সলের আফিসে গিয়ে ফিন্‌লাণ্ডে যাবার জন্য আমাদের পাসপোর্টে ছাপ মারিয়ে' আনলুম। উদ্দেশ্য, রুষ-ভ্রমণের জন্য রুষ সরকারের অনুমতি ফিন্‌লাণ্ডের রাজধানী হেলসিঙ্‌ফর্স-এ পৌঁছে গেলে পরে, ফিন্‌লাণ্ডে দুদিন থেকে, সোজা লেনিনগ্রাদ-এ চ'লে যাবো। এক ক্রাউন অর্থাৎ এক শিলিঙ ক'রে নিয়ে, আমাদের visa দিলে। ফিন্‌লাণ্ডের ভিতর দিয়ে আমরা যেতে পার্‌বো, পাঁচ দিন ফিন্‌লাণ্ডে থাকতে পার্‌বো। কন্‌সলের আপিসের একটী কেরানী মেয়ে আমরা ভারতবাসী জেনে খুব ভদ্রতা ক'র্‌লে; এর সঙ্গে ফরাসীতে আমি আলাপ ক'র্‌লুম। ফিন্‌লাণ্ড সম্বন্ধে একগাদা সচিত্র ভ্রমণ-পুস্তিকা যা ফিন্‌লাণ্ডের রেল-বিভাগ থেকে বিতরিত হয় তা দিলে, উপরন্তু কতকগুলি ফিন্‌লাণ্ড সরকারের প্রকাশিত ঐ দেশের ইতিহাস, নৃতত্ত্ব আর সংস্কৃতি বিষয়ে ইংরিজি আর ফরাসী বইও দিলে। আমার কার্ডে দেবনাগরীতে আর ইংরিজিতে আমার নাম আর পরিচয় ছাপা আছে—নামলেখার সময়ে আমার কার্ড দিলুম, দেবনাগরী অক্ষর দেখে খুব কৌতূহলের সঙ্গে আমাদের দেশের ভাষা, সাহিত্য, লিপি প্রভৃতি বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ ক'র্‌লে। রবীন্দ্রনাথের ('তাগোরে'র) নামের সঙ্গে মেয়েটী পরিচিত।

সম্মেলন শেষ হবার আগের দিন আমাদের কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌-এর উত্তরে দুটী ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান দেখিয়ে' আন্‌বার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। একটী Helsingjor হেল্‌সিঙ্গ্যোর্‌ বা Elsinore এল্‌সিনোর্‌ নগর আর গড়, আর একটী Frederiksborg Slot বা ফ্রেদেরিক্‌স্‌বর্গ প্রাসাদ। একদিনে এই দুই জায়গায় ঘুরিয়ে' আনে—মোটর বাসে ক'রে আমরা প্রায় ৩০০ প্রতিনিধি সকাল নটায় বা'র হ'লুম কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌ থেকে, তারপরে দুটো জায়গা দেখে, হেল্‌সিঙ্গ্যোর-এ মধ্যাহ্ন ভোজন আর ফ্রেদেরিক্‌স্‌বর্গে বৈকালিক জলযোগ—বা চা-যোগ—সেরে, সাড়ে-ছটায় আবার রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন। এই ভ্রমণের জন্য বাস-ভাড়া বাবদ আমাদের পৃথক্‌ কিছু দিতে হ'য়েছিল, কিন্তু

মধ্যাহ্ন-ভোজন আর বিকালের চা, স্থানীয় মিউনিসিপালিটির অতিথি রূপে প্রতিনিধিদের মিলেছিল। এই ভ্রমণ আমাদের খুবই উপভোগ্য হ'য়েছিল। হেল্‌সিঙ্গ্যোর্‌-তে এই প্রাচীন শহরটী আর এর প্রাসাদ প্রভৃতি দর্শন করা ছাড়া আর দুটী প্রধান আকর্ষণ ছিল—ডেনমার্কের বিখ্যাত পদার্থবিদ্যাবিৎ অধ্যাপক Niels Bohr নীল্‌স্‌ বোর্‌-এর বক্তৃতা—Natural Philosophy and Human Culture বিষয়ে, ইংরিজিতে; আর হেল্‌সিঙ্গ্যোর শহরের ধারেই সমুদ্রে, গ্রীনলাণ্ড থেকে আনীত কতকগুলি Eskimo এস্কিমো জাতীয় লোক, কি ক'রে তাদের দেশে কাঠের-ফ্রেমে-চামড়া-দিয়ে তৈরী kayak 'কায়াক্‌' নামে ডিঙ্গিতে ক'রে মাছ ধরে, সাগরের মধ্যে চলাফেরা করে, তা তাদের দিয়ে দেখানো হবে।

আমরা Sjaeland স্যেলাণ্ড্‌ দ্বীপের পূর্বধার দিয়ে, সমুদ্রকে ডাইনে রেখে, মোটরে ক'রে চ'ল্‌লুম। দিনটা একটু মেঘলা-মেঘলা ছিল, আর সমুদ্রের ধার ব'লে (অবশ্য সমুদ্র এখানে সুইডেন আর ডেনমার্কের মধ্যে ক্ষুদ্র একটী প্রণালী মাত্র) বেশ ঠাণ্ডা হাওয়া বইছিল। উত্তর-ইউরোপের দেশে স্নানের পক্ষে মোটেই প্রশস্ত সময় এটী নয়—যদিও এদেশে এখন নিদাঘ-কাল। আমাদের বাঁয়ে সারি-সারি বাগান-বাড়ীর মত বাড়ী, ডাইনে সমুদ্র। এহেন সময়েও, এদেশের লোকেরা সমুদ্রের তীরে এসেছে, স্নান কর্‌বার জন্য। কাপড় ছাড়্‌বার কাঠের ঘর, শামিয়ানা খাটানো, তাঁবুর মতন তার তলায় ব'সে বিশ্রাম ক'র্‌বে—এই-সবের ছড়াছড়ি। স্নানের পোষাকের উপরে অনেকে গরম ড্রেসিঙ্‌-গাউন চড়িয়ে' ব'সে আছে, একটু রোদ্দুর হ'লেই জলে নাম্‌বে। বহু মাইল ধ'রে, যেখানে বালুকাময় বীচিভূমি পাওয়া গিয়েছে, সেখানেই স্নানের আয়োজন। অনেকে সূর্য্যের তোয়াক্কা না রেখে, আমাদের পক্ষে হী-হী-করানো হাওয়া-দিয়ে-কাঁপানো কন্‌কনে' শীতে জলে নেমেছে, সাঁতার দিচ্ছে, কেউ কেউ বা জল থেকে উঠে তোয়ালেতে গা মুচ্‌ছে,—নোতুন-কাটা হাতীর-দাঁতের মত বা দুধের মত সাদা এদের অনাবৃত হাত, উরৎ পর্য্যন্ত পা আর সাদা নেই—লাল টক্‌টকে' রঙ ধ'রেছে। যারা নাইতে এসেছে, তাদের মধ্যে মেয়ে আর পুরুষ দুই-ই আছে। এই দৃশ্য দেখ্‌তে-দেখ্‌তে চ'ল্‌লুম। বাঁ-দিকের বাড়ী-গুলি বাগান প্রায়ই ছোটো-ছোটো বাগানের মধ্যে, এই-সব বাগান খুব যত্ন ক'রে রাখা। ছোটো-ছোটো লতানে' গাছ, যা দিয়ে বেড়া তৈরী হয়, এমনভাবে ছেঁটে দেওয়া হ'য়েছে যে, সেগুলি থেকে নানা রকমের মানুষ, পশু প্রভৃতির মূর্তি হ'য়েছে। বাগানের কাজেও ডেনীয়েরা কম ওস্তাদ নয়।

হেল্‌সিঙ্গ্যোর্‌-নগরটী ডেনমার্ক আর সুইডেনের মধ্যে সাগর-প্রণালী যেখানে সব চেয়ে সরু, সেইখানে অবস্থিত। North Sea বা উত্তর-সাগর থেকে, ইংলাণ্ড,

স্কটলাণ্ড, উত্তর-ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে থেকে, Baltic Sea বাল্তিক্ সাগর যেতে, সুইডেন, উত্তর-জরমানি, ফিন-দেশ, রুষ-দেশ, এস্তোনিয়া, লাট্ভিয়া, লিতুয়ানিয়া, প্রভৃতি দেশে যেতে, এই প্রণালীটী হ'চ্ছে একমাত্র পথ; সুতরাং এই নগরের অবস্থানের বৈশিষ্ট্য কতটা, তা অনুমেয়।

হেল্সিঙ্গ্যোর-এর ইংরিজি নাম Elsinore এল্সিনর্ ইংরিজি সাহিত্যের পাঠকের কাছে সুপরিচিত, Shakspere শেক্স্পিয়র-এ হামলেট্ নাটকের স্থান হ'চ্ছে এই এল্সিনরের প্রাসাদে। সুইডেন আর ডেনমার্কের মাঝে যে সাগর-প্রণালী আছে, সেই প্রণালীটা এল্সিনরের কাছে সব চেয়ে সরু। স্কান্দিনাভিয়ার অর্থাৎ ইউরোপের উত্তরাখণ্ডের আর্য্য জর্মানিক জাতির পুরাণ অনুসারে, আগে ডেনমার্ক এই অংশে স্কান্দিনাভিয়ার (সুইডেনের) সঙ্গে জোড়া ছিল। কিন্তু Gef jon গেফিওন্ দেবী তাঁর নিজের চার ছেলেকে বৃষের রূপ ধরিয়ে' লাঙলে জুড়ে এই জায়গাটা চ'ষে এই প্রণালীটা ক'রে দিয়ে, ডেনমার্ককে সুইডেন থেকে আলাদা ক'রে দেন। ডেনমার্কের রাজারা, সুসভ্য মধ্য- আর দক্ষিণ-ইউরোপের অনেকটা কাছা-কাছি রাজত্ব ক'র্তেন ব'লে, সভ্যতায় আর সংহতি-শক্তিতে এঁরা নিজেদের প্রজাদের উত্তরাপথের তাবৎ জাতিগুলির মধ্যে সব-চেয়ে পরাক্রান্ত ক'রে তোলেন। সাগর-প্রণালীটি এইখানে এত সরু যে এপার ওপার দেখা যায়; আর সাঁতরে' পার হওয়া যায়, সেইজন্য এর নাম Sound বা Sund, বা Swum-d অর্থাৎ swim ক'রে বা সাঁতরে' পার হওয়া যায় এমন প্রণালী। ডেনমার্কের রাজারা প্রাচীন কালে নরওয়ে আর সুইডেনও নিজেদের অধিকারে এনেছিলেন, কাজেই এই Sound প্রণালীর উপর দখল ছিল তাঁদের; এঁরা এইখানে একটা গড় ক'রে, এই সরু জলপথ দিয়ে যে-সব জাহাজ North Sea বা উত্তর-সাগর থেকে Baltic Sea বাল্তিক সাগরে যাতায়াত ক'র্ত, অর্থাৎ হলাণ্ড ফ্রান্স ইংলাণ্ড থেকে উত্তর-পশ্চিম জর্মানি, সুইডেন, ফিন্-দেশ, রুষ-দেশ প্রভৃতিতে যেত, সে-সব জাহাজ থেকে একটা ক'রে নির্ধারিত দান বা কর বা মাশুল নিতেন; বাধ্য হ'য়ে সকলকে এই দান দিতে হ'ত। এই Sound Dues বা 'সাউণ্ড-প্রণালীর মাশুল' অবশেষে ১৮৫৭ সালে বন্ধ ক'রে দেওয়া হয়—তখন উত্তরাপথে ডেন্মার্কের প্রতিপত্তি ক'মে গিয়েছে। কিন্তু এই মাশুলটা ডেনমার্কের রাজাদের পক্ষে যেন একটা সোনার খনি ছিল। ডেনমার্কের রাজাদের দাপটের যুগে, যত রাজ্যের জাহাজ আর খালাসী এই এল্সিনরে এসে জড়ো হ'ত, এল্সিনর একটা আন্তর্জাতিক স্থান হ'য়ে গিয়েছিল। ইংরেজ জাতির প্রভাব ডেনমার্কের উপর আঠারোর আর উনিশের শতকে বেশী ক'রে এই এল্সিনরের পথ দিয়েই আসে।

এল্‌সিনরের সে গৌরব এখন আর নেই—তবে জায়গাটী গ্রীষ্মকালে ডেনমার্কে একটী খুব লোকপ্রিয় ভ্রমণের আর প্রমোদের জায়গা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। এই শহরে এর প্রাচীন গৌরবের নিদর্শন-স্বরূপ পুরাতন ইমারত, গির্জা, রাজপ্রাসাদ, বণিক্‌দের বাড়ী প্রভৃতি আছে। Kronborg ক্রন্‌বর্গ-এর প্রাসাদটী তার মধ্যে প্রধান। তার পরে, এখানে যারা গ্রীষ্ম-চর্য্যার জন্য সাগর-স্নান ক'র্‌তে আর sun-bath ক'র্‌তে অর্থাৎ স্নানের পোষাক প'রে সাগরের ধারে প'ড়ে-প'ড়ে রোদ খেতে আসে, তাদের জন্য এক বিরাট্ Casino বা নাচঘর-প্রমোদাগার-ভোজনশালা খাড়া ক'রেছে সমুদ্রের ধারেই। ডেন্‌মার্কের একটী প্রাচীন শহর ব'লে, উপস্থিত কালে কতকটা মফস্বলের শহরের পদবীতে অবনীত হ'লেও, এল্‌সিনর দর্শনীয় স্থান। আমাদের বাসগুলি শহরের মধ্যে দিয়ে একেবারে Kronborg ক্রনবর্গ প্রাসাদের সাম্‌নে এনে আমাদের হাজির ক'র্‌লে। এই প্রাসাদ ষোড়শ শতকের শেষ পাদে লাল ইটে আর বেলে পাথরে তৈরী হয়, এর ছাত সমস্তটা তামার। পূর্বে এখানে আর একটী প্রাসাদ আর গড় ছিল, তার স্থানে এইটী ওঠে। একটা মস্ত আঙিনার চার দিক্ ঘিরে এই প্রাসাদের চার অংশ। আমরা সকলে এই আঙিনায় জড়ো হ'লুম, আমাদের বড়ো এক গ্রূপ ফোটো নেওয়া হ'ল। তারপরে আমাদের প্রাসাদের ভিতরের কতকগুলো ঘর দেখিয়ে', একটী বড়ো হল-ঘরে এনে জমা ক'র্‌লে। এই-সব ঘর সেকেলে আসবাব-পত্র, ছবি, প্রভৃতি দিয়ে সাজানো। বড়ো হল-ঘরটীর নাম ইংরিজিতে The Knights' Hall—এর দেওয়ালে প্রাচীন কাপড়ে-বোনা রঙীন ছবি, ডেনমার্কের রাজাদের সব প্রতিমূর্তি। এই হল-ঘরে আমাদের বস্‌বার ব্যবস্থা ছিল—অধ্যাপক Niels Bohr নীল্‌স্ বোর, বিখ্যাত পদার্থতত্ত্ববিৎ, ইনি পদার্থবিদ্যায় নোবেল-পারিতোষিক পেয়েছিলেন,—এইখানেই এসে তিনি আমাদের কাছে তাঁর বক্তৃতা দিলেন। বোর মানুষটীকে দেখে বেশ শ্রদ্ধা হয়—চেহারায় এমন কিছু সৌন্দর্য্য বা লক্ষণীয় ভাব নেই, বেঁটে-খাটো মানুষটী, কিন্তু চোখে-মুখে একটা চিন্তাশীলতার—একটা ভাবুকতার জ্যোতি আছে, তাতে ক'রে দেখেই, চেনা না থাক্‌লেও মনে একটা শ্রদ্ধা আর সম্ভ্রম জাগে। বক্তৃতা দেবার সময়ে এঁর একটী মুদ্রা আছে—মুদ্রাদোষ ব'ল্‌বো না—দুই হাত জোড় করার মত করেন, হাতের তলায় তলায় ছোঁয়াছুঁয়ি হয় না, দু'হাতের আঙুল-দশটীর ডগা সামনাসামনি ছুঁয়ে থাকে। তার বক্তৃতার বিষয় ছিল Natural Philosophy and Human Culture.—বক্তৃতা দিলেন ইংরিজিতে—আমি বেশ কাছেই ব'সেছিলুম, কিন্তু অধ্যাপক বড়ো নীচু গলায় বলেন,

আর তাঁর উচ্চারণও বিদেশীর মুখের ইংরিজির উচ্চারণ ব'লে, সব বোঝা আমাদের পক্ষে কঠিন হ'চ্ছিল—মাঝে মাঝে দু'দশটা কথা বুঝ্তে পারি, মাঝে মাঝে আবার বুঝ্তে পারি না। সামনে ব'সে কথাবার্তা হ'লে নিশ্চয়ই সব কথা ধ'রতে পারা যেত'। ইংরেজ, আমেরিকান, আর ইংরিজি-জানা দুই-একজন অন্যদেশীয় প্রতিনিধি আমারই মতন সব কথা ধ'রতে পারেননি ব'লে পরে অনুযোগ ক'রলেন। মোটামুটি বুঝ্লুম, অধ্যাপক বোর পূরোপূরি পদার্থবিৎ অর্থাৎ জড়বাদী নন—তাঁর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে রহস্যবাদিতা আছে, আধ্যা'ত্মিকতা আছে; আজকালকার পদার্থবিৎদের মধ্যে যেটা খুবই সাধারণ ব'লে দেখা যাচ্ছে। এঁর বক্তব্য একটা ধ'রতে পেরেছিলুম ব'লে মনে হয়—সব জীব মূলে এক (Unity of all Life), আর পৃথিবীর যত সভ্যতা বা সংস্কৃতি আছে, সেগুলির মধ্যেও একটা আভ্যন্তর ঐক্য-সূত্র আছে, সেগুলি হ'চ্ছে পরস্পরের পূরক। এই আধুনিক মনোভাব, গোঁড়া শেমীয় ধর্মের বিরোধী—ইহুদী খ্রীষ্টানী আর মুসলমানী ধর্মের মধ্যে এ ধরণের চিন্তা নেই। অথচ শুনলুম, অধ্যাপক বোর হ'চ্ছেন জা'তে ইহুদী।

অধ্যাপক বোর-এর বক্তৃতার পরে ক্রনবর্গ প্রাসাদটা ঘুরে দেখ্লুম। এখানে সাগর-যাত্রা, জল-যান আর নৌযুদ্ধ সংক্রান্ত একটী সংগ্রহ-শালা খুলেছে, হালে (১৯১৪ সালে) এই সংগ্রহ-শালা গঠিত হয়। ডেনীয় জাতের সাগর-যাত্রা সম্বন্ধে যা কিছু কৃতিত্ব, এখানে তার পরিচয় আছে। আর নানাপ্রকারের জাহাজ আর জাহাজী ব্যাপারের জিনিস-পত্র, ছবি, মডেল, কাগজ-টাগজ আছে। মানব-সভ্যতা সাগরকে অবলম্বন ক'রে কি ভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধ'রে ইউরোপের উত্তরাখণ্ডে উন্নতি-লাভ ক'রেছে, তার একটা চমৎকার পরিচয় এই সংগ্রহ-শালা থেকে পাওয়া যায়।

মধ্য-যুগে ফ্রান্সে আর ডেনমার্কে Holger Danske হোল্গের দান্স্কে নামে একজন যোদ্ধার আধা-ঐতিহাসিক কাহিনী ক্রমে-ক্রমে দানা বেঁধে, আধুনিক কালের জাতীয়তা-ধর্মের এক লোক-প্রিয় রূপ-কথা হয়ে দাঁড়ায়। মধ্য-যুগের ফরাসী-ভাষায় রচিত কতকগুলি গল্পে, খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকে জীবিত ছিলেন Holger বা Ogier হোল্গের বা ওজিয়ের নামে একজন ডেনমার্কের যোদ্ধার কথা পাওয়া যায়। কতকগুলি অলৌকিক শৌর্যের কাজ এঁর কাহিনীর সঙ্গে জড়িত হয়। ইনি জরমানির বিখ্যাত খ্রীষ্টান রাজা Theodoric-কে পরাস্ত করেন, থেওড-রিক্ আর যীশুর বিরুদ্ধ-বাদী শয়তানেরর সঙ্গেও লড়েন। এই-সব ফরাসী-ভাষায় রচিত গাল-গল্প, ১৫৩৪ সালে ডেনিশ ভাষায় অনূদিত হয়, সঙ্গে-সঙ্গে ডেনমার্কের লোকেদের

কাছে ডেনীয় যোদ্ধা ব'লে হোল্‌গের খুব প্রিয় হ'য়ে পড়েন। ক্রমে ডেনমার্কের লোকেদের প্রীতি আর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাদের কল্পনা-প্রিয়তা মিশে, হোল্‌গেরকে একজন রাষ্ট্রীয় শূর ক'রে তুল্‌লে—তাঁর সম্বন্ধে ধারণা দাঁড়িয়ে' গেল যে, তিনি হ'চ্ছেন ডেনমার্কের শ্রেষ্ঠ শূর, ডেনমার্কের জনগণের শূরতার প্রতীক, তিনি বহুদিন পূর্বে জীবিত থাক্‌লেও, আর লোকতঃ বাহ্য দৃষ্টিতে তার মৃত্যু হ'লেও, তিনি এখনও জীবিত আছেন। তিনি ডেনীয় জাতির সব-চেয়ে গৌরবের সময়ের প্রাসাদ ক্রন্‌বর্গ-এর তলায়, Sound-এর ধারে, নিজ সমাধি-স্থানে নিদ্রিত আছেন, ডেনমার্কের কোন বিপদ্ হ'লে তিনি জেগে উঠ্‌বেন, আর তখন প্রকট হ'য়ে ডেনমার্ককে রক্ষা ক'র্‌বেন; মতান্তরে, হোল্‌গের দানস্কে আর তাঁর দলের যোদ্ধারা ঠিক নিদ্রিত অবস্থায় নন, কিন্তু পৃথিবীর ভিতরে একটী কক্ষে ব'সে বিশ্রাম ক'র্‌ছেন, দরকার হ'লে ডেনমার্কের সাহায্যের জন্য বাইরে আস্‌বেন। হোল্‌গের দান্‌স্কের সম্বন্ধে অনেকগুলি বীর-গাথা ডেনীয় ভাষায় রচিত হ'য়েছে, এগুলি আগে লোকে গান ক'র্‌ত। এই রূপ-কথার যোদ্ধার আখ্যান নিয়ে ডেনমার্কের গল্প-লেখক আর রূপ-কথার সংগ্রাহক Hans Christian Andersen হান্‌স্ ক্রিস্টিয়ান্ আন্দর্‌সেন্ একটী ছোটো কাহিনী লিখেছেন। এখন এরা Holger Danske-র এক কল্পিত মূর্তি ব্রঞ্জে তৈরী ক'রে এল্‌সিনরের কাসিনোর বাইরে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রেখছে—প্রাচীন যুগের Viking-এর পোষাকে (অর্থাৎ ইউরোপের উত্তরাপথের দুর্ধর্ষ জলদস্যু ও যোদ্ধাদের পোষাকে) অস্ত্র-শস্ত্র আর ঢাল নিয়ে সাঁজোয়া গায়ে এঁটে এক বৃদ্ধ শ্মশ্রুমান্ বীর নিদ্রিত অবস্থায় চেয়ারে ব'সে র'য়েছে, মূর্তির পাদপীঠে একপাশে উত্তর-ইউরোপে প্রচলিত runic রূন অক্ষরে হোল্‌গের দান্‌স্কের নাম লেখা। এই মূর্তির একটা প্লাস্টরে ঢালাই নকল এখন ক্রন্‌বর্গ প্রাসাদের মাটীর নীচের তলায় রেখে দেওয়া হ'য়েছে দেখলুম।

এল্‌সিনরের সঙ্গে ইংলাণ্ডের একটা ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। ষোড়শ শতকের শেষভাগে ইংলাণ্ডের বণিক্ আর জাহাজী লোকেরা এখানে খুব জমা হ'ত, ইংলাণ্ডের রাজদূতদের আগমন ও হ'ত, আর তাদের অনুচর ইংরেজ যন্ত্রশিল্পী বাজিয়ে' প্রভৃতি আস্‌ত, ইংরেজ নটেরাও আস্‌ত। শেক্‌স্পিয়রের জনকতক বন্ধু আর সহকর্মী নট, এল্‌সিনরে এসে অভিনয় ক'রে গিয়েছিলেন, তাঁদের নাম-টাম পাওয়া গিয়েছে; স্বয়ং শেক্‌স্পিয়র এদের সঙ্গে কখনও এখানে এসেছিলেন কিনা জানা যায় না—তবে তিনি এল্‌সিনরের নামের সঙ্গে যে সুপরিচিত ছিলেন, তা তাঁর Hamlet হাম্‌লেট নাটকখানি থেকেই বুঝা যায়। শেক্‌স্পিয়র না হ'ক, রানী এলিজাবেথের সামসময়িক নটেরা এল্‌সিনরে আস্‌তেন, এই খবরটুকুকে আধার

ক'রে, হালে এল্‌সিনর্‌-শহরেই ক্রনবর্গ প্রাসাদে খোলা জায়গায় বিখ্যাত ইংরেজ নট-নটী কয়জন এসে, শেক্‌স্পিয়রের হাম্‌লেট নাটক অভিনয় ক'রে গিয়েছেন। সেই নাটকের অভিনয়ের ছবি এখানে বিক্রী হ'চ্ছে—এতে ক'রে এর লোক-প্রিয়তা অনুমান করা যায়। ১৭৫৮ সালে হাম্‌লেট-নাটক ডেনীয় ভাষায় অনূদিত হয়, আর সঙ্গে সঙ্গে এই বই আর বিশ্বকবি শেক্‌স্পিয়রের লোক-প্রিয়তা ডেনীয়দের মধ্যে খুব বেড়ে যায়। ক্রন্‌বর্গ প্রাসাদের বাগানে এরা হাম্‌লেট-এর একটী ব্রঞ্জ মূর্তি তৈরী ক'রে রেখেছে, আর এমন কি শেক্‌স্পিয়রে কল্পনা-প্রসূত এই নাটকীয় পাত্রটীর সমাধি-স্থানও এখানে কল্পিত হ'য়েছে।

এল্‌সিনরের Câsino Hotel-টী সমুদ্রের ধারেই, মাঝে একটুখানি বালি-ঢাকা মাঠ; সমুদ্রের উপরে পাকা পোস্তা-ঘাটের মত, তারপরে ঐ বালি-ঢাকা মাঠ, তার পরে কাসিনোর বিরাট বাড়ীটী। কাসিনোর ধারে সমুদ্রে—অর্থাৎ Sound প্রণালীতে—এস্কিমো জাতির নৌ-চালনা দেখাবার ব্যবস্থা হ'য়েছিল। আমাদের বাসগুলিতে ক'রে আমরা কাসিনোর বাড়ীতে গেলুম। এইখানে কতকগুলি স্থানীয় বিশিষ্ট লোক সমবেত হ'য়েছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন, কোপেন্‌হাগ্‌ন্‌ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত অধ্যাপক Otto Jespersen, অটো য়েস্‌পের্‌সেন্‌। বয়স বেশী হওয়ায় ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসর গ্রহণ ক'রেছেন। এখন ডেনীয় সরকার থেকে, ভাষা-তত্ত্ব আর উচ্চারণ-তত্ত্ব বিষয়ে এঁর সার্থক গবেষণার আর বহু বৎসর ধ'রে অধ্যাপনার বিশেষ পুরস্কার-স্বরূপ, এঁকে সমুদ্রের ধারে সরকারের অধিকৃত একখানি সুন্দর ছোটো বাড়ীতে থাকতে দেওয়া হ'য়েছে, অধ্যাপক য়েস্‌পের্‌সেন জীবনের অবশিষ্টাংশ ঐ বাড়ীতে বাস ক'র্‌বেন। অধ্যাপক-প্রবর ইংরিজি ভাষা-তত্ত্বেও একপত্রী পণ্ডিত—ইংলাণ্ডেরও বড়ো বড়ো পণ্ডিতেরা এঁকে এ বিষয়ে বিশেষ খাতির করেন। ভাষা-তত্ত্ব বিষয়ে ইনি কতকগুলি প্রামাণিক বই লিখেছেন। উচ্চারণ-তত্ত্ব বিষয়েও ইনি অধুনাতন কালের প্রথম ও প্রধান গবেষকদের মধ্যে অন্যতম। ইউরোপের এই বড়ো পণ্ডিতটীর সঙ্গে আমার একাধিকবার দেখা হ'য়েছিল—ছাত্রাবস্থায় দুই বার, আবার ১৯৩৫ সালে ধ্বনিতত্ত্ব-বিষয়ক দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলনে লণ্ডনে ইনি আসেন, তখন দেখা হ'য়েছিল। এবার এল্‌সিনর্‌ কাসিনোতে তাঁকে খুঁজে বা'র ক'রে আলাপ ক'র্‌লুম। তিনি আমায় চিন্‌তে পার্‌লেন, খুব খুশী হ'লেন; ১৯২২ সালে ইটালিতে পাদুয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সপ্তম-শতাব্দীর উৎসবে, ভারতবর্ষের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় পেয়েছিলুম। তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যেতে চাইলেন, কিন্তু সময় আমাদের

কম থাকায় আমার যাওয়া হ'ল না। এত বড়ো পণ্ডিতটীর সঙ্গে আর একবার দেখা হওয়া বিশেষ সৌভাগ্যে কথা।

ইতিমধ্যে এস্কিমোদের নৌকার কসরৎ দেখানো হ'তে আরম্ভ হ'ল। গ্রীন-লাণ্ড থেকে উত্তর আমেরিকার উত্তর-মেরুর দ্বীপপুঞ্জ, বাফিন-লাণ্ড, ভিক্টোরিয়া-লাণ্ড, উত্তর-কানাডা, লাব্রাডর, কীওয়াটিন্, ম্যাকেঞ্জি, য়ুকন্, আর আলাস্কা—এই বৃহৎ ভূখণ্ডে এস্কিমো জাতির বাস। গ্রীন-লাণ্ড বহু প্রাচীন কালে আইস্‌লাণ্ড থেকে আগত স্কান্দিনাভীয় নাবিকদের দ্বারায় আবিষ্কৃত হয়, আর খ্রীষ্টীয় সতেরোর শতক থেকে গ্রীন-লাণ্ড ডেন্‌মার্কের অধীনে। গ্রীন-লাণ্ড, আইস্‌লাণ্ড, অর্কনী দ্বীপপুঞ্জ, আর ডেনমার্ক—এই নিয়ে ডেনীয় রাষ্ট্র; এর মধ্যে আইস্‌লাণ্ডের পৃথক্ স্বাতন্ত্র্য আছে, পৃথক্ নিশান আছে—ডেনমার্কের রাজাকে আইস্‌লাণ্ডের রাজা ব'লে পৃথক্ উপাধি নিতে হ'য়েছে। যাক্, গ্রীন-লাণ্ডে অল্প কয়েক হাজার এস্কিমো এখন বাস করে। এদের জীবন-যাত্রা হ'ত আগে পুরোপুরি শিকারের দ্বারা, আর মাছ ধরার দ্বারা—সীল মাছ, সাদা ভালুক, এই-সব মেরে, সমুদ্রে মাছ ধ'রে, এরা দিনপাত ক'র্‌ত। মাছ ধরা না হ'লে, সীল মাছ কম প'ড়্‌লে, এদের মধ্যে দুর্ভিক্ষ দেখা দিত। এখন এরা ডেনীয় সরকারের যত্নে মেষ-পালন প্রভৃতি অনেক উপযোগী কাজ শিখ্‌ছে, আধুনিক মতে স্টীমারে ক'রে খোলা সমুদ্রের মধ্যে গিয়ে মাছ ধ'র্‌ছে। যখন এদের ডাঙ্গার আশে-পাশে সমুদ্র থেকে মাছ ধ'র্‌তে হ'ত, তখন এরা এক-রকম ছোটো নৌকা ব্যবহার ক'র্‌ত। গ্রীন-লাণ্ডে কাঠ দুর্লভ—অল্প-স্বল্প কাঠ যা সংগ্রহ ক'র্‌তে পার্‌ত তা-থেকে নৌকার কাঠামো বা পাঁজরাটুকু তৈরী ক'রে নিয়ে, চামড়া দিয়ে ঢেকে নৌকো বা ডিঙি বানাত'। এই ডিঙিকে Kayak 'কায়াক্' বলে। একটী ডিঙিতে একজন বা দুজনের বেশী লোক ব'স্‌তে পারে না। চামড়ার ডিঙি, আর ডিঙির আরোহী পুরো চামড়ার পোষাক প'রে—ডিঙির খোলের ভিতর ঢুকে ব'সে, চামড়ার ঢাকনী দিয়ে এমন ক'রে নিজের কোমর পর্য্যন্ত আবৃত ক'রে দেয় যে, ডিঙি আর চড়নদার যেন এক হ'য়ে যায়। চড়নদারের পোষাক এমনি ভাবে তৈরী যে, সে জলে প'ড়ে গেলেও তার গা ঢাকাই থাকে, জল-আটকানো পোষাকে তার গা একটুও ভেজেনা। কায়াকে চ'ড়ে মাছ-মারা শিকারী জলে ভাস্‌ছে; চামড়ার দস্তানায় ঢাকা হাতে তার বৈঠা, আর পাশে আছে লোহার (অভাবে হাড়ের) ছুঁচালো মুখওয়ালা বল্লম—তার সঙ্গে লম্বা চামড়ার দোড়ি লাগানো। দূর থেকে বড়ো মাছ দেখে তার গায়ে বল্লম ছুঁড়ে মার্‌লে, মাছ কাবু হ'য়ে পালাবার চেষ্টা ক'র্‌লে, কায়াক-সমেত ধাওয়া ক'রে মাছ ধ'র্‌লে,

হয়তো দু-চারবার কায়াক-শুদ্ধ কাঁত্‌ হ'য়ে জলের মধ্যে চ'লে গেল, পরে দোড়ি টেনে মাছ ধ'র্‌লে।

গ্রীন-লাণ্ডের লোকদের সংস্কৃতি এইভাবে মাছ-মারা আর ভালুক-শিকারের আধাবের উপরে গ'ড়ে উঠেছিল। এখন এদের নানা কায়দা-করণ, প্রাচীন জীবনের উপযোগী নানা অভ্যাস আর রীতি-নীতি, ক্রমে অপ্রচলিত হ'য়ে প'ড়্‌ছে। সমুদ্রে ডিঙি চালানো, জলের মধ্যে ডিঙি-জোড়া হ'য়ে ডুব-সাঁতার দেওয়া, এ-সমস্ত আর কিছুকাল পরে এদের কর্‌বার দরকারও হবে না, এরা ভুলেও যাবে। সেইজন্য এই অবসরে আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ববিৎ সম্মেলনের প্রতিনিধি আর সভ্যদের এই কায়াক্‌-চালানো দেখ্‌বার সুযোগ দেওয়া হ'ল। দুইজন গ্রীন-লাণ্ডবাসী এস্কিমো এসেছিল—এরা ডেনীয় লড়াইয়ে'-জাহাজের খালাসী। আর এদের সঙ্গে দুজন ডেনীয় খালাসী ছিল। আমরা কাসিনো রেস্তোরাঁর সাম্‌নে সমুদ্রের ধারে বাঁধা পোস্তার উপরে দাঁড়ালুম, সামনেই সমুদ্রের উপরে কায়াক্‌ ক'রে এই চারজন তাদের ডিঙ্গা-চালন-কৌশল দেখাতে লাগ্‌ল। যে রকম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে এরা নৌকা চালাতে-চালাতে হঠাৎ কখনও একেবারে থেমে গেল, হঠাৎ আবার চক্ষের নিমিষে দ্রুত চালানো শুরু ক'রে দিলে, পরস্পরের নৌকায় ধাক্কাধাক্কি হবার আশঙ্কা থেকে চট্‌ ক'রে আপনাদের বাঁচিয়ে' নিলে, আর মাঝে-মাঝে নৌকা সমেত জলে ডুবে প'ড়্‌ল, দুই তিন মিনিট পরে আবার জল থেকে উঠে গা ঝাড়া দিয়ে জোরে দম ফেল্‌তে লাগ্‌ল,—সারা ডিঙ্গি আর এদের গা চামড়ায় ঢাকা, মুখটুকু খালি খোলা, জোরে মাথা নেড়ে মুখের চোখের জল ঝেড়ে ফেল্‌তে লাগ্‌ল, নিঃশ্বাসের সঙ্গে জলকণা বাষ্পের মত ফুৎকার ধ্বনিতে ছিট্‌কে বেরুতে লাগ্‌ল—এ-সমস্ত দেখালে; আর দেখালে, জলের মধ্যে মাছ লক্ষ্য ক'রে বর্শা বা বল্লম ছোঁড়ার কায়দা। সমস্ত জিনিসটা খুবই দেখ্‌বার মত হ'য়েছিল। উত্তর-মেরুর তুষারাবৃত প্রান্তরে আর পাহাড়ে প্রকৃতির ভীষণ-করাল রূপের সামনে, কি ভাবে মানুষ তার জীবন-যাত্রার পথ স্থির ক'রে নিয়েছিল, এই প্রদর্শন থেকে তার কথঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া গেল।

কাসিনো রেস্তোরাঁয় আমাদের মধ্যাহ্ন-ভোজনের ব্যবস্থা হ'য়েছিল—এই রেস্তোরাঁর খুব বড়ো ভোজনালয়ে আমরা খাবার জন্য সমবেত হ'লুম, প্রায় তিন শত জন অভ্যাগত। এস্কিমো দুজন তখন কায়াক্‌-চালানোর পোষাক ছেড়ে সাধারণ পোষাক প'রে এসেছে—গায়ে সাদা উনী সোয়েটর, বেঁটে, মোটা-সোটা খুব শক্ত-সমর্থ চেহারা—চোখগুলি সরু, চোয়ালের হাড় উঁচু, রঙ আধ-ময়লা কিন্তু গাল দুটো টক্‌টকে' লাল, আর মুখে চীনাদের আর বর্মীদের মত সরল হাসি। অনেকে এদের ছবি

নিলে—মেজর বর্ধনও নিলেন। নৃতত্ত্ব-সম্মেলনের পক্ষ থেকে ডেনীয় অধ্যাপক Kaj Birket-Smith কাই ব্যর্কেট্-স্মিথ—ইনি গ্রীন-লাণ্ডে এস্কিমোদের মধ্যে বাস ক'রে এসেছেন, এস্কিমোদের জীবন-যাত্রা নিয়ে মস্ত বড়ো বই লিখেছেন—এই এস্কিমো নাবিকদের ধন্যবাদ দিলেন, এস্কিমো ভাষাতে দুটো কথাও ব'ললেন, আর আমরা সকলে যথা-রীতি আমাদের ধন্যবাদ জ্ঞাপন ক'রলুম—করতালি দিয়ে।

ভোজনের তালিকা এই আন্তর্জাতিক ব্যাপারে ছিল ফরাসী ভাষায়—সাধাসিধে ভোজন, আমাদের দেশে হ'লে অনেক রকম পদ করে বিভীষিকার সৃষ্টি হ'ত। মাছ সিদ্ধ, রোস্ট্ চিকেন্, আলু কড়াইশুঁটি সিদ্ধ, পনীর, বিস্কুট, কাফি, প্রচুর বিয়ার—ব্যস্। এল্সিনর-এর মিউনিসিপ্যালিটি আমাদের খাওয়ালেন। যথা-রীতি তাঁদের তরফ থেকে আমাদের স্বাগত করা হ'ল, আমাদের তরফ থেকে ধন্যবাদ দেওয়া হ'ল। আমাদের টেবিলে আমাদের আশে-পাশে ব'সেছিলেন কতকগুলি সুইডেনের প্রতিনিধি, আর ছিলেন একটী সুন্দরী আমেরিকান তরুণী—চিকাগো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আস্ছেন, অক্স্ফোর্ডেও অধ্যয়ন ক'রেছেন, নৃতত্ত্ব-বিদ্যা আলোচনা ক'র্ছেন। ইনি শীঘ্রই ডচ্-শাসিত দ্বীপময়-ভারতের কোনও জায়গায় গিয়ে, সেখানকার আদিম জাতিদের সব খবর সংগ্রহ ক'রে আন্বেন, সেখানে গিয়ে তাদের মধ্য থেকে তাদের রীতি-নীতি জীবন-যাত্রার পদ্ধতি সব খুঁটিয়ে' দেখে, সে সম্বন্ধে নৃতত্ত্ববিদ্যার দিক্ থেকে আলোচনা ক'র্বেন। মেয়েটী এদিকে যেমন বুদ্ধিমতী আর বিদুষী, তেমনি হাসি ঠাট্টা মস্করাতেও তৈরী—'চৌকস্' যাকে বলে। এর কথাবার্তা, নানা বিষয়ে এর মন্তব্য—বেশ লাগ্ল।

দুটোর সময়ে আমরা এল্সিনর থেকে যাত্রা ক'রলুম। কোপেন্হাগ্ন্-এর দিকে প্রত্যাবর্তন—পথে Frederiksborg Slot বা ফ্রেদেরিক্স্বর্গ প্রাসাদ প'ড়্বে, সেটী দেখে যেতে হবে। আমাদের বাসে সহযাত্রী ছিলেন, চেকো-স্লোভাকিয়ার প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের হিন্দী-ভাষার অধ্যাপক Pertold পের্টোল্ড্ আর তাঁর স্ত্রী, পোল-দেশের Lvov ল্ভোভ বা Lemberg লেম্বের্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটী অধ্যাপক, আমেরিকার New Orleans নিউ অর্লিয়ান্স-এর নৃতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক Cummins ক্যমিন্স্, আর একটী বৃদ্ধ ইংরেজ ফৌজী অফিসার, নৃতত্ত্ববিদ্যাতে তাঁর বেশ অনুরাগ আছে। অধ্যাপক ক্যমিন্স্-এর সঙ্গে আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের সম্বন্ধে, নিগ্রোদের সম্বন্ধে কথা হ'ল। অধ্যাপক পের্টোল্ড্-এর সঙ্গে তো আমাদের বেশ হৃদ্যতা জ'মে গেল—পরে ব্রাসেল্স্-তে সে হৃদ্যতা আরও ঘনীভূত হয়; ইনি আর এঁর স্ত্রী কিছুকাল ভারতবর্ষে কাটিয়ে' এসেছেন। ইংরেজ অফিসারটী সৌজন্যের অবতার—আর বেশ দিলখোলা-ভাবে কথাবার্তা ক'র্ছিলেন।

পোলীয় অধ্যাপকটী জানেন পোলীয় ভাষা, রুষ, জরমান—ফরাসী বেশী বোঝেন না —তাঁর ইচ্ছে যে আমাদের সঙ্গে খুব আলাপ করেন, কিন্তু আমার জরমানের দৌড় তেমন নেই—সুতরাং আমাদের আলাপ নীরবেই হ'ল।

ফ্রেদেরিক্সবর্গ প্রাসাদটী ডেনীয় রাজাদের বাসস্থান ছিল, এখনও পূর্বের মতন সাজানো-গুছানো আছে, কিন্তু সবাই এসে দেখ্তে পারে। হ্রদের মধ্যে অবস্থিত একটী দ্বীপের উপরে প্রাসাদটী। দুটী বড়ো বড়ো আঙিনা। আমরা প্রথম আঙিনায় এক বিরাট্ ফোয়ারা দেখ্লুম—গ্রীক দেবলোকের কতকগুলি মূর্তি এই ফোয়ারার চার পাশে, আর মাঝে গ্রীক-রোমান জলের দেবতা নেপতুন্ (বা পোসেইদোন্) এক উঁচু বেদীর উপর দাঁড়িয়ে'—সবগুলি ব্রঞ্জের মূর্তি। প্রাসাদের মধ্যে, ঘরের পর ঘর বিভিন্ন যুগের আসবাব-পত্র, tapestry বা কাপড়ে-বোনা ছবি, আর অন্য ছবিতে ভরা—ডেনমার্কের অর্বাচীন ইতিহাসের নানা জিনিসে ভরা—পারিসের কাছে Versailles ভেয়ার্সায়ি-র প্রাসাদ যেমন। এই প্রাসাদের সংক্রান্ত একটী ছোটো গির্জা আছে—খুব রঙ্চঙ্ করা এর ছাতের ভিতর দিক্টা। এই গির্জার চার দিকে দোতলায় টানা বারান্দা আছে, এই বারান্দায় একটী ভদ্রলোক অর্গান-যন্ত্র বাজাচ্ছিলেন, আমরা পাশে দাঁড়িয়ে' অর্গান-বাজানোর খুঁটিনাটি দেখ্লুম। ডেনমার্কের দুইটী Order বা অভিজাত-সঙ্ঘ আছে—ডেনমার্কের রাজারা এই দুটীর স্থাপয়িতা; একটীর নাম Order of Daneborg, আর একটীর নাম Order of the White Elephant. ডেনমার্কের আর বিভিন্ন দেশের রাজবংশের লোকেরা এর সদস্য। এই গির্জার দোতলার বারান্দায় অতীতকালের আর বর্তমান সব সদস্যদের রঙীন লাঞ্ছন-চিহ্ন-যুক্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এক হাত প্রমাণের ডিম্বাকার ঢাল (ইংরেজীতে যাকে scutcheon বলে) টাঙানো আছে। ইউরোপের অনেক বড়ো বড়ো বংশের লাঞ্ছন এখানে র'য়েছে। লাঞ্ছনের সঙ্গে সঙ্গে অনেকের একটী ক'রে যে motto অর্থাৎ বচন বা মহাবাক্য থাকে, তাও দেওয়া হ'য়েছে—আর কোন্ তারিখে এঁরা সঙ্ঘের সদস্য হ'য়েছেন, সে তারিখও দেওয়া আছে। ঘুরে ঘুরে এই বারান্দার দুই-চারটে লাঞ্ছন দেখ্তে দেখ্তে হঠাৎ নজরে প'ড়ল, থাইভূমি বা শ্যামদেশের তিনজন রাজবংশীয়ের নামের লাঞ্ছন—রাজকুমার দামরঙ্গ রাজানুভাব, Damrong Princeps (=Prince) in Siam ব'লে লেখা, ১৩ই জুলাই ১৯৩০-এ ইনি সদস্য হন; রাজকুমার পুরচ্ছত্র, (ইনি ভারতবর্ষে কিছু-কাল হ'ল এসেছিলেন), আর রাজকুমার বোরিবাৎ (? ভূরিবাস), ঐ বছরের ৪ঠা জুন সদস্য-পদ পান। এঁদের শ্যামদেশীয় লাঞ্ছন যথাযথ এঁকে দেওয়া হ'য়েছে, বুদ্ধমূর্তি, দেবতামূর্তি, নাগ প্রভৃতি; আর বচন বা সঙ্কল্প দেওয়া আছে—রাজকুমার দাম-

রঙ্গের পালিভাষায় রোমান অক্ষরে—Mānopubbangama Dhām 'মনোপুব্‌বঙ্গমা ধম্মা'—ধর্মপদের প্রথম শ্লোকের প্রথম পাদ—'সমস্ত ধর্ম বা চিন্তার গোড়ায় হ'চ্ছে মন'; রাজকুমার পুষ্বচ্ছত্রের আর অন্য রাজকুমারটীর বচন হ'চ্ছে ইংরিজিতে—যথাক্রমে I do what I say, I say what I do, আর Mercy is the characteristic of a Great Man। পালিতে বচনটী দেখে মনটা একটু বেশী খুশী হ'য়েছিল।

এইভাবে সমস্ত রাজপ্রাসাদটী একবার পর্য্যবেক্ষণ করা গেল। বাইরে এলুম—তখন ফোয়ারাটী খুলে দেওয়া হ'য়েছে, কাছে দাঁড়িয়ে' ঠাণ্ডা জল শীকর এই গরমের দিনে বেশ লাগল। আমাদের তখন বৈকালী জলযোগের জন্য একটী ঘাসে-ঢাকা মাঠে নিয়ে এল। এখানে Carlsberg Brewery—যার কথা পূর্বে ব'লেছি—তার দেওয়া বিয়ার, লেমনেড, চা, কেক্ প্রভৃতির অঢেল ব্যবস্থা ছিল। রীতি-মত উদ্যান-সম্মিলন। প্রতিনিধিরা আপসে গল্প আর আলাপ ক'রতে-ক'রতে এ-সবের সদ্ব্যবহার ক'রলেন। তার পরে সওয়া-পাঁচটায় আমরা বাসে ক'রে যাত্রা ক'রে, সাড়ে-ছটায় কোপেন্‌হাগ্‌নে ফিরে এলুম।

পাঁচই আগষ্ট আমাদের সম্মেলনের সমস্ত প্রতিনিধিদের সমবেত-সভা ছিল। এখানে একটী অপ্রিয় প্রসঙ্গ উঠ্‌ল—কোন্ একটা ছোটো রাষ্ট্রের প্রতিনিধি, এখানকার এক খবরের-কাগজের প্রতিনিধির কাছে নাকি জানিয়েছেন যে, অতিথিদের খাওয়া-দাওয়া আর যত্ন-আরতির আশানুরূপ ভালো ব্যবস্থা দুই-একটী প্রীতি-সম্মেলনে হয় নি। খবরের-কাগজওয়ালারা কথাটী বার ক'রে দেয়। তাই নিয়ে সমবেত প্রতিনিধিদের কাছ থেকে এরূপ অনুচিত আর অন্যায় উক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়—একজন ডচ প্রতিনিধি, প্রবীণ আর নামী নৃতত্ত্ববিৎ অধ্যাপক, ইংরিজিতে এই প্রতিবাদ প্রথম ক'র্‌লেন। তার পরে আমেরিকান, ইংরেজ, ফরাসী, জরমান, তুর্কী, ইতালীয়, কাতালান প্রতিনিধিদের তরফ থেকে এই প্রতিবাদে যোগ দেওয়া হ'ল, ভারতের প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে আমি এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সুব্যবস্থার জন্য আর আতিথ্য-পরায়ণতার জন্য ডেনমার্কের লোকেদের আর ডেনীয় সরকারকে ধন্যবাদ জানালুম। সভার অন্য কাজের মধ্যে, ভারতের অন্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ ক'রে, যাতে ভারতবর্ষে একটী সরকারী Anthro-pological Survey of India অর্থাৎ 'ভারতীয় নৃতত্ত্বানুসন্ধান বিভাগ' গঠিত হ'য়ে কার্য্য ক'রতে আরম্ভ করে, সে বিষয়ে ভারত-সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে প্রস্তাব ক'রলুম—কার্য্যকরী সমিতি থেকে এ-বিষয়ে যথা-কর্তব্য করা হবে স্থির হ'ল।

ঐ দিন কোপেন্‌হাগ্‌ন্-এর Burgomaster বা Lord Mayor, অর্থাৎ প্রধান

নাগরিক, প্রতিনিধিদের Raadhus বা Town Hall অর্থাৎ পৌরসভাগৃহে আহ্বান করেন। প্রচুর আয়োজন ছিল, বৈকালী চায়ের। একটী সাংবাদিক মহিলা আমার সঙ্গে আলাপ ক'র্লেন—দুই-একজন ডেনীয় বন্ধু আমার সম্বন্ধে খুব তারিফ ক'রে এঁর কাছে বলেন—আমার শিক্ষা-দীক্ষা কোথায়, আমি কি কাজ ক'রেছি আর ক'রছি, "কিবা নাম, কিবা ধাম, কিবা পরিচয়"—সব জেনে নিলেন। তার পরের দিন তাঁদের কাগজে এক প্রবন্ধ বেরোয় আমার সম্বন্ধে, আমার ছবি, শুদ্ধ—"কোপেন্-হাগ্ন্-এ একজন ভারতীয় পণ্ডিত" এই নাম দিয়ে। এই প্রবন্ধ পরে আবার নরউইজীয় ভাষায় অনূদিত হ'য়ে নরওয়ের রাজধানী Oslo অস্লো-তে প্রকাশিত হয়—কারণ প্রবন্ধে আমি ২।১ দিনের মধ্যে অস্লো যাচ্ছি ব'লে উল্লেখ ছিল।

ঐদিন রাত্রে গ্রীন-লাণ্ডের এস্কিমোদের জীবন-যাত্রা সম্বন্ধে আমাদের এক চমৎকার ফিল্ম্ দেখানো হ'ল।

৬ই আগষ্ট শনিবার—আজ কোপেন্হাগ্ন্ ত্যাগ ক'রে নরওয়ের রাজধানী অস্লো যাত্রা হ'ল। সুইডেনের উপ্সালা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক Norden-streng ন'র্ডন্স্ট্রেঙ্ আমাদের স্থানীয় সরকারী গ্রন্থাগারে নিয়ে গিয়ে সেখানে এক-খানা বই আমাদের দেখালেন—Achton Friis আখ্টন ফ্রীস ব'লে এক ডেনীয় লেখকের লেখা ডেনমার্কের অধিবাসীদের সম্বন্ধে তিন খণ্ডে প্রকাশিত এক বিরাট্ বই—তার তৃতীয় খণ্ডে ডেনমার্কের ঈশাণ-কোণে Kattegat কাটেগাট-প্রণালীতে Anholt আন্হল্ট্ ব'লে একটি ছোটো দ্বীপের বর্ণনা আছে, তার মধ্যে ঐ দ্বীপের অধিবাসীরা চেহারায় মোটেই ডেনীয় নয়, একেবারে ভারতীয়, পাঞ্জাবীদের মতন দেখ্তে, এই খবরটী আছে। ঐ বই থেকে তিনি আমাদের আন্হল্ট্-এর মেয়ে আর পুরুষের ছবি দেখালেন—চেহারায় তারা যে আমাদের দেশের মত, তা স্বীকার ক'র্তেই হয়। Nordic নর্ডিক-জাতীয় নীল-চোখ, সোনালী-চুল ডেনদের মধ্যে, একটী ছোটো দ্বীপে এই কালো-চুল কালো-চোখ লোকেরা কোথা থেকে এল', এটা একটা রহস্যাবৃত ব্যাপার॥

[১২]

কোপেনহাগন্—অস্লো

৬—৯ আগষ্ট

৬ই আগষ্ট ১৯৩৮—শনিবার—আজ সন্ধ্যায় কোপেন্হাগন্ থেকে নরওয়ের রাজধানী অস্লো যাবার জন্য আমরা যাত্রা ক'র্লুম। কোপেন্হাগন্-এ সাগরতীরে পর পর কতকগুলি জাহাজ-ঘাটা আছে, আমরা Larsons Plaads বা লার্সন-চত্বর নামে জাহাজ-ঘাটায় এলুম। ডেনীয় জাহাজ, দেড় দুই হাজার টনের, নাম Kronprins Olav। টানা টিকিট নিয়েছিলুম কোপেনহাগন্-অসলো স্টীমারে, তৃতীয় শ্রেণী, ঘুমোবার জন্য ক্যাবিনে বার্থ দেবে, তার আলাদা ভাড়া নিলে; অস্লো-স্টক্হোল্ম্ রেলে, তৃতীয় শ্রেণী; স্টক্হোল্ম্ থেকে টুর্কু বা অবো—ফিন-দেশের বন্দর—স্টীমারে দ্বিতীয় শ্রেণী; আর টুর্কু-হেল্সিঙকি ট্রেনে, তৃতীয় শ্রেণী; এইভাবে টানা কোপেন্হাগন-হেল্সিঙকি যাওয়ার খরচ নিলে ১০২ ক্রাউন—ইংরিজি প্রায় পাঁচ পাউণ্ড। সন্ধ্যা সাড়ে-ছটায় জাহাজ ছাড়্বে—আমরা যথাকালে হাজির হ'লুম। যাত্রীরা এসে পৌঁছোচ্ছে। জাহাজ-ঘাটের রাস্তায় ঠেলা গাড়ী ক'রে ফল বিক্রী ক'র্তে এল' দু'জন লোক—কমলানেবু, আপেল, স্ট্রবেরি; যাত্রীরা দেখ্লুম খুব কিন্লে। আমাদের মাল-পত্র উপরে একটা গুদাম ঘরে জমা ক'রে দিয়ে, নীচের ডেকে শোবার ক্যাবিন দেখে নিয়ে সব ঠিক ক'রে এলুম—চার বিছানাওয়ালা ছোটো ক্যাবিন, পুরু পুরু নরম দুই কম্বল প্রত্যেক বিছানায়; রাত্রে তার দরকার হ'য়েছিল, যদিও সময়টা পুরো গ্রীষ্মকাল। স্টীমার ছাড়্ল। যাত্রীরা পরে বুঝ্লুম বেশীর ভাগই ছিল নরউইজীয়। খানিকটা পথ কোপেন্হাগন্ শহরকে বাঁয়ে রেখে চ'ল্লুম। কোপেন্হাগনে সমুদ্রের তীরে যে মৎস্য-কন্যার ব্রঞ্জের মূর্তি আছে, জাহাজ থেকে সেটী বেশ দেখা গেল। উপরের ডেক দাঁড়িয়ে', ব'সে, আমরা ডেনমার্কের জমীর দিকে শেষ তাকান তাকাচ্ছিলুম। সাতটায় নীচে গিয়ে নৈশ আহার সেরে আসা গেল—সাদাসিধে খাওয়া, দাম কিন্তু নিলে বেশী। চমৎকার সন্ধ্যা, সাগরের রঙ পাংশুবর্ণ—খুব সুন্দর লাগ্ছিল, উপরের ডেক থেকে। উত্তরাপথের জর্মানিক জাতির প্রাচীন সাহিত্য আর প্রাচীন ইতিহাসের কথা মনে আস্তে লাগল—প্রাচীন নরউইজীয় ভাষায় রচিত আমাদের ঋগ্বেদকে স্মরণ করিয়ে' দেয় এমন Edda এড্ডা গ্রন্থের নানা উপাখ্যান, আর প্রাচীন ইংরিজির Beowulf বেওবুল্ফ্ প্রভৃতি মহাকাব্যের কথা; পুরাতন

জরমানিক জগতের কত না স্মৃতি এই অঞ্চলের সঙ্গে জড়িয়ে' আছে! দেহ-সৌন্দর্যে সুন্দর, দেহ-শক্তিতে পরাক্রান্ত, মানসিক সদ্গুণে উন্নত, পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জাতি Nordic বা উত্তর-দেশীয় জাতির লীলাভূমি, তাদের আদি বাসভূমি এই অঞ্চল—বিশেষ ক'রে ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন।

রাত্রি আটটাতেও বেশ আলো ছিল। আঁধার ঘনিয়ে', আস্তে-আস্তে একটু শীত-শীত ক'রতে লাগ্‌ল—নীচে এসে কাপড় ছেড়ে বিছানায় উঠে কম্বল মুড়ি দিলুম। বন্ধুবর মেজর বর্ধন আগেই এসে তাঁর বিছানা দখল ক'রেছিলেন। আর দু'টী বিছানায় কারা ছিল তখন জান্‌তে পারি নি, কখন তারা আসে তারও খবর ছিল না; পরের দিন সকালে তাদের দেখ্‌লুম, দু'জনই যুবক; নরউইজীয়, একজন একটু-একটু ইংরিজি জানে, একবার আমেরিকা ঘুরে এসেছিল, আর একজন ইংরিজি বা আমার জানা আর কোনও ভাষা জানে না। দু'জনই দেখ্‌লুম—মোটেই মিশুক-প্রকৃতির মানুষ নয়, একটু লাজুক ভাবের—উত্তরাপথের লোকেদের মধ্যে যে আত্মকেন্দ্রীয় থাক্‌বার দিকে একটা ঝোঁক থাকে, এটা যেন তার জন্য হ'য়েছে মনে হ'ল।

সারা রাত সোজা উত্তর মুখে গিয়ে, সকালে আমরা Oslofjord অস্‌লো-ফিওর্ড অর্থাৎ অস্‌লোর সাগর-মুখের ভিতরে প্রবেশ ক'রলুম। নরওয়ের ভৌগোলিক সমাবেশে এই Fjord-গুলি লক্ষণীয় ব্যাপার। আঁকা-বাঁকা, কাঁকুই বা চিরুনীর দাঁতের মত যে নরওয়ের উপকূল, বিশেষতঃ পশ্চিমে, সমুদ্রের বাহু সরু খদের মত পর্বতময় উপকূলের ভিতরে প্রবেশ ক'রেছে। এই Fjord-এর কথা ভূগোলে প'ড়েছিলুম, এর ছবি দেখেছিলুম—এবার একটী ফিওর্ড চাক্ষুষ করা গেল।

সকাল আটটায় Oslofjord-এর মধ্যে Horten ব'লে একটী ছোটো শহরের গায়ে আমাদের জাহাজ লাগ্‌ল। শুনলুম, এই শহরটী হ'চ্ছে নরউইজীয় নাওয়ারা বা নৌবাটক অর্থাৎ নৌ-সেনার কেন্দ্র। ছোটো জায়গা, তেমন লক্ষণীয় কিছু মনে হ'ল না। কিন্তু অনেক যাত্রী এই স্থানেই নেমে গেল। তারপরে আমরা দ্বীপসঙ্কুল এই সাগরবাহুর মধ্য দিয়ে Oslo অস্‌লোতে গিয়ে পৌঁছোলুম, বেলা সাড়ে-দশটায়। মাঝে দুই-একটা ছোটো দ্বীপে, সাগরের পাড়ে, পাহাড়ের ধারে আর বেলাভূমিতে, কোথাও দশ-বিশ জন কোথাও পঞ্চাশ-ষাট জন ক'রে মেয়ে-পুরুষ র'য়েছে, স্নানের পোষাক প'রে। ক্ষুদে' ক্ষুদে' দ্বীপ কতকগুলি চোখে প'ড়্‌ল, দুই-চারটী ক'রে বাড়ী সেগুলিতে—ধনী লোকেদের গ্রীষ্মাবাস হবে। দুধারে ডাঙায়, দ্বীপে আর নরওয়ের ভূমিতে, পাহাড়—পাহাড়ের উপরে ঘন সবুজ আর

গাল Pine বা সরল গাছের বন। এ দেশে প্রকৃতি সুন্দর, মানুষও সুন্দর, সুঠাম। আকাশের আলো, জলের, পাহাড়ের আর গাছের রঙ, মানুষের গায়ের রঙ আর কাপড়ের রঙ, সবে মিলে অতি মনোহর এক চিত্রের সৃষ্টি ক'রেছিল।

নরওয়ে আর সুইডেনের সঙ্গে শিক্ষিত বাঙ্গালী, সাহিত্য-রসিক বাঙালী একটা যোগ অনুভব ক'রে থাকেন। প্রাচীন ইংরেজী আর জরমানিক ভাষাতত্ত্বের আর সংস্কৃতির আলোচনাকারী অল্প-সংখ্যক বাঙালী প্রাচীন নরওয়ের Edda এড্ডার আর Saga সাগার—আমাদের বেদ আর ইতিহাস-কথার স্থানীয় বইয়ের—খবর রাখেন। আধুনিক সাহিত্য-রসিক বাঙালী সকলেই Ibsen ইব্‌সেন, Bjornsen বিওর্‌ন্‌সেন আর Knut Hamsun কুট হাম্‌সুন-এর লেখার সঙ্গে পরিচিত। নরওয়ের আর সুইডেনের দিয়াশলাই আমরা এক সময়ে খুব ব্যবহার ক'রতুম, এখনও এদেশে তার আমদানী হয়। নোবেল পারিতোষিক, Selma Lagerlof সেল্‌মা লায়েরলফ, Fridtjof Nansen ফ্রিট্‌য়োফ্‌ নান্‌সেন্‌, Sven Hedin স্বেন্‌ হেডিন্‌—এই নামগুলি সর্বত্র সুপরিচিত। সংস্কৃতজ্ঞ, ভারতবিদ্যাবিৎ অধ্যাপক Sten Konow স্টেন্‌ কনো-র নামও ভারতে সুপরিচিত। নরওয়ে থেকে খ্রীষ্টান মিশনারিরা এসে এদেশে সাঁওতালদের মধ্যে কাজ ক'রছেন, এঁদের মধ্যে Skrefsrud স্ক্রেফ্‌স্রুড সাঁওতালি ভাষার বড় ব্যাকরণ লেখেন, সাঁওতালদের প্রাচীন পুরাণ-কথা সংগ্রহ ক'রে প্রকাশিত করেন, আর তাঁর পরে P. O. Bodding বডিঙ সাঁওতালদের ভাষা, তাদের কথা-সাহিত্য আর সংস্কৃতি নিয়ে অনেক বই লিখেছেন, বিরাট্‌ এক সাঁওতালী ভাষার অভিধান সংকলন ক'রেছেন, সাঁওতালী কথা ও কাহিনী মূল সাঁওতালী ভাষায় রোমান অক্ষরে ইংরিজি-তরজমা-সমেত বা'র ক'রেছেন, অস্‌লো থেকে,—চমৎকার ছাপা সংস্করণে এই-সব বই বেরিয়েছে।

নরওয়ের লোক সংখ্যা ৩০ লাখেরও কম। দেশের বিস্তার ধ'রলে, লোক-সংখ্যা খুবই কম ব'লতে হয়। দেশের বেশীর ভাগ হচ্ছে পাহাড়, আর বন; মানুষের চাষ-বাস ক'রে থাকার উপযোগী জায়গা খুব কম। সমুদ্র থেকে মাছ ধরা, সেই মাছ আর মাছের তেল দেশ-বিদেশে রপ্তানি ক'রে বিক্রী করা, এদেশের জীবন-যাত্রা নির্বাহের একটা প্রধান উপায়। এখন এরা কতকগুলি জিনিস তৈরী ক'রছে—বন থেকে গাছ কেটে কাগজ তৈরী করা, কাঠ চিরে রপ্তানি করা, সমুদ্রের মাছ টিনে ভ'রে রপ্তানি করা। দেশে পাহাড়ে' ঝরনা আছে অনেক, এই ঝরনাগুলি থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি আদায় ক'রে কয়লার অভাব মিটিয়েছে।

রাজধানী Oslo অস্‌লো শহরের লোক সংখ্যা আড়াই লাখের কিছু উপর,

খুব বড়ো শহর নয়। খ্রীষ্টীয় এগারোর শতকে রাজা Harald Haardraade হারাল্ড্ হার্ডরাডে 'অসলো' ব'লে একটী ছোটো শহরের পত্তন করেন, তারই পাশে ১৬২৪ সালে রাজা চতুর্থ ক্রিস্টিয়ান তাঁর রাজধানী স্থাপিত করেন, শহর আগের চেয়ে ফালাও হয়, শহরের নাম হয় Kristiana বা Christiana ক্রিস্টিয়ানা। কিন্তু এই নাম হালে নরওয়ের লোকেদের আর পছন্দ না হওয়ায়, তারা এর পুরাতন নামটীকেই আবার বহাল ক'রেছে। Oslo মানে 'দেব-ক্ষেত্র', বা 'দেবতাদের মাঠ' (Os মানে 'দেবতা', সংস্কৃতের 'অসু' শব্দের সঙ্গে এর যোগ আছে, আর lo শব্দের অর্থ 'ক্ষেত্র', ইংরিজির lea)। প্রাচীন অখ্রীষ্টান যুগের একটু হাওয়া এই নামের মধ্য দিয়ে ব'য়ে আস্ছে—তাই আজকাল এই নামের লোক-প্রিয়তা।

অস্লো-তে অধ্যাপক স্টেন কনোর বাড়ী—এঁর কথা ডেনমার্কের প্রসঙ্গে ব'লেছি। অধ্যাপক স্টেন কনোর জামাই Georg Morgenstierne গেওর্গ মর্গেন্স্ত্যেরনে অস্লোর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় আর ঈরানীয় ভাষা—সংস্কৃত, অবেস্তা প্রভৃতি—পড়ান। এঁর সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হ'য়েছিল পারিসে ১৯২২ সালে, তারপরে উত্তর-পশ্চিম ভারতের দরদ আর ঈরানী ভাষাগুলির আলোচনা ক'রতে যখন ইনি আফগানিস্থানে আসেন—আফগানিস্থানে যাবার পথে ক'লকাতায় আসেন, তখন আরও পরিচয় হয়। এঁকে শান্তিনিকেতনে নিয়ে যাই—সস্ত্রীক তখন ইনি আসেন। তার পর থেকে এঁর সঙ্গে আমার পত্র-ব্যবহার আছে। অতি অমায়িক, পরোপকারী ব্যক্তি ইনি। আমি এবার নরওয়ে যাবো ঠিক ক'রে এঁকে চিঠি লিখি যে, যদি আমি অস্লোয় হাজির হই, তা হ'লে আমার সঙ্গে ভারতীয় শিল্প-বিষয়ে স্লাইড আছে, তাই অবলম্বন ক'রে সচিত্র বক্তৃতা দিতে পারি, বিশ্ববিদ্যালয়ে আর অন্যত্র। কিন্তু গ্রীষ্মের ছুটী ব'লে তখন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ, আর শহরের শিক্ষিত লোকেদের প্রায় সকলে শহর ছেড়ে পল্লীগ্রাম অঞ্চলে চ'লে যাবে, সুতরাং শীতকালের আগে কোনও বিষয়ে বক্তৃতা-সভা জ'মবে না—লোক হবে না, অধ্যাপক মর্গেন-স্ত্যেরনে আমায় এ কথা জানান। যা হোক, অসলো যাচ্ছি জানিয়ে' আমি অধ্যাপককে আবার চিঠি লিখি, আর অধ্যাপক স্টেন কনো একটী হোটেলের ঠিকানা দেন, সেখানেও আমাদের জন্য ঘর ঠিক ক'রে রাখ্বার জন্য অনুরোধ করি। অধ্যাপক মর্গেনস্ত্যেরনে জাহাজ-ঘাটে আমাদের নিতে এসেছিলেন। ট্যাক্সি ঠিক ক'রে আমাদের যথাস্থানে পৌঁছে' দিলেন, আমরা আমাদের জন্য নির্দিষ্ট ঘরে গিয়ে মুখ হাত ধুয়ে ঠিক হ'য়ে নিলুম, তারপরে অধ্যাপকের সঙ্গে শহরের দুই-একটা দ্রষ্টব্য স্থান দেখ্তে বা'র হ'লুম।

শহরের কেন্দ্র স্থানে, জাতীয় নাট্যশালা, বিশ্ববিদ্যালয় আর দুটী মিউজিয়ম দেখ্‌লুম। প্রথম দুটী প্রতিষ্ঠানের বাড়ী খালি বাইরে থেকেই দেখা হ'ল। ঐতিহাসিক, জাতীয় সংস্কৃতি বিষয়ক, আর নৃতত্ত্ব বিষয়ক সংগ্রহগুলি একটী বাড়ীতে রক্ষিত হ'য়ে আছে—Historisk og Ethnografisk Museum। ঐতিহাসিক সংগ্রহের মধ্যে সব চেয়ে বিশিষ্ট হ'চ্ছে প্রাচীন নরউইজীয় সভ্যতার নিদর্শন-স্বরূপ কতকগুলি জিনিস—কাঠের আর ব্রঞ্জ প্রভৃতি ধাতুতে তৈরী। প্রাচীন Viking ভীকিঙ্‌ যুগের, অর্থাৎ এখন থেকে হাজার বছর পূর্বেকার, যখন নরউইজীয় যোদ্ধারা জাহাজে ক'রে নানাদেশে যেত'—সেখান থেকে লুটপাট ক'রে জিনিস-পত্র টাকাকড়ি নিয়ে আসবার জন্য—সেই সময়কার সভ্যতার পরিচায়ক কতকগুলি কাঠের কাজ মাটীর নীচে থেকে পাওয়া গিয়েছে—বড়ো নৌকা বা জাহাজ, খোদাই করা কাঠের চার-চাকার গাড়ী, নানান রকম কাঠে খোদাই আসবাব। কতকগুলি কাঠের জিনিস প'চে গিয়ে এমনই ভঙ্গুর হ'য়ে গিয়েছে যে, সেগুলিকে রক্ষা করবার জন্য অ্যাসিডে ডুবিয়ে' রাখ্‌তে হ'য়েছে। প্রাচীন নরউইজীয় শিল্পে অদ্ভুত নক্‌শার কাঠ-খোদাই একটী বিশিষ্ট জিনিস—নক্‌শার মূল রূপ বা আদলটী হ'চ্ছে, যেন কতকগুলি সাপ জড়াজড়ি ক'রে র'য়েছে। এই ধাঁজের নক্‌শা নরউইজীয় জা'তের নিজস্ব নয়—এটী এরা প্রাচীন আইরিশ জা'তের কাছ থেকে নিয়েছিল ব'লে মনে হয়, আর আইরিশ জাতি এই ধরণের অলঙ্করণ পায় তাদের পূর্ব-পুরুষ প্রাচীন কেল্ট জাতির কাছ থেকে, এবং কেল্টরা বোধ হয় এই অলঙ্করণ মধ্য- আর উত্তর-এশিয়ার যাযাবর জাতিদের কাছ থেকে নেয়। এই মিউজিয়মে অন্য দেশের নৃতত্ত্বের উপযোগী নিদর্শন খুব নেই—তবে পেরুর চিত্রিত মাটীর ভাঁড়, আর আফ্রিকার জিনিসের সংগ্রহ, ভালই লাগ্‌ল। দ্বিতীয়মিউজিয়মটী আমরা একবার ঘুরে এলুম—National Gallery বা জাতীয় চিত্র-ভাস্কর্য্য-শালা। স্বদেশীয় আর বিদেশীয় শিল্পীদের রূপ-সৃষ্টির নিদর্শন এখানে সংগৃহীত আছে। কতকগুলি আধুনিক নরউইজীয় চিত্রকর আর ভাস্করের কৃতি ছবি আর মূর্তি দেখ্‌লুম। দু-চারজন লোকের কাজ ছাড়া, আর কারও কাজ তেমন ভালো লাগ্‌ল না।

হোটেলে ফিরে এসে আহার সেরে বিশ্রাম করা গেল খানিকক্ষণ। হোটেল-টীতে মনে হ'ল অনেকগুলি প্রাচীনা বাস করেন—এটীর নাম কিন্তু Student-hjemmet অর্থাৎ Student's Home বা 'ছাত্রাবাস', কিন্তু বয়ঃস্থ লোকই বেশী। একটু pension 'পাঁজিওঁ' বা মেস অথবা বাসাবাড়ীর মত। খাওয়া-দাওয়া নরউইজীয় পদ্ধতিতে— ডেনিশ পদ্ধতিরই মতন, টেবিলে সেই রকমারি খাদ্য, রুটীর ফালি দিয়ে স্যাণ্ডউইচ ক'রে খাও। আর সব ব্যবস্থা ভালো। এই

হোটেলে একটী বাঙালী মহিলা বাস ক'রছিলেন, হোটেলের সামনে একটু বাগান আছে সেখানে একদিন তাঁকে সাড়ী প'রে ব'সে থাকতে দেখ্লুম, এঁর নাম শ্রীযুক্তা লাবণ্যলতা মজুমদার-জায়া ; ইনি পাঞ্জাবে থাকেন—চিকিৎসার জন্য অস্লো এসেছেন।

অস্লোর অন্যতম প্রধান দ্রষ্টব্য হ'চ্ছে এদের Open Air Folk Museum —জাতীয় সভ্যতার পরিচায়ক বস্তুর সংগ্রহ, আর জাতীয় বাস্তুবিদ্যার নিদর্শন-স্বরূপ প্রাচীন বাড়ীঘরের সংগ্রহ। ডেনমার্কের Lyngby লিঙ্‌বির খোলা-আকাশের-তলায় মিউজিয়মের মত। প্রাচীনকাল থেকে মধ্য-যুগের ভিতর দিয়ে হালের সময় পর্য্যন্ত, কাঠে তৈরী অনেকগুলি পুরাতন বাড়ী তুলে এনে, চমৎকার একটী খোলা বাগানের মধ্যে নোতুন ক'রে তৈরী ক'রে সব বসিয়েছে। অস্লো-শহরের সাম্নে, দক্ষিণে, Bygdjo ব্যিগ্‌ড্যো ব'লে একটী স্থানে এই মিউজিয়ম স্থাপিত। আমরা অস্লো থেকে পারানী স্টীমারে ক'রে Bygdjo ব্যিগ্‌ড্যোতে গেলুম। টিকিট কিনে মিউজিয়মে ঢুক্‌তে হয়। একটী স্ত্রীলোক, পরনে তার নরওয়ের কোন্ পল্লী-অঞ্চলের রঙচঙে' সেকেলে পোষাক—একটা স্টল বা দোকান খুলে, সেখানে ছবিওয়ালা পোস্টকার্ড, নরওয়ের হাতের তৈরী টুকিটাকি জিনিস যা যাত্রীরা কিনে নিয়ে যাবে, আর প্রবেশের টিকিট—এই-সব বিক্রী ক'রছে। ইংরিজি অল্প-অল্প ব'ল্‌তে পারে। আমাদের ব'ল্‌লে, আজ সন্ধ্যার সময়ে এক নাটকের অভিনয় আছে, তাতে নরওয়ের খাঁটি পল্লী-ভাষাতে পাত্র-পাত্রীরা কথা কইবে—নরওয়ের কে একজন বিখ্যাত নাট্যকার, যাঁর গ্রাম্য জীবন আর গ্রাম্য ভাষার সঙ্গে বেশ পরিচয় আছে, তিনি এই নাটক লিখেছেন। এখন, ডেনীয়, নরউইজীয়, সুইডিশ আর আইস্‌লাণ্ডের ভাষা, এই চারটী ভাষা খুব কাছাকাছি—চারটের একটা জানা থাক্‌লে আর তুটো বুঝ্‌তে কষ্ট হয় না। হাজার বছর আগে এই তিন ভাষা একই ছিল, তাকে Old Norse 'প্রাচীন নর্স' বলা হয়। আইস্‌লাণ্ডের ভাষা প্রাচীন নর্সের রূপ অনেকটা বজায় রেখেছে। সুইডেনের ভাষা স্বতন্ত্র-ভাবে তার ইতিহাস আরম্ভ ক'রে দিলে ; কিন্তু বহুকাল ধ'রে, ডেনমার্ক আর নরওয়েতে একই সাহিত্যের ভাষা চ'লে এসেছে—ইব্‌সেন, বিওর্‌ন্‌সেন প্রমুখ নরওয়ের লেখকেরা যে ভাষায় লিখেছেন, সেটী ডেনীয় ভাষা থেকে অভিন্ন। এইজন্য ডেনমার্ক আর নরওয়ের সাধারণ সাহিত্যের ভাষাকে মিলিত-ভাবে Dansk-Norsk বা Dano-Norwegian ভাষা ব'লে, এক নামেই অভিহিত করা হয়। বিগত শতকে নরওয়ে আর ডেনমার্ক, আগে এই তুই দেশ এক রাজার অধীনেই ছিল, পৃথক্ হ'য়ে তুটী

স্বাধীন দেশ হল। তখন নরওয়ের লোকেদের কারো কারো মনে হ'ল, ভাষা-বিষয়েও নরওয়ের স্বাতন্ত্র্য হওয়া চাই। ডেনীয়-নরউইজীয় সাহিত্যের ভাষাকে বর্জন ক'রে, তখন তাঁরা নরওয়ের চাষাদের মুখের কথার আধারে গঠিত একটা নূতন সাহিত্যের ভাষা গ'ড়ে তুলতে বদ্ধ-পরিকর হ'লেন। নরওয়ের জাতীয়তা-বাদী পণ্ডিতেরাও এ কাজে লেগে গেলেন। এঁদের চেষ্টার ফলে, নরওয়েতে নোতুন একটা দেশ-ভাষা স্থাপিত হ'ল, যার নাম দেওয়া হ'ল Bondemaal 'বণ্ডে-মল', অর্থাৎ 'কিসান-ভাষা'। অনেকেই এখন নরওয়েতে এই ভাষায় লিখ্‌ছেন—কিন্তু পূর্বেকার সাধুভাষা বা সাহিত্যের ভাষা Dansk-Norsk এখনও সম্পূর্ণ-রূপে বর্জিত হয় নি, এভাষা এখনও জীবিত। ভাষা-বিষয়ে নরওয়ের অবস্থা কতকটা বাঙলা দেশের মত—সাহিত্যে পাশাপাশি আমাদের 'সাধুভাষা' আর 'চলিত-ভাষা'-র মত দুইটা শৈলী চ'ল্‌ছে।

যে স্ত্রীলোকটী টিকিট ছবিটবির স্টলে ছিল, তাকে এই 'বণ্ডে-মল' সম্বন্ধে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'র্‌লুম। সুদূর ভারত থেকে আস্‌ছে একটা কালো মানুষ—সেও এই বিষয়ে খবর রাখে দেখে, সে ভারী খুশী হ'ল—আর আমার বিপদ্, সে ঠাওরালে যে আমি নরওয়ের পল্লী-ভাষা সম্বন্ধে ওয়াকিফ-হাল। উৎসাহ ক'রে সে আমায় তার নিজের জেলার ভাষায় নিজের লেখা কতকগুলি শ্লোক শুনিয়ে' দিলে। কাগজে লিখে দিলে হয়তো তার দু আনা কি চার আনা ধ'রতে পার্‌তুম, কিন্তু তার উচ্চারণে ভাষা বোঝা অসম্ভব—আমার নরউইজীয় প্রভৃতি উত্তরাপথের ভাষার দৌড় মোটেই নেই।

গাম্য-জীবন বা প্রাচীন-জীবনের ঘর-গৃহস্থালীর জিনিস দিয়ে সাজানো বড়ো একটী সংগ্রহশালা। মধ্য-যুগ থেকে আরম্ভ ক'রে এখন পর্য্যন্ত বিভিন্ন যুগের গৃহস্থালীর কাজে ব্যবহৃত জিনিস, আর আসবাব-পত্র সমেত ঘর, বিভিন্ন যুগে যেমন ভাবের হ'ত, ঠিক তেমনটী সাজিয়ে' রাখা হ'য়েছে। পর পর এমনি কত ঘর। একটা জিনিস লক্ষ্য ক'রে বড়ো আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে গেলুম—এদের ঘরের অন্য অন্য জিনিসের মধ্যে প্রাচীন বিছানা—খাট-পালঙ্ক—সাজানো আছে। কিন্তু এই বিছানার আকার এত ছোটো, যে তাতে একটা মানুষ আরাম ক'রে খাটনমালা হ'য়ে ব'সতেই পারে না—হাত পা ছড়িয়ে' লম্বা হ'য়ে শোয়া এ বিছানায় অসম্ভব। নরওয়ের অধিবাসীরা এখন ইউরোপের আর সব জা'তের চেয়ে বেশী ঢাঙা—আগেকার কালে তারা এখনকার চেয়ে আরও বেশী ঢাঙা ছিল এইটাই অনুমান হয়, কিন্তু খোকাদের মত ছোটো ছোটো বিছানা কেন? বাইরেকার 'খোলা' মিউজিয়মে, প্রাচীন বাড়ীগুলিতেও দেখি, সেই ছোটো বিছানা। আমি

দু-চারজনকে এ বিষয়ে জিজ্ঞাসা করি। তাঁরা বলেন, আগে নরউইজীয়দের মধ্যে সটান লম্বা হ'য়ে ঘুমোবার রীতি ছিল না—এরা পা ছড়িয়ে' শুত' না, তাকিয়া ঠেসান দিয়ে আধ-বসা হ'য়ে ঘুমাত'। অদ্ভুত কথা বটে—তবে মানুষের অভ্যাস শোয়া-বসায় কত যে বদলে' ফেলে তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের দেশেই তো এখন আমরা ভুঁয়ের উপরে মাদুর বা গালিচায় বা বিছানায় খাটনমালা হ'য়ে বসা ছেড়ে দিয়ে, কেদারায় ব'স্‌তে শিখ্‌ছি—শিক্ষিত সমাজে কেদারায় বসাটাই এখন সমধিক লোক-প্রিয় হ'য়ে প'ড়্‌ছে। টেবিলে ব'সে খাওয়ার রীতিও ধীরে ধীরে গৃহীত হ'য়ে যাচ্ছে। আগে মুঠ-কলমে লিখ্‌তুম, এখন বুড়ো আঙুল আর তর্জনী দিয়ে কলম ধরি। গ্রীকেরা আগে শুয়ে শুয়ে খেত'—প্রাচীন ভারতেও তা লক্ষ্য ক'রে গিয়েছে—"শয়ানাঃ ভুঞ্জতে যবনাঃ।" পাশ না হ'য়ে কোনও জাতের লোকেরা শুতে পারে না, কোথাও বা চীত হ'য়েই শোয়, কোথাও বা উবু হ'য়ে। সুতরাং প্রাচীন নরওয়েতে শোয়ার ধরণ অন্য রকমের ছিল ব'লে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—যদিও প্রথমটা খট্‌কা লাগে।

মিউজিয়মের এই-সব জিনিস দেখে, আমরা বাইরের খোলা জায়গায় সব বাড়ীঘর দেখ্‌তে বা'র হলুম। প্রাচীন কালে কাঠ ছিল প্রচুর—বড়ো বড়ো পুরাতন গাছের গুঁড়ি কেটে তৈরী পাকা কাঠ—তাই আগে এরা ঘর বানাত' গুঁড়ি কাঠ সংগ্রহ ক'রে। এই পুরাতন কাঠের বাড়ী বিভিন্ন স্থান থেকে আমূল তুলে এনে এই মিউজিয়মে আবার খাড়া ক'রেছে। কতকগুলো বাড়ী তো অত্যন্ত আদিম যুগের—কতকগুলি এদিককার সুসভ্য যুগের। অলঙ্করণ খুব বেশী নেই। নরওয়ের তুলনায়, দু-শ' চার-শ' বছরের পূর্বেকার কাঠের বাড়ী, তমিল্‌দেশে, নেপালে, গুজরাটে, বর্মায়, আরও ঢের বেশী কারুকার্য্যময় হ'ত—বিশেষতঃ নেপালে। কাঠের তৈরী একটী গির্জাঘর Gol গোল্‌ ব'লে একটি গাঁ থেকে উঠিয়ে' এনে খোলা-ময়দানের মিউজিয়মে বসিয়েছে। এটীর ভিতরে প্রাচীন স্কান্দিনাভীয় কায়দায় অলঙ্করণ কিছু বেশী আছে। কাঠের পাটাতনে মচ্‌মচ্‌ শব্দ তুলে, এই অপরূপ কাঠের গির্জাটীর ভিতর-বা'র বেশ করে দেখা গেল। ১৯৩৬-১৯৩৭ সালে বর্মায় যাই, মান্দালেতে Queen's Golden Monastery অর্থাৎ 'রানীর সোনালী রঙের বৌদ্ধ বিহার' ব'লে যে চমৎকার একটী কাঠের বাড়ী আছে, সেটী দেখ্‌তে যাই। সেই বাড়ীটী বর্মী কাঠের কাজের এক চরম নিদর্শন—এখন বে-মেরামতী অবস্থায় প'ড়ে আছে, ফুঙ্গীরা তাতে বাস ক'র্‌ছেন; কোথায় নরওয়ে আর কোথায় ব্রহ্মদেশ, কোথায় নরওয়ের মধ্য-যুগের খ্রীষ্টান-অখ্রীষ্টান মিশ্র সভ্যতার প্রকাশ-স্বরূপ এই গির্জা, আর কোথায় ব্রহ্মদেশের মধ্য-যুগের

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতীক, এই বিহার,—এই দুইয়ের শিল্প-রীতি, দুইয়ের উদ্দেশ্য কত পৃথক্! নরওয়ের কাঠ-খোদাই কেবল নকাশী বা অলঙ্করণ-মূলক, কেবল সাপের লতা-খেলানো চিত্রণ, আর ব্রহ্মদেশে নানা সুন্দর সুন্দর দেবতার মূর্তি, অপ্সরার মূর্তি, মানুষের মূর্তি, ফুল লতা পাতা কত। শীতে সাদা বরফে ঢাকা, গ্রীষ্মে সরল-বনের সবুজের ছড়াছড়ি—এই নিয়ে নরওয়ে, আর সারা বছর কেবল সবুজ নিয়ে, বর্ষা-কালে আকাশ-ঢাকা মেঘ আর বৃষ্টি নিয়ে ব্রহ্মদেশ। দুই দেশের প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর, আর সেখানকার মানুষের মধ্যে তফাৎ কত বেশী! তবুও, এই নরওয়ের প্রাচীন কাঠের গির্জের ভিতরে ঢুকে বার বার আমার মান্দালের সেই পুরাতন কাঠের চ্যঙ বা বিহারের কথাই মনে হ'তে লাগ্‌ল।

দূর থেকে বেহালার আওয়াজ শুনে আমরা লোক-নৃত্যের আসরে গিয়ে উপস্থিত হ'লুম। ডেনমার্কের মতন এখানেও প্রতি সপ্তাহে রবিবার দিন (আর অন্য দিনেও কখনও-কখনও) লোক-নৃত্যের বা গ্রাম-নৃত্যের প্রদর্শন হয়। সরল-গাছে ঢাকা ছোট্টো একটী পাহাড়ের ঢালু গা অবলম্বন ক'রে একটী amphi-theatre অর্থাৎ দর্শকদের থাকে থাকে গোল হ'য়ে ঘিরে বস্‌বার জায়গা ক'রেছে, সেই আম্ফিথিয়েটরের একটা দিকে নৃত্য-মঞ্চ। পাঁচ-ছয়টী মেয়ে-পুরুষের জুড়ী, বেশ রঙচঙে' নরউইজীয় গ্রাম্য পোষাক প'রে নাচ্‌ছিল। বাদ্যের মধ্যে ছিল দুটী বেহালা। নাচগুলি চমৎকার লাগ্‌ল—বিশেষতঃ একটী তরুণীর নাচের ভঙ্গীটী অতি মনোহর ব'লে আমাদের বোধ হ'ল। আমরা প্রায় মিনিট পঁয়তাল্লিশ এই নাচ দেখ্‌লুম। তার পরে, তখন প্রায় সাড়ে-সাতটা, আমরা একটু ঘুরে বেড়ালুম—অন্য অন্য নানা বাড়ী বা'র থেকেই দেখে নিলুম। প্রত্যেক বাড়ীতে একটী দুটী ক'রে মেয়ে বা পুরুষ দরোয়ানের কাজে থাকে, এরা এই মিউজিয়মের একটা বিশেষ উর্দী প'রে থাকে, কখনও-কখনও প্রাচীন পোষাকও পরে। সন্ধ্যে হয়-হয়, এরা সব বাড়ী বন্ধ ক'রে দিয়ে চাবী নিয়ে চ'লে যাচ্ছে।

কথা ছিল, অধ্যাপক মর্গেনস্ত্যের্নে এই খোলা মিউজিয়মের মধ্যেকার এই কাঠের গির্জাটীর সামনে আমাদের সঙ্গে মিলিত হবেন সন্ধ্যা আটটায়। তিনি যথাকালে এসে দেখা দিলেন, আর খোলা মিউজিয়মের মধ্যে একটী রেস্তোরাঁ আছে সেইখানে আমাদের নিয়ে গেলেন। আটটা বেজে গিয়েছে, কিন্তু তখনও বেশ আলো আছে। রেস্তোরাঁয় ভীড়ও খুব। অধ্যাপক মর্গেনস্ত্যের্নে আমাদের খাওয়ালেন নরউইজীয় খাদ্য—এক ধরণে তৈরী ডিম, salmon সামন মাছ, ছাগল-দুধের পনীর—ঠিক যেন আমাদের খোয়া ক্ষীর, তেমনি লালচে রঙ, তেমনি গন্ধ, তেমনি স্বাদ—দুধ, আর শরবৎ। খেতে-খেতে নানা আলাপ আলোচনা চ'ল্‌ল,—ভারতের

রাজনৈতিক অবস্থা নিয়ে, ভারতের মুসলমানদের মনোভাব নিয়ে। অধ্যাপক মর্গেনস্তোয়েরনে আফগানিস্থানের আর ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের ভাষা আলোচনা কর্‌বার জন্য ঐ অঞ্চলে গিয়েছিলেন, পাঠান আর কাফির প্রভৃতি জাতির সম্বন্ধে ওঁর বেশ একটা সহানুভূতি আছে। পাঠানদের ভাষা পষ্‌তু হ'চ্ছে ঈরানীয়-আর্য্য ভাষা; পষ্‌তু ছাড়া আরও দুই-একটা ছোটো-খাটো ঈরানীয় ভাষা ঐ অঞ্চলে আছে। এগুলির ভাষা-তত্ত্ব নিয়ে ইনি অনেক কাজ ক'রেছেন। এ ছাড়া, ভারত আর আফগানিস্থানের মধ্যে কতকগুলি ভাষা আছে, সেগুলিকে Dardic 'দরদ' শ্রেণীর ভাষা বলা হয়—কাশ্মীরী, শীণা, খোবার বা চিত্রালী, বাশ্‌গালী বা কাফির, পশৈ প্রভৃতি। এইগুলির মধ্যে, মাত্র এক কাশ্মীরীর পুরাতন সাহিত্য আছে। এই-সব ভাষা আর্য্য গোষ্ঠীর। আচার্য্য Grierson গ্রীয়র্‌সনের মতে, এই 'দরদ আর্য্য' ভাষাগুলি একটী স্বতন্ত্র শ্রেণীর; এশিয়ার আর্য্য বা 'হিন্দু-ঈরানী' শাখার ভাষাগুলিকে গ্রীয়র্‌সন তিনটী শ্রেণীতে ফেলেন—(১) পশ্চিমে, ঈরানী, (২) মধ্যে, দরদ, আর (৩) পূর্ব্বে, ভারতীয় আর্য্য, বা সংস্কৃত-মূলক আর্য্য। কিন্তু Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক, R. L. Turner টর্‌নর্‌, মর্গেনস্তোয়েরনে প্রমুখ পণ্ডিতদের মত এই যে, দরদ ভাষাগুলি স্বতন্ত্র শ্রেণীর নয়, এগুলি ভারতীয় আর্য্য শ্রেণীর মধ্যেই পড়ে। আমার কিন্তু গ্রীয়র্‌সনের মতই বেশী যুক্তি-যুক্ত ব'লে মনে হয়। 'দরদ আর্য্য' যারা বলে, সংখ্যায় তারা খুবই কম। এরা এখনই প্রায় সকলেই মুসলমান হ'য়ে গিয়েছে—কেবল কাশ্মীরী হিন্দু—'পণ্ডিত' বা ব্রাহ্মণ—ছাড়া। কিন্তু বাশ্‌গালীরা সেদিন পর্য্যন্ত মুসলমান ছিল না—তাই আশে-পাশের পাঠান প্রভৃতি মুসলমানেরা এদের 'কাফির' বা কাফের ব'লত, আর এদের এদেশের নাম দিয়েছিল 'কাফিরিস্তান'। 'কাফিরিস্তান'-এ বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ ছিল—দেশ পর্বত-ময়, দুরধিগম্য, আর দেশের লোকেরাও বাইরের লোকেদের, বিশেষতঃ মুসলমান-ধর্মাবলম্বী হ'লে, ঢুক্‌তে দিত না, পার্‌লেই গুলি ক'রে মার্‌ত। বাশ্‌গালীরা যে ধর্ম আর অনুষ্ঠান পালন ক'র্‌ত তাতে প্রাচীন বৈদিক আর হিন্দু যুগের দেবতার্চনা কিছু কিছু ছিল, আর ছিল কিছু বৌদ্ধ-ধর্মের আমেজ, কিছু স্থানীয় দেবদেবীতে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস। আফগানিস্থান সরকার এখন 'কাফিরিস্তান'কে পুরোপুরি আপনার দখলে এনেছে, লোকগুলি তার ফলে মুসলমান হ'য়ে যাচ্ছে। আফগান সরকার ঐ দেশের লোকেরা মুসলমান হ'চ্ছে দেখে, এখন দেশের নাম ব'দলে দিয়েছে—নাম আর 'কাফিরিস্তান' নেই, হ'য়েছে 'নূরিস্তান' বা 'আলোর দেশ'। শীঘ্রই পষ্‌তু আর ফারসীর প্রভাবে প'ড়ে এদের ভাষাও লোপ পাবে, কারণ এরা সংখ্যায় কয়েক হাজার মাত্র—আর কোনও উপায় এদের নেই। তাই নরওয়ে থেকে পণ্ডিতমণ্ডলী,

আর্য্য ভাষাতত্ত্বের মূল্যবান্ নিদর্শন হিসেবে এদের ভাষার কিছুটা সংরক্ষণের জন্য মর্গেন্‌স্ত্যের্‌নেকে পাঠান, এদের ভাষা আলোচনা কর্‌বার জন্য—যতটা পারা যায়, তার নিদর্শন, গান কবিতা কাহিনী প্রবাদ, ভবিষ্যতের জন্য সংগ্রহ ক'রে নিয়ে আস্‌বার জন্য। মর্গেন্‌স্ত্যের্‌নে যখন ঐ অঞ্চলে যান, তখন ওদের এক গ্রামের মধ্যে তিনি খালি দু-তিন ঘর অ-মুসলমান দেখেন—বাকী সব কাবুল সরকারের ছোঁয়াচে এসে মুসলমান ধর্ম কবুল ক'রেছে। এদের ঠাকুর-দেবতাদের মধ্যে 'ইম্‌রা' বা 'যমরাজ' ছিলেন প্রধান। তাঁর কাঠের মূর্তি এরা পূজা ক'র্‌ত, সেগুলি আমীর আমানুল্লাহ কাবুলের মিউজিয়মে এনে রেখে দেন, পরে আমানুল্লার প্রগতি-বাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ক'রে যখন বাচ্চা-ই-সাক্কাও কাবুলের রাজা হ'য়ে বসে, তখন সে আমানুল্লার 'বুত-পিরস্তী' বা প্রতিমা-পূজার চিহ্ন ব'লে, নব-স্থাপিত কাবুল মিউজিয়মে সংগৃহীত অন্যান্য বহু প্রাচীন মূর্তির সঙ্গে এগুলিকেও নষ্ট ক'রে ফেলে। ওই অঞ্চলের কাফিরদের সম্বন্ধে নৃতত্ত্ব বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য Zoological Survey of India অর্থাৎ ভারতীয় প্রাণিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা বিভাগের নৃতত্ত্ববিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ গিয়েছিলেন, এঁরা এক সঙ্গেই কাজ করেন, এঁদের দুজনের অভিযান হ'য়েছিল ভারত গভর্ণমেণ্টের এক রাজনীতিক মিশনের সহায়ক-রূপে—সে-সব বিষয়ে গল্প শোনা গেল।

রাত্রি প্রায় দশটা পর্য্যন্ত নানা কথাবার্তায় কাটিয়ে', আমরা আবার খেয়া স্টীমারে ক'রে অস্‌লোতে ফিরে এলুম, তারপরে ট্রামে ক'রে আমাদের হোটেলে। এইভাবে অস্‌লোতে আমাদের প্রথম দিন কাট্‌ল।

৮ই আগষ্ট ১৯৩৮, অস্‌লোতে আমাদের দ্বিতীয় দিন। সকালে হোটেলে প্রাতরাশ সেরে—ডেনমার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, ফিনলাণ্ড-এর লোকেদের প্রাতরাশেও নানা-প্রকারের মাছ মাংস সসেজ ডিম শব্‌জী প্রভৃতির নানা-প্রকারের ঢাকনা দেওয়া পাউরুটির ফালি খাওয়ার রীতি আছে—আমরা বেরুলুম শহর দেখ্‌তে। শহরের ব্যবসায়-বাণিজ্যের কেন্দ্র-স্থলে গিয়ে, টমাস কুকের আপিসে আর এক নরউইজীয় ব্যাঙ্কে গিয়ে ইংরিজি টাকা কিছু ভাঙিয়ে' নিলুম, নরওয়ের আর সুইডেনের টাকায়। নরওয়ে আর সুইডেনের টাকা তেমন লক্ষণীয় নয়, এতে কেবল রাজার মুখ ছাপা আছে। তারপরে শহরের কতকগুলো বড়ো রাস্তা ধ'রে খুব ঘুরে বেড়ালুম। ডেনমার্ক নরওয়ে সুইডেন, এই তিনটী দেশের রূপোর কাজের নাম আছে, আর তা ছাড়া টিন্ আর পিউটারেরও নানা মণিহারী জিনিস এরা তৈরী করে। নরওয়ের কুটীর-শিল্পের সংরক্ষণ আর প্রসারের উদ্দেশ্যে অস্‌লোতে দেশের বড়ো বড়ো লোকে মিলে এক সমিতি ক'রেছে—এই সমিতির এক দোকান আছে, সেখানে

নরউইজীয় শিল্পীদের নানা-রকম হাতের কাজ পাওয়া যায়—গৃহস্থালীতে যা লাগে এমন জিনিসও আছে, আবার curio বা মণিহারী জিনিস, টুকিটাকি সুন্দর জিনিসও আছে। রূপোর গহনার পসার দেখলুম, প্রাচীন স্কান্দিনাভীয় নক্শার, তার সামান্য দুই একটী কিন্লুম। Walrus অর্থাৎ জল-হস্তীর দাঁত এ-সব দেশে হাতীর-দাঁতের মত ব্যবহার করে—তার তৈরী ছোটো ছোটো সাদা ভালুকের মূর্তি আর লাপ-জাতির জীবনযাত্রা-পদ্ধতির প্রদর্শক মূর্তি, যেমন বল্গা-হরিণের সেজ বা চাকাহীন গাড়ী প্রভৃতি, বেশ কৌতুককর, দেশোপযোগী শিল্প-দ্রব্য ব'লে লাগ্ল। হাতে বোনা উনী গালচে, wall-hanging বা দেওয়াল-ঢাকা চিত্র-বিচিত্র রঙীন উনী চাদর, কম্বল—এগুলির নক্শা এই দেশেই উদ্ভূত, খুব লক্ষণীয় শিল্প ব'লে মনে হ'ল। এদের এই দোকানটী যথার্থই নরওয়ের জীবন্ত লোক-শিল্পের এক সংগ্রহ-শালা। তবে অবশ্য বৈচিত্র্যে আর সৌন্দর্যে এ-সব আমাদের দেশের বিশিষ্ট শিল্পের কাছে বিশেষ কিছু নয়—একটা স্বতন্ত্র, অন্য আব-হাওয়ায় গ'ড়ে ওঠা সভ্যতার শিল্পময় প্রকাশ ব'লেই এই-সব জিনিসের আদর আমার কাছে। এদের কাঠের কাজ, রূপোর কাজ, আর কতকটা উন বা পশমের বস্ত্র-শিল্প সেই Vikingদের যুগে গিয়ে পৌঁছোয়, আর তার চেয়ে ঢের প্রাচীন আদিম জরমানিক যুগ পর্য্যন্ত এর জের টানা যায়। এই-সব দেখে শুনে, আর কিছু সওদা ক'রে, নরওয়ের গ্রামীণ জীবনের পোষাক আর ঘর-বাড়ী আদির কিছু ছবি কিনে, আমরা হোটেলে ফির্লুম।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মর্গেনস্ত্যের্নে আমাদের হোটেলে এসে আমাদের সঙ্গে মধ্যাহ্ন-ভোজন ক'রলেন। আড়াইটে তিনটের সময় এদেশে 'দুপুরের-খাওয়া'র রেওয়াজ—'মধ্যাহ্ন-ভোজন' না ব'লে একে 'অপরাহ্ন-ভোজন' বলা চলে;—'বেলা তিনটেই বাজুক্, আর চারটেই বাজুক্—প্রাতঃস্নানটী আমার নিত্য চাই'—এ যেন সেই রকম ব্যাপার। বিকালে এই গুরু ভোজনের পরে, রাত্রে অল্প-স্বল্প কিছু আহার করাই এদেশের নিয়ম।

অস্লোর উত্তরে Holmen-Kolbanen' হোল্‌মেন্-কোল্বানেন্ ব'লে পাহাড়ের উপরে একটী পল্লী-প্রদেশ আছে, সেখান থেকে পাহাড়ের পাদদেশে সাগরকূলে অবস্থিত অস্লোর চমৎকার দৃশ্য দেখা যায়। এখানে নরওয়ের জাতীয় ক্রীড়া, ski 'শী' ব'লে লম্বা কাঠের ফালির জুতো প'রে বরফের পাহাড়ে দৌড়-ধাব করা, তার প্রদর্শন প্রতি শীত ঋতুতে হয়। বিকালে অধ্যাপক মর্গেনস্ত্যের্নের নির্দেশ-মত আমরা সেখানে বেড়াতে গেলুম। বিদ্যুতের রেলে ক'রে চড়াই পথ ধ'রে পাহাড়ের উপরে উঠ্‌তে হয়। যত উপরে ওঠা যায়, তত গাছ-পালার প্রাচুর্য্য—পাইন বা সরল গাছের সংখ্যাই বেশী। Frogneiseteren ফ্রগ্‌নেইসে-

টেরেন্ স্টেশনে আমরা নামলুম। পাহাড়ের গায়ে এক ভোজনাগার। সেখান থেকে নীচে সুদূর-প্রসারিত অসলো শহর দেখা যায়। ভোজনাগারে খুব ভীড়, শহর ভেঙে বহু লোক এসেছে। তখন সন্ধ্যা ছটা আন্দাজ হবে—কিন্তু চড়চড়ে' রোদ্দুর। ভোজনাগারের যে কয়টা টেবিল খোলা জায়গায় আছে, সব দখল হ'য়ে আছে। আমরা ঐ ভীড়ে আমাদের ভারতীয় চেহারার দৌলতে সকলের উৎসুক দৃষ্টির পাত্র হ'য়ে, বেশীক্ষণ থাকা আবশ্যক মনে ক'রলুম না। দুজনে একটা টেবিল খালি পেয়ে তার পাশে ব'সে দুটো লিমনেড খেয়ে নিয়ে পাহাড় বেয়ে আরও একটু উঁচুতে উঠলুম।

স্টেশনের উপরেই আর একটু উঁচু একটা পাহাড়। তার মাথায় ঘন সরল গাছের বন। এই ঘন-সন্নিবিষ্ট পাইন গাছের সারির পর সারির মধ্যে নিস্তব্ধতায় ব'সে, আমরা খানিকক্ষণ এই রকম বনের সৌন্দর্য্য-সাগরে অবগাহন ক'রলুম। পাইন-গাছের pine cones অর্থাৎ তার পুষ্পাকৃতি শাখাগ্রভাগ, চারিদিকে মাটিতে ছড়িয়ে' প'ড়ে আছে। সু-উচ্চ বড়ো বড়ো পাইন গাছের তলায়, নরম ঘাসে ভরা জমি 'পাইন-কোন'এ ভরা। আর চমৎকার লাগ্‌ছিল, এই সরল গাছের নির্যাসের উগ্র সৌরভ। Norway বা উত্তরাপথের সরল বৃক্ষের অরণ্য—বহুদিন ধ'রে আমার দেখ্‌বার ইচ্ছা ছিল। অরণ্যানী-দর্শন হ'ল না, তবে রাজধানীর উপরে পাহাড়ে এটা আদি-যুগের জঙ্গলেরই অংশ—দুধের বদলে ঘোল হ'লেও, সেটা লাগ্‌ছিল মন্দ নয়। 'পাইন-কোন' চারিদিকে ছড়ানো, জঙ্গলটা পরিষ্কার, সব যেন নিঝুম; যদিও বাইরে সূর্য্যের আলো আর রোদ্দুর তখনও আছে—ঘন পাইন গাছের শাখা-প্রশাখায় জায়গাটা বেশ ছায়া-শীতল ছিল। আমরা খানিকটা ঘুরে ফিরে, শুয়ে ব'সে কাটালুম। পাইন গাছের গায়ে খোঁচা দিয়ে আঘাত ক'র্‌লে তার তেলা নির্য্যাস বা রস গড়িয়ে' পড়ে। তা থেকে তার্পিন্ হয়। পাইন-কাঠে এই নির্য্যাস বা তেল থাকার দরুন, খুব শীঘ্র-শীঘ্র এই কাঠ জ্ব'লে ওঠে; ধূপের মত সৌরভও এর একটা আছে, তাই আমাদের দেশে হিমালয়-অঞ্চলে নেপালীরা এই গাছকে 'ধূপী' ব'লে থাকে। ইউরোপের আর আমাদের দেশেরও লেখকেরা এই নির্য্যাসের গন্ধটার কথা ব'লে গিয়েছেন। এটা নাকি খুব স্বাস্থ্য-প্রদ। কালিদাস মহিমমণ্ডিত হিমালয়ের সৌন্দর্য্যের অনুরাগী ছিলেন, তিনি এখানকার গাছ-পালা লক্ষ্য ক'রেছিলেন, তাই তাঁরা কুমারসম্ভবের প্রথম সর্গে লিখে গিয়েছেন—

কপোলকণ্ডূঃ করিভির্ বিনেতুং বিঘট্টিতানাং সরলদ্রুমাণাম্‌
যত্র স্রুতক্ষীরতয়া প্রসূতঃ সানূনি গন্ধঃ সুরভীকরোতি ॥

অর্থাৎ "হিমালয়ে হাতীরা গণ্ডদেশের কণ্ডূতি দূর করবার জন্য সরল বৃক্ষে

গণ্ডঘর্ষণ করায়, ঐ-সকল সরল গাছে যে ক্ষত হয় তা থেকে নির্গত দুধের মত রসের বা আঠার ধারার গন্ধ, বায়ু-চালিত হ'য়ে হিমালয় পর্বতের সানুদেশকে সুরভিত ক'রে দেয়।"

কালিদাস নিশ্চয়ই স্বয়ং কোনও সময়ে হিমালয়ে এসে পাইন বা সরল গাছ দেখে গিয়ে, তার নির্য্যাসের সৌরভ আঘ্রাণ ক'রে এই শ্লোকটী আর হিমালয়-সংক্রান্ত অন্য শ্লোক লিখেছিলেন। কালিদাসকে অনুসরণ ক'রে মিথিলার প্রাচীন কবি আর লেখক জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর খ্রীষ্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথম পাদে তাঁর 'কথকতা-শিক্ষার পুঁথি 'বর্ণরত্নাকর'-এ প্রসঙ্গ-ক্রমে লিখেছেন—"মদেঁ জে উন্মত্ত হাথী, তিনহিকে জে দান্তেঁ আঘাতল সরল বৃক্ষ, তা-সঞো চ্যুত ভেল জে নির্য্যাস; তকর পরিমল ;—সে কইসন অথলু? জনি বনদেবতাঁ-কাঁ আয়তন ধূপ দেল অছ।" অর্থাৎ, "মদে উন্মত্ত যে হাতী, তাদের দাঁতে আঘাত-প্রাপ্ত সরল বৃক্ষ, তা থেকে চ্যুত হ'য়েছে যে নির্য্যাস; তার পরিমল ;—সেটী কেমন ছিল? যেন বনদেবতাদের মন্দিরে ধূপ দেওয়া হ'য়েছে।" জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুরও নিজের বাড়ী মিথিলার একটু উত্তরে নেপালে এসে হিমালয়ে এই সরল গাছ দেখে গিয়ে থাক্‌বেন। এই বনে ঘুর্‌তে-ঘুর্‌তে এক জায়গায় দেখি, একটা পাইন গাছের গুঁড়িতে একটু উচুঁতে কে যেন কুড়ুল দিয়ে কোপ দিয়ে গিয়েছে, তাতে সেখান থেকে প্রচুর নির্য্যাস চুয়ে প'ড়ছে, আর সারা জায়গাটা 'এর গন্ধে ভ'রে গিয়েছে। আমি খানিকটা এই নির্য্যাস, একটু ভিজে গঁদ বা রজনের মতন দেখ্‌তে, সংগ্রহ ক'রে একটা খবরের কাগজে মুড়ে নিয়ে এলুম। তবে তার তৈলাক্ত ভাবটা থাকায়, বাক্সর ভিতরে পুরে সঙ্গে ক'রে আনা হয় নি। পাইন বনের মধ্যে পশু পক্ষী নেই, কেবল কাঠবিড়ালী দু-চারটে চোখে প'ড়্‌ল—আমাদের দেশের কাঠবিড়ালীর চেয়ে একটু বড়ো আকারের, আর এগুলোর রঙ হ'চ্ছে লাল বা কপিশ। এই বনে খুব খানিকটা ঘুরে, আমরা পাহাড় থেকে নেমে একটা পথ ধ'রে খানিক চ'লে গেলুম। খানিক গিয়ে, একটা ছোটো বাঁধ বা দীঘি পেলুম। চারিদিকে সব চুপ-চাপ, নিস্তব্ধ—জল নিথর। চারিদিকে তাজা সবুজ ঘাসে ভরা মাঠ, মাঠের মাঝে মাঝে পাথরের চাবড়া, আর পাশে পাহাড়, আর পাইন গাছ। ক্রমে সূর্য্যের আলো ম্লান হ'য়ে এল', আমরা আর বেশী ঘুর্‌তে পার্‌লুম না—Holmen Kolbanen অবধি যাওয়া হ'ল না। আমরা সওয়া-সাতটায় ফির্‌লুম, আবার বিদ্যুতের রেলে ক'রে অস্‌লোর দিকে এলুম। পথে অধ্যাপক অধ্যাপক মর্গেনস্ত্যের্‌নের বাড়ীতে এলুম। শহরতলীতে বাগান গাছপালায় ভরা একটী পল্লীতে তাঁর বাড়ী—অস্‌লোতে পৌঁছোবার আগে Stenerud স্টেনেরুড্ স্টেশনে

তাঁর নির্দেশ-মত অবতরণ ক'রে, ঠিকানা ধ'রে তাঁর বাড়ী বের ক'রে নেওয়া গেল। অধ্যাপকের বাড়ীটা ছোটো, বেশীর ভাগ কাঠের তৈরী ব'লে মনে হ'ল। অনেকগুলি ফুল আর ফলের গাছে ভরা একটী বেশ প্রশস্ত বাগানের হাতার মধ্যে তাঁর বাড়ী। অধ্যাপক তখন লম্বা নলে ক'রে জল ছিটোচ্ছিলেন তাঁর বাগানে। চেরি, পেয়ার, গুজ্‌বেরি, রাস্প্‌বেরি, আপেল প্রভৃতি ফলের গাছ। একটা গাছে অজস্র লাল লাল কালো কালো পাকা চেরি ফ'লে র'য়েছে—আমরা গাছ থেকে পেড়ে-পেড়ে খুব খেতে লাগ্‌লুম। বাগানে ব'সে গল্প চ'ল্‌ছে—অধ্যাপক মর্গেণস্ত্যের্‌নে চিত্রাল-অঞ্চলে যে ভাষাতাত্ত্বিক গবেষণার জন্য গিয়েছিলেন তার গল্প ক'র্‌লেন। চিত্রাল অঞ্চলে ভারত সরকার একটী ফৌজী জরীপের দল পাঠান, ঐ দলের সঙ্গে বন্ধুবর শ্রীযুক্ত বিরজাশঙ্কর গুহ ছিলেন (এখন তিনি ভারত সরকারের জীবতত্ত্ব-বিষয়ক গবেষণা বিভাগের নৃতত্ত্ববিদ্), ঐ দেশের নৃতত্ত্ব-বিষয়ে সংবাদ নিতে; আর মর্গেনস্ত্যের্‌নে যান ভাষা-তত্ত্ব আলোচনা-ক'র্‌তে—স্থানীয় দরদ আর ঈরানী শ্রেণীর ভাষাগুলি তাঁর আলোচ্য ছিল। বিরজা-বাবুর সঙ্গে মর্গেন্‌স্ত্যের্‌নের খুব বন্ধুত্ব হ'য়ে যায়।

অধ্যাপক মর্গেনস্ত্যের্‌নে আমাদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে' দেবার জন্য তাঁর সহকর্মী একটী অধ্যাপক ও তাঁর পত্নীকে আহ্বান ক'রেছিলেন, ইতিমধ্যে তাঁরা এলেন—অধ্যাপক Emil Smith এমিল স্মিথ, অস্‌লো বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীক ভাষা ও সাহিত্যের অধ্যাপক, আর তাঁর স্ত্রী। অধ্যাপক মর্গেন্‌স্ত্যের্‌নের পত্নীর সঙ্গে ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে আমার দেখা হ'য়েছিল— ইনি অধ্যাপক স্টেন্ কনোর কন্যা—এই সময়ে তিনি অস্‌লোতে ছিলেন না, ছেলে-পিলেদের নিয়ে বাইরে গিয়েছিলেন, সেইজন্য এবার তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নি। আর এলেন একটী বর্ষীয়সী সুইডিশ মহিলা, ইনি নরওয়ের অস্‌লোতেই বাস করেন—এঁর সঙ্গে ষোলো বছর আগে ১৯২২ সালে পারিসে আমার পরিচয় হ'য়েছিল, এঁর নাম Fru Butenschon ফ্রু বা শ্রীমতী বুটেন্‌শোন। অধ্যাপক এমিল স্মিথ, নামেই বোঝা যাচ্ছে, আসলে ব্রিটিশ-বংশ-সম্ভূত—এঁর পূর্ব-পুরুষ স্কটলাণ্ড থেকে এসেছিলেন। এরূপ পরিবার নরওয়ে সুইডেনে অনেক আছে; ইংলাণ্ডেও যেমন বিস্তর এদেশের লোক গিয়ে বাস ক'রে, ইংরেজ ব'নে গিয়েছে। ভদ্রলোক মোটাসোটা মানুষ, মাথায় সোনালী রঙের কোঁকড়া-কোঁকড়া চুল, মুখখানা খুব ছেলেমানুষের মতন; স্ত্রীটী স্বামীর তুলনায় তন্বী, কৃশাঙ্গীও বলা যায়। ভারী চমৎকার লোক দুজনেই। ফ্রু বুটেন্‌শোন্‌কে আগের চেয়ে ঢের রোগা আর বয়সের জন্য একটু কোল-কুঁজো দেখ্‌লুম। ইনি একজন সাহিত্যিক মহিলা, এদেশের তাবৎ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত।

অধ্যাপক মর্গেন্‌স্তোর্‌নের বাড়ীতে একটী মাত্র ঝী; সে-ই সব খাবার-দাবার টেবিলে সাজিয়ে' দিয়ে চ'লে গেল। অধ্যাপক আমাদের খেতে ব'সতে আহ্বান ক'রলেন। খেতে খেতে নানা বিষয়ে গল্প আর আলোচনা চ'লল। নরওয়ের ভদ্র ব্যক্তির বাড়ীতে নৈশ-ভোজনে কি খাওয়া হয়, তা জানাবার জন্য খাদ্য তালিকা দিচ্ছি।—বাঁধা-কোপি আর কুঁচো চিঙড়ি সিদ্ধ, একটু টক মেয়নেজ স্যালাড, কালো আর শাদা দুরকম রুটী, পাতলা বিস্কুটের মত একরকম রুটী, যবের আটার রুটি, হ্যাম, শূকর-মাংসের সসেজ, তিন-চার রকমের গোরুর দুধের পনীর, মাখন, ছাগল-দুধের খোয়া ক্ষীর, জ্যাম, আর চা। খেতে-খেতে আমাদের মধ্যে সাহিত্য আর শিল্প নিয়েই বেশী আলাপ চ'লল। রাজনীতির কথা কেউ তুললে না, আর আমরাও সেদিকে ঘেঁষ্‌লুম না। অধ্যাপক স্মিথ গ্রীক সাহিত্যে মশ্‌গুল, তাঁর সঙ্গে এবিষয়ে ভাব-সাম্য পাওয়া গেল। ইউরোপের একটী বড়ো বিদ্যাকেন্দ্রের গ্রীক ভাষা আর সাহিত্যের অধ্যাপক—হোমের, হেসিওদ, আইস্‌খুলোস্, সোফোক্লেস্, এউরিপিদেস্, পিন্দার, হেরোদোতোস্, প্লাতোন্, আরিস্তোতল, থেওক্রিতোস্, এঁদের ভক্ত এই ভারতীয় অধ্যাপকের পক্ষে, সচরাচর তো এ রকম ব্যক্তির সঙ্গে আলাপের সুযোগ ঘটে না। গ্রীক কাব্য—হোমের-এর মহাকাব্য—পাঠের রীতি, গ্রীক ট্রাজেডি, গ্রীস-দেশে ভ্রমণ (১৯২২ সালে ছাত্রাবস্থায় যখন ইউরোপে ছিলুম তখন গ্রীস-দেশে আমার তীর্থ-যাত্রা ক'রে আস্‌বার সৌভাগ্য হ'য়েছিল, তখন আথেনাই-নগরী, দেল্‌ফই, ওলুম্‌পিয়া, স্পার্তা, মুকেনাই দেখে গিয়েছিলুম), ফরাসী কবিতা, ফারসী কবিতা, সংস্কৃত কবিতা—এই-সব নিয়ে বেশ আলোচনা চ'লল। অধ্যাপক স্মিথ খুব দিল-খোলা লোক, তিনি চট্ ক'রে অচেনা লোকের সঙ্গেও জমিয়ে' নিতে পারেন। এই ভাবে হৃদ্যতার সঙ্গে জমিয়ে' নিতে আমার দিক্ থেকেও সহযোগিতার অভাব হ'ল না। ভালো ক'রে গ্রীক লাতীন জরমান প্রভৃতি ভাষার চর্চা ক'র্‌তে গেলে, তুলনা-মূলক ব্যাকরণ ধ'রে গ্রীক ব্যাকরণ পাঠ ক'র্‌তে হয়, আর সেজন্য একটু সংস্কৃত জানা অপরিহার্য্য হ'য়ে ওঠে। এই হেতু, ইউরোপের প্রায় সব বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্বের সঙ্গে-সঙ্গে একটু সংস্কৃত পড়াবার ব্যবস্থা আছে। অধ্যাপক স্মিথ এইভাবে সংস্কৃত প'ড়্‌তে আরম্ভ করেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল, বৈদিক সংস্কৃত থেকে আরম্ভ ক'রে আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষা হিন্দী বাঙলা পর্য্যন্ত, ভারতের আর্য্য ভাষার সমগ্র ইতিহাসটা একটু আয়ত্ত ক'রে নেন। এই জন্য বৈদিক, সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত ছাড়া, হিন্দীও একটু প'ড়েছিলেন। এ-সব অবশ্য তাঁর গ্রীক, লাতীন, নরউইজীয় প্রভৃতির বাইরে। তিনি ব'ললেন, "হিন্দী যেটুকু প'ড়েছিলুম, তার সব ভুলে গিয়েছি, তবে একটী প্রেমের কবিতার মাত্র একটী

লাইন মনে আছে—'সুন্ সুন্, সজ্নী—কৈসে কাটুঁ রজ্নী'!" ইউরোপের আর্য্য অনার্য্য সমস্ত জাতির মধ্যে নরউইজীয় আর সুইডিশ জাতির লোকেরা আমাদের 'ট' 'ড' ঠিক-মত উচ্চারণ ক'র্তে পারে—এই দুই ধ্বনি ওদের ভাষাতেও এসে গিয়েছে। প্রাচীন গ্রীক 'কবয়িত্রী' অর্থাৎ স্ত্রীকবি Psappha প্সাপ্ফা বা Sappho সাপ্ফোর কবিতার কতকগুলি খণ্ডিত ছত্র মাত্র বিদ্যমান—প্রথম মধ্য-যুগের খ্রীষ্টান গোঁড়ামির দরুন সাপ্ফোর কবিতা এক সময়ে পুড়িয়ে' নষ্ট ক'রে ফেলবার চেষ্টা করা হ'য়েছিল, টুকরো-টাকরা একটু-আধটু যা বেঁচে গিয়েছে তা অন্য লেখকদের বইয়ে উদ্ধৃত হ'য়ে। গ্রীক সাহিত্য আর বিশ্ব-সাহিত্যের ভাণ্ডারে এই টুকরোগুলি এখনও মহার্ঘ্য রত্নের সম্মান পাচ্ছে। এই রকম কতকগুলি খণ্ডিত ছত্র বা কবিতাংশ আমি কলেজে পড়্বার কালে এক সময়ে পাঠের সুবিধার জন্য রোমান লিপিতে নকল ক'রে নিয়েছিলুম, সাপ্ফোর কতকগুলি ছত্রও আমার মনে ছিল। ক'ল্কাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে আমার অধ্যাপক পূজ্যপাদ মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের চরণ-প্রান্তে ব'সে অধ্যয়ন করবার সুযোগ আমার হ'য়েছিল, গ্রীক সাহিত্যের প্রতি তাঁর গভীর আন্তরিক টান তাঁর এই অধম ছাত্রের মনেও তিনি কিছুটা সংক্রামিত ক'র্তে পেরেছিলেন। হিন্দী কবিতাটী ব'লে, অধ্যাপক স্মিথ সাপ্ফো থেকে অনুরূপ ভাবের একটী কবিতার চারিটী ছত্রের কথা উল্লেখ ক'র্লেন। ছত্রকয়টী আমার জানা ছিল—নরউইজীয় অধ্যাপকের হিন্দী কবিতা শুনিয়ে' দেওয়ার পালটা জবাবে, ওঁদের ভারতীয় অতিথি ঐ গ্রীক লাইন কয়টী শুনিয়ে দেবার লোভ সাম্লাতে পার্লে না, আমি আবৃত্তি ক'র্লুম,

Deduke men a Selanna
kai Plēiades, mesai de
nuktes, para d' erkhet' hōra,
egō de mona kateudō.

[দেদুকে মেন্ আ সেলান্না, কাই প্লেইআদেস্; মেসাই দে নুক্তেস্, পারা, দ্' এর্খেৎ' হোরা—এগো দে মোনা কাতেউদো।]

অর্থাৎ "চাঁদ অস্ত গিয়েছে, আর কৃত্তিকাগণ; মধ্য নক্ত, বা মাঝ রাত্রি; হোরা বা সময় চ'লে যায়; আমি কিন্তু একাকিনী শুয়ে আছি।"

অধ্যাপক স্মিথ তাঁর ভারতীয় সহযোগীর মুখে ইউরোপের অন্যতম দেবভাষা গ্রীকের উচ্চারণ শুনে তো মহা খুশী। এই কবিতাংশটীর অন্তর্নিহিত ভাবটী নিয়ে আলোচনা চ'ল্ল;—বিরহিণীর আকুলতা—"কৈসে গোঙায়বি রাতিয়া"—কত অল্প

কথায় সাপ্ফো আড়াই হাজার বছর আগে প্রকাশ ক'রে গিয়েছেন! সব দেশের এক মনোভাব—কিন্তু এখানে যে ভাবে সূক্ষ্মতার সঙ্গে বাক্‌সংযমতা মিলিয়ে সাপ্ফো নিজের বক্তব্য ব'লেছেন, সে ধরণটা চীনা কবিতায় আর তার অনুকৃতি জাপানী কবিতায় বিশেষ ভাবে মেলে, গ্রীক সাহিত্যের বাইরে ইউরোপের সাহিত্যে অতটা বাচংযম ভাব বা ভব-সংক্ষেপ বিরল।

শ্রীযুক্তা বুটেন্‌শোন-এর কাছে সুইডিশ ভাস্কর Wigeland ভিগেলাণ্ড-এর অনেক কথা শুন্‌লুম। ভিগেলাণ্ড-এর atelier আতেলিয়ে বা কর্মশালা দেখ্‌বার ব্যবস্থা শ্রীযুক্তা বুটেন্‌শোন ক'রে দেন—পরের দিন সকালে সেখানে গিয়ে এই বিখ্যাত ভাস্করের কৃতিত্ব দেখে আসি। এ সম্বন্ধে পরে কিছু ব'ল্‌ছি।

এইভাবে রাত্রি এগারোটা পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে, নরওয়ের এই বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে, বৈদ্যুতিক্ ট্রেনে ক'রে আমরা হোটেলে ফিরে এলুম।

অস্‌লো শহরের বৈশিষ্ট্য তেমন কিছু নজরে প'ড়্‌ল না। ইউরোপের উত্তরের দেশের আর সব রাজধানীর মত এখানকারও Open Air Museum-টী একটী লক্ষণীয় দ্রষ্টব্য স্থান। শহরের Town Hall বা পৌরজন-সভাগৃহ আধুনিক ঢঙে তৈরী নোতুন বাড়ী—এখনও পুরা তৈরী হয় নি। অস্‌লো তো এখন জরমানদের দখলে। জরমান আক্রমণের সময়ে অস্‌লোতে বিশেষ হানি হয় নি, এ কথা খবরের কাগজে প'ড়েছি। প্রাকৃতিক আবেষ্টনীর জন্য শহরটী সুন্দর। এখানকার হাঁসপাতালগুলি খুব আধুনিক আর উন্নত শ্রেণীর—মেজর বর্ধন কতকগুলি হাসপাতাল পরিদর্শন করবার সুযোগ পেয়েছিলেন।

নানা রঙে মীনা করা ছোটো ছোটো রূপোর পদক বারোটা কিন্‌লুম—নরওয়ের মীনাকার মণিকারের হাতের কাজ—বারোটা পদকে মেষ, বৃষ, সিংহ, কন্যা প্রভৃতি বারো রাশি-চক্রের চিত্র। আধুনিক শিল্পের সুন্দর নিদর্শন।

৯ই আগষ্ট বেলা এগারোটায় আমরা অস্‌লো থেকে স্টকহোল্‌ম্ যাত্রা ক'র্‌লুম। রাত্রি নটার কাছাকাছি স্টক্‌হোল্‌ম্ পৌছোলুম। তখন একেবারে অন্ধকার হয় নি। সারাদিন ট্রেনে, কিন্তু বিশেষ কষ্ট হয় নি। সারা পথে প্রাকৃতিক দৃশ্য, নরওয়ে আর সুইডেন-এর দৃশ্য—নরওয়েতে পর্বত-বহুল, সুইডেন-এ সমতল ক্ষেত্রময়—চমৎকার লাগ্‌ছিল। প্রথমটায় কেবল পাইনের বন—ঘন সবুজ পাইন গাছ চারিদিকে, ক্রমাগত পাইন আশ-পাশের সব পাহাড়ে। ছোটো ছোটো জলাশয় মাঝে মাঝে পেতে লাগ্‌লুম। চারিদিকে খালি সবুজের পসার। মাঝে মাঝে বাড়ী, সমতল জমিতে বা ঢালু পাহাড়ের গায়ে ক্ষেত; বসত-বাড়ীর মধ্যে হরেক রকম রঙীন ফুলের বাহার। বিকালের দিকে Laxaa ব'লে একটী স্টেশনের পরে

পাইন বনের মধ্যে দিয়ে যেতে-যেতে বেশ এক পশ্‌লা বৃষ্টি হ'য়ে গেল—তাতে ভিজে-মাটির সোঁধা গন্ধ আর আশ-পাশের পাইন বন থেকে পাইন গাছের নির্য্যাসের সৌরভ—বেশ নোতুন আর বেশ ভালো লাগ্‌ল। আমরা মাঝে একটা স্টেশনে সসেজ-দেওয়া স্যাণ্ডউইচ আর চমৎকার দুধ দিয়ে, বিকালে 'মধ্যাহ্ন-ভোজন' সেরে নিলুম। সন্ধ্যার দিকে এক অন্ধ দম্পতী আমাদের ট্রেনে উঠ্‌ল—এদের ধরণ-ধারণ দেখে বোঝা গেল, এরা রেলে ভ্রমণ ক'র্‌তে বেশ অভ্যস্ত। তবে এরা ভিক্ষার জন্য ওঠেনি। সঙ্গেও পথ দেখিয়ে' নিয়ে যাবার কেউ ছিল না।

স্টক্‌হোল্‌ম্‌ স্টেশনে পৌঁছে, আমরা মাল-পত্র ট্যাক্সি ক'রে নিয়ে হোটেলের সন্ধানে বেরুলুম। একটা হোটেলে বিফল-মনোরথ হ'লুম, কিন্তু হোটেলের কেরানী আর একটা ঠিকানা দিলে, সেটা pension পাঁজিওঁ—হোটেল নয়—স্টকহোল্‌ম্‌-এর একটী প্রধান রাস্তার উপরে, সেখানে স্থান পেলুম॥

[১৪]

ভাস্কর গুস্তাফ্‌ ভিগেলাণ্ড

অস্‌লো—অগস্ট ৯, ১৩৯৮

এবার ইউরোপে গিয়ে এগারোটা বিভিন্ন রাজ্যের রাজধানীতে যা যা দেখে এসেছি, তার মধ্যে স্থাপত্য আর ভাস্কর্য্যের অনেক নোতুন জিনিস ছিল। স্থাপত্যের মধ্যে সব-চেয়ে বেশী ভালো লেগেছিল বের্লিনের বিরাট্‌ রাষ্ট্রীয় ব্যায়াম-রঙ্গভূমি, Reichssportfeld, আর পারিসের দুটো নোতুন মিউজিয়ম—Trocadero ত্রোকাদেরো মিউজিয়মের নোতুন বাড়ী, আর Muse´e d' Art Moderne, অর্থাৎ আধুনিক শিল্পের সংগ্রহশালা; আর ভাস্কর্য্যের মধ্যে, নরওয়ের রাজধানী অস্‌লো-তে বিখ্যাত ভাস্কর Gustaf Vigeland গুস্তাফ ভিগেলাণ্ড-এর অদ্ভুত পরিকল্পনা আর কৃতিত্ব আমাকে একেবারে অভিভূত ক'রে ফেলেছিল। এক হিসাবে, ভিগেলাণ্ডের রচিত ভাস্কর্য্যাবলী বিগত ইউরোপ-ভ্রমণের সব চাইতে অবাক্‌-করা দর্শনীয় বস্তু রূপে আমার মন জুড়ে আছে।

ভিগেলাণ্ডের নাম প্রথম শুনি ১৯২২ সালে, পারিসে। ঐ বৎসর পারিসের Socie´te´ Asiatique 'সোসিএতে আজিয়াতীক্‌' অর্থাৎ 'এশিয়া-পরিষৎ' নামক এশিয়ার সংস্কৃতি আলোচনাময় সভার শতবার্ষিকী জয়ন্তী পালন করা

হয়। ক'লকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধি হিসাবে তাতে যোগ দেওয়ার সুযোগ আমায় ঘ'টেছিল। তখন আমি পারিস বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। এই জয়ন্তী উপলক্ষে, একটী সুইডেন-দেশীয়া মহিলার সঙ্গে আমার পরিচয় হয়,—এঁর কথা আগে ব'লেছি, এঁর নাম Fru Butenschon শ্রীমতী বুটেন্‌শোন্‌। ইনি সুইডেন-দেশের হ'লেও, নরওয়ের অস্‌লোতেই থাকেন। ভারতের সংস্কৃতির বিশেষ অনুরাগিণী। রবীন্দ্রনাথের নোবেল পারিতোষিক প্রাপ্তির সময়ে, ইনি খুব উৎসাহী ছিলেন। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাযুডু নরওয়েতে অবস্থানের সময়ে এঁর বাড়ীতে অতিথি হ'য়ে ছিলেন। ইনি সম্রাট্ আকবরকে খুব শ্রদ্ধা আর সম্মান করেন, আকবর সম্বন্ধে সুইডিশ ভাষায় একখানি বইও লিখেছেন। আকবরের সময়ের আর তার পরের মোগল সম্রাট্‌দের ইতিহাস নিয়ে তখন খুব চর্চা ক'র্‌ছিলেন। আমায় ব'লেছিলেন, আকবর অসাধারণ পুরুষ ছিলেন, এরূপ সমন্বয়-প্রবৃত্তি আর কোনও মহাপুরুষে দেখা যায় নি, আকবর এক হিসাবে তাঁর hero বা আদর্শ-পুরুষ। বুন্দেলখণ্ডের স্বদেশ-প্রেমিক রাজপুত বীর ছত্রসাল সম্বন্ধে আমার কাছে খবর চাইলেন। রবীন্দ্রনাথকে ইনি আন্তরিক শ্রদ্ধা করেন। এঁর কাছে শুন্‌লুম, রবীন্দ্রনাথ যখন অস্‌লোতে যান, তখন শ্রীমতী বুটেন্‌শোনের চেষ্টায় ভিগেলাণ্ডের atelier 'আতেলিয়ে' বা কর্মশালায় গিয়ে তিনি তাঁর হাতের কাজ দেখে আসেন; উভয়ের মধ্যে খুব সদালাপ হয়, সম্প্রীতি হয়। ভিগেলাণ্ডের কথা মহিলাটী উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় তখন ব'লেছিলেন—এমন ভাস্কর নাকি হয় না, জগতে অদ্বিতীয় ইনি, আর অস্‌লোতে একটী বিরাট্ কীর্তি-উদ্যান গ'ড়ে তোল্‌বার উদ্দেশ্যে গত পনেরো-বিশ বছর ধ'রে ইনি কতকগুলি মূর্তি তৈরী ক'র্‌ছেন, তাঁর কল্পনার ব্যাপকত্ব আর সাহসিকতা জগতে নাকি আর কখনও দেখা যায় নি। রবীন্দ্রনাথ নাকি ভিগেলাণ্ডের কাজ দেখে তখনই, আজ থেকে প্রায় ১৭।১৮ বছর আগে, খুবই মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন।

শ্রীযুক্তা বুটেনশোন্‌-এর এই উৎসাহ আমার কাছে তখন বোধগম্য হয় নি। ভিগেলাণ্ডের নামটা আবছা-আবছা মনে ছিল, কোথাও এঁর কাজের সম্বন্ধে প'ড়ে থাক্‌বো, কিন্তু তার কোনও নমুনা মনের মধ্যে গেঁথে থাকে নি—হাফটোন্ চিত্র কোথাও দেখে থাক্‌লেও, তার সৌন্দর্য্য বা শক্তি আমাকে আকৃষ্ট করে নি। Rodin রোদ্যাঁ, Maillol মায়্যল্, Bourdelle বুর্‌দেল্, Despiau দেস্পিও প্রভৃতি কতকগুলি ফরাসী ভাস্করের কাজ যে-ভাবে আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল, তখন ভিগেলাণ্ড সে-ভাবে মনকে আবিষ্ট ক'রতে পারেন নি। প্রধান কারণ, ভিগেলাণ্ডের হাতের কাজ তখনও দেখিনি। সুতরাং আমি শিষ্টজনোচিত-ভাবে

তাঁর কথায় স্যান্দেহিয়ে গিয়েছিলুম—নিশ্চয়ই, আপনি যখন ভিগেলাণ্ডের কাজের এত প্রশংসা ক'র্ছেন, তখন তার শিল্প-গৌরব অসাধারণ একটা কিছু হবেই—. তবে তাঁর শ্রেষ্ঠ রচনা দেখ্‌বার সৌভাগ্য আমার হয় নি। শ্রীযুক্তা বুটেন্‌শোন্ আমায় ব'ললেন—ভিগেলাণ্ড বড়ই খামখেয়ালী লোক; তাঁর তৈরী মূর্তি—আমাদের ওদেশের বড়ো-বড়ো লোকদের প্রতিকৃতি—নরওয়ের প্রায় সব শহরেই আছে, কিন্তু তিনি এই যে কাজটার জন্য একরকম নিজের জীবন উৎসর্গ ক'রেছেন, এর পিছনে নিজের সমস্ত অর্থ-সামর্থ্য সময় আর পরিশ্রম নিঃশেষে ঢেলে দিচ্ছেন, সেটা সহজে কাউকে দেখ্‌তে দিতে চান না। শত শত মূর্তি তৈরী হবে, ব্রঞ্জে, পাথরে—সবটা তৈরী ক'রে উঠ্‌তে একটা জীবন কেটে যাবে, কিন্তু তিনি অপেক্ষা ক'রে আছেন, সবটা পুরো হ'লে তবে তিনি বাইরের জন-সাধারণের জন্য তাঁর মন্দির-দ্বার উন্মুক্ত ক'রে দেবেন। কিন্তু এখন তাঁর কাজের সিকি ভাগও হয় নি—এখন তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা বা প্রীতি কারো প্রতি না হ'লে, তাকে তাঁর কর্মশালায় প্রবেশ ক'রে সব-কিছু দেখ্‌তে অনুমতিই দেন না। কেবল রবীন্দ্রনাথ ব'লেই তিনি এই সম্মান দেখিয়েছিলেন।

তখন আমার দেশে ফির্‌বার সময় হ'য়ে এসেছে—নরওয়ে-যাত্রা আর সে সময়ে হ'য়ে উঠ্‌বে না জানতুম, কাজেই ভিগেলাণ্ডের সম্বন্ধে কৌতূহল বিশেষ জাগ্‌ল না—শ্রীযুক্তা বুটেন্‌শোনের আগ্রহ আর উচ্ছ্বাস সত্ত্বেও।

কিন্তু ভিগেলাণ্ডের কথা ভুলি নি। দেশে ফিরে এসে রবীন্দ্রনাথকেও জিজ্ঞাসা ক'রেছিলুম, তিনি অজস্র প্রশংসা ক'র্লেন—ব'ল্লেন, ভিগেলাণ্ড লোকটী সত্যকার শিল্পী—খালি শিল্পী ব'ল্লে হয় না, তাপসও বটে; একটা বিরাট কল্পনা গ'ড়ে তুলে, সারা জীবন ধ'রে তার সাধনা ক'র্ছেন, কি ক'রে তাকে মূর্ত ক'রে তুল্‌বেন তাঁর ভাস্কর্য্যে রূপ দিয়ে।

এর পরে, ভিগেলাণ্ড যে নরওয়ে সব-চেয়ে বড়ো ভাস্কর, একথা অন্যত্র পড়ি। এই বারে ১৯৩৮ সালে, নরওয়ে দেখে আস্‌বার সঙ্কল্প নিয়ে যখন বা'র হই, তখন স্থির করি, এবার ভিগেলাণ্ডের কাজের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় ক'রে যেতে হবে। অধ্যাপক বন্ধুবর মর্গেন্‌স্ত্যেরনেকে শ্রীমতী বুটেন্‌শোন্-র কথা লিখেছিলুম যে, অস্‌লোতে তিনি থাকেন, সেখানে তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হ'লে বিশেষ আনন্দিত হবো। এই চিঠি লেখার ফলেই, অধ্যাপক মর্গেন্‌স্ত্যেরনের সৌজন্যে তাঁরই বাড়ীতে শ্রীমতী বুটেন্‌শোনের সঙ্গে আবার দেখা হ'ল। ১৯২২ সালে তাঁর সঙ্গে যে দুই-তিন দিন সাক্ষাৎ হ'য়েছিল, সে কথা তিনি ভোলেন নি। আমি ভিগেলাণ্ডের কথা তুল্‌লুম—তাঁর কাজ একটু দেখা যায়

[illegible] এখন গ্রীষ্মের সময় ব'লে ভিগেলাণ্ড শহর ছেড়ে পল্লীগ্রামে গিয়েছেন —তাঁর অনুমতি না হ'লে কেউ তাঁর কর্মশালায় প্রবেশ ক'রতে পারে না। সময় আমার বেশী ছিল না—শ্রীযুক্তা বুটেন্‌শোন্ বিশেষ অনুগ্রহ ক'রে ভিগেলাণ্ডের ঠিকানায় টেলিগ্রাম ক'রে আমার জন্য অনুমতি আনিয়ে' দিলেন—ভিগেলাণ্ড-ও বিশেষ সৌজন্য ক'রে তাঁর কর্মশালার লোকেদের হুকুম দিয়ে তার ক'রে দিলেন, আমাকে যেন সব দেখানো হয়। শ্রীযুক্তা বুটেন্‌শোন্ খুব উৎসাহিত হ'লেন, তিনি ব'ললেন যে, আঠারো বছর আগে রবীন্দ্রনাথ যা দেখে গিয়েছেন, তার চেয়ে আরও অনেক কিছু দেখে যাবার সৌভাগ্য আমার হবে। তিনি নিজে ভিগেলাণ্ডের কর্মশালার একটা নক্‌শা এঁকে দিলেন, কোথায় কোন্ জিনিস আমার ভালো ক'রে দেখা উচিত, তাতে তা লেখা ছিল।

৯ই অগস্ট সকালে আমি ভিগেলাণ্ডের শিল্পগৃহ দেখে এলুম। এরূপ জিনিসের আশা করিনি—কি অদ্ভুত একটা ব্যাপার এই একজন শিল্পী সেখানে ক'রছেন, তা দেখে এলুম।

রূপ-শিল্পের মূল প্রেরণা সাধারণতঃ তিন রকমের—অনুকৃতি, অলঙ্করণ বা মণ্ডন, আর আদর্শ বা অতীন্দ্রিয় ভাব। আবার কোনও শিল্পের রচনায় এই তিনটী গুণের কেবল একটীর না হ'য়ে, একাধিক গুণের বা উদ্দেশ্যের প্রভাব দেখ্‌তে পাওয়া যায়। প্রথমটায় প্রাচীন গ্রীক শিল্প, আদর্শ এবং অনুকৃতির সামঞ্জস্য দেখাবার চেষ্টা ক'রেছিল; খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতক পর্য্যন্ত এই সামঞ্জস্যের ফলে গ্রীক ভাস্কর্য্য পৃথিবীর শিল্পের ভাণ্ডারে অপূর্ব সুন্দর কতকগুলি বস্তু দান ক'রে গিয়েছে। খ্রীষ্ট-পূর্ব চতুর্থ শতক থেকেই নিছক্ অনুকৃতির দিকে গ্রীক ভাস্কর্য্য ঝোঁক দিলে। ইউরোপের খ্রীষ্টান মধ্য-যুগে, অলঙ্করণ আর অতীন্দ্রিয়তার দিকে ঝোঁক ফিরে এল, বিজান্তীয় ও গথিক শিল্পের সৃষ্টি হ'ল। তারপরে পঞ্চদশ শতক থেকে গ্রীক সাহিত্য ও শিল্পের চর্চা আর সাধনার ফলে, ইউরোপীয় সংস্কৃতির যে Renaissance বা পুনর্জাগৃতি আরম্ভ হ'ল, তাতে শিল্পে আবার কেবল অনুকৃতিরই সাধনা চ'ল্‌ল। আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এই গ্রীক শিল্পের অনুকৃতি-মূলক দিক্‌টার আলোচনা এবং অনুশীলন চ'ল্‌তে থাকায়, মুখ্যতঃ গ্রীকের নকল-ই শিল্পের—ভাস্কর্য্য-শিল্পের বিশেষ ক'রে—মুখ্য অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়াল'। এতে ক'রে শিল্প প্রাণহীন হ'য়ে প'ড়্‌ল। উনিশের শতকের দ্বিতীয় অর্ধ থেকে ফ্রান্সে প্রথম, তার পরে ইউরোপের অন্য দেশে, এর বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া আরম্ভ হ'ল। এই প্রতিক্রিয়াতে গ্রীক শিল্পের সঙ্গে অপাংক্তেয় ব'লে যে-সমস্ত জাতির শিল্প ইউরোপীয় কলাবিদ্‌গণের দ্বারা বর্জিত হ'য়েছিল, সেগুলিরও চর্চা আরম্ভ হ'ল; ফরাসী ভাস্কর-শ্রেষ্ঠ Rodin রোদ্যাঁ, ভারতের নটরাজ মূর্তির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লিখে গিয়েছেন। মানুষের সম্বন্ধে যে নোতুন দৃষ্টি ক্রমে নৃতত্ত্ব-বিজ্ঞান আর বিভিন্ন জাতির সংস্কৃতি আলোচনার ফলে ইউরোপের শিক্ষিত জনের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তার ফলে মানুষকে নিয়ে—মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আশঙ্কা গৌরব-অগৌরব এই সমস্ত নিয়ে, আধুনিক শিল্পও নোতুন-ভাবে মেতে উঠ্‌ল।

অনুকৃতি- বা আদর্শ-মূলক শিল্পের উপজীব্য হ'চ্ছে মানুষ, আর মানুষ ছাড়া বাইরের জগৎ।—প্রথম থেকেই মানুষকে আর মানুষের সাঙ্গোপাঙ্গ জীব-জন্তুর মূর্তি নিয়ে

শিল্পের [illegible]। অলঙ্করণ-শিল্পে গাছপালা ফুল আগুন জল প্রভৃতির রেখা-সম্পাত নিয়ে অবশ্য শিল্প প্রাচীনকাল থেকেই খেলা শুরু ক'রে দিয়েছে, কিন্তু বাহ্য-প্রকৃতি চিত্র-শিল্পের কাছে প্রথম ধরা দেয় চীনা শিল্পীদের তুলিতে। থাক্, সে অন্য [illegible] শিল্প চিরকালই নরদেহের জয়গান গেয়ে এসেছে—কি দেবতার কল্পনায়, [illegible] কি নারী ও পুরুষের অবস্থান, গতি প্রভৃতি নানাবিধ চেষ্টার প্রদর্শনে। মিসরের প্রাচীন ভাস্করেরা, বাবিলন ও আসিরিয়ার ভাস্করেরা, গ্রীসের, রোমের, ভারতবর্ষের কম্বোজের ও যবদ্বীপের, চীন ও জাপানের ভাস্করেরা, মধ্য-যুগের গথিক শিল্পীরা, মধ্য-আমেরিকার প্রাচীন মায়া-জাতীয় শিল্পীরা, রেনেসাঁস যুগের ইটালীয় ভাস্করেরা—এঁদের হাতে মানুষের দেহকে নিয়ে নানা ছন্দে নানা ভাবে 'নারাশংসী গাথা' বা মানুষের প্রশস্তি গাওয়া হ'য়ে গিয়েছে। সাহিত্যেও এইরূপ মানব-বন্দনা বিরল নয়—এক হিসাবে, যেখানেই সাহিত্যে মানুষ নিয়ে কারবার, সেখানেই হ'চ্ছে মানুষের জয়-গান। খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকে গ্রীক কবি সোফোক্লেস্ তাঁর 'আন্তিগোনে' নাটকে যে সুরে মানব-বন্দনার গান গেয়েছেন, সে সুর কখনও কবি আর শিল্পীরা ভোলে নি। আমাদের মহাভারতেও আছে—

"গুহ্যং ব্রহ্ম তদ্ ইদং ভো ব্রবীমি, ন মানুষাৎ শ্রেষ্ঠতরং হি কিঞ্চিৎ।"

অর্থাৎ "এই তোমাকে গুহ্য জ্ঞান ব'ল্‌ছি—মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর আর কিছুই নেই।"

এই কথার-ই যেন প্রতিধ্বনি ক'রে, বাঙলা-দেশের মধ্য-যুগের সহজিয়া কবি গেয়েছিলেন—

"সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই।"

আমাদের দেশ মানুষের সঙ্গে সঙ্গে অতিমানুষকে কখনও ভোলে নি। কিন্তু ইউরোপ মানুষকে নিয়েই বেশী মেতেছে। আধুনিক ইউরোপের ভাস্কর্য্য আবার নোতুন ভাবে মানুষের সম্বন্ধে নোতুন দৃষ্টি আর নোতুন দরদ নিয়ে, প্রাচীনের অভিজ্ঞতা আর আধুনিকের সাহস আর শক্তি নিয়ে, এই চিরন্তন 'নরাশংস-গাথা' বা মানব-বন্দনা শুরু ক'রে দিয়েছে—বিশেষ ক'রে ফ্রান্সে আর জরমানিতে; আর নরওয়ের ভাস্কর গুস্তাফ্ ভিগেলাণ্ড, নবীন যুগের ভাস্কর্য্যের দ্বারা আরব্ধ এই মানব-বন্দনায় যোগ দিয়েছেন।

গুস্তাফ ভিগেলাণ্ডের জন্ম ১৮৬৯ সালে, এখন তাঁর বয়স সত্তর বৎসর। অদম্য উৎসাহে এখনও তাঁর আরব্ধ কাজে লেগে আছেন। ছেলে বয়সেই তিনি কাঠে খোদাই কাজ আরম্ভ ক'রে দেন। প্রথম যৌবনে ইনি রোদ্যাঁর প্রভাবে আসেন। ব্যক্তিগত প্রতিকৃতি, আর বিভিন্ন মানসিক ও শারীরিক অবস্থায় মানব-মানবীর মূর্তি—খুব শক্তিশালী হাতে তিনি এই-সব বিষয়ে রচনা করেন। তাঁর বেশীর ভাগ কাজই ব্রঞ্জে ঢালা—শক্তির দ্যোতনার দিক্ থেকে এই ধাতব উপাদান খুবই তাঁর কাজের প্রকাশের পক্ষে উপযোগী হ'য়েছে।

অস্‌লো-শহরের বাইরে খুব বড়ো এক ভূখণ্ডে তাঁর এই বিরাট মানব-জীবনের প্রকাশময় মূর্তি-সমূহ স্থাপিত হবে। এই ভূখণ্ডে একটী উদ্যান প্রস্তুত হবে, সমস্ত জিনিসটাকে Vigeland Fountain বা 'ভিগেলাণ্ডের ফোয়ারা' নামে এখন থেকেই অভিহিত করা হ'চ্ছে, কিন্তু এর সত্য নাম হওয়া উচিত, 'ভিগেলাণ্ডের মানব-

তীর্থ' বা 'মানব-মন্দির'। এই জিনিসটার পরিকল্পনা যে-ভাবে ভিগেলাণ্ড ক'রেছেন—তা নক্‌শা ক'রে এঁকে না দেখালে ঠিক-মত বোঝানো যাবে না; আর ভিগেলাণ্ড এ নক্‌শা এখন বাইরে প্রকাশিত হ'তে দেন না। পেটা-লোহার পাঁচটা তোরণদ্বার দিয়ে এই তীর্থে প্রবেশ করা যাবে; এই তোরণদ্বারগুলিতে পেটা লোহায় তৈরী নানা প্রকার সর্প, সরীসৃপ আর dragon বা মহানাগের মূর্তি আছে—এগুলি নানা ভঙ্গীতে যেন কিল্‌বিল্‌ ক'রছে—মানুষের জীবনের যা কিছু-নীচতা আর ব্যর্থতা, যেগুলিকে সাহস আর শক্তির দ্বারা জয় ক'রতে হয়, এগুলি তারই প্রতীক। এই তোরণ পার হ'য়ে, খানিক দূরে একটা জলাশয় করা হবে; জলাশয়ের উপর দিয়ে এক সাঁকো, সাঁকোটা হবে প্রায় ৩৫০ ফুট লম্বা, তার দুধারের আলিসার উপরে প্রায় তিরিশটা ব্রঞ্জ group বা মূর্তি-সমূহ থাক্‌বে—এক একটী মূর্তি-সমূহে মানবের বিভিন্ন প্রকার কর্ম-চেষ্টা দেখানো হবে,—এই মূর্তিসমূহে শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত নানা বয়সের মানব-মানবী, দুর্দাম গতি-ভঙ্গীতে প্রকটিত হ'য়েছে। এই মূর্তিগুলি বিরাট্‌ আকারের, নরদেহের বিভিন্ন লীলাভঙ্গী নানাবিধ অবস্থায় প্রদর্শিত হয়েছে; সমস্তই সুস্থ ও সবলকায়, স্বাস্থ্যে উজ্জ্বল সুপুষ্ট মানবের মূর্তি—joie de vivre অর্থাৎ জীবনের ফুর্তির অপূর্ব প্রতীক। এই মূর্তিগুলি প্লাস্টরে তৈরী হ'য়ে গিয়েছে, ব্রঞ্জে ঢালা হ'চ্ছে, তবে সবগুলি এখনও ব্রঞ্জে ঢালা হয় নি। এর পরে, সমস্ত মানব-তীর্থের কেন্দ্রস্বরূপ তৈরী হবে এক বৃহদাকার ব্রঞ্জের উৎস-মুখ বা ফোয়ারা। ছয় জন অতিকায় দানবমূর্তি একটী বিরাট জলপাত্র বহন ক'রে আছে, সেই পাত্র উপ্‌চে জল একটা বিশাল চতুরস্র হৌজে প'ড়ছে, হৌজটার এক এক দিকের লম্বাই হ'চ্ছে প্রায় ২০০ ফুট ক'রে। এই ফোয়ারার চারিদিকে বসাবার জন্য কুড়িটী ব্রঞ্জের মূর্তি-সমূহ তৈরী হ'য়ে গিয়েছে—নরনারীর জীবনের বিভিন্ন দশা এই মূর্তি-সমূহে দেখানো হ'য়েছে, এক একটী মূর্তি-সমূহের অবলম্বন এক একটী বৃক্ষ, তাকে আশ্রয় ক'রে বিভিন্ন বয়সের নর নারীর অবস্থা দেখানো হ'য়েছে, মানুষে-গাছে যেন একই মূল থেকে উৎপন্ন, এক সঙ্গেই জড়িত। এই কুড়িটী মূর্তি-সমূহের রচনার কল্পনা অদ্ভুত; একটী মূর্তি আমাদের ভারতবর্ষের সাঁচীর স্তূপের তোরণের উপরকার 'বৃক্ষকা' বা বনদেবীর মূর্তির অনুপ্রাণনায় গঠিত, একটী কন্যা গাছের শাখা ধ'রে দাঁড়িয়ে', যেন সে গাছেরই অংশ। ভারতের এই কল্পনাটী, গ্রীক Dryad বা দ্রুদেবীদের কল্পনার অনুরূপ। শিশুরা গাছের শাখার মূলে খেলছে, তরুণ-তরুণী গাছের ছায়ায় প্রেম-আলাপে মগ্ন, বৃক্ষতলে নিদ্রিতা রমণী, বৃক্ষের সহিত একাঙ্গীভূত নর ভীষণ যন্ত্রণার মধ্যে র'য়েছে—অদ্ভুত সব মূর্তিতে ভিগেলাণ্ড মানবের সুখ-দুঃখ দেখিয়েছেন, তাঁর মনের মধ্যে যে মানব-বিষয়ক মহাকাব্য সৃষ্টি হ'য়েছে তার রূপময় প্রকাশ তিনি ক'রে দিয়েছেন। শেষ, এই ফোয়ারা আর কুড়িটী ব্রঞ্জের বৃক্ষাশ্রয়ী মানব-মূর্তি-সমূহের পরে, ধাপে ধাপে উঠেছে এমন, প্রায় চল্লিশ ফুট উঁচু, চতুরস্র এক টিলা থাক্‌বে, তার মাঝখানে থাক্‌বে প্রায় সত্তর ফুট উঁচু গ্রানাইটের একশিলাময় একটী স্তম্ভ, এই স্তম্ভের গায়ে নানা অবস্থায়, বেশীর ভাগই পরস্পরের গাত্র সংশ্লিষ্ট, প্রায় এক শ'টী মানব-মানবীর খোদিত চিত্র তৈরী হ'য়েছে। এই স্তম্ভটী যথাস্থানে বসানো হ'য়েছে, এইটী পুরো হ'য়েও গিয়েছে, কিন্তু এটী এখন ঢাকা থাকে, একে আবিষ্কার ক'রে দেখানো হয় নি।

এই স্তম্ভকে কেন্দ্র ক'রে অতিমানুষ আকারের আরও ছত্রিশটী বৃহৎ গ্রানাইট পাথরের মূর্তি-সমূহ থাক্বে—তাতে অতি স্থূল ধাঁজে তৈরী কতকগুলি ক'রে মূর্তি থাক্বে—গড়ে প্রত্যেক মূর্তির দৈর্ঘ্য প্রায় ১২।১২॥০ ফুট। এই group বা মূর্তি-সমূহের কতকগুলি তৈরী হ'য়েছে, তার একটা আমার বেশ মনে আছে—শত্রুর আক্রমণ থেকে শেষ আত্মরক্ষার জন্য কতকগুলি পুরুষ, নারী ও শিশু তৈরী হ'চ্ছে—যুবক আর প্রৌঢ়েরা বীর-দর্পে, প্রাণপণ করা লড়াই কর্বার দৃঢ়তা মুখে ফুটিয়ে', রুখে দাঁড়িয়েছে, দুটো ছোটো ছেলেও মায়ের বারণ না শুনে তাদের সঙ্গে গিয়ে দাঁড়াতে চাচ্ছে। এ সমস্ত যেন অতিকায় দানবের সৃষ্টি।

এই-সব মূর্তি সংখ্যায় এতগুলি যে, জীয়ন্ত থাকলে এগুলি দিয়ে যেন একটা ছোটোখাটো শহর ভরানো যেত। এই মূর্তিগুলি এখনও যথাস্থানে বসানো হয়নি। অনেকগুলি এখনও পাথরে কাটতে বা ব্রঞ্জে ঢাল্‌তে বাকী। অস্‌লোর মিউনিসিপালিটির কর্তারা ভিগেলাণ্ডের কাজের গুরুত্ব বুঝে, তাঁর এই মানব-তীর্থের জন্য জমি দিয়েছেন, তাঁর কাজের জন্য এক বিরাট্ কর্মশালা বানিয়ে' দিয়েছেন। সেখানে অনেক সহকর্মী নিয়ে তাঁর এই পাথরে-কাটার আর ঢালাইয়ের কাজ চ'ল্‌ছে। ভিগেলাণ্ড নিজের সব শক্তি, সমস্ত উপার্জন, এইতেই ঢেলে দিচ্ছেন। ১৯৩৮ সালে এই 'তীর্থ' সম্পূর্ণ হবে আশা ছিল, কিন্তু মনে হয়, এখনও আরও দুই-তিন বছর অন্ততঃ লাগবে।

ভিগেলাণ্ডের তার পেয়ে, আর শ্রীযুক্তা বুটেনশোন্-এর ব্যবস্থা মত, ভিগেলাণ্ডের এক বন্ধু, ইনি ইংরিজি-বলিয়ে' ইঞ্জিনিয়ার, বিশেষ সৌজন্য ক'রে আমায় সব দেখাবার জন্য তাঁর কর্মশালায় দরজায় উপস্থিত ছিলেন। অধ্যাপক মর্গেন্‌স্ত্যের্'নও উপস্থিত হন। বড়ো বড়ো ঘরে এই-সব পূরো-তৈরী আর আধা-তৈরী মূর্তি, মানব-তীর্থকে অলঙ্কৃত করবার জন্য অপেক্ষা ক'র্‌ছে। এই মানব-তীর্থের উদ্দেশ্যে তৈরী মূর্তি ছাড়া, আরও অনেক মূর্তি আছে—ব্রঞ্জে, প্লাস্টরে, পাথরে; সে সব দেখে, ভিগেলাণ্ডের প্রচণ্ড কর্মশক্তি আর কল্পনার অফুরন্ত উৎস দেখে স্তম্ভিত হ'তে হয়। মানুষ নিজেকে যে-ভাবে দেখেছে বা দেখ্‌তে চায়, তার এক আশ্চর্য্য আরও অনপেক্ষিত রূপ-ভাণ্ডার এই কর্মশালায় নিহিত র'য়েছে।

ভিগেলাণ্ডের কাজ মহান্,—বড়ো বড়ো বিশেষণ শেষ হ'য়ে যায় তার বর্ণনা ক'র্‌তে গেলে। ভিগেলাণ্ডের অনুপ্রাণনা এসেছে প্রাচীন মিসরের ভাস্কর্য্য থেকে, রেনেসাঁস-যুগের ভাস্কর্য্য থেকে, ক্বচিৎ ভারতের ভাস্কর্য্য থেকে; তার ভাস্কর্য্য-শৈলীর শক্তি হ'চ্ছে উত্তর-ইউরোপের নর্স-জাতির, তার প্রকৃতি হ'চ্ছে একেবারে আধুনিক নরদেহের উপাসনা। ভিগেলাণ্ডের কাজ দেখে মিকেল-আঞ্জেলোর কোনও কোনও রচনার কথাও মনে হয়। সবটা দেখে বিস্ময়ে অবাক্ হ'তে হয়; কিন্তু ভিগেলাণ্ডের এই মাংস-বহুল উদ্দাম-গতি নরদেহের ছড়াছড়ি, এর অত্যধিক আতিশয্যের দ্বারাই যেন আমাকে একটু অস্বস্তিতে ফেলে দিয়েছিল। নরদেহের বন্দনায় কেবল অনুকৃতি, এবং সুস্পষ্ট শক্তিশালিতার অনুকৃতি, সব সময়ে ভালো লাগে না; একটু আদর্শবাদিতার, আদর্শ সৌন্দর্য্যের আমেজ না থাক্‌লে, জিনিসটা নিতান্ত পার্থিব হয়ে দাঁড়ায়। এই বিষয়ে আমার আদর্শ হ'চ্ছে খ্রীষ্ট-পূর্ব পঞ্চম শতকের গ্রীক ভাস্কর্য্য, আমাদের মহাবলিপুর, ধারাপুরী আর এলোরার ভাস্কর্য্য, চোল-যুগের ব্রঞ্জ মূর্ত্তি, কম্বোজের আদি-যুগের খ্মের

মূর্তি, প্রাচীন চীনা ও জাপানী বৌদ্ধ মূর্তি আর গথিক (খ্রীষ্টান) অস্থর্ধ্য, আর আধুনিকদের মধ্যে, জরমান ভাস্কর Georg Kolbe গেওর্গ কোল্‌বে-র আর Fritz Klimsch ফ্রিট্‌স্ ক্লিম্‌শ্-এর পরিকল্পিত মূর্তি। আর একটা জিনিস, ভারতবাসী ব'লেই বোধ হয়, আমার বেশী ক'রে লাগ্‌ল। ভিগেলাণ্ডের এই সব মূর্তির সৃষ্টিতে, উদ্দাম ভাবের প্রণাটনই বেশী—অটুট স্বাস্থ্য ও শক্তিতে পূর্ণ নর-নারীর সুস্থ-দেহের আনন্দের বিলাস, ভীষণ ট্রাজেডির মধ্যে এই সব শক্তিশালী নর-নারীর বিক্ষোভ, তাদের বিদ্রোহ আর সংঘাত। কিন্তু শান্ত, সমাহিত, ভাবশুদ্ধ মানবের পরিকল্পনা বা চিত্রণ কোথাও দেখ্‌লুম না। যোদ্ধা আছে, উদার উন্মুক্ত আকাশের তলে সূর্য্যের দিকে মুখ ক'রে বিচরণশীল নগ্ন নর-নারীর জয়-যাত্রার প্রকাশ আছে, কিন্তু চিন্তাশীল দার্শনিকের, আত্মানন্দে বিভোর মনীষীর, অপার্থিব জগতের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত তরুণ-তরুণীর দেখা তো পেলুম না। প্রচণ্ড শক্তি আছে, কিন্তু শক্তির সঙ্গে সৌকুমার্য্যের মিলন যেন কম। এ বিষয়ে ভিগেলাণ্ড আধুনিক ইউরোপের 'মানবের-জয়যাত্রা'-বাদীদের উপযুক্ত প্রতিনিধি; কিন্তু ইউরোপের গভীর চিন্তা আর অন্তর্মুখিতার প্রমাণ তাঁর রচনায় প্রকট নয়। তা হ'লেও, মুক্তকণ্ঠে স্বীকার ক'র্‌বো, ভিগেলাণ্ডের সৃষ্টি অদ্ভুত, অভূত-পূর্ব; আর মানুষের জীবনের—স্বাস্থ্যবান্ দেহের, আনন্দে পূর্ণ মানুষের প্রচেষ্টার—এমন সর্বগ্রাহী বন্দনা, শিল্পে আর কেউ দেখাতে পারে নি। একজন মানুষ কি ক'রে এতটা ক'র্‌লে তা ভেবে তাক লেগে যায়। ভিগেলাণ্ডের 'মানব-তীর্থ' সম্পূর্ণ হ'লে, এটা পৃথিবীতে শিল্পানুরাগীর পক্ষে অন্যতম তীর্থস্থান হবে, সন্দেহ নেই॥

[১৫]

সুইডেন

৯—১২ আগষ্ট

সুইডেন, ফিন্‌লাণ্ড, এস্তোনিয়া, লাট্‌ভিয়া, লিতুআনিয়া—এই কয়টী দেশকে Baltic lands বা 'বাল্‌টিক সাগরের দেশ' বলে, বিশেষ করে শেষের তিনটী দেশকে। ভৌগোলিক সমাবেশ, দেশবাসী জনগণের ভাষা ও জাতি আর তাদের ইতিহাস—এ-সব ধ'রে এই চারটী দেশকে আবার অন্যভাবেও শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। সুইডেন, নরওয়ে আর ডেনমার্কের সঙ্গে একত্র ধ'রে ফিন্‌লাণ্ডকে Scandinavia স্কান্দিনাভিয়ার অন্তর্গত চারটী দেশের একটা বলা হয়। কারণ এগুলির ইতিহাস পরস্পরের সঙ্গে জড়িত। সুইডেন, নরওয়ে আর ডেন্‌মার্কের লোকেরা জাতিতে আর ভাষায় এক, আর্য্য টিউটন বা জরমানিক গোষ্ঠীর, স্বভাবতঃ এদের এক পর্য্যায়ের দেশ ব'লে ধরা যায়। ফিন্‌লাণ্ডের লোকেরা বেশীর ভাগ হচ্ছে অনার্য্য, ফিন্নো-উগ্রীয় জাতীয়—এদের ভাষা একেবারে আলাদা, আর সংস্কৃতিও এদের অনেকটা আলাদা; কিন্তু সুইডেনের লোকেরা বহু শতক ধরে ফিন্‌লাণ্ডে রাজত্ব ক'র্‌ত,

ফিন্ জাতিকে তারাই অনেকটা মানুষ ক'রে তুলেছিল। ফিন্ জাতির অভিজাতবর্গ, বেশীর ভাগই সুইডেনের সুইড, সেদিন পর্যন্ত ফিন্‌ল্যাণ্ডের রাজভাষা ছিল সুইড ভাষা, এখনও অনেকটা সুইড ভাষাই ওদের সাংস্কৃতিক ভাষা হ'য়ে র'য়েছে। আর ফিন্‌দের জীবন-যাত্রার পদ্ধতি, রীতি-নীতি, সব সুইডদের অনুকরণে, সেইজন্য ফিন্‌ল্যাণ্ডকেও সুইডেনের সঙ্গে একত্র ধ'রে, স্কান্দিনাভিয়ার শামিল করা হয়। আবার এস্তোনিয়া, লাট্‌ভিয়া, লিতুআনিয়া, ভৌগোলিক সমাবেশের জন্য—রুষ-দেশ আর বাল্‌টিক সাগরের মাঝখানে এদের অবস্থানের জন্য—আর এদের ইতিহাস আর সংস্কৃতি অনেকটা এক ধরণের হওয়ার জন্য, এগুলিকে খাস ক'রে 'বাল্‌টিক দেশ' বলা হয়। কিন্তু ভাষায় এস্তোনিয়ার লোকেরা তাদের দেশের উত্তরের সাগরের—ফিন্‌ল্যাণ্ড উপসাগরের—ওপারে অবস্থিত ফিন্‌ল্যাণ্ড দেশের লোকেদের সঙ্গে সমগোষ্ঠীর ব'লে, ভাষার দিক থেকে এই দুই দেশকে কখনও-কখনও এক পর্য্যায়ের ধরা হয়—দুটো হ'চ্ছে ফিন্নো-উগ্রীয় ভাষার রাজ্য; আর লাট্‌ভিয়া আর লিতুআনিয়া ভাষায় প্রায় এক—লাটভিয়ার লেট ভাষা আর লিতুআনিয়ার লিতুআনীয় ভাষা এই দুইটী হ'চ্ছে আর্য্য ভাষাগোষ্ঠীর বাল্‌টিক বা Balto-Slav বাল্‌টো-শ্লাব শাখার অন্তর্গত, পরস্পরের ভগিনী-স্থানীয়, রুষ প্রভৃতি শ্লাব শাখা বা প্রশাখার আর্য্য ভাষাগুলির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-ভাবে সম্বদ্ধ, আমাদের সংস্কৃতের নিকট জ্ঞাতি, গ্রীক লাতীন গথিক প্রাচীন-আইরিশ প্রভৃতিরও জ্ঞাতি, সেইজন্য এই দুই দেশকে ভাষার দিক্ থেকে অন্য দেশগুলির থেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে এক সঙ্গে ধরা হয়। কিন্তু এ-সব পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও, বাল্‌টিক সাগরের আর Bothnia বোত্‌নিয়া উপসাগরের দু'পাশে অবস্থিত এই কটা দেশকে, পশ্চিম-ইউরোপের, মধ্য-ইউরোপের, বাল্‌কান পর্বত-অঞ্চলের, আর ভূমধ্যসাগর-তীরের দেশগুলির থেকে, আলাদা এক শ্রেণীতে ধরাই সুবিধার।

এই কটা দেশ—আর নরওয়ে—হ'চ্ছে উত্তর-ইউরোপের। দক্ষিণের যে গ্রীক আর রোমান সভ্যতা আর খ্রীষ্টান ধর্ম সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে' গিয়ে, রোমান সাম্রাজ্যের প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে প্রায় সমগ্র ইউরোপকে—পশ্চিম, মধ্য, বাল্‌কান আর ভূমধ্য-সাগরের ইউরোপকে—এক ক'রে দিয়েছিল, সেই গ্রীক আর রোমান সভ্যতা আর খ্রীষ্টান ধর্ম উত্তর-ইউরোপের এই দেশগুলিতে পৌঁছেছিল সব শেষে। পূর্ব-ইউরোপ অর্থাৎ রুষ-দেশ আর পোল-দেশ কন্‌স্তান্তিনোপল বা বিজান্তিয়ম্ থেকে মধ্য-যুগের খ্রীষ্টান-ধর্মাশ্রয়ী গ্রীক সভ্যতা পায়; তার আধারে রুষ নিজ বিশিষ্ট কৃষ্টি গ'ড়ে তোলে—আর তার ফলে শীঘ্রই, আংশিক-ভাবে অন্ততঃ, নিখিল ইউরোপের ভাব-প্রবাহে গা ঢেলে দেয়। কিন্তু উত্তরের দেশে নিখিল ইউরোপের ধারা প্রবাহিত হ'তে দেরী হওয়ায় স্কান্দিনাভিয়ার লোকেরা, ফিন্ ও এস্ত্ জাতির লোকেরা, আর লিতুআনীয়েরা, নিজেদের সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য অনেকটা বজায় রেখেছে; যদিও গত দু-তিন শ' বছরের ফ্রান্স-জরমানি-ইটালির শিক্ষায় এরা নিজেদের এখন নিখিল ইউরোপের সভ্যতার অংশীদার ক'রে নিয়েছে। সেদিন পর্য্যন্ত উত্তর-অঞ্চলের এই-সব দেশের সঙ্গে পশ্চিম, মধ্য আর দক্ষিণ ইউরোপের লোকেরা পরিচিত ছিল না; বরাবরই এই দেশগুলি ছিল তুহিনাবৃত Twilight বা আলো-আঁধারীর ক্রীড়াভূমি—Mystic North বা রহস্যময় উত্তরাপথ। সুইডেন আর নরওয়ের লোকেরা ইংরেজ

জাতের আর জরমানদের প্রীতি বলে, তাদের কথা পশ্চিম আর দক্ষিণ ইউরোপে একটু বেশী জানত, আর তাদের সংস্কৃতিতে নিখিল ইউরোপীয় ছাপ একটু আগে প'ড়েছিল। কিন্তু তাদের বিশিষ্ট জাতীয় গাথা আর গীতি-সাহিত্য নিয়ে, তাদের বীর-কাহিনী আর দেবতার কথা নিয়ে, ফিন্ ও এস্ত্‌রা এবং লেট ও লিতুআনীয়েরা যেন ইউরোপ-বহির্ভূত অন্য মহাদেশের লোক হ'য়েই অবস্থান ক'রছিল। নরওয়ের লোকেরা, জরমানেরা আর সুইডরা খুব দুর্ধর্ষ ছিল, সাহসী যোদ্ধা ছিল এরা—এরা অপেক্ষাকৃত নিরীহ আর শান্তিপ্রিয় ফিন্, এস্ত্, লেট ও লিতুআনীয়দের আর তাদের পূবে যারা বাস ক'রত সেই রুষ প্রভৃতি শ্লাব জাতীয় লোকেদের উপর চড়াও হ'ত, তাদের আক্রমণ ক'রে লুট-তরাজ ক'র্‌ত—কোথাও-কোথাও ক্রমে তাদের উপরে আধিপত্য স্থাপন ক'রে কায়েমী হ'য়ে ব'সেও গিয়েছিল। পশ্চিমের এই-সমস্ত জরমানিক বা টিউটন জাতি আগেই খ্রীষ্টান হয়, তখনকার যুগের খ্রীষ্টান ধর্মের গোঁড়ামির বশে এরা অখ্রীষ্টান ফিন, এস্ত্, লেট ও লিতুআনীয়দের নিজেদের শিকার ব'লে মনে ক'র্‌ত। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ ত্রয়োদশ শতক থেকে বিগত যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত, এই কয়টী বিশিষ্ট জাতির ইতিহাস ছিল—জরমান, দিনেমার, সুইড, ও পরে রুষ ও পোলদের প্রভুত্বের আর অত্যাচারের ইতিহাস। ১৯১৯ সালে বিগত মহাযুদ্ধের পরে স্বাধীনতা পেয়ে এই দেশগুলি নবীন উৎসাহে নিজেদের অর্থনৈতিক আর সাংস্কৃতিক উন্নতির কাজে লেগে গিয়েছিল; কিন্তু ১৯৪০ সালে রুষ আর জরমান চাপে এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতির লোকেদের আবার ভাগ্য-বিপর্য্যয় ঘ'ট্‌ল—আবার কবে এরা পরাধীনতার রাহুগ্রাস থেকে মুক্ত হবে তা ভগবান্-ই জানেন।

অন্য নানা জাতের মানুষের মতন, উত্তর-ইউরোপের এই-সব জাতির প্রতি আমার একটা আকর্ষণ ছিল; আর বহুদিন থেকে এদের দেশে এদের মধ্যে দু'-দশ দিন কাটিয়ে' আসবার আকাঙ্ক্ষা মনে মনে পোষণ ক'রছিলুম। এইবার আংশিক-ভাবে সে আকাঙ্ক্ষার পূরণ হ'ল।

৯ই আগষ্ট ১৯৩৮ মঙ্গলবার রাত্রে, নরওয়ের রাজধানী Oslo অস্‌লো থেকে সুইডেন-এর রাজধানী Stockholm স্টক্‌হোল্‌ম্-এ এসে পৌঁছোলুম। রাত্রি হ'য়ে গিয়েছিল, আমরা বাসা ঠিক ক'রে নিয়ে সোজা বিছানা আশ্রয় করি। ঐ রাত্রে আর কিছু দেখা হয়নি। সুইডেন হ'চ্ছে ইউরোপের উত্তরাপথের দেশগুলির মধ্যে সবেচেয় বড় আর শক্তিশালী। সুইডেন-এর লোকসংখ্যা কিন্তু মাত্র ৬০ লাখের কিছু উপর, যদিও দেশটী আয়তনে বাঙলা দেশের দ্বিগুণের চেয়েও বেশী। দেশের অধিকাংশ স্থান মানুষের বাসের উপযোগী নয়, বা এখনও উপযোগী হয়নি—পাহাড়, বন, জলাশয় আর জলাভূমি নিয়েই অনেকখানি। অরণ্য আর খনিজ সম্পদে দেশটী বিশেষ সম্পত্তিশালী, আর তা ছাড়া দেশের লোকের বিদ্যাবুদ্ধি আর কৃষ্টি উঁচুদরের হওয়ায়, এরা নানা জিনিস তৈরী ক'রে বাইরে চালান দেয়। সুইডেন কখনও বিদেশীদের দ্বারা অধিকৃত বা শাসিত হয়নি। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে সুইডেন একই জাতির দ্বারা অধ্যুষিত হ'য়ে আছে—শ্বেতবর্ণ দীর্ঘকায় সরলনাসিক নীলচক্ষু হিরণ্যকেশ Nordic নর্ডিক বা উত্তর-দেশের জাতির দ্বারা, যাদের নিদর্শন সুইড আর নরউইজীয়দের মধ্যেই সব-চেয়ে অধিক এখনও পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। প্রিয়-দর্শন, জ্ঞানানুসন্ধিৎসু সুইড জাতি,

তাদের সংখ্যার অনুপাতে, আধুনিক সভ্যতার বিকাশে খুব বড়ো একটা অংশ গ্রহণ ক'রেছে। আমাদের দেশের সঙ্গে সুইডেনের যোগ ছিল দিয়াশলাই আর কাগজের মারফৎ—এই দুইটী অবশ্য-ব্যবহার্য্য জিনিস আগে আমরা সুইডেন থেকেই আনাতুম। তারপরে ডিনামাইটের আবিষ্কারক Alfred Nobel আলফ্রেড নোবেল-এর প্রতিষ্ঠিত নোবেল পারিতোষিকগুলির কল্যাণে, সুইডেনের গুণগ্রাহী পণ্ডিতদের দ্বারা রবীন্দ্রনাথের আর তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে ভারতের গলায় জয়মাল্য প'ড়্‌ল, পরে চন্দ্রশেখর বেঙ্কটরামন্-এর উপরও তাঁদের সম্মান-পুষ্পবর্ষণ ঘ'ট্‌ল, সুইডেন আর ভারতের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগ-সূত্র দৃঢ়ভাবে গ্রথিত হ'ল। সুইডেন-এর পণ্ডিতেরা বিশেষ-ভাবে চীন আর ভারতের প্রতি আকৃষ্ট হ'য়েছেন। এই দুই দেশের সীমান্ত দেশ-ও তাঁদের লক্ষ্য থেকে বাদ পড়েনি—Sven Hedin স্বেন্ হেডিন্-এর মত পর্য্যটক আর ভৌগোলিক আবিষ্কারক, যাঁর ভ্রমণের ফলে তিব্বত আর মধ্য-এশিয়া বিশ্ব-জগতের সামনে নিজ রহস্য প্রকাশ ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে, Bernhard Karglren বের্ণ্‌হার্ড্ কার্লগ্রেন-এর মত চীনভাষাবিৎ, Jarl Charpentier য়ার্ল শার্পেন্‌তিয়ের্ আর Helmer Smith হেল্‌মর্ স্মিথ-এর মত ভারতবিদ্যাবিৎ,—এঁরা সব হ'চ্ছেন সুইডেন আর এশিয়ার মধ্যে আধ্যাত্মিক আর মানসিক সংযোগ-কারক। Selma Lagerlof সেল্‌মা লায়েরলফ-এর মত লেখিকা, Anders Zorn আন্দর্স জোর্‌ন্-এর মত চিত্রকার, Carl Milles কার্ল্ মিলেস্-এর মত ভাস্কর—এঁরা আধুনিক সুইডেন-এর সংস্কৃতির অতি সুন্দর বিশ্বজন-চিত্তগ্রাহী প্রকাশ দেখিয়েছেন। সুইড্ জাতির মহত্ত্বের কতকটা অনুধাবন করা যায় তাদের দেশের রাজধানী স্টক্‌হোল্‌ম থেকে যেমন, তেমনি এদের জনসাধারণের সুনিয়ন্ত্রিত আর সুসভ্য জীবন-যাত্রা দেখে। আজকের দিনে যখন ইউরোপের প্রায় সব দেশ জরমানির অধীনতা স্বীকার ক'রতে বাধ্য হ'য়েছে, তখন একমাত্র সুইডেন (স্পেনকে বাদ দিয়ে) যে নিজের স্বাধীনতা বজায় রাখ্‌তে পেরেছে, এটা সুইডেনের পক্ষে কম গৌরবের কথা নয়।

স্টক্‌হোলম্-শহরটী খুব বড়ো না হ'লেও বেশ বড়ো—এর লোক সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ—আর এর সমাবেশ অতি সুন্দর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ-বহুল সাগরোপকূলে, Maelaren ম্যালারেন্ হ্রদ আর সাগরের সঙ্গম-স্থলে, এই শহরটী প্রতিষ্ঠিত। সবুজ পাইন আর অন্য গাছে ঢাকা দ্বীপপুঞ্জের আর নীল সাগরের পটভূমিকার উপরে পৃথিবীর একটী শ্রেষ্ঠ সৌধ-সৌন্দর্য্যময় নগর গ'ড়ে উঠেছে। বাণিজ্য আর সংস্কৃতির কেন্দ্র এই সুন্দর নগরটীকে সত্যই 'বাল্‌টিক-সাগরের রানী' বলা যায়। মধ্য-যুগের জরমান ধরণের শহরের ভাবটা এর প্রাচীন অঞ্চলে দেখা যায়। Drottningsgatan ব'লে এর সব-চেয়ে লক্ষণীয় রাস্তাটী, যার দু'ধারে এখন আধুনিক ধরণের বিস্তর বাড়ী উঠেছে, আর এই সব বাড়ীর নীচের তলার যত দোকানে সুন্দর জিনিসের পসার পথ-চল্‌তি বিদেশীকে সুইড জাতির শিল্প-সৃষ্টির সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট ক'রছে—সে রাস্তাটী আধুনিক চওড়া-চওড়া রাস্তার তুলনায় বড়োই অপ্রশস্ত। একটী পৃথক্ দ্বীপে আছে আধুনিক রাজপ্রসাদ, আঠারোর শতকে তৈরী এক সুবিশাল অট্টালিকা, সুইডেন-এর মত একটা মহান্ জনগণের রাজার উপযুক্ত বাসবাটী বটে; এ ছাড়া শহরের আশে-পাশে আরও কতকগুলি

রাজপ্রাসাদ আছে,-মহার্ঘ আসবাব-পত্রে সুন্দর শিল্প-সম্ভারে সেগুলির প্রত্যেকটাই অতি লক্ষণীয়। প্রাচীন আর আধুনিক গির্জা, নাট্যমন্দির, সঙ্গীতশালা, গ্রন্থাগার, সংগ্রহশালা, এ-সব তো আছেই ; তা ছাড়া, আধুনিক স্টক্‌হোল্‌ম্‌-এর গৌরব-স্বরূপ ১৯২৩ সালে গঠিত Radhus বা Town Hall অর্থাৎ পৌরজন-প্রাসাদ, আজকালকার যুগের ইউরোপের অন্যতম সুন্দর প্রাসাদ। আমরা তিনটী দিন মাত্র স্টক্‌হোল্‌মে ছিলুম ; আগে থাকতেই শহরের গাইড-বই আনিয়ে' তার মানচিত্র দেখে শহরের দ্রষ্টব্য জিনিস সম্বন্ধে অনেকটা ওয়াকিফ-হাল হ'য়েছিলুম ব'লে, এই তিন দিনে যতটা সম্ভব, কিছুটা দেখে নিতে পেরেছিলুম।

স্টক্‌হোল্‌ম্‌-এ আমার পরিচিত দু-একজন ছিলেন—সব-চেয়ে প্রথম মনে হ'ল অধ্যাপক Helmer Smith হেল্‌মর স্মিথ-এর কথা। ইনি হ'চ্ছেন পালি আর প্রাকৃতের একজন মস্ত বড়ো পণ্ডিত, সংস্কৃত আর আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষারও তেমনি বিদ্বান্‌ ; সম্প্রতি ইনি সুইডেন-এর প্রাচীনতম বিশ্ববিদ্যালয় Uppsala উপ্‌সালার ভারতীয় সংস্কৃতি ও বিদ্যার অধ্যাপক হ'য়েছেন, এই পদ ইনি পেয়েছেন প্রখ্যাতনামা অধ্যাপক য়ার্ল শার্পেন্তিয়ের্‌-এর মৃত্যুর পরে। ১৯২১-২২ সালে ছাত্রাবস্থায় যখন পারিসে ছিলুম, তখন এঁর সঙ্গে আলাপ হয়—ইনি আমার অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় Jules Bloch ঝ্যুল ব্লক-এর কাছে তখন ভারতীয় ভাষাতত্ত্বের কতকগুলি বিষয় নিয়ে গবেষণা ক'রতে পারিসে এসেছিলেন। এই হিসাবে ইনি হ'চ্ছেন আমার সতীর্থ।

আমাদের বাসাবাড়ীতে প্রাতরাশ দেবার নিয়ম ; সকালে স্নান সেরে বড়ো তৃপ্তির সঙ্গে প্রাতরাশ করা গেল—দুটী ডিম সিদ্ধ, লাল আটার পাঁউরুটি, খুব অনেকখানি চমৎকার টাট্‌কা মাখন, বড়ো এক জগ ভরতি ঠাণ্ডা দুধ—এরা এই প্রাতরাশকে ফরাসী নামে অভিহিত ক'রলে un complet 'অ্যাঁ কঁপ্লে' অর্থাৎ 'পূরো প্রাতরাশ', দাম জিনিসের অনুপাতে ইউরোপের হিসেবে বেশী লাগ্‌ল না, ওদের মুদ্রায় ২ ক্রাউন ২৫ য়োরে,—ইংরিজি দেড় শিলিঙ্‌-এর কিছু উপর। প্রাতরাশের আগেই অধ্যাপক হেল্‌মর স্মিথ-এর ঠিকানা বা'র ক'রে তাঁকে ফোন ক'র্‌লুম। তাঁর স্ত্রী ফোন ধ'র্‌লেন। বেলা দশটায় অধ্যাপক স্বয়ং আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত। সতেরো বৎসর পরে তাঁর সঙ্গে দেখা। দেখ্‌লুম, তাঁর মাথার চুল সব পেকে গিয়েছে, চেহারা অনেক বদ্‌লে' গিয়েছে।

অধ্যাপক স্মিথ-এর সঙ্গে ট্যাক্সি ক'রে আমরা গেলুম সুইড জাতীয় মিউজিয়ম দেখ্‌তে। এই সংগ্রহে আছে বেশীর ভাগ সুইডেনের মধ্য-আর নব্য-যুগের শিল্প-কলার নিদর্শন, তার মধ্যে বিশেষ ক'রে আমার দর্শনীয় ছিল Anders Zorn আন্দর্স জোর্‌ন্‌-এর ছবি। জোর্‌ন্‌ আধুনিক শিল্প-জগতে একজন বিরাট পুরুষ ছিলেন—মানুষের প্রতিকৃতি অঙ্কনে আর সুইড বা নরডিক্‌ জাতির নারী-চিত্র অঙ্কনে ইনি ছিলেন অদ্বিতীয় ওস্তাদ, সিদ্ধ শিল্পী। ১৯২১ সালে এঁর মৃত্যু হয় ; সুইডেনের পর্বত সঙ্কুল স্থানের জলাশয় বা অরণ্যানীর পটভূমিকার সমক্ষে বিবসনা নর্ডিক্‌ নারীর সৌন্দর্য্য এঁর হাতে যে অনন্ত-সুলভ সত্যদর্শন আর ভাবশুদ্ধির সঙ্গে ফুটে উঠেছে, তা জগতের শিল্পে অনুপম। মানুষের দেহে বিশেষ ক'রে নারী-দেহ আশ্রয় করে যে সৌষম্য যে সৌন্দর্য্য বিদ্যমান, প্রাচীন মিসরীয়, গ্রীক, ভারতীয় আর

ইউরোপের রেনেসাঁস যুগের রূপকারেরা রেখায় আর রঙে তাঁদের প্রকাশের সার্থক চেষ্টা করে গিয়েছেন ; আন্দর্স জোর্ন্ তাঁদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ ক'রে তৈল-চিত্রে আর etching অর্থাৎ ধাতুপত্রে খোদিত মুদ্রিত-চিত্রে সেই সৌষম্য আর সৌন্দর্য্যের নবতম প্রকাশ দেখিয়ে' গিয়েছেন। তাঁর একখানি ছবি দেখে, 'কুন্দশুভ্র নগ্নকান্তি সুরেন্দ্র-বন্দিতা, ঊষার উদয়সম অনবগুণ্ঠিতা,' অনিন্দিতা উর্বশীর কবিতাময় কল্পনার কথা মনে পড়ে, বৈদিক কবির ঊষাদেবীর আবাহন মনে পড়ে ; জোর্নের আঁকা নগ্না স্নাননিরতা নর্ডিক্ জাতীয় কন্যার পট দেখে মনে হয়, এই রকম ছবিতেই যেন বৈদিক কবির রচিত ঊষার বর্ণনা—

"এষা শুভ্রা ন তন্বো বিদানা ঊর্ধ্বেব স্নাতী দৃশয়ে নো অস্থাৎ"—

মূর্তি-গ্রহণ ক'রেছে, প্রাচীন গ্রীক্ দেব-জগতের কল্প-লোকের অধিবাসিনী আফ্রোদিতে আর আর্তেমিস্ আবার যেন নবরূপ ধারণ ক'রে ধরাধামে অবতীর্ণা হ'য়েছেন, চিত্রে নিজেদের ধরা দিয়েছেন। জোর্ন্-এর মহনীয় কল্পনায় আর সুপটু হস্তের অদ্ভুত ক্ষমতায় সহৃদয় দর্শকের মনে কোনও রকমের মলিনতার ছোঁয়াচ আস্‌তে পারে না—অনুরূপ বিষয়ের বৈদিক কবিতার মত আদিম কালের কবিতা বা বর্ণনা প'ড়ে যেমন হয়, বিকারের ঊর্ধ্বে কল্পনার দ্যুলোকে মন অবস্থান করে। জোর্ন্-এর Portrait বা প্রতিকৃতিগুলি তেমনি শক্তিশালী রচনা। সূক্ষ্মতার দিকে না গিয়ে, সহজ সবল সাবলীল সতেজ সুদীর্ঘ কতকগুলি তুলির টান বা পোঁচে তিনি মানুষের চরিত্র ফুটিয়ে' তুলে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখিয়ে' গিয়েছেন, তামার পাতের উপর ধাতুর কলমের আঁচড়ে এই-সব ছবি টেনে গিয়েছেন, সেই পাত থেকে ছাপিয়ে' শিল্প জগতে তাঁর আর একটী কৃতি এই-সব etching বা টানা ছবি দিয়ে গিয়েছেন। এ ছাড়া, তিনি নামী ভাস্করও ছিলেন—তাঁর দু-পাঁচটী ব্রঞ্জে ঢালা মূর্তি তার চিরকালের সাক্ষী হ'য়ে থাক্‌বে। আমি আগে থাকতেই কতকগুলি রঙীন আর এক-রঙা মুদ্রণের সাহায্যে জোর্ন্-এর ছবির সঙ্গে পরিচিত ছিলুম ;—বড় আশা ছিল যে সুইডেন-এ এসে তাঁর মূল ছবির সৌন্দর্য্যের আস্বাদন ক'র্‌বো ; কিন্তু স্টক্‌হোল্‌মে তাঁর ছবি বেশী নেই—সব সুইডেন্-এর নানা শহরের মিউজিয়মে আর অনেকের ঘরোয়া সংগ্রহে ছড়ানো আছে। স্টক্‌হোল্‌মের জাতীয় সংগ্রহ-শালায় মাত্র খানকতক জোর্ন্-এর ছবি দেখ্‌লুম।

আর দুটী মিউজিয়ম দেখ্‌বার জন্য যাবো, অধ্যাপক স্মিথ সেখানে পৌঁছোবার বাসে আমাদের চড়িয়ে' দিয়ে সেদিনের মত বিদায় নিলেন। কথা রইল, তার পরের দিন বিকালে তাঁর বাড়ীতে তিনি আমাদের নিয়ে যাবেন।

আমরা Djurgard 'ডিউর্‌গার্ড' বা 'পশুশালা' পল্লীতে গিয়ে, Thielska Museum ব'লে আর একটী চিত্র-সংগ্রহ দেখলুম—এখানে জোর্ন্-এর ছবি অল্প দু-চারখানা ছিল। এই দুটো চিত্রশালায় আর একজন নামী সুইড চিত্রকরের খানকয়েক তৈলচিত্র দেখ্‌লুম—ইনি হ'চ্ছেন Bruno Liljefors ব্রুনো লিল্যেফর্স্ ; শক্তিশালী তুলিতে সত্যকার প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে সুইডেনের আরণ্য পক্ষীদের ছবি ইনি এঁকে গিয়েছেন। ফিরতি পথে Ethnographic Museum অর্থাৎ মানব-সংস্কৃতি-সংক্রান্ত সংগ্রহশালা দেখে নিলুম। এখানে বিশেষ ক'রে চীন জাপান

আর তিব্বত মোঙ্গোলিয়ার সভ্যতার—এই সব দেশের লোকেদের ধর্ম-জীবন, শিল্পকলা প্রভৃতির—অনেক জিনিস আছে। এই সংগ্রহশালার অধ্যাপক Gerhard Lindbloom গের্হার্ড লিণ্ড্‌ব্লোম মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের আলাপ হ'য়েছিল কোপেন্‌হাগন্‌এর আন্তর্জাতিক নৃতত্ত্ব-বিষয়ক সম্মেলনে। তিনি আমাদের দেখ্‌তে পেয়েই স্বাগত ক'রে তাঁর আপিসে নিয়ে গেলেন। এঁর লাইব্রেরিতে আমার দর্শনীয় আফ্রিকার সম্বন্ধে কতকগুলি বই দেখ্‌তে পেলুম। রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর মহাশয়ের ৬০।৬৫ বছর আগে ছাপা ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে কতকগুলি সচিত্র বই, (এই বইগুলি সুপরিচিত, সংস্কৃত আর ইংরিজিতে, ভারতীয় রাগ-রাগিণীর ইউরোপীয় স্বরলিপি সমেত) এঁর ঘরে টেবিলের উপরে র'য়েছে দেখ্‌লুম। অধ্যাপক লিণ্ড্‌ব্লোম অতি অতি বিনয়ী, সদালাপী, সৌজন্যের অবতার; ইনি এঁর সহকারীদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দিলেন, এঁরাও অতি ভদ্র। সেখানে উপস্থিত ছিলেন আমেরিকার কালিফর্ণিয়ার ব্যর্ক্‌লে বিশ্ববিদ্যালয়ের চীনা ভাষার অধ্যাপক ডক্টর Lessing লেসিং ব'লে একজন সুইড পণ্ডিত, বিখ্যাত পর্য্যটক স্বেন্‌-হেডিন্‌-এর এক ভাই, চীনার অধ্যাপক ডক্টর মণ্টেল্‌, আর S. Linne লিনে ব'লে এক যুবক নৃতত্ত্ববিৎ—এঁদের সঙ্গে আলাপ হ'ল। এঁদের প্রকাশিত কিছু বই অমাকে এঁরা উপহার দিলেন; আমার ঠিকানা রাখ্‌লেন—পরে আমায় এঁদের কতকগুলি বই ও প্রবন্ধ পাঠিয়ে' দেন। আমিও আমার প্রবন্ধ পাঠিয়ে' দিই। এইভাবে বিদেশী পণ্ডিতদের সঙ্গে একটু-আধটু ভাবের আদান-প্রদান সম্ভব হয়—দেশে ব'সে থেকেও।

পথে এক রেস্তোরাঁয় খেয়ে নিয়ে, বাসায় এসে একটু বিশ্রাম করা গেল। তারপরে বিকালে যাওয়া গেল, স্টক্‌হোলম-এর বিখ্যাত Skansen স্কান্‌সেন মিউজিয়মে। এটা স্কাণ্ডিনাভিয়ার দেশগুলির একটা খাস জিনিস, Open Air Museum অর্থাৎ অনাবৃত সংগ্রহশালা। ডেনমার্ক আর নরওয়ের এই রূপ মিউজিয়মের কথা আগে ব'লেছি। অনেকটা জমী নিয়ে, সুইডেন-দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাচীন বাড়ী সব তুলে নিয়ে এসে, এই মিউজিয়মে বসানো হ'য়েছে। সব বাড়ী কাঠের ব'লে এটা সম্ভবপর হয়েছে। দেশের বিভিন্ন স্থানের প্রাচীন পোষাক পরে মিউজিয়মের মেয়ে-পুরুষ চাকর-বাকর ঘোরা-ফেরা করে। প্রায় প্রত্যেক দিন বিকালে বিভিন্ন প্রদেশের লোক-নৃত্যের অনুষ্ঠান হয়। আধুনিক কন্‌সার্টের ব্যবস্থাও আছে। বাড়ীগুলি ঠিক প্রাচীন অবস্থায় রক্ষিত হয়, তাদের আসবাব-পত্র যেমনটী ছিল, সব তেমনিই রাখা হয়। এইভাবে এই-সব বাড়ী দেখেঃ সুইডেন্‌-এর প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে একটা ধারণা করা যেতে পারে। স্কান্‌সেন মিউজিয়মে আবার একটা পশুশালা আছে। কিছু দক্ষিণা দিয়ে প্রবেশ ক'রতে হয়, তারপরে ঘুরে ঘুরে সব দেখা, শ্রান্ত হ'লে রেস্তোরাঁ আছে, সেখানে এসে ব'সে পান-ভোজন করা, কন্‌সার্ট-এর বাদ্য শুনে চিত্ত-বিনোদন করা। পশুর সংগ্রহের জন্য আলাদা দক্ষিণা। ওদেশের পশু কতকগুলি দেখলুম—শ্বেত ভল্লুক, সীল প্রভৃতি; এদের জন্য বেশ ব্যবস্থা ক'রেছে, পাহাড়ের গুহার মত ঘর ক'রে দিয়েছে, প্রচুর জলের পুখুর ক'রে দিয়েছে, যাতে সহজ আর স্বাভাবিক ভাবে এরা থাকৃতে পারে। এইটা বেশ কৌতুককর লাগ্‌ল—বাঘের দেশের মানুষ আমরা,

তুষার-বিহারী সাদা ভালুক তো আমাদের দেশে বাঁচে না, ভারতে দেখা যায় না। বিরাট্ আকারের পশু হয় এগুলো।

এই মিউজিয়ম দেখে ফিরতে রাত্রি হ'ল—ঘড়িতে সাড়ে-আটটা পৌনে-নটা, কিন্তু তখনও বেশ আলো আছে। এ দেশ দুধের রাজ্য, দুধ থেকে মাখন পনীর ক'রে লোকেরা যথেষ্ট খায়, কিন্তু তবুও সকলে মাংসের কাঙাল। দুধ খাওয়া আরও প্রচলন করবার জন্য Mjolk Bar বা Milk Bar 'দুধের দোকান' শহরের নানা স্থানে ক'রেছে, সে-সব মিল্ক-বার-এ অন্য খাবারও পাওয়া যায়। এই রকম এক মিল্ক-বারে সায়মাশ সেরে নিলুম, দুই ক্রোনে, অর্থাৎ দেড় শিলিং-এর কিছু বেশীতে, বেশ ভালো খাওয়া হ'ল—সূপ্, ডিমের তরকারী আর ভাত, রোস্ট্ ল্যাম্ব, আলু, শালগম, আর মিষ্টি ফলের জেলি। বাড়ী ফিরবার পথে Kongsgatan বা 'রাজার সড়ক' নামে এক অতি সুন্দর, প্রশস্ত, আধুনিক রাজবর্ত্মের মধ্যে, নানা দোকানের পসার দেখতে-দেখতে, হঠাৎ নজরে প'ড়্ল, এদের Musik Institute বা সাধারণ সঙ্গীতশালার নূতন ধরণের চমৎকার ইমারতের পাশে, সুইড ভাস্কর Carl Milles কার্ল মিলেস্-এর অন্যতম কৃতি, Orpheus Fountain ওর্ফেউস্ ফোয়ারা। ব্রঞ্জে-ঢালা অতি মনোহর কতকগুলি মূর্তির সমষ্টি; মাঝে অতিকায় ওর্ফেউস্-মূর্তি। ওর্ফেউস্ ছিলেন প্রাচীন গ্রীক পুরাণে উল্লিখিত এক বীণাবাদক, ইনি বীণা বাজাতে অসাধারণ ভাবে দক্ষ ছিলেন। এঁর বীণা শুনে হিংস্র পশুরাও হিংসা ভুলে যেত, নদী পর্বত অরণ্য স্তব্ধ হ'য়ে যেত; সেই ওর্ফেউস্ মাঝখানে দাঁড়িয়ে' বীণা বাজাচ্ছেন, আর তাঁকে ঘিরে একটু নীচুতে তাঁর বীণার তানে মোহিত হ'য়ে আটটী নর-নারী নাচের ভঙ্গীতে র'য়েছে। গ্রীক পুরাণোক্ত নরক-দ্বারের ত্রিমুখ কুকুর Kerberos কের্বেরোস্-এর পিঠে নৃত্য-ভঙ্গীতে ওর্ফেউস্ দাঁড়িয়ে' বীণা বাজাচ্ছেন—এই কুকুর স্বাভাবিক ভাবে রচিত হয়নি। মূর্তিগুলির মধ্যে একটু বিশেষ স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়—প্রচলিত গ্রীক বা রেনেসাঁস-এর ধাঁজ এতে আদৌ নেই। সব অত্যন্ত দীর্ঘাকার আর ঋজু ক'রে গড়া মূর্তি, আর ওর্ফেউস্-এর মুখে গ্রীক অপেক্ষা গথিক শিল্পের উদ্ভট-ভাবের একটু আমেজ আছে, তাতে করে গ্রীক বা গ্রীকের অনুকারী ভাস্কর্য্যের কল্পনোজ্জ্বল বস্তু-তান্ত্রিকতার চেয়ে, অদ্ভুত রসেরই অবতারণা হ'য়েছে। ওর্ফেউস্-এর চারিদিকের নারী আর পুরুষ মূর্তিগুলি ওর্ফেউস্-এরই মতন নগ্নদেহ ক'রে তৈরী, এগুলির মধ্যে একটীর মুখ গড়া হ'য়েছে জরমান সঙ্গীত-রচক Beethofen বেটোফেন্-এর মুখের আদলে। মিলেস্-এর কৃতি আধুনিক ভাস্কর্য্যের একটী লক্ষণীয় রচনা, এটীকে দেখে খুব খুশী হ'লুম। পরে আরও তিন-চার বার এটীকে দেখ্বার সুযোগ ক'রে নিয়েছিলুম।

১১ই আগষ্ট ১৯৩৮, আজ স্টক্হোল্ম্ এ দ্বিতীয় দিন। সকালে আমার ভ্রমণের সঙ্গী বন্ধুবর মেজর প্রভাতকুমার বর্ধন গেলেন এখানকার কতকগুলি হাঁসপাতাল দেখ্তে—গতকল্য টেলিফোন ক'রে অধ্যাপক লিণ্ড্ব্লোম তার ব্যবস্থা ক'রে দিয়ে-ছিলেন। আমি একা শহরের পথে পথে ঘুরে বেড়ালুম—কতকগুলি দ্রষ্টব্য জিনিস দেখে নিলুম। নোতুন কোনও শহরের রাস্তায় রাস্তায় গাইড-বইয়ের প্ল্যান ধ'রে ঘুরে বেড়াতে আমার বেশ লাগে। অনেক সময়ে অনপেক্ষিত শিল্প-বস্তু বা সৌন্দর্য্য-নিধি বাস্তু চোখে পড়ে। একটী তেমাথায় বড়ো একটী monolith অর্থাৎ

একশিলাময় মূর্তি দেখলুম, একটা স্থূল স্তম্ভের মত, তার চারদিকে ঘিরে তিনটী কন্যা আর আর একটী শিশুমূর্তি, আর সাপ—অপূর্ব সুন্দরভাবে চিত্রিত র'য়েছে। সুইডরা ডেন আর নরউইজীয়দের মত টিন ধাতুর তৈজস আর মূর্তি গড়ে, দুটী দোকান থেকে এদের শিল্পের নিদর্শন স্বরূপে নিয়েট টিনের ছোট একটি তরুণী মূর্তি, আর দুটী ছোটো রেকাবী কেনা গেল, তার একটীতে পাখীর নক্‌শা আর একটীতে গ্রীক দেবী আর্তেমিস-এর নক্‌শা আছে।

স্টকহোল্‌ম্‌ এর সব চেয়ে ঐশ্বর্য্য-দ্যোতক বাড়ী, রাজপ্রাসাদের পরেই, হ'চ্ছে এখানকার Radhus 'রাদ-হুস' বা পৌরজন-সভাগৃহ। বিরাট্‌ আকারের চমৎকার বাড়ীটী, জলের ধারে, একটু বাগান আছে তাতে শ্রেষ্ঠ সুইড ভাস্করদের ছোটো ছোটো ব্রঞ্জের মূর্তির অলঙ্করণ; বাড়ীটাতে দুটী আঙিনা; মধ্য-যুগের বিজাতীয় রীতির বাস্তুশিল্প। পঞ্চাশ oere য়োরে বা আধ-ক্রাউন, আমাদের প্রায় পাঁচ আনা, প্রবেশের মূল্য। ফরাসী-, ইংরিজি-, আর জর্‌মান-ভাষী (সুইড-ভাষী তো আছেই) পাণ্ডারা, এক এক দল ক'রে, দর্শকদের নিয়ে এই বাড়ীর সব ঘুরিয়ে' দেখালে। সুইডেন-এর সমৃদ্ধির পরিচয় এই বাড়ীর সাজানো থেকে কতকটা পাওয়া যায়। পৌর ঐশ্বর্য্যের আর গৌরব-বোধের এক অতি উজ্জ্বল আর মনোহর প্রকাশ ক'রেছে এরা Golden Hall বা সোনার মণ্ডপ-ঘর নামে পরিচিত একটী বিরাট হল-ঘরে—বড়ো বড়ো ভোজ বা নাচের জন্য অথবা জন্য, অথবা জলসার জন্য, এই ঘরের ব্যবহার হয়—এর দেয়ালগুলিতে বিজাতীয় শিল্পের অনুকরণে সোনালী কাচের mosaic মোসাইক্‌ কাজ ক'রেছে তাতে, বহু চিত্র আছে, কিন্তু অন্য সব চিত্র-বস্তুকে যেন ছাপিয়ে', বিরাট এক দেবীমূর্তি এই ঘরের একদিককার দেয়াল জুড়ে জ্বলজ্বল্‌ ক'র্‌ছে, মূর্তিটী হচ্ছে স্টক্‌হোল্‌মের নগর-লক্ষ্মীর। এই ছবি দেখে বিরাট্‌-দর্শনের আনন্দ পাওয়া যায়।

একটী মিল্ক-বারে মধ্যাহ্ন-ভোজন সেরে নিলুম—রুটি, মাখন, সুপ, ফলের সালাদ। আহার-কালে আমার সঙ্গে এক টেবিলে উপবিষ্ট ইংরিজি-ভাষী একটী সুইড ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হ'ল—আমাকে ভারতবাসী দেখে আর নিরামিষ খাদ্য তখন খাচ্ছি দেখে খুশী হ'লেন—তিনি নিজেও মাংস খান না। মাংস খাওয়ার প্রবৃত্তি আছে, পুরো নিরামিষাশী নই—যদিও যুক্তির দিক্‌ থেকে, উচ্চ আদর্শ ধ'রে বিচার ক'রে, মাংস খাওয়ার অনৌচিত্য স্বীকার করি, তা তাঁকে ব'ললুম। এইভাবে সারা সকাল আর দুপুর শহর ঘুরে, বেশ আনন্দের সঙ্গে কয় ঘণ্টা কাটিয়ে', বেলা দুটোর দিকে বাসায় ফির্‌লুম।

বন্ধুবর মেজর বর্ধন ইতিমধ্যে স্টক্‌হোল্‌মের কতকগুলি হাঁসপাতাল দেখে ফিরলেন। তিনি শতমুখে এখানকার হাঁসপাতালের আধুনিক সব ব্যবস্থার প্রশংসা ক'র্‌তে লাগ্‌লেন। স্বাধীন দেশ, এদের প্রত্যেক পয়সাটী দেশের জ্ঞান-বিজ্ঞানের জন্য জন-সাধারণের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য খরচ হয়, বিদেশীর বিলাসিতার উপকরণ কেন্‌বার জন্য যায় না।

অধ্যাপক হেল্‌মর স্মিথ এলেন পৌনে-তিনটেতে, তাঁর বাড়ীতে আমাদের নিয়ে যাবার জন্য। ট্যাক্সি ক'রে আমরা জাহাজঘাটায় গেলুম। স্টক্‌হোল্‌ম্‌-এর শহরতলীতে Kummelnas কুমেলন্যাস্‌ পল্লীতে তাঁর বাড়ী, Vaxenholm

ভাক্‌সেনহোল্‌ম্‌ গ্রামের স্টীমারে ক'রে যেতে হয়। চমৎকার ...
একটু ছাড়িয়ে' গিয়েছে। চারিদিকে ডাঙায় সবুজের ঢেউ খেলে গিয়েছে;
...ড়ের উপরে পাইন বা সরল আর অন্য গাছের ঘন বন। স্টীমার-ঘাট
খানিকটা হেঁটে অধ্যাপকের বাড়ীতে পৌঁছোলুম—একটী পাহাড়ের উপরে নিবিড়
গাছের শ্রেণীর মধ্যে তাঁর বসত-বাড়ী, দূরে স্টক্‌হোল্‌মে যাবার জলপথ-স্বরূপ
সমুদ্রের ছোট প্রণালী দেখা যায়। অধ্যাপক স্মিথ ইংরেজী ভালো ব'ল্‌তে
পারেন না, ফরাসীতেই তাঁর আর তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ হ'ল। পারিসের অধ্যাপক
আর অন্য বন্ধুদের কথা হ'ল—অধ্যাপক Le'vi লেভি, অধ্যাপক Jules Bloch
ঝ্যাল্‌ ব্লক, মাদাম Grabowska গ্রাবোভ্‌স্কা, অধ্যাপক Przyluski প্‌শিলুস্কি,
আর ভারতীয় বন্ধু, যাঁরা আমাদের সময়ে পারিসে ছিলেন তাঁদের কথাও
হ'ল—অধ্যাপক কালিদাস নাগ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়,
মুহম্মদ শহীদুল্লাহ। অধ্যাপক স্মিথ-এর পূর্বপুরুষ ইংলাণ্ড থেকে এসে সুইডেন-এ
স্থায়ী বাস করেন, তাই তাঁর ইংরিজি পদবী। হিট্‌লরের ভক্ত জরমান অধ্যাপকেরা
সুইডেনে নানা বিষয়ে বক্তৃতা দিতে এসে সুইডদের জপাতে চেষ্টা করেন যে,
নর্ডিক জাতির মানুষ হিসাবে সুইড আর জরমানদের একসঙ্গে মিশে যাওয়া উচিত—
অন্ততঃ সুইডদের রাষ্ট্রীয় জীবন, জাতীয় আদর্শ, নর্ডিক জাতির শ্রেষ্ঠতা (আর ঐ
জাতির মানুষের, জগতে আর সব জাতির উপর আধিপত্য কর্‌বার আর তাদের
নেতা হবার স্বাভাবিক অধিকার) সম্বন্ধে আস্থা, জরমানদের মতই হওয়া উচিত।
অধ্যাপক স্মিথ হাস্‌তে-হাস্‌তে আমাদের ব'ল্‌লেন, এ-সব Chauvinism অর্থাৎ
নিজের জাতের সম্বন্ধে অত্যধিক আর অনুচিত গৌরববোধ, আর অন্য জাতিকে নগণ্য,
নিম্নশ্রেণীর ব'লে মনে করা, সভ্যমনের পরিচায়ক নয়; হিট্‌লরের এই অনুচরেরা
সুইডেনে আর পাত্তা পায় না। সুইডেনে সংস্কৃত-চর্চার কথা হ'ল, ভারতবর্ষে ভাষাতত্ত্ব
আলোচনার ভবিষ্যৎ নিয়েও জল্পনা হ'ল। হিন্দী, সংস্কৃত, গ্রীক ছন্দ নিয়ে
আলোচনা হ'ল—হিন্দীর চৌপাঈ আর দোহা আর সংস্কৃতের অনুষ্টুপ্‌, উপেন্দ্রবজ্রা,
বসন্ততিলক, শিখরিণী প্রভৃতি ছন্দ পড়্‌বার সুর ওঁকে শুনিয়ে' দিলুম। আমাদের
সংস্কৃতের পাঠ-রীতি ধারাবাহিক-ভাবে এখন পর্যান্ত চলে এসেছে, এর লোপ কখনও
হয়নি, কিন্তু ওদের দেশের প্রাচীন ভাষার অনেক কিছু, মায় পাঠ-রীতি, খ্রীষ্টান ধর্ম
আসার ফলে নষ্ট হ'য়ে গিয়েছে—হোমেরের কাব্য প্রাচীন গ্রীকেরা কি ভাবে আবৃত্তি
ক'র্‌ত, স্কান্দিনাভিয়ার ঋগ্বেদ-স্থানীয় প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ Edda এড্ডার শ্লোক কি ভাবে
আওড়াত', তা জান্‌বার আর উপায় নেই। সারা বিকাল আর সন্ধ্যার পরে আলো-
আঁধারীতে অধ্যাপক স্মিথের বাড়ীর বাগানের ভিতর দিয়ে সমুদ্রের খাড়ী দেখ্‌তে-
দেখ্‌তে, কাছে আর দূরে পাইনের বনের শোভা দেখ্‌তে-দেখ্‌তে, কয়েক ঘণ্টা পরম
আনন্দে কাটিয়ে' দেওয়া গেল। এঁদের গৃহে সায়মাশ সেরে নেওয়া গেল—চা, রুটি
মাখন, পনীর, ডিমের ওম্‌লেট, কেক-মিঠাই।

রাত্রি আটটায় ওঠবার সময় হ'ল—তখনও আঁধার ঘনিয়ে' আসে নি। অধ্যাপক
স্মিথের শহরে একটু দরকার ছিল, তিনি আমাদের সঙ্গে এলেন। গ্রাম থেকে স্থল-
পথে বাস্‌-এ ক'রে ফেরা গেল। স্টক্‌হোল্‌মে যেখানে আমরা বাস্‌ থেকে নাম্‌লুম,
সেখান থেকে আমাদের বাসা কাছে। অধ্যাপক সৌজন্য ক'রে আমাদের সঙ্গে

লেন। ইতিমধ্যে পথে একটী জাপানী ভদ্রলোকের সঙ্গে আমাদের —কোপেন্‌হাগেনে এঁর সঙ্গে আমাদের পরিচয় হ'য়েছিল। আমাদের দেখে জাপানী কায়দায় হেঁসে খুব আগ্রহের সঙ্গে আলাপ ক'র্‌লেন—সেই-মাত্র তিনি স্টক্‌হোলম্‌-এ এসে পৌঁছেছেন—আমাদের সাহায্য চাইলেন, তাঁকে একটা বাসা ঠিক ক'রে দেবার জন্য। অধ্যাপক হেল্‌মর্‌ স্মিথকে পরিচিত ক'রে দিলুম—ব'ল্‌লুম, চলুন আমাদের বাসায়, ঘর পাওয়া যাবে—কিন্তু হঠাৎ কি মনে ক'রে, ভদ্রলোক ব'ল্‌লেন, "থাক্‌, আমি নিজেই খুঁজে নিচ্ছি।" তারপরে এমন ভাব দেখালেন যে, তিনি নিজের পথ ধ'রে এগিয়ে' যেতে চান—কারো সাহায্য চান না। ব্যাপারটা কি বুঝ্‌তে পার্‌লুম না—এতটা হৃদ্যতা দেখিয়ে', তারপরে এরকম ভাবে সঙ্গ আর সাহচর্য্য প্রত্যাখ্যানের মানে কি। তাঁকে যথাভিরুচি চ'লে যেতে দিলুম, তিনি সঙ্গের পোর্টমাণ্টো-বাহী কুলী নিয়ে অন্য পথে চ'লে গেলেন। অধ্যাপক হেল্‌মর্‌ স্মিথও আশ্চর্য্য হ'লেন—ফরাসীতে আমায় ব'ল্‌লেন, "দেখুন, আমরা ইন্দো-ইউরোপীয় বা আর্য্য-ভাষী লোক, আমাদের মধ্যে ভাষা আর ভাব-গত সাম্য আছে, আমরা আপসে দিল-খোলা ভাবে মিল্‌তে পারি, হাসতে পারি—এই জাপদের সঙ্গে কোথায় যেন একটু বাধে।" আমি ব'ল্‌লুম যে, "অবশ্য সুইডিশ আর বাঙলা এই দুই আর্য্য ভাষা বলি ব'লে আমাদের মধ্যে ভাষার একগোষ্ঠীত্বের জন্য আধিমানসিক মিল একটা নিশ্চয়ই বেশী ক'রে আছে, কিন্তু অন্য জাতির লোকের সঙ্গে তা ব'লে মিল্‌তে তো আটকায় না; তবে অন্য জাতির লোক যদি একটু 'ঠ্যাকারে' হয়, বা কোনও কারণে সন্দিগ্ধ হয়, সে কথা আলাদা। কোরিয়া চীন আর মাঞ্চু-কুওতে জাপান যে নীতি অনুসরণ ক'র্‌ছে, তার ফলে তার অন্তরে অস্বস্তির ছায়া একটু আস্‌বেই আসবে। সেই জন্য এ বিষয়ে সমধর্মা জাতের মানুষ না পেলে, সাধারণ জাপানীর মনে অন্য জাতির মানুষের সঙ্গে অন্তরঙ্গ-ভাবে মিশ্‌তে বাধো-বাধো ঠেকতে পারে—সেই কারণেই বোধ হয় আমাদের বন্ধু আমাদের কাছ থেকে স'রে প'ড়ে আত্মরক্ষা ক'র্‌লেন।"

১২ই আগষ্ট, শুক্রবার—আজ স্টক্‌হোলম্‌ থেকে বিদায় নেবো—ফিন্‌লাণ্ড যাত্রা ক'র্‌বো। সকালে জিনিস-পত্র গুছিয়ে' ঠিক ক'রে নিয়ে, ঘর ছেড়ে দিলুম। বন্ধুবর প্রভাত কোথায় হাঁসপাতাল দেখ্‌তে গেলেন। সকালটায় আমি এখানকার Ostasiatiska Museet বা the East Asiatic Museum 'প্রাচ্য এশিয়া সংগ্রহশালা' দেখে আসবো ঠিক ক'রে বেরুলুম। দশটায় মিউজিয়ম খুল্‌বে, আমি আধ-ঘণ্টা আগেই হাজির হ'য়েছিলুম, সময়টা মিউজিয়মের কাছে খুব সুন্দর একটা বাগানে ব'সে কাটালুম। এক পাল ছোটো ছোটো ছেলেমেয়ে এসে খেলা ক'র্‌ছে, একটা অগভীর জলের চৌবাচ্চায় তারা হেঁটে নৌকো ভাসিয়ে' মহাউৎসাহে খেল্‌ছে, শিশুর কলরবে সারা বাগানটা মুখর। পার্কটীর একধারে খাড়া উঁচু এক পাহাড়ের গা, পাহাড়ের উপরে রাস্তা, সেখান দিয়ে মানুষ আর গাড়ী-ঘোড়া চ'ল্‌ছে। মিউজিয়মটীতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের চীনা শিল্প-কার্য্য যা মাটী খুড়ে বের ক'র্‌ছে তার লক্ষণীয় সংগ্রহ আছে—Shang শাঙ আর Chou চোউ যুগের ব্রঞ্জের পাত্র, আর কচ্ছপের খোলা আর হাড়ের উপরে আঁচড় কেটে প্রাচীন চীনা লেখা, Han হান্‌ আর Thang থাঙ্‌ যুগের নানা জিনিস, ব্রঞ্জের আরশী, মধ্য-এশিয়া